বিদগ্ধমাধবম্

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ রূপগো

প্রণীতং ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি কৃত

টীকা সমেতং ।

শ্রীযুক্ত যদুনন্দন ঠকুর রচিত পদাবলি

সমন্বিতং

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন বঙ্গভাষয়া

নুবাদিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্রে

তেনৈব মুদ্রিতং ।

১২৮৮, ৩রা আষাঢ় ।

উৎসর্গ পত্র।
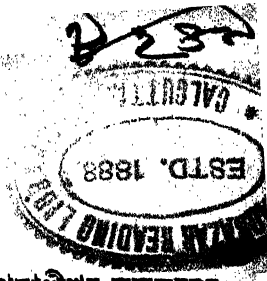
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ অধিরাজ সম্বলপুরাধীশ্বর সুরুলদেব
বাহাদুর ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সমীপেষু।

শ্রুত্বা ভবদ্যশ ইতো বিপুলং পবিত্রং আশাস্মহে ভুবনভূষণ! ভূতিকামাঃ।
বিপ্রানুভূতভরসাভর ভিন্নভাবাঃ বাঙ্গাং পরাং কিল বয়ং তনিতুং সযত্নাঃ॥
করাব্জসংসর্গমুপেত্য তে যদি বুধৈঃ পরৈরাদ্রিয়তে মনাগহং।
নরেন্দ্রদীপেতি বিদগ্ধমাধবং সমর্পয়ে তেঽদ্যময়ানুবাদিতং॥

মহারাজ!

আপনি প্রজাপালক এবং ধর্ম্মপালক, নিসর্গ করুণা দ্বারা সাধারণ জন সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে কৃত সঙ্কল্প হইয়া অগ্রে দানকেলিকৌমুদী প্রকাশ করিয়াছি এক্ষণে শ্রীরাধা কৃষ্ণের অপূর্ব্ব কেলিমাধুর্য্য পূর্ণ বিদগ্ধমাধব নাটক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু ইহা যে আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে এমত সম্ভাবনা দেখি না, এ জন্য আপনার দানশীল করকমলে সমর্পণ করিলাম, নরের মধ্যে নরাধিপ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ, যে কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পিত হয় তাহাতে কখন বৈগুণ্য জন্মে না, আমি অবশ্য কৃতকার্য্য হইব এবং আপনার কৃপায় সাধারণ লোকেও হরি-লীলামৃত পান করিয়া বিষম সংসার রূপ বিষ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেক সন্দেহ নাই। ইতি।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, হরিলীলা রূপ ক্ষীরসাগরের মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহাতে মন্দরগিরি সদৃশ কত কত মহানুভাব পণ্ডিতগণ নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন, আমি পরমাণু সদৃশ কোথা-কার কে, তবে আমার এই সাহস হইতেছে যে, ভগবৎ পরায়ণ বৈষ্ণবগণ দোষের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, নীচ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অশুদ্ধ রূপে রচিত হরিলীলাকেও আদর পূর্ব্বক শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইব।

নিঃ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্র।
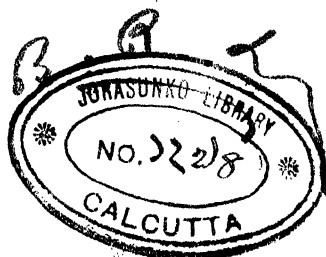
শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ দমনী

শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। বৃন্দাটবীশ্বর সভাজন রাজমান শ্রীরূপ নাম গুণসূচক কাব্যরত্নং। মচ্চিত্ত সংপুট মলঙ্কুরুতাং তদীক্ষা সৌভাগ্যভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাং ॥

অথ তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈ রুদার বিলাস হাসেক্ষিত বাম সূক্তৈঃ। হৃতাত্মনো হৃত প্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ইতি শ্রীভাগবতীয় পদ্য নিবন্ধ প্রসিদ্ধার্থক তচ্ছব্দ নির্দ্দেশৈ র্যৈরেব দর্শনীয়াবয়বোদার বিলাসাদিভি-র্হৃতমনঃ প্রাণা ভক্তিরসিকা স্তে এব কীদৃশা দর্শনীয়ানি নয়নানন্দকানি শ্রীমদ-ঙ্গানি। এবং কীদৃশানি বা তানি উদার হাসেক্ষিত বাম সূক্তানি পরমানন্দ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে কপিলদেব দেবহূতিকে কহিয়াছিলেন মাতঃ! পূর্ব্বোক্ত আমার মনোহর মুখনেত্রাদি অবয়বযুক্ত ঐ সমস্ত মূর্ত্তির লীলা হাস্য সম্বলিত অবলোকন এবং মনো ভাবন মধুর ভাষণাদি দ্বারা ঐ সকল পুরুষের মনঃ ও ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইলেও এবং তাহাতে তাঁহাদের মুক্ত্যর্থ ইচ্ছা না থাকি-লেও আমার ভক্তি স্বয়ং তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ॥

দধানা রাধাদি প্রণয় ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।

দায়ক লীলা বিশেষ সুন্দর মন্দহাস্যাবলোক রমণীয় ভঙ্গী ব্যঞ্জকানি বাক্যানীতি শ্রোত্র জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং পরম রসিক মুকুটমণিঃ সোঽয়ং স্বতাত্মনাবির্ভাবিত শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকেনৈব তানি দর্শনীয়ানি ভগবদঙ্গানি উদার বিলাস মন্দহাস্যাবলোক রমণীয় নর্ম্মভঙ্গী ব্যঞ্জকানি বাক্যানি চাভিনেতু কামঃ সংসূচিত নান্দী প্রয়োগেণ পরম মঙ্গলং সকল প্রয়োজন মৌলিভূতং বস্তু নির্দ্দিশতি॥ সুধানামিতি॥ হরিলীলা রূপা শিখরিণী রসালা বৃত্তভেদয়োরিতি বিশ্বঃ। তৃষ্ণাং কীদৃশীং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপনা· আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং এবং ভূতা যা সমন্তাদ্বিষমা দেব নর স্থাবরত্ব প্রাপক লক্ষণা সংসার রূপা সরণিঃ পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎ পর্য্যটন জনিতাং ইত্যর্থঃ। হরিলীলা শিখরিণী

এই ভাগবতীয় তৃতীয়স্কন্ধ পদ্য নিবন্ধন প্রসিদ্ধার্থ তৎ শব্দ নির্দ্দেশ হেতু ভগবানের যে সকল অবয়ব দর্শনীয় অর্থাৎ নয়নের আনন্দ জনক, তৎ সমুদায়ের পরমানন্দ দায়ক লীলা বিশেষ সুন্দর মন্দ হাস্য, অবলোকন এবং রমণীয় ভঙ্গী প্রকাশক বাক্য সকল শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া পরম রসিক মুকুট মণি শ্রীরূপ গোস্বামী স্বীয় চিত্তে আবির্ভূত বিদগ্ধমাধব নামক নাটক দ্বারা সেই সকল দর্শনীয় ভগবদঙ্গ সকলের উদার বিলাস, মন্দ হাস্য, অবলোকন এবং রমণীয় নর্ম্ম ভঙ্গী বাক্য সকলকে অভিনয় করিতে অভিলাষ করিয়া সংসূচিত নান্দী প্রয়োগ দ্বারা পরম মঙ্গল রূপ সকল প্রয়োজনের শিরোভূষণ স্বরূপ বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা॥

সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম বিষম সংসার সরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিখরিণী ॥ ১ ॥
অপিচ ॥

কীদৃশী চন্দ্র সম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্য শালিনীতি যোঽহঙ্কার স্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা পুনঃ কথম্ভূতা রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরাস্তৈঃ সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং পক্ষে মনোহারি তরং দধানা সুগন্ধোচ মনোজ্ঞেচ বাচ্যবৎ সুরভিঃ স্মৃতা ইতি পাঠঃ ॥ ১ ॥

যিনি চন্দ্রসম্বন্ধীয় সুধাসকলের মধুরিমা নিবন্ধন উন্মাদ দমন করিয়া থাকেন এবং যাহা রাধাদির প্রণয় রূপ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছেন, সেই হরিলীলা শিখরিণী তোমার আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্ব প্রকার তাপের উদ্গমকারিণী দেব নর স্থাবরত্বাদি প্রাপক বিষম সংসার সরণীর অর্থাৎ পথের পর্য্যটন জনিত তৃষ্ণাকে হরণ করুন ॥ ১ ॥

যদুনন্দনদাস ঠকুরের পদাবলী ॥

যথারাগ ॥

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী, চন্দ্রসুধা উন্মাদিনী, তাহাকে দমন করে যেবা। রাধাদি প্রণয় তাতে, ঘনসার সুরভিতে, সে মাধুরী অন্ত করে কেবা ॥ বিষম সংসার পথ, তপোদ্গম অবিরত, তৃষ্ণায় পীড়িত জল মনে। তাতে তৃষ্ণা হয় যত, এই কৃষ্ণলীলামৃত, শিখরিণী সংহরে সঘনে ॥ ১

আরো বলি। কোন যুগে কোন অবতার কর্ত্তৃক

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ

অথ যৎ প্রেরণয়া তাদৃশা অপূর্ব্ব নাটক নির্ম্মণে শক্তি স্তস্য মহাপ্রভোঃ পরমাভীষ্ট দেবস্য স্ফূর্ত্তি মাশিষয়তি। অনর্পিতেতি মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরিলীলা রসাস্বাদনানুপপত্তে রিতি ভাবঃ। বো যুষ্মাকং হৃদয় রূপ গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ পক্ষে সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তি শ্রিয়ং স্বভজন সম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুং অবতীর্ণঃ। কথং ভূতাং অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিত পূর্ব্বা। নমু কপিল দেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদি ভ্যো ভগবদ্ভজনং কিং নোপদিষ্টং তত্রাহ সকল রস সম্ভাবেপি উন্নত উজ্জলরসো যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ং। তথা চোজ্জ্বলরস প্রধানা ভক্তি নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দর দ্যুতি সমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বত কন্দরায়াং উদিতঃ সিংহো যথা তত্র স্থান্ হস্তিনো নাশয়তি তথা যুষ্মাকং হৃদয় কন্দরায়াং উদিতঃ শচীনন্দন স্বরূপ সিংহঃ হৃদ্রোগ রূপ

যাহা অর্পিত হয় নাই এমত উজ্জ্বল রসবিশিষ্ট স্বীয় ভজন সম্পত্তি রূপ ভক্তিপ্রদানার্থ করুণা বশতঃ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার স্বর্ণ অপেক্ষাও দ্যুতি সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দন দেব হরি তোমাদের হৃদয় রূপ পর্ব্বত গুহায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বত কন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ হস্তি কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে তদ্রূপ শচীনন্দন রূপ সিংহ তোমা-দের হৃদয় কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদ্রোক রূপ

সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ।

হস্তিনো নাশয়ত্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ২ ॥

নান্দী স্বরূপ শ্লোকদ্বয়স্যান্তে সূত্রধার আহেতি শেষঃ। সূত্রধারোঽত্র শ্রীরূপগোস্বামী। অত্র শ্লোকদ্বয়মেবাস্তু অতি বিস্তারেণালমিতি সর্ব্ব নাটকস্যাদৌ সভ্যানামাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধনার্থং সূত্রধারস্যেয়মুক্তিঃ। নান্দী লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং। প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দীকার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু নির্দ্দেশান্য তমান্বিতা। অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিম্বা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ। চন্দ্র নামাঙ্কিতা প্রয়োমঙ্গলার্থ পদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চক্র কমল চকোর কুমুদাদিকমিতি। প্রস্তুতস্যার্থস্যাবতরণং প্রস্তাবনা। প্রস্তুতস্য রাধামাধবয়োঃ সম্ভোগ রূপার্থস্যাবতরণং ঘটিতমিতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। অত্রেয়ং সুধানামিতি দ্বাদশ পদা নান্দী ॥ ৩ ॥

হস্তি বৃন্দকে বিনষ্ট করুন ॥ ২ ॥

যথারাগ॥

হেন বর্ণ ধরি হরি, জগতে করুণা করি, অবতীর্ণ হইলা কলিযুগে। উন্নত উজ্জ্বল রস, যেই প্রেম ভক্তিরস, সে ভক্তি বিলায় ক্ষিতি তলে॥ বহুকালে অনর্পিতা, যেই নিজ ভক্তি নীতা, প্রকাশিলা করুণা করিয়া। শচী-সুত গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দ সান্দ্র, সদা স্ফূর্তি হউ মোর হিয়া ॥ ২ ॥

নান্দী পাঠানন্তর সূত্রধার ॥

এই পর্য্যন্তই ভাল, আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন

ভো ভোঃ সমাকর্ণ্যতাং ॥ ৩ ॥

অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন ॥ ৪ ॥

যথা। অয়ে তাণ্ডবকলাপণ্ডিত ইহ কিল বল্লবী চক্র-চেতো বৃত্তিমকরী বিহার মকরালয়স্য নিরবদ্য বেণুবাদন বিদ্যা স্বাধ্যায় সিদ্ধানাং প্রথমাধ্যাপকস্য সুগন্ধি পুষ্পাবলী সৌন্দর্য্য তুন্দিলায়ামরবিন্দবান্ধবনন্দিনী তীরান্তঃ কানন

শ্রীশঙ্কর দেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ড তীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বর নাম্না ॥ ৪ ॥

স্বপ্নে শঙ্করাদেশমেবাহ যথেতি। অয়ে নৃত্যকলায়াং পণ্ডিত শ্রীরূপ নন্দনন্দস্য প্রেম্নাতিশয়াকৃষ্ট হৃদয়ো রসিক সম্প্রদায়ঃ। বৃন্দাবনবিলোকনোৎ কণ্ঠয়া কেশীতীর্থ সমীপং নানা দিগ্‌দেশতঃ সাম্প্রতং সমীয়িবান্ ইত্যর্থঃ। লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যো বেণু রূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং। ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধূক্ত দিশা অসাধারণৈরেব গুণ চতুষ্টয়ৈর্নন্দনন্দনং বিশিনষ্টি। প্রিয়াণাং যৎ আধিক্যং তন্মূলক মেবান্যদ্‌গুণ

নাই ॥ ৩ ॥

অহে তোমরা সকল শ্রবণ কর। অদ্য আমাকে স্বপ্না-বস্থায় ব্রহ্মকুণ্ড তীরবর্ত্তী ভক্তাবতার ভগবান্ গোপীশ্বর নামা শঙ্করদেব আদেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অয়ে নৃত্যকলা পণ্ডিত! যিনি গোপীদিগের চিত্ত-বৃত্তি রূপ মকরী বিহারার্থ জলনিধি স্বরূপ, যিনি বেদবেত্তা সিদ্ধদিগের বেণুবাদন রূপ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক, যিনি সুগন্ধ কুসুম সমূহের পরম সৌন্দর্য্যাধার বিশাল সূর্য্য

লেখায়ামবলম্বিত মত্ত পুংস্কোকিল লীলস্য পরমানন্দ বৰ্দ্ধিনি গোবৰ্দ্ধন নিতম্বে সম্ভৃত নবাম্বুদাড়ম্বরস্য কিশোর শিরোমণে নন্দনন্দনস্য প্রেমভরাকৃষ্ট হৃদয়ো নানাদিগ্‌ দেশতঃ সাম্প্রতং রসিকসম্প্রদায়ো বৃন্দাবন বিলোকনোৎকণ্ঠয়া কেশিতীর্থোপকণ্ঠে সমীয়িবান্‌ ॥ ৫ ॥

সচ ধন্যঃ ॥

ত্রয়মিতি। অত্রাপ্যতুল্য প্রেম্না প্রিয়াণাং সদা প্রথমং তেনৈব বিশিনষ্টি বল্লবীতি। বল্লবী সমূহস্য চেতোবৃত্তি রূপ মকর্যা বিহারার্থং মকরালয়স্য সমুদ্ররূপস্য। বেণু মাধুর্য্যমাহ নিরবদ্যেতি। লীলায়াস্তু ব্রজমাত্র এব মথুরাদিতঃ পূর্ণতমত্বেপি শ্রীবৃন্দাবনে ইতিবৈশিষ্ট্যমাহ সুগন্ধীতি সুগন্ধি পুষ্পাবলি সৌন্দর্য্যেণ তুন্দিলায়াং যমুনাতীরান্তে কানন লেখা বনশ্রেণী তস্যামবলম্বিতা মত্ত পুংস্কোকিলস্যেব লীলা যস্য রূপমাধুর্য্যমাহ পরমানন্দ বৰ্দ্ধিনি গোবৰ্দ্ধন নিতম্বে সম্ভৃতঃ পূর্ণ নবাম্বুদস্যেব আড়ম্বরো বিক্রমো যস্য কিশোরমণেরিতি কৈশোরে নিত্য স্থিতিং দ্যোতয়তি ॥ ৫ ॥

তনয়া যমুনার তীরান্তর্ব্বর্ত্তি কানন শ্রেণীতে মত্তপুংস্কোকিল লীলাশালী এবং যিনি পরমানন্দ বৰ্দ্ধনকারি গোবৰ্দ্ধন পর্ব্বতের নিতম্বদেশে পূর্ণ নবজলধরের ন্যায় মনোজ্ঞ রূপ বিশিষ্ট, সেই কিশোরশিরোমণি নন্দনন্দনের প্রেমভরে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়া সম্প্রতি নানা দিগ্দেশীয় রসিক সম্প্রদায় বৃন্দাবন দর্শনোৎকণ্ঠায় কেশীর্থের উপকণ্ঠে (সমীপে) উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

সেই রসিক সম্প্রদায় ধন্য ॥

কৃতং গোপীবৃন্দৈরিহ ভগবতো মার্গণমভূ
দিহাসীৎ কালিন্দীপুলিনবলয়ে রাসরভসঃ।
ইতি শ্রাবং শ্রাবং চরিতমসকৃদ্গোকুলপতে
র্লুঠন্নুদ্বাস্পোঽয়ং কথমপি দিনানি ক্ষপয়তি॥ ৬॥
তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দ বিশ্লেষো
দ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কামপি তস্যৈব

সচ রসিক সম্প্রদায়ো ধন্যঃ। ইহ স্থলে গোপীবৃন্দৈর্ভগবতঃ কৃষ্ণস্য অন্বেষণমভূৎ। এবমিহ রাস জন্য রভসো হর্ষ আসীৎ। ইতি গোকুলপতে রসকৃচ্চরিতং শ্রুত্বা লুঠন্ অয়ং রসিক সম্প্রদায়ঃ শ্রীকৃষ্ণ বিরহেণ কথমপি দিনানি ক্ষপয়তি॥ ৬॥

তত্তস্মাদিদানীং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব কামপি কেলি সুধারূপ কল্লোলিনী নদী উল্লাসয়তা আবির্ভাবয়তা ভবতা এতস্য ভক্তবৃন্দস্য যঃ কৃষ্ণবিশ্লেষঃ তস্যোদ্দী-

যে হেতু এই স্থলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং এই কালিন্দী পুলিনমণ্ডলে রাস জনিত আনন্দোৎসব হইয়াছিল, গোকুলপতির এই সকল চরিত্র বারম্বার শ্রবণ করিয়া রসিক সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ভূমি লুণ্ঠন করিতে করিতে বাস্পাকুল লোচনে কোন ক্রমে দিন যাপন করিতেছেন॥ ৬॥

সম্প্রতি এই সকল ভক্তবৃন্দের মুকুন্দ বিচ্ছেদ উদ্দীপন হওয়াতে প্রাণ সকল বহির্গত হইতেছে, অতএব তুমি সেই মুকুন্দের কেলিসুধা নদী আবির্ভাব করিয়া ইহাঁদের বহির্গত প্রাণকে রক্ষা কর, ইহাতে এ রূপ

কেলিসুধা কল্লোলিনীমুল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা। মৎকৃপৈব তে সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতীতি ॥ ৭ ॥

তেনাদ্য জগদ্গুরোরাদেশমেবানুবর্ত্তিষ্যে।

প্রবিশ্য পারিপার্শ্বিকঃ ॥

ভাব ভবতা নিবন্ধস্য বিদগ্ধমাধব নাম্নো নবীন নাটকস্য প্রয়োগানুসারেণ গৃহীত ভূমিকাঃ কুশীলবা রঙ্গ প্রবেশায়

পনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ পরিক্ষণীয়াঃ তাদৃশ লীলাগ্রন্থং সম্পাদয়িতুং সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতি পুরয়িষ্যতি। সমগ্রং সকলং পূর্ণ মণণ্ডং স্যাদন্যূনক মিত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

অস্য মহাদেবস্যাজ্ঞাং পালয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তাদৃশ রসিক সভামধ্যে প্রবিশ্য পারিপার্শ্বিক আহ পরিতঃ পার্শ্বং চরতীতি পারিপার্শ্বিকঃ সূত্রধারস্য শিষ্য রূপো নটঃ ভাব হে বিদ্বন্ নাট্যোক্তৌ ভাববিদ্বানথাবুকমিত্যমরঃ। তাদৃশ

আশঙ্কা করিও না যে, আমি কি প্রকারে প্রকাশ করিব আমার কৃপা দ্বারা তোমার সামগ্রী স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

অতএব অদ্য জগদ্গুরু শঙ্করের এই আদেশের অনুবর্ত্তী হই ॥

অনন্তর পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ সূত্রধারের শিষ্য রূপ নট প্রবেশ করিয়া কহিল, হে ভাব! অর্থাৎ মান্য, আপনার বিরচিত বিদগ্ধমাধব নামক অভিনব নাটক অভিনয় করিবার জন্য নাটক প্রয়োগানুসারে গৃহীত ভূমিকা অর্থাৎ শ্রীরাধা ও মধুমঙ্গলাদির উচিত বেশ ভূষা ধারণ করিয়া

তত্র ভবন্তমনুজ্ঞাপয়ন্তি ॥ ৮ ॥

সূত্রধার। মারিষ নির্ম্মিতঃ কিমিতি তন্নাটক পরিপাটীভি
র্বর্ণিকাপরিগ্রহঃ।
ক্ষণং বিমৃষ্য ভবতু ॥
মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতিললিতা
মুদং ধাস্যন্ত্যস্যাং তদপি হরিগন্ধাদ্বুধগণাঃ।

নবীন নাটকস্ত প্রয়োগানুসারেণ গৃহীতা ভূমিকা রাধিকা মধুমঙ্গলাদ্যুচিত বেশ ভূষা যৈঃ এবম্ভূতাঃ কুশীলবা নটা রঙ্গে নৃত্য ভূমৌ প্রবেশার্থং তত্র ভবন্ত মিত্যেক পদং পূজ্য ভবন্তমনুজ্ঞাপয়ন্তি ॥ ৮ ॥

তদনন্তরং সূত্রধার আহ মারিষেতি শিষ্য রূপ কিঞ্চিদূন নট সম্বোধনং। তথাচোক্তং ভরতেন। মান্যো ভাব ইতি জ্ঞেয়ঃ কিঞ্চিদূনস্তু মারিষঃ। বিদগ্ধমাধব নাটক রূপ পরিপাটীভির্বর্ণিকা পরিগ্রহঃ রাধিকা মধুমঙ্গলাদ্যুচিত বেশ ভূষা পরিগ্রহঃ যুষ্মাভিঃ কিং নির্ম্মিতঃ ক্ষণং বিমৃষ্য সহসা কৃতকৃত্যং ভবতু

নট সকল রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশার্থ আপনার অনুজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে ॥ ৮ ॥

সূত্রধার। মারিষ! তোমরা কি বিদগ্ধমাধব নাটকাভিনয় করিতে শ্রীরাধা ও মধুমঙ্গলাদির উচিত বেশভূষা পরিগ্রহ করিয়াছ? ॥

(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া)

ভাল আমার বিরচিত এই বিদগ্ধমাধব নাটকে যদিচ কবিতা সকল মনোহারিণী না হউক, তথাপি হরিগন্ধ আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাতে আনন্দ বিধান করিবেন,

অপঃ শালগ্রামাপ্লবন গরিমোদ্গার সরসাঃ
সুধীঃ কোবা কৌপীরপি নমিত মূর্দ্ধা ন পিবতি ॥ ৯ ॥
পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব রঙ্গলক্ষ্মী কৌশলং স্তুতিভিরেব সভ্যা
নভ্যর্থয়ামহে। যদমী বিদ্যাদিভি র্দেবানপি তানুপালব্ধু

ইত্যুক্ত্বাহ মমাস্মিন্ নাটকরূপ সন্দর্ভে কবিতা নাতি ললিতা ন মনোহরা তথাপি হরিগন্ধাদপ্যাং কবিতায়াং বুধগণা মুদং ধাস্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শালগ্রাম স্নানেন জাতো যো গরিমোদ্গারঃ গরিম প্রকাশঃ তেন সরসাঃ কৌপীরপি আপঃ কূপ সম্বন্ধ্যপি জলং সুধীঃ নমিত মূর্দ্ধা ন পিবতি ॥ ৯ ॥

পারিপার্শ্বিক আহ হে ভাব যদ্যপি অস্মাকং নৃত্য কৌশলং নাস্তি তথাপি নৃত্য লক্ষ্যাঃ কৌশলং স্তুতিভিরেব সভ্যান্ বয়মভ্যর্থয়ামহে যুষ্মাভিঃ কৃপয়া নৃত্যেঽস্মিন্ কৌশলং স্বীক্রিয়তামিতি প্রার্থনাং আদৌ করিষ্যাম ইত্যর্থঃ।

যে হেতু শালগ্রাম শিলাকে কূপোদকে স্নান করাইলে কোন্ পণ্ডিত নমিত মস্তকে তাহা পান না করেন ? ॥ ৯

যথারাগ ॥

যদ্যপিহ এই গ্রন্থে, আমার কবিত্ব বন্ধে, অত্যন্ত ললিত নহে বাণী। তথাপিহ বুধগণে, সুখ পাবে কৃষ্ণ গুণে, মনে এই দৃঢ় অনুমানি ॥ কূপোদকে শালগ্রাম, হয়ে যেন স্নান কাম, চরণ উদক তাহে কহি। সুপণ্ডিত জন যেঁহো, বন্দনা করিয়া তেঁহো কেবা নাহি পিয়ে সুখ পাই ॥ ৯ ॥

পারিপার্শ্বিক। হে মান্য! যদিচ আমাদের নৃত্য কৌশল নাই, তথাপি আমরা নৃত্য শোভার কৌশল নিমিত্ত স্তুতি দ্বারা সভ্যগণকে প্রার্থনা করি, যে হেতু ইহাঁরা বিদ্যা

মুৎসহস্তে কিমুত নটানস্মান্ ॥ ১০ ॥

সূত্রধারঃ। মারিষ কৃতমেতয়া বৃথোপচার চর্য্যয়া। যতঃ।

অপ্রেক্ষ্য ক্রমমাত্মনো বিদধতি প্রীত্যা পরেষাং প্রিয়ং
লজ্জন্তে দুরিতোদ্গমাদিব নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি।

যদবস্মাদমী সভ্যাঃ বিদ্যাদিভি দেবানপি উপালব্ধুং ন্যক্কর্ত্তুং উৎসহন্তে। সূত্রধারঃ আহ। মারিষ বৃথৈব যঃ উপচারঃ অন্য ধর্ম্মাণামন্যত্রারোপ ইত্যর্থ স্তস্য চর্য্যয়া কৃতং অলং ব্যর্থমিত্যর্থঃ। যুগপর্য্যাপ্তয়োঃ কৃতমিত্যমরঃ ॥ ১০ ॥

যথা দুরিতোদ্গমাৎ দুরিতোৎ পাদক পরদার পরদ্রব্য দুরিতোদ্গমাৎ সজ্জনা লজ্জন্তে তথৈব ভক্তজনা নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি লজ্জন্তে। ক্রমাদিতি বিদ্যা-

---

দ্বারা দেবগণকেও পরাভব করিতে পারেন, সুতরাং আমাদিগকেও অনুগ্রহ করিবেন বিচিত্র কি? ॥ ১০ ॥

সূত্রধার। মারিষ! বৃথা স্তুতিপাঠের প্রয়োজন কি, যে হেতু সাধু সকল স্বীয় দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পরের প্রিয় বিধান করিয়া থাকেন, যেমন লোকে পরদার গমন ও পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি পাপ জনক কার্য্য হইতে লজ্জিত হয়, তাহার ন্যায় সাধুজনও আত্ম প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া থাকেন! অপর বিদ্যা বিত্ত কুল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন সাধুগণ ক্রমে ততই নম্রতা স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব সাধুদিগের এই রমণীয়া নৈসর্গিকী পরিপাটী জয়যুক্ত হউক ॥

যথারাগ ॥

সাধুজন এই রীতি, আত্ম দুঃখে দুঃখ অতি, না গণয়ে

বিদ্যাবিত্ত কুলাদিভিশ্চ যদমী যান্তি ক্রমান্নম্রতাং
রম্যা কাপি সতামিয়ং বিজয়তে নৈসর্গিকী প্রক্রিয়া ॥ ১১ ॥

(সমন্তাদবলোক্য সহর্ষমুচ্চৈঃ)।

হংহো বল্লবসিংহপ্রিয়াঃ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞ গোষ্ঠী গুরূণামপি যুষ্মাকং সমক্ষং কিমপ্যেষ বিবক্ষমাণস্তাণ্ডবিকো নিরপত্র

দিনামাধিক্যে অধিকৈব নর্ম্মতা অধিকতরত্বেঽধিকতরা অধিকতমত্বে ঽধিকতমা ইতি দিক্ ॥ ১১ ॥

আবেশেন সম্বোধনে হংহো শব্দ ইতিবন্নরসিংহস্য গোপশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ ভক্তাঃ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞ সভায়াং গুরূণাং যুষ্মাকং। এষ তাণ্ডবিকো নটঃ

স্বভাব তাহার। পর দুঃখে দুঃখী হয়, নিজস্তবে লজ্জা পায়, মানে যেন দুরিত বিচার ॥ বিদ্যা বিত্ত কুল হয়, তথাপি নম্রতা ময়, সাধুগণ স্বভাব আচার। এই গুণ শুনি মনে, লজ্জা ভয় নাহি গণে, ভাল মন্দ বিচার আমার ॥

(চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া অতিশয় হর্ষের সহিত)

অহে কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তসকল! ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সভাতে ভবাদৃশ গুরুজন সমক্ষে এই নট কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া নির্ল্লজ্জের পথে অধিরূঢ় হইতে উপক্রম করিতেছে, অতএব এই চপলতা ক্ষমা করুন। (এই বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক অবলোকন করত) ॥ ১১ ॥

অহে সভ্যগণ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও আমার বিরচিত এই ভগবৎ গুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের

পাণাং পদবীমারোঢ়ুমুপক্রমতে। তদিমাং ক্ষমধ্বং চাপলারভটীং ইতি সপ্রণামং পশ্যন্ ॥ ১২ ॥

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতি লঘু রূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ কলুষতাং ॥ ১৩ ॥

বিবক্ষমাণঃ বক্তু মিচ্ছন্ ক্রুঞ ব্যক্তায়াং বাচি ইত্যস্মাৎ। নিরপত্রপাণাং নির্লজ্জানাং ইতি সপ্রণামং পশ্যন্ সন্ সূত্রধার আহ ॥ ১২ ॥

বো যুষ্মান্ সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী শীলার্থে তৃন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন ক্ষুদ্র রূপাৎ। ব্যঙ্গপক্ষেতু প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপ নামাচেতি স্বনামাপি দ্যোতিতং। পক্ষে প্রকৃত্যা লঘুশ্চাসৌ রূপশ্চেতি সরস্বতীতু তদ্দৈন্যমসহমানা তমেব স্তাবয়তি প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তীতি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অভীষ্ট সাধন করিবেন, যে হেতু অতি নীচ জাতি পুলিন্দ কর্ত্তৃক কাষ্ঠ সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা কি স্বর্ণের অন্তর্মল অপহৃত হয় না? ॥ ১২ ॥

যথারাগঃ ॥

আমি অতি লঘুমতি, প্রকৃতি চঞ্চল অতি, হরিগুণ সিদ্ধ অর্থ ময়। কহি শুন সাধুগণ, ইহাতে করিহ মন, স্বর্ব্বতাপ করিবেক ক্ষয় ॥ পুলিন্দের গণ যত, কাষ্ঠ কাষ্ঠে ঘরষিত, অগ্নি জন্মে তাহার দহনে। হিরণ্যের মলাগণ, দূর করে অনুক্ষণ, অইছন কৃষ্ণলীলা গুণে ॥ ১৩ ॥

তদিদানীমভীষ্টদেবং ভগবন্তমনুস্মৃত্য নৃত্যমাধুর্য্য মুল্লা-
সয়ামীত্যঞ্জলিং বদ্ধা ॥

প্রপন্ন মধুরোদয়ঃ স্ফুদমন্দবৃন্দাটবী
নিকুঞ্জ ময়মণ্ডপ প্রকর মধ্য বদ্ধস্থিতিঃ।
নিরঙ্কুশ কৃপাম্বুধিব্র্জবিহাররজ্যন্মনাঃ
সনাতন তনুঃ সদা ময়ি তনোতু তুষ্টিং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

সনাতন নাম্নী তনুর্যস্য সনাতনী নিত্যা তনুর্যস্য ইতি চ। প্রপন্নেষু মধুর করুণাময় উদয়ো যস্য প্রপন্নো মধুরস্য শৃঙ্গার রসস্য উদয়ো যস্মাৎ অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ১৪ ॥

অতএব এক্ষণে অভীষ্টদেব ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া নৃত্য মাধুর্য্য উল্লাস করি (এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক) প্রপন্ন জনের প্রতি যাঁহার মাধুর্য্য রস উদয় হইতেছে, যিনি অতিশয় রূপে স্ফূর্ত্তিশীল বৃন্দারণ্য সম্বন্ধীয় নিকুঞ্জময় মণ্ডপ সমূহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি নিরঙ্কুশ কৃপা সমুদ্র এবং যাঁহার মনঃ সর্ব্বদা ব্রজবিহারে অনুরক্ত, সেই সর্ব্ব সমর্থ নিত্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি তুষ্টি বিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

যথারাগ ॥

যাহাতে প্রপন্ন হইতে, মাধুর্য্য উদয় চিতে, হয় কত লীলার উদয়। বৃন্দাবন কুঞ্জধাম, প্রকর মণ্ডপ স্থান, যেই তাঁহা সদা নিবসয় ॥ নিরঙ্কুশ কৃপাম্বুধি, ব্রজেত বিহার বিধি, সনাতন তনু রসময়। অনুক্ষণ তুষ্টি মোরে, করু সেই সুবিস্তারে, প্রভু মোর সদয় হৃদয় ॥ ১৪ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব পশ্য পশ্য ॥

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোপ্যসৌ।
লেভে চত্বারতাঞ্চ তাণ্ডববিধে র্বৃন্দাটবী গর্ভভূ
র্মন্যে মদ্বিধ পুণ্য মণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৫ ॥

ভক্তানামিতি তত্রাপি অনর্গল ধিয়ামিতি পাত্র বৈশিষ্ট্যং এতাদৃশঃ কৃষ্ণস্য প্রবন্ধ স্তত্রাপি শীলৈরিতি স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ এতেন বস্তু বৈশিষ্ট্যং লেভে চত্বরতামিতি বৃন্দাটবী তত্রাপি তদ্গর্ভভূ রাস পীঠ রূপা। ইতি দেশ বৈশিষ্ট্যং তু বক্ষ্যতে ইতি সোঽয়ং বসন্ত সময় ইত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥

পারিপার্শ্বিক। ভাব! দেখুন দেখুন ॥

স্বভাব সুন্দর নির্ম্মল বুদ্ধি ভক্তবর্গ আবির্ভূত হইয়াছেন, গোপবধূ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রবন্ধ অর্থাৎ নাটকও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বৃন্দাবন গর্ভস্থ রাসস্থলীও নৃত্য বিধির চত্বরতা লাভ করিয়াছে, যাহা হউক বোধ করি মাদৃশ জনের পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল ॥ ১৫ ॥

যথারাগ ॥

বল্লব বধূর বন্ধু, প্রেম রস সুধাসিন্ধু, আইলা এই নর্ত্তক মণ্ডলে। শুদ্ধ ভক্ত অনুক্ষণ, যাতে ধরে নিজ মন, স্বভাব পল্লব শীলোজ্জ্বলে ॥ তাণ্ডব বিধানে আসি, বৃন্দাবন পরবেশি, বিদগ্ধশেখর রসধাম। জানিয়া পুণ্য মণ্ডল, পরিপাক নিরমল, হইল করিয়ে অনুমান ॥ ১৫ ॥

সূত্রধারঃ। মারিষ নীরসাবলী বৈমুখ্যাদ্বিশঙ্কমানো মন্থর ইবাস্মি॥

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব কৃতমত্র শঙ্কয়া। যতঃ।

উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ
কৃতৌ তবামী রসিকাঃ স্ফুরন্তি।
ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেঽপি

ক্রমেলকৈ রুষ্ট্রৈঃ রসালে আম্রে॥ ১৬॥

অতএব রসমাধুরী পরিবেশন নিমিত্ত ত্বরান্বিত হউন॥

সূত্রধার। রসানভিজ্ঞ জন শ্রেণীর বৈমুখ্য প্রযুক্ত শঙ্কাকুল হইয়া বিলম্ব করিতেছি॥

পারিপার্শ্বিক। ভাব! শঙ্কার প্রয়োজন নাই, যে হেতু রসানভিজ্ঞ জন সকলই আপনার কৃত অভিনয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে, কিন্তু রসিক সকল ইহাতে আনন্দানুভব করিবেন, কারণ উষ্ট্র সকল আম্র তরুকে উপেক্ষা করিলেও কোকিল কুল তাহাতে পরম সুখানুভব করিয়া থাকে॥ ১৬॥

যথারাগ॥

রসিক ভকতে সদা এই রস স্ফুরে। আনন্দ কদম্বে সদা তনু মন ঝুরে॥ রসানভিজ্ঞ জন হবে উদাসীন। না জানয়ে সেই কভু এ রস প্রবীণ॥ যৈছে রসালের তরু মুকুলে ভরয়। তাহাতে কণ্ঠকলতা বহুত উঠয়॥ উষ্ট্রগণ গিয়া সেই কাঁটা সব খায়। আম্রের মুকুল স্বাদ

পিকাঃ সুখং যান্তি পরং রসালে ॥ ১৬ ॥

তদারভ্যতাং সামাজিকচেতশ্চমৎকারায় গান্ধর্ব্ব ব্রহ্ম বিদ্যা।

সূত্রধারঃ। মারিষ পশ্য পশ্য।

সোঽয়ং বসন্ত সময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ় নবানুরাগং।

তম্যা রজন্যা ঈশ্বরং চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমীশ্বরং কৃষ্ণঞ্চ উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো নবোঽনুগতো রাগো রক্তিমা যেন কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং গূঢ়াগ্রহা নবগ্রহা যস্যাং সা পক্ষে গূঢ়োগ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা রুচিং রাতি গৃহ্লাতীতি তয়া শোভনয়া

বিষ লাগে তায় ॥ বিদগ্ধ কোকিল কুল মুকুলে ভ্রময়ে।
কণ্টক লতিকাগণ নাহি পরশয়ে ॥ ১৬ ॥

অতএব সামাজিক লোকদিগের চিত্ত বিনোদন জন্য সঙ্গীত রূপ ব্রহ্ম বিদ্যা আরম্ভ করুন ॥

সূত্রধার। মারিষ! দেখ দেখ।

সেই বসন্ত কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে নিশা কালে নবোদয় রাগে রক্তিমা বর্ণশালি নিশানাথকে সুশোভিত করিবার জন্য রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রের সহিত অল্প অল্প গ্রহ প্রকাশ বিশিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী আসিয়া উপস্থিত হইল ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। নিশা কালে নবানুরাগে অনুরক্ত পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৌতুহল আবিষ্করণার্থ গূঢ় আগ্রহ সহকারে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৭ ॥
(নেপথ্যে) অয়ে নর্ত্তকসামন্ত সার্ব্বভৌম কথং ভবতঃ কর্ণপূরী ভূত্বা বাঢ়ং নিগূঢ়েয়ং সন্দর্ভমঞ্জরী। যদহং রাধয়া সার্দ্ধমীশ্বরং তং সঙ্গময়িষ্যামীতি।

সূত্রধারঃ। সবিস্ময়ং নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য অহো কথ-

রাধয়া বিশাখা নক্ষত্রেণ। কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টঃ রাধা বিশাখা ইত্যমরঃ। প্রতি বৈশাখ পূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখা নক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ। রঙ্গায় শোভনার্থং। কৌতুক রহস্যমাবিষ্কর্ত্তুঞ্চ পৌর্ণমাসী তিথিঃ ভগবতীচ ॥ ১৭ ॥

যথারাগ ॥

সেই যে বসন্ত কাল, উদয় হইল ভাল, যাতে পূর্ণ তমীশ্বর সঙ্গে। নব অনুরাগে লঞা, নিগূঢ়াগ্রহ করিঞা, রাধাসঙ্গে বিহরয়ে রঙ্গে ॥ নিশি পৌর্ণমাসী এই, প্রৌঢ় রুচি বিলসই, সূত্র এই বিচার করিতে। বেশ স্থলে পৌর্ণমাসী, কহয়ে হরিষে আসি শুন ওহে সূত্র সুচ-রিতে ॥ ১৭ ॥

নেপথ্যে অর্থাৎ বেশগৃহে।

অয়ে! নর্ত্তক সভ্যাধীশ! কি প্রকারে এ গূঢ় কথা আপনার কর্ণ গোচর হইল যে, আমি শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে মিলিত করিব ॥

সূত্রধার। (বেশ গৃহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)

অহো কি প্রকারে ভগবতী পৌর্ণমাসী যে এই স্থানেই

মিত এব ভগবতী পৌর্ণমাসী। পশ্য পশ্য।
বহন্তী কাষায়াম্বরমুরসি সান্দীপনিমুনেঃ
সবিত্রী সাবিত্রী সমরুচিরলং পাণ্ডরকচা।
সুরর্ষেঃ শিষ্যেয়ং পরিজনবতী নন্দভাবনা
দিতো মন্দং মন্দং স্ফুটমুটজবীথীং প্রবিশতি ॥ ১৮ ॥
তদাবামপ্যগ্রতঃ করণীয়ং বর্ণিকাঙ্গীকারমালোচয়াব ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ॥
প্রস্তাবনা ॥

নর্ত্তক সামন্তেষু মধ্যে সার্ব্বভৌমঃ সর্ব্বভূমৌ বিদিতঃ অতিখ্যাত ইত্যর্থঃ। নেপথ্যাভিমুখং রঙ্গশালাভিমুখং নেপথ্যং রঙ্গভূমৌ স্যান্নেপথ্যঞ্চ প্রসাধন ইতি বিশ্বঃ। উটজবীথীং পর্ণশালায়াঃ পন্থানং ॥ ১৮ ॥

অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে। পৌর্ণমাসী ততঃ প্রবিশতি

আসিতেছেন।

দেখ দেখ। ইনি দেবর্ষির শিষ্যা, সাবিত্রীর তুল্য রুচিশালিনী, সান্দিপনি মুনির জননী, বক্ষঃস্থলে রক্ত বসন এবং মস্তকে পাণ্ডর অর্থাৎ শুক্ল বর্ণ কেশভার বহন পূর্ব্বক পরিজন সমভিব্যাহারে নন্দভবন হইতে মন্দ মন্দ পদ সঞ্চারে পর্ণশালার পথে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অতএব আমরাও অগ্রে কর্ত্তব্য বিষয় নাটকাঙ্গীকার সমালোচনা করি গিয়ে, এই বলিয়া উভয়ে চলিয়া গেলেন ॥

প্রস্তাবনা অর্থাৎ পতিপাদ্য কথার সূচনা ॥

ততঃ প্রবিশতি সপরিজনা পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসী। অয়ে নর্ত্তক সামন্তেতি পঠিত্বা। হন্ত বৎসে নান্দীমুখি কিমপি কমনীয়ং গায়তা স্ফুটমানন্দিতাস্মি নটেন্দ্রেণ ॥ ১৯ ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি কিং কৃখু জহত্থং এদং ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী। সম্ভাব্যতি ফলমলম্ভিত মূলপুষ্টে
স্তত্তাদৃশং ক্ব মম ভাগ্য তরোর্ব্বরোরু।
যেনানয়োঃ সুভগয়ো রুচিতা ভবেয়ং
শৃঙ্গার মাঙ্গলিকয়ো র্নবসঙ্গমায় ॥ ২১ ॥

ততো বদতি। এবমেব সর্ব্বত্র প্রথমান্তানাং বদতি ক্রিয়ায়াঃ সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥
নান্দী ভগবত্তি খলু যথার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥
ন লম্ভিতং ন প্রাপিতং মূলং প্রযুজ্যং কর্ম্ম পুষ্টিং যেন ভাগ্য তরুণা তস্ত শৃঙ্গার মঙ্গল মর্হত ইতি শৃঙ্গার মাঙ্গলিকৌ তয়ো স্তদর্হতীতি ঠক্ ॥ ২১ ॥

অনন্তর পরিজনসঙ্গে পৌর্ণমাসী প্রবেশ করিলেন।

পৌর্ণমাসী। অয়ে নর্ত্তকসামন্ত পূর্ব্বোক্ত এই গদ্য পাঠ করিয়া। আহা! বৎসে নান্দীমুখি! নটেন্দ্র কি মনোহর গান করিয়া আমাকে আনন্দিত করিল ॥ ১৯ ॥

নান্দীমুখী। ভগবতি! একি যথার্থ ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী। সুন্দরি! আমার ভাগ্য তরুর মূল পুষ্ট হয় নাই, সুতরাং তাদৃশ ফলের সম্ভাবনা কোথায়, যে ভাগ্য তরু দ্বারা শৃঙ্গারমঙ্গলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের নব সঙ্গমের নিমিত্ত সমর্থা হইব ॥ ২১ ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি জই বিরহাণুনন্দিণী রাহিআ তুএ কণ্হেণ সঙ্গমণিজ্জা তদো সঙ্গমাণূউল বাসং গোউলং উজ্‌ঝিঅ সন্তণুবাসসন্নে ভাণুতিত্থে কিত্তি এষা সঙ্গোবিঅ রক্‌খিদাসি ॥ ২২ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে। নৃশংসতঃ কংসভূপতেঃ শঙ্কয়া ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি। তহবি। কহং রণ্ণা বিণ্ণাদা রাহী ॥

পৌর্ণমাসী। রাধাসৌন্দর্য্যবৃন্দমেব বিজ্ঞাপনে নিদানং। যতঃ।

লোকোত্তরা গুণশ্রীঃ প্রথয়তি পরিতো নিগূঢমপি বস্তু।

ভগবতি বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা কৃষ্ণেন ত্বয়া সঙ্গমনীয়া তদা সঙ্গমানুকূল বাসং ত্যক্ত্বা সন্তনুবাস সংজ্ঞে ভানু তীর্থে কিমিতি এষা গোপ্য রক্ষিতা আসীৎ ॥ ২২ ॥

নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর ইত্যমরঃ। ভগবতি তদপি কথং রাজ্ঞা বিজ্ঞাতা রাধা। গুণশ্রীঃ গুণসম্পত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

নান্দীমুখী। ভগবতি! যদি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমিতা করাইবেন তবে কেন সঙ্গমের অনুকূল বাস গোকুল পরিত্যাগ করিয়া সন্তনুবাস নামক তীর্থে গোপনভাবে রক্ষিতা আছেন ॥ ২২ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! নৃশংস কংস ভূপতির শঙ্কায়।

নান্দীমুখী। ভগবতি! তথাপি কি প্রকারে রাজা শ্রীরাধাকে জানিতে পারিলেন ॥

পৌর্ণমাসী। শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য সমূহই জানিবার প্রতিকারণ। যে হেতু লোকাতীত গুণসম্পত্তি সর্ব্বতো-

পিহিতামপি প্রযত্নাদ্ব্যনক্তি কস্তুরিকাং গন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি জসোআধত্তীএ মুহারাএ অপ্পণো ণত্তিণী রাহিআ গোউল মজ্‌ঝে আণিঅ জড়িলাপুত্তস্‌স অহিমণ্ণুণো হত্থে উব্বাহিদ ত্তি তাদিসং জেব্ব অসমঞ্জসং আপড়িদং জং কহ্ণাদো অণ্ণেণ পুরিসেণ তাদিসীণং করপ্‌ফংসণং তদো কধং তুমং ণিচ্চিন্দা বিঅ দীসসি ॥

পৌর্ণমাসী। তস্যৈব হেতোঃ ॥

নান্দীমুখী। কহং বিঅ।

ভগবতি যশোদাধাত্র্যা মুখরয়া আত্মনো নপ্ত্রী রাধা গোকুল মধ্যে আনীয় জটিলা পুত্রস্য অভিমন্যোর্হস্তে উদ্বাহিতা ইতি কথং ত্বং নিশ্চিন্তা ইব দৃশ্যতে। কথমিব। মিথ্যৈব প্রত্যায়িতমিতি মিথ্যাপীয়ং সর্ব্বকাল স্থায়িনী সত্যা এব

ভাবে নিগূঢ় বস্তুকেও প্রকাশ করিয়া দেয়, দেখ যত্ন পূর্ব্বক কস্তুরিকাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও গন্ধ তাহাকে প্রকাশ করে ॥

নান্দীমুখী। ভগবতি! যশোদাধাত্রী মুখরা আপনার নপ্ত্রী শ্রীরাধাকে গোকুলে মধ্যে আনয়ন করিয়া জটিলা পুত্র অভিমন্যুর হস্তে সম্প্রদান করিবেন, এ বড় অসদৃশ কার্য্য উপস্থিত, যে হেতু কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের সহিত তাদৃশ কন্যাদিগের পাণিপীড়ন হইবে ? এ বিষয়ে আপনি কি প্রকারে নিশ্চিন্তের মত রহিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী। সেই কারণেই।

নান্দীমুখী। কি প্রকার।

পৌর্ণমাসী। বিহস্য তদবঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকং ॥ ২৪ ॥

নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।

নান্দীমুখী। সহর্ষং। তা বাঢ়ং তুমং ণিচ্ছিন্দাসি সংবুত্তা জং এসা অজ্জ গোউল মজ্‌ঝে আণিদা ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে সত্যং ব্রবীষি কংসত শ্চিন্তা মে শৈথিল্য মিবোপলব্ধা কিন্তু দুষ্টাভিমন্যুতঃ স্ফুটমন্যা সাম্প্রত মজনিষ্ট ॥

যোগমায়া কল্পিতত্ত্বাৎ মায়া কল্পিতস্যৈব বাস্তব মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনাৎ নতু যোগমায়য়া কল্পিতস্যাপি তথাত্বে মৃদ ভক্ষণাদি লীলয়া অবাস্তবাপত্তেরিতি ॥ ২৪

তস্মাৎ নূনং বাঢ়ং অতিশয়েন ত্বং নিশ্চিন্তাসি সংবৃত্তা যত এসা অদ্য গোকুলমধ্যে আনীতা ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী। (হাস্য করিয়া) তাহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই স্বয়ং যোগমায়া তাহাদিগের মিথ্যা বিবাহকে সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

তাহারা সকলই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ॥

নান্দীমুখী। (হর্ষের সহিত) এই কারণেই আপনি অতিশয় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন, যে হেতু অদ্য শ্রীরাধা গোকুল মধ্যে আনীতা হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে। সত্য বলিতেছ, কংস হইতে আমার চিন্তা শিথিল হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি দুষ্ট অভিমন্যু হইতে আবার অন্য চিন্তা প্রবল হইল ॥

নান্দীমুখী। কেরিসী সা ॥

পৌর্ণমাসী। বল্লবীনবলতাসু রঙ্গিণং কৃষ্ণভৃঙ্গমভিগত্য মৎসরী।
রাধিকাং পুরটপদ্মিনীময়ং নেতুমিচ্ছতি পুন র্বনান্তরং ॥ ২৬

নান্দীমুখী। অত্থবি জোঅমায়া সমহাণং করিস্‌সদি।

পৌর্ণমাসী। পুত্রিকে। জানাতি স্বতন্ত্রায়া স্তস্যাশ্চরিত্রং।
যত ঈদৃশে হর্থে সা তটস্থায়তে।

কীদৃশী সা কৃষ্ণ এব ভৃঙ্গ স্তং কৃষ্ণরূপ ভৃঙ্গং পুরট পদ্মিনীং কনকবর্ণাং পদ্মিনীং বনান্তরং মধুবনং মধুরামিত্যর্থঃ। জন বাচকত্বেন বনশব্দঃ শ্লিষ্টঃ ॥২৬
নান্দী অত্রাপি যোগমায়ৈব সমাধানং করিষ্যতি ঈদৃশোহর্থে কার্য্য সম্পাদনে তটস্থৈব ভবতি নতু সমাধত্তে। ক্বচিদভিসারাদৌ তথা দর্শনাদত্রাপি সম্ভাব্যতে চেতি পৌর্ণমাস্যা হৃদয়ং। ততশ্চ অন্তরা অন্তরা তস্যা স্তাটস্থ্যন্তু রস পুষ্ট্যর্থং শঙ্কামর্ষাদি প্রযোজকমিতি সঙ্গমনীয়ং। নান্দী অন্যো বা কোপ্যত্র

নান্দীমুখী। সে কেমন ॥

পৌর্ণমাসী। বল্লবীরূপা নবলতা সকলে কৃষ্ণভঙ্গকে অনুরক্ত দেখিয়া মৎসরশালী অভিমন্যু আগমন পূর্ব্বক রাধাস্বরূপ কনকবর্ণা পদ্মিনীকে বনান্তরে অর্থাৎ মথুরায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

নান্দীমুখী। এস্থলেও যোগমায়াই সমাধান করিবেন ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রিকে! তিনি স্বাধীনা, তাঁহার চরিত্র জানত, অতএব তিনি এবিষয়েও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন॥

নন্দীমুখী। অণ্ণো বা এত্থ কোবি উবাও খি জেণ এসো পড়ি-
বন্দো ভবে ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে তত্র ময়া প্রতিভুবা ভবন্ত্যা যুক্তি মাধুরী
মেদুরেণ বাগর্গলেন নিসর্গাদগম্ভীরোহয়ং বিষ্কম্ভিতো-
ঽস্তি ॥

নান্দীমুখী। সহর্ষং। ভঅবদি কংসস্‌স গোমণ্ডলজ্‌ঝ কৃথো
গোঅড়ঢণো কহ্নাণুসারিণা চন্দাঅলী চরিত্তেণ কীস ণ
কুপ্‌পই ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি রাজকুলোপলব্ধেন গৌরবেণ গর্ব্বিতোহয়ং

উপায়োপাস্তি যেন এষ প্রতিবন্ধো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

প্রতিভুবা নগ্নক্যা। নান্দী কংসস্য গোমণ্ডলাধ্যক্ষঃ গোবর্দ্ধনঃ কৃষ্ণানু-
সারিণা চরিত্রেণ কাস্মান্ন কুপ্যতি ॥ ২৮ ॥

নান্দী কথং কৃষ্ণেন তস্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ সঙ্গমঃ সংবৃত্তঃ ॥ ২৯ ॥

নান্দীমুখী। ইহাতে অন্যই বা উপায় কি আছে, যাহাতে
ইহার প্রতিবন্ধ হয় ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! ইহাতে আমি প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন
থাকিলাম, স্বভাবতঃ গম্ভীর স্নিগ্ধ যুক্তি মাধুরী বাক্যরূপ
অর্গল দ্বারা অতি সহজ প্রতিবন্ধ আছে ॥

নান্দীমুখী। (হর্ষের সহিত) ভগবতি! কংসের গোমণ্ড-
লাধ্যক্ষ্য গোবর্দ্ধন চন্দ্রাবলীর চরিত্র কৃষ্ণানুসারী হওয়ায়
কেন কোপ করিল না ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! রাজকুল লব্ধ গৌরবে গর্ব্বিতহইয়া

ব্যক্তমপি তন্ন শ্রদ্দধাতি ॥

নান্দীমুখী। কহং কহ্নেণ পঢমং সে সঙ্গমো সংবুত্তো ॥ ২৯॥

পৌর্ণমাসী। সঙ্গমে খলু গাঢ়ানুরাগিতৈব দূতী বভূব। মদুদ্যমানাং কেবলমজনিষ্ট পিষ্টপেষিতা ॥

নান্দীমুখী। অজ্জে তুহ কহং এরিসী ভাঅবিসেসং ভাবিদা গাঢ়াণুরাইদা উপ্পণ্ণা জং অপ্পণো অহিট্ঠদেঅম্মি অণুপণ্ণে কহ্নে উজ্জইণ্ণীং উজ্ঝিঅ পঢমং জ্জেঅ গোউলং লদ্ধাসি ॥ ৩০ ॥

নান্দী আর্য্যে তব কথং ঈদৃশী ভাব বিশেষ ভাবিতা গাঢ়ানুরাগিতা উৎপন্না যৎ আত্মনোঽভীষ্টদেবেঽনুৎপন্নে কৃষ্ণে উজ্জয়নীং ত্যক্ত্বা প্রথমমেব গোকুলং লব্ধাসি ॥ ৩০ ॥

কথা ব্যক্ত হইলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে না ॥

নান্দীমুখী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রথম সঙ্গম কিরূপে হইল ? ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী। পরস্পর সঙ্গম বিষয়ে গাঢ় অনুরাগই দূতী হইয়াছিল। আমার উদ্যম সকল কেবল পিষ্টপেষিতা মাত্র, কোন কার্য্যকারক হয় নাই ॥

নান্দীমুখী। আর্য্যে! আপনার কিরূপে ঈদৃশ ভাব বিশেষ জনিত গাঢ় অনুরাগ উৎপন্ন হইল, যাহাতে আপনার অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ না করাতে আপনি অগ্রে গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি গুরুপাদানামুপদেশ প্রসাদেন ॥

নান্দীমুখী। এত্থং বসন্তীং তুমং মহাভাও সান্দীবণী কিং ক্খু জাণাদি ॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং। অতস্তেন মধুমঙ্গলাভিধ স্বপুত্রো মমাত্র পরিচর্য্যার্থং প্রেষিতঃ ॥

নান্দীমুখী। মহুমঙ্গলো তুএ সুষ্ঠু অণুগ্গহিদো জং এসো ণন্দণঅণেন্দীঅরচন্দস্স সহঅরদা মহুসবে ণিজুত্তো ॥ ৩১ ॥

অত্র বসন্তীং ত্বাং মহাভাগঃ সান্দীপনিঃ কিং খলু জানাতি। নান্দী মধুমঙ্গল ত্বয়া সুষ্ঠু অনুগৃহীতো যৎ এব নন্দনয়নেন্দীবরচন্দ্রস্য সহচরতা মহোৎসবে নিযুক্তঃ তেন ময়ি সেবিকায়াং ভাগ্যহীনায়াং তাদৃশমনুগ্রহং ন করোষীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি সে কেবল গুরুপাদ পদ্মের উপদেশ মাত্র ॥

নান্দীমুখী। আপনি যে এখানে বাস করিতেছেন তাহা কি সান্দীপনি অবগত আছেন ?।

পৌর্ণমাসী। তবে কি ?। তিনি জানিয়াইত মধুমঙ্গল নামক স্বীয় পুত্রকে এস্থলে আমার পরিচর্য্যা নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন ॥

নান্দীমুখী। আপনি মধুমঙ্গলকে সুন্দর রূপে অনুগ্রহ করিয়াছেন, যে হেতু সে নন্দনয়নেন্দীবরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহচরত্বে রূপে মহোৎসবে নিযুক্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি মম সর্ব্বস্ব রূপায়াঃ রাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ বিস্তারায় ত্বঞ্চ নিযুজ্যসে।

নান্দীমুখী। সানন্দং ভঅবদি অদিভূমিং গদো সে কহ্নে অণুরাও॥

পৌর্ণমাসী। কথমেতল্লক্ষিতং।

নান্দীমুখী। জদা কহাপসঙ্গে এসা কহ্নেত্তি ণামং সুণাদি তদা রোমাঞ্চিদা কম্পি ভাঅং বিন্দই॥ ৩২॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি যুক্তমিদং। তথাহি॥

তদেবাভিপ্রেত্যাহ পুত্রীতি। নান্দী ভগবতি অতিভূমিং অত্যুৎকর্ষং গত স্তস্যাঃ কৃষ্ণেঽনুরাগঃ। নান্দী যদা কথা প্রসঙ্গে এষা কৃষ্ণেতি নাম শৃণোতি তদা রোমাঞ্চিতা কমপি ভাবং বিন্দতি প্রাপ্নোতি॥ ৩২॥

তাণ্ডবং নাট্যং তৎ কুর্ব্বতী নটীবেত্যর্থঃ। তুণ্ডাবলীতি কিমেকেন

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! আমার সর্ব্বস্ব রূপা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ বিস্তার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি॥

নান্দীমুখী। (আনন্দের সহিত) ভগবতি! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে॥

পৌর্ণমাসী। কিরূপে জানিলা॥

নান্দীমুখী। যখন শ্রীরাধা কথা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করেন, তখনি রোমাঞ্চিতা হইয়া কোন এক রমণীয় ভাব প্রাপ্ত হয়েন॥ ৩২॥

পৌর্ণমাসী। ইহা উপযুক্ত বটে॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং

তুণ্ডেন তুণ্ডসমূহশ্চেল্লভ্যতে তর্হি সুখেন কৃষ্ণকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ।

উক্ত বাক্যের দৃঢ়তা করণ॥

কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটী যদি তুণ্ডে তাণ্ডবিনী অর্থাৎ বদন মধ্যে নটীর ন্যায় নৃত্যশীলা হয়, তাহা হইলে বহু বহু তুণ্ডের নিমিত্ত রতি বিস্তার করে, যদি কর্ণক্রোড়ে অঙ্কুর বতী হয়, তাহা হইলে দশকোটি কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করে, আর যদি চিত্ত প্রাঙ্গনের সঙ্গিনী অর্থাৎ মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে পরাজয় করে, অতএব জানিতে পারিতেছি না, কত অমৃত দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে॥ ৩৩॥

যথারাগ॥

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাড়ায় অতিশয়। নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥ কি কহিব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গড়িল ইহা কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি॥ ধ্রু॥ আপন মাধুরি গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে, তাতে কালে অঙ্কুর জনমে। বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥ কৃষ্ণ দু আঁখর দেখি, যুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখি-

নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৩৩ ॥

নান্দীমুখী। অজ্জে দোহিং ললিদা বিসাহাহিং সহীহিং সদ্ধং রাহী সুরং আরাহেই চন্দাঅলী উণ পউমা সেব্বা পহুদীহিং সদ্ধং চণ্ডিঅং। তা তক্কেমি দেঅদা প্পসাদ ণিপ্পাদিত্ত ইমাণং ঈরিসো কহ্নে আণুরাও।

কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী অঙ্কুরবতী জাত মাত্রাঙ্কুরেত্যর্থঃ কৃতিং ব্যাপারং ॥ ৩৩ ॥ নান্দী আর্য্যে দ্বাভ্যাং ললিতা বিশাখাভ্যাং সার্দ্ধং রাধা সূর্য্যমারাধয়তি চন্দ্রাবলী পুনঃ শৈব্যা পদ্মা প্রভৃতিভিঃ সার্দ্ধং চণ্ডিকামারাধয়তি। তত্তর্করামি দেবতা প্রসাদ নিষ্পাদিত আসাং ঈদৃশঃ কৃষ্ণেহনুরাগঃ। সত্যং রাধায়াং

বারে আঁখি চায়। যদি হয় কোটি আখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥ চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ। সকল ইন্দ্রিয় গণ, করে অতি আহ্লাদন, নাগে করে প্রেম উনমাদ ॥ যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন্ কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। সকল মাধুর্য্যস্থান, সব রস কৃষ্ণনাম এ যদুনন্দন দাস কয় ॥ ৩৩ ॥

নান্দীমুখী। আর্য্যে। দেখিলাম ললিতা ও বিশাখা এই দুই জনের সহিত শ্রীরাধা সূর্য্য আরাধনা করিতেছেন, তথা চন্দ্রাবলীও পদ্মা এবং শৈব্যার সহিত চণ্ডিকার্চ্চনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব অনুমান করি ইহাঁদের যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ইহা কেবল দেবতার অনুগ্রহ মাত্রেই নিষ্পাদিত হইয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী। দৈবতসেবা কেবলমিহ বনযাত্রানুসারিণী মুদ্রা।
ব্রজসুভ্রুবাস্তু কৃষ্ণে সহজঃ প্রেমা স জাগর্ত্তি॥

নান্দীমুখী। সচ্চং রাহীএ সাহাবিঅং চ্চেঅ পেম্মং তত্থবি
সহীণং কোসলং উদ্দীবণং।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি মদ্গিরা সন্দিশ্যতামালেখ্য বিচক্ষণা
বিশাখা। যথেয়ং স্বসখীনেত্রারবিন্দয়ো রানন্দায় নন্দ-
সূনোঃ প্রতিচ্ছন্দং নির্ম্মাতি॥ ৩৪॥

নান্দীমুখী। জহ আণবেদী ভঅবদী।

স্বাভাবিকমেব প্রেম তথাপি সখীনাং কৌশলং উদ্দীপনং আলেখ্যং চিত্রং প্রতিচ্ছন্দং চিত্রপটং॥ ৩৪॥

ভগবতি যথাজ্ঞাপয়তি তথা করোমিতি ভাবঃ। অপদেশাৎ ছলাৎ। নান্দী আর্য্যে পশ্য পশ্য এষ রাম মধুমঙ্গল শ্রীদাম প্রভৃতিভিঃ সহচরৈঃ সার্দ্ধং

পৌর্ণমাসী। দেবারাধনা এ কেবল ছল মাত্র, ব্রজসুন্দরী
দিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহজ প্রেম জাগরুক রহিয়াছে॥

নান্দীমুখী। শ্রীরাধার স্বাভাবিক প্রেম সত্য, কিন্তু সখীদিগের
কৌশল ইহাতে উদ্দীপন স্বরূপ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! চিত্র কর্ম্ম বিচক্ষণা বিশাখাকে আমার
বাক্যাধীন আদেশ কর যাহাতে বিশাখা স্বীয় সখী
শ্রীরাধার নয়ন কমলের আনন্দ নিমিত্ত নন্দনন্দনের চিত্র-
পট নির্ম্মাণ করে॥ ৩৪॥

নান্দীমুখী। ভগবতি! যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই
করিতেছি।
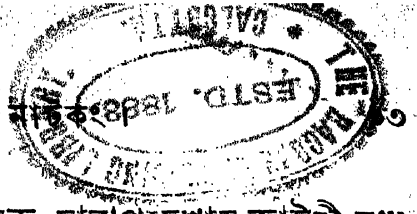
পৌর্ণমাসী। ময়াপি মোদক বৃন্দ দানাপদেশাদ্বৃন্দাটবী মধ্যমাসাদ্য রাধেতি মঙ্গলাক্ষর মাধুর্য্যেণ মাধবকর্ণয়ো র্দ্বন্দ্বমানন্দনীয়ং ॥

নান্দীমুখী। অজ্জে পেক্খ পেক্খ এসো রাম মহুমঙ্গল সিরিদাম পহুদীহিং সহআরেহিং সদ্ধং গোউলাদো নিক্কমিঅ বুন্দাঅণং গচ্ছন্তো কহ্নো সিণিদ্ধেহিং পিদরেহিং জসোআণন্দেহিং লালিজ্জই ॥ ৩৫ ॥

পৌর্ণমাসী। বিলোক্য সহর্ষং।

অয়ং নয়নদণ্ডিত প্রবর পুণ্ডরীকপ্রভঃ

গোকুলান্নিক্ক্রম্য বৃন্দাবনং গচ্ছন্ কৃষ্ণঃ স্নিগ্ধাভ্যাং পিতৃভ্যাং যশোদানন্দাভ্যাং লাল্যতে ॥ ৩৫ ॥

জাগুড়ং কুঙ্কুমং পরিক্রিয়া অলঙ্কারঃ। অলঙ্কার স্ত্বাভরণং পরিষ্কারো

পৌর্ণমাসী। আমিও লড্ডুক প্রদানের ছলে বৃন্দাবনের মধ্যে গমন করিয়া রাধা এই দুই অক্ষরের মাধুর্য্য দ্বারা মাধবের কর্ণদ্বয়কে আনন্দিত করিব ॥

নান্দীমুখী। আর্য্যে দেখুন দেখুন, রাম মধুমঙ্গল ও শ্রীদাম প্রভৃতি সহচরবর্গের সহিত গোকুল হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে পিতা মাতা নন্দ যশোদা অনুগমন করিয়া সস্নেহে লালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পৌর্ণমাসী। (অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত) আহা! এই হরি নয়ন দ্বারা প্রফুল্ল পুণ্ডরীককে প্রভা শূন্য করিয়া

প্রভাতি নবকুঙ্কুমদ্যুতি বিড়ম্বি পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজ পরিক্রিয়া দমিত দিব্যবেশাদরো
হরিন্মণি মনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥
তদহং মোদক সম্পাদনায় গচ্ছেয়ং ত্বঞ্চ বিশাখাং যাহীতি নিষ্ক্রান্তে।
বিষ্কম্ভকঃ ॥ ৩৬ ॥
ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ।
পুরস্তাদবলোক্য সানন্দং ॥

বিভূষণং। গরুত্মতং মরকতমশ্ম গর্ভং হরিন্মণিরিত্যমরঃ। ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভাবি ভূতবস্ত্বংশ সূচকঃ ॥ ৩৬ ॥

বহূনাং শিখরাণাং গৃহাগ্রাণাং গৃহ প্রান্তানাং বিততয়ো বিস্তারা স্তাভিঃ পরীতৈর্ব্যাপ্তৈ গোশালৈঃ সম্বাধীকৃতং সংকীর্ণীকৃতং সবিধং সমীপং যস্য তৎ।

ছেন, ইহাঁর পীতাম্বর নব কুঙ্কুমের দ্যুতিকে বিড়ম্বিত করিতেছে, ইহাঁর বন্য বিভূষা দ্বারা দিব্য বেশের আদর দমিত হইতেছে এবং ইনি মরকত মণি অপেক্ষাও মনোহর নিজাঙ্গ দ্যুতি দ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছেন ॥

এক্ষণে আমি মোদক নির্ম্মাণের নিমিত্ত গমন করি, তুমিও বিশাখার নিকটে যাও, এই বলিয়া দুই জনে প্রস্থান করিলেন ॥

ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (অগ্রে অবলোকন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত) স্ফাটিক

শ্রেণীভূত বপুঃ শ্রিয়ামভিমুখে গোমণ্ডলীনাং ক্রমা
দাসাং স্ফাটিকগণ্ডশৈলপটলী পাণ্ডুত্বিষাং ব্যাজতঃ।
শঙ্কে জ্ঞাতগুণা পুরন্দর পুরাচ্চস্কন্দ মন্দাকিনী
বৃন্দারণ্যবিহারি ধন্য যমুনাসেবাপ্রমোদার্থিনী ॥

নন্দঃ। বৎস সাধু বর্ণিতং কিন্তু গোষ্ঠলক্ষ্মীরপি পৃষ্ঠতঃ প্রেক্ষ্যতামিতি পরাবৃত্য ॥

বিশালৈ র্গোশালৈ র্বহুশিখরশাখা বিততিভিঃ
পরীতৈঃ সংবাধীকৃত সবিধমম্ভোধি গহনং।
সমৃদ্ধামাগোবর্দ্ধন কটকমাকালিয় হ্রদং

পুনঃ কীদৃশং গোষ্ঠং আগোবর্দ্ধন কটকং গোবর্দ্ধন নিতম্বমভিব্যাপ্য কটকো-হস্ত্রী নিতম্বোহদ্রেরিত্যমরঃ আকালিয় হ্রদং কালিয়হ্রদ পর্য্যন্তং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধ

ময় পর্ব্বত সমূহের ন্যায় কান্তি ও শ্রেণীভূত শরীর শোভায় সুশোভিত গো সমূহের ছলে বোধ হয় অদ্য বৃন্দাবন বিহারিণী যমুনার সেবা নিমিত্ত সকৌতুকে পুর ন্দরপুর হইতে গুণশালিনী মন্দাকিনী আগমন করিতেছেন ॥

নন্দ। বৎস! উত্তম বর্ণন করিয়াছ কিন্তু পশ্চাৎ দিকে একবার গোষ্ঠশোভা নিরীক্ষণ কর, এই বলিয়া পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করত, আহা! গোষ্ঠের কি অশ্চর্য্য শোভা, বহু বহু গৃহাগ্র ও গৃহপ্রান্তের বিস্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত গোগৃহ সকলে যাহার সমীপদেশ সংকীর্ণ হওয়ায় সমুদ্রের ন্যায় দুর্গম হইয়াছে এবং নিতম্ব দেশ অবধি কালিয়হৃদ পর্য্যন্ত

শ্রিয়ং বিভ্রদ্ গোষ্ঠং স্ফুরতি পরিতস্তাবকমিদং ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল দূরমনুযাতোস্মি তাতেন তদবিলম্ব মম্বয়া সার্দ্ধং গোষ্ঠং প্রবিশ্যতাং।

যশোদা। জাদ কিত্তি অবরণ্ণেবি গোট্ঠং ণ সুমরসি জং পণ্ণমাদরেণ মএ রদ্ধিদাইং পচ্চহং সীঅলী হোন্তি মিট্ঠণ্ণাইং।

মধুমঙ্গলঃ। গোউলেসরি সুণাহি ইতি সংস্কৃতেন ॥ গোভ্যঃ শপে কিমপি দূষণমস্য নাস্তি।

ইতি বাগুপক্রমে কৃষ্ণঃ সস্নেহমেনং পশ্যতি।

মতীং শ্রিয়ং শোভাং বিভ্রৎ ধারয়ৎ পুষ্যদ্বা ॥ ৩৭ ॥

যশোদা জাত পুত্র কিমিতি অপরাহ্নেঽপি গোষ্ঠং ন স্মরসি যৎ পমাদরেণ ময়া রন্ধিতানি প্রত্যহং শীতলী ভবন্তি মিষ্টান্নানি। মধু গোকুলেশ্বরি শৃণু

শোভা ধারণ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! পিতার সহিত বহুদূর আগমন করিয়াছি অতএব শীঘ্র মাতার সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করি ॥

যশোদা। পুত্র! বেলা অবসান হইল, এখনও কি তোমার গোষ্ঠ স্মরণ হয় না, আমি পরমাদরে মিষ্টান্ন পাক করি, প্রত্যহই শীতল হইয়া যায় ॥

মধুমঙ্গল। গোকুলেশ্বরি! শ্রবণ করুন (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আমি গোগণের শপথ করিতেছি ইহাতে কৃষ্ণের কোন দোষ নাই (এই বাক্যের আরম্ভেই) শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে সস্নেহে অবলোকন করিলেন।

মধুমঙ্গলঃ। তাভির্যদেষ রভসাদভিকৃষ্যমাণঃ।

কুঞ্জং বিশত্যধিককেলি সমুৎসুকাভি

রিতি বাগসমাপ্তৌ কৃষ্ণঃ সাপত্রপমাত্মগতং।

ব্যক্তমেষ বালিশো বল্লবীভিরিতি বক্ষ্যতি।

তদেনং সংজ্ঞয়া বারয়ামীতি শিরস্তিরো ধূনয়তি।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্‌স কিত্তি মং ণিবারেসি জং ণিচ্চিদং অজ্জ অজ্জাণং অগ্‌গদো এদং বিণ্ণবিস্‌সং।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। হন্ত হন্ত লজ্জাজালে জাল্মধিয়া পাতিতোঽস্মি।

গোভ্যঃ শপে গবাং শপথং করোমি। এতাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ। রভসাৎ হর্ষাৎ কুঞ্জং বিশতীতি যোজ্যং রভসো হর্ষবেগয়োরিতি বিশ্বঃ। বালিশো মূর্খঃ।

মধুমঙ্গল। মাতঃ। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল কেলি সমুৎসুকা কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক আকর্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করেন। (এই বাক্য সমাপ্তি না হইতে হইতে)

শ্রীকৃষ্ণ। (লজ্জার সহিত মনে মনে) এই মূর্খ পাছে ইহার পর স্পষ্ট রূপে গোপীদিগের সহিত এই কথা বলিবে, অতএব ইহাকে সঙ্কেত দ্বারা নিবারণ করি, এই বলিয়া মস্তক বক্র ভাবে ঘূর্ণিত করিলেন॥

মধুমঙ্গল। ভো বয়স্য! আমাকে নিবারণ করিতেছ কেন? নিশ্চয় আর্য্যার সমক্ষে ইহা নিবেদন করিব॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) হা কষ্ট, হা কষ্ট, এই মূঢ় বুদ্ধি কর্ত্তৃক আমি লজ্জাজালে নিপতিত হইলাম।

মধুমঙ্গলঃ। পীতাম্বর স্ত্বরিতমম্ব সুহৃদ্ঘটাভিঃ॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দামাত্মগতং। কথমন্যদেবাস্য হৃদ্গতং॥ ৩৮॥

যশোদা। বৎস মহুমঙ্গল সচ্চং সচ্চং।

ললিদা। পহুদীও গোববালিআও মহ ইদং কহেন্তি তা-
ডিম্ভেহিং হদম্ভি।

নন্দঃ। কুটুম্বিনি কচ্চিদনুরূপা নিরূপিতাস্তি গোকুলে কাচি-
দ্বালিকা। যামুদ্বহামো বৎসং।

সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থ সূচনেত্যমরঃ। মধু ভো বয়স্য কিমিতি মাং নিবারয়সি যৎ নিশ্চিতমদ্য আর্য্যাণাং অগ্রত ইদং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি। জাল্মোঽসমীক্ষকারী স্যাদিত্যমরঃ॥ ৩৮॥

যশোদা সত্যং সত্যং ললিতা প্রভৃতয়ো গোপবালিকাশ্চ মম ইদং কথয়ন্তি তৎ ডিম্ভৈ ইতাস্মি। যশোদা আর্য্য দুগ্ধমুখস্য বৎসস্য ইদানীং কঃ

মধুমঙ্গল। মাতঃ! পীতাম্বর ত্বরান্বিত হইয়া সুহৃদ্গণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন।

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত মনে মনে) কি প্রকারে ইহার মন অন্য ভাব অবলম্বন করিল॥ ৩৮॥

যশোদা। বৎস মধুমঙ্গল! সত্য, সত্য, ললিতা প্রভৃতি গোপবালিকারাও আমাকে এই কথা বলিয়াছে, যাহা হউক, এই সকল বালক কর্ত্তৃক আমি হত প্রায় হইলাম॥

নন্দ। কুটুম্বিনি! গোকুল মধ্যে কৃষ্ণের অনুরূপ কোন গোপবালিকা নিরূপিত আছে কি না, যাহার সহিত বৎসের বিবাহ দিতে পারি॥

যশোদা। অজ্জ দুদ্ধমুহস্‌স বৎসস্‌স কো কৃখু দাণীং উব্বাহে ওসরো।

মধুমঙ্গলঃ। অপবার্য্য। বয়স্‌স সচ্চং দুদ্ধমুহোসি জং দুদ্ধলুদ্ধাইং গোবকিশোরী সহস্‌সাইং তুজ্‌ঝ মুহং পিঅন্তি ॥ ৩৯

কৃষ্ণঃ। স্মিতং করোতি।

নন্দঃ। বৎস পশ্য পশ্য।

অহহ কমলগন্ধেরত্র সৌন্দর্য্যবৃন্দে
বিনিহিত নয়নেয়ং ত্বন্মুখেন্দোর্মুকুন্দ।

খলু উদ্বাহাবসরঃ। মধু অপবার্য্য রহস্যমন্যস্মৈ যৎ কথ্যতে নিভৃতং তত্র অপবার্য্য ইতি নাট্যোক্তিঃ। তথোক্তং। রহস্যং কথ্যতে হন্যস্য পরাবৃত্যা হপরাবিতমিতি। সত্যং সত্যং দুগ্ধমুখো হসি যৎ। দুগ্ধলুদ্ধানি গোপ কিশোরী সহস্রাণি তব মুখং পিবন্তি ॥ ৩৯ ॥

কমলস্যেব গন্ধো হস্যেতি উপমানাচ্চেতি ইচ সমাসান্তঃ। অম্বরং বস্ত্রং

যশোদা। আর্য্য! বাছা আমার দুগ্ধমুখ বালক, এখন ইহার বিবাহের কাল কোথায়।

মধুমঙ্গল। (নিভৃত উক্তি দ্বারা) বয়স্য! সত্যই তুমি দুগ্ধ মুখ, যে হেতু দুগ্ধলুব্ধ সহস্র সহস্র গোপকিশোরিকা সকল তোমার মুখ পান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। এই কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন।

নন্দ। বৎস! দেখ দেখ।

তোমার মাতা ত্বদীয় পদ্ম গন্ধযুক্ত অন্যান্য অঙ্গে সৌন্দর্য্যরাশি পূর্ণ থাকিলেও তোমার মুখচন্দ্রের প্রতিই

কুচকলস মুখাভ্যামম্বরক্লোপমম্বা
তব মুহুরতিহর্ষাদ্বর্ষতি ক্ষীরধারাং ॥ ৪০ ॥
ইতি কৃষ্ণমালিঙ্গ্য সানন্দং ॥
জিতচন্দ্র পরাগ চন্দ্রিকা নলদিন্দীবর চন্দন শ্রিয়ং।
পরিতো ময়ি সত্য মাধুরীং বহতি স্পর্শমহোৎসবস্তব ॥

কৃষ্ণঃ। তাত বুভুক্ষাকৃষ্টমপি মৎ প্রতীক্ষয়া স্বয়ং তস্তম্ভে গোকদম্বকং। তন্নিবর্ত্তেতাং তত্র ভবন্তৌ।

ক্লোপয়িত্বা আর্দ্রীকৃত্য চেল ক্লোপে নমুল। চন্দ্রস্য কর্পূরস্য বীরণ মূলস্য গোকদম্বকং গোসমূহঃ অত্র পূর্ব্ব ভবৎ শব্দ প্রয়োগঃ সাদর যুষ্মদর্থঃ ॥ ৪০ ॥
গন্ধস্যেদুৎ পূতি সুরভি শ্চেতি ইচ সমাসান্তঃ। মাকন্দানাং আম্রাণাং

নয়ন নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন, হে মুকুন্দ! আশ্চর্য্য দেখ, ইনি অতিশয় হর্ষিত হইয়া কুচ কলসের মুখদ্বয় হইতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া নিরন্তর ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত)

বৎস! তোমার স্পর্শ মহোৎসব কর্পূর চূর্ণ, জ্যোৎস্না, বীরণ মূল, পদ্ম ও চন্দন অপেক্ষাও আমাতে সর্ব্বতোভাবে শীতল মাধুরী সম্পাদন করিতেছে ॥

কৃষ্ণ। পিতঃ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গো সমূহ আমার প্রতীক্ষায় স্বয়ং স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব আপনারা গৃহে গমন করুন ॥

নন্দঃ। যথাহ বৎস ইতি সস্নেহং কৃষ্ণমবলোকয়ন্ সভার্য্যো নিষ্ক্রান্তঃ।

কৃষ্ণঃ। পুরোঽবলোক্য ভো মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য।

সুগন্ধৌ মাকন্দ প্রকর মকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃত মধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৪১ ॥

রামঃ। শ্রীদামন্ পশ্য পশ্য।

বৃন্দাবনং দিব্যলতা পরীতং
লতাশ্চ পুষ্প স্ফুরিতাগ্র ভাজঃ।

তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি ॥ ৪১ ॥

পরস্পরমন্যো ঽন্যং বিপর্য্যস্তঃ প্রতিকূলঃ স্বভাবো যেষাং ভাবানাং বৃত্তীনাং। ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ স্ব প্রতিকূল ধর্ম্মিণে স্বধর্ম্মং সমর্প্য তদ্ধর্ম্ম গ্রহণং।

নন্দ। বৎস! যাহা বলিলা, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সস্নেহে অবলোকন পূর্ব্বক সভার্য্যে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ। এই বৃন্দাবন আম্র বৃক্ষের মুকুল সমূহের ক্ষরিত মধুর সুগন্ধে মুহুর্ম্মুহুঃ মধুকর সকলকে রুদ্ধ এবং মলয়াচলের মন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৪১ ॥

রাম। শ্রীদাম! দেখ দেখ। বৃন্দাবন আশ্চর্য্য লতা সমূহে পরিবেষ্টিত, লতা সকলের অগ্রভাগ পুষ্পে পরিপূর্ণ, সকল

পুষ্পাণ্যপি স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারি গীতাঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল ভবদ্বিধানামাসক্তি শংসিভি র্বংশীগীতৈ রানন্দয়ামি বৃন্দাটবী বাস্তব্যানিত্যধরে বেণুং বিন্যস্যতি।

রামঃ। আশ্চর্য্যং। হন্ত পরস্পর বিপর্য্যস্ত স্বভাবানামপি ভাবানাং ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ পশ্যত পশ্যত।

জাতস্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে
গ্রাবাণো দ্রবভাব সম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবং।
স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহুর্মুহুরগা জাড্যাদ্গতিং জঙ্গমা

মধু হীহী আশ্চর্য্যং প্রচুরতর গলৎ ক্ষীর কল্লোলিনীভিঃ। নব্য কুসুম লতানাং হন্ত সেকং কুর্ব্বতী। পীত্বা মধুর বংশীনাদ পীযূষ পূরং স্ফুরতি।

পুষ্পেই মধুকর গণ বিরাজ করিতেছে এবং মধুকর নিকর ও কর্ণরসায়ন গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে॥

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! আমি ভবদ্বিধ জনের আগমন সূচক বংশীধ্বনি দ্বারা বৃন্দাবন বাসি জন সকলকে আনন্দিত করিতেছি, এই বলিয়া অধরে বেণু অর্পণ করিলেন॥

রাম। আশ্চর্য্য! অহো পরস্পর প্রতিকূল স্বভাব হইলেও ইহারা স্বপ্রতিকূল ধর্ম্মিতে স্বধর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। অহে! তোমরা দেখ দেখ। নদী সকলের জল রাশি স্তম্ভিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল, প্রস্তরচয় দ্রবভাব লাভ করিয়া সাক্ষাৎ মৃদুতা ধারণ করিল, স্থাবর সকল মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইয়া স্থৈর্য্য পরি-

বংশীং চুম্বতি হন্ত যামুনতটীক্রীড়াকুটুম্বে হরৌ ॥

মধুমঙ্গলঃ। হীহী অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ॥

পউর দরগরন্তচ্ছীর কল্লোলিনীহিং
ণঅ কুসুম লদাণ্ণং হন্ত সেঅং কুণন্তী।
পিবিঅ মহুর বংশীনাদ পিঊসপূরং
স্ফুরই গুরুঅ সোক্‌খ থম্ভিদা ধেণুপন্তী ॥ ৪২ ॥

ইতি কৃষ্ণং হস্তেন চালয়ন্। ভো পিঅবঅস্‌স কীস ণিব্ভরং গব্বা এসি। এদাএ চেঅ বেণু জাদিএ এসা উম্মাদিআ পইদী। এত্থ উণ ণিমিত্ত মেত্তং ক্‌খু তুমং ॥৪৩

গুরুসৌখ্য স্তম্ভিতা ধেনু পঙ্‌ক্তিঃ ॥ ৪২ ॥

কস্মান্নির্ভরং গর্ব্বায়সে এতস্যা এব বেণু জাতে রুন্মাদিকা প্রকৃতিঃ। অত্র পুন র্নিমিত্ত মাত্রং খলু ত্বং ॥ ৪৩ ॥

ত্যাগ করিল এবং জঙ্গম গণ স্থাবর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল ॥

মধুমঙ্গল। হী হী, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, ধেনু সকল বংশী নাদামৃত পান করত গুরুতর সুখানুভব করিয়া স্তম্ভিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাদের স্তন হইতে প্রচুরতর ক্ষীর ধারা স্রাবিত হইয়া নবকুসুম লতা সকলকে সেচন করিতেছে ॥ ৪২ ॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত দ্বারা চালনা করত, ভো প্রিয়বয়স্য! তুমি অতিশয় গর্ব্বিত হইতেছ কেন? এই বেণু জাতিরই উম্মাদিকা শক্তি, ইহাতে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র ॥ ৪৩ ॥

আকাশে

রুন্ধন্নম্বুভৃত শ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

রামঃ। সহর্ষমূর্দ্ধমবলোক্য স্বগতং।

কথং মেঘান্তরিতোয়ং দেবর্ষিঃ পদ্যমুপবীণয়ামাস॥ ৪৪॥

পুনরাকাশে কল কলঃ।

মধুমঙ্গলঃ। ঊর্দ্ধমবলোক্য সভয়ং। অব্বহ্মণ্ণং অব্বহ্মণ্ণং

উপবীণয়ামাস বীণয়া জগৌ সত্যাপাদশ্চ ইত্যাদিনা নিচ॥ ৪৪॥

অব্রহ্মণ্যং অবধ্যায়ং অব্রহ্মণ্যমবধ্যোক্তৌ ইত্যমরঃ ভো ভো পলায়ামহে শ্রীদামা বাতুল নিরর্গলং কিমিতি প্রলপসি। মধু অরে মূর্খ গোপালাঃ কিং

(আকাশে) মেঘদলকে রোধ, স্বর্গায়ক গন্ধর্ব্বগণকে আশ্চর্য্যান্বিত, সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত, বিধাতাকে বিস্মিত, ঔৎসুক্য সমূহে বলিরাজকে চঞ্চল, ভোগীন্দ্র অনন্তদেবকে ঘূর্ণিত এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল॥

রাম। (সহর্ষে ঊর্দ্ধদিক্ অবলোকন করিয়া মনে মনে) কি প্রকারে দেবর্ষি নারদ মেঘান্তরিত হইয়া এই শ্লোক বীণা দ্বারা গান করিলেন॥ ৪৪॥

পুনরায় আকাশে কল কল।

মধুমঙ্গল। (ঊর্দ্ধদিক অবলোকন করিয়া সভয়ে) আমরা

ভো ভো পলাএম্ম পলাএম্ম। শ্রীদামা। বাউল কিন্তি নিরগ্গলং পলবসি॥

মধুমঙ্গলঃ। অরে মুক্‌খ গোআলিআ কিং ণ পেচ্ছসি। এসো সমারূঢ় হংসো ণগ্গেণ ভুঅঙ্গ ধারিণা কেণ বি বেদালেণ সদ্ধং চউম্মুহো কো বি জক্‌খো রক্‌খসো বা আঅচ্ছদি। পুনর্বীক্ষ্য সোৎকম্পং হী হী মাণহে এদে অচ্ছীহিং পুরিদ সব্বঙ্গং কম্পি দাণঅং অগ্গে কদুঅ অবরে অসুরা গঅণং আক্কবন্তি। তা শঙ্কেমি হদ কংসস্‌স কিংকরা হুবিস্-

ন পশ্যত এষ সমারূঢ় হংসো নগ্নেন ভুজঙ্গ ধারিণা কেনাপি বেতালেন সার্দ্ধং চতুর্মুখঃ কোপি যক্ষ রাক্ষসো বা আগচ্ছতি। পুনর্বীক্ষ্য হীমানহে হী বিস্ময়ে মন্যামহে। এতে অক্ষিভিঃ পূরিত সর্ব্বাঙ্গং কমপি দানবমগ্রে কৃত্বা অপরে

অবধ্য, আমরা অবধ্য। অহে পলায়ন করিতেছি, পলায়ন করিতেছি।

শ্রীদামা। অরে বাতুল! কেন অনর্গল প্রলাপ করিতেছিস্॥

মধুমঙ্গল। অরে মূর্খ গোপাল! দেখিতেছিস্ না, সর্পধারি কোন উলঙ্গ ভূতের সহিত এই হংসারূঢ় চতুর্মুখ যক্ষ হউক বা রাক্ষসই হউক আসিতেছে॥

(পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কম্পের সহিত হী হী ইত্যাদি বিস্ময় সূচক শব্দ করিয়া) ইহারা সর্ব্বাঙ্গে নেত্র পরিপূর্ণ কোন একটা দানবকে অগ্রে করিয়া অপর অসুর গণ আকাশ আক্রমণ করিতেছে, অতএব বোধ করি, ইহারা হত কংসের কিঙ্কর হইবে। এই বলিয়া ত্রাসের

সন্তি। ইতি সত্রাসং কৃষ্ণকক্ষান্তরে শিরস্তিরয়তি ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। কথমেতে বেণুনাদ মাধুরীভিরাকৃষ্টাঃ পয়োদবীথীমবগাহন্তে দিশামধীশাঃ। ইতি পুন র্বেণুং ক্বণয়তি।

মধুমঙ্গলঃ। বিলোক্য সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং। এদে দুট্ঠ দাণআ বয়স্‌স বেণু সদ্দমেত্তেণ ভেম্ভলা ভুবিঅ সজ্‌ঝসেণ মুজ্‌ঝন্তি। তা জীইদোম্হি ইতি সাটোপং পরিক্রম্য প্রকাশং। রে রে দুট্‌ঠা অসুরাঃ চিট্‌ঠধ চিট্‌ঠধ এসোহহং সাপেণ

অসুরা গগণমাক্রামন্তি তৎ শঙ্কে হতকংসস্য কিঙ্করা ভবিষ্যন্তি তিরয়তি তিরশ্চীনং করোতি ॥ ৪৫ ॥

এতে দুষ্ট দানবা বয়স্যস্য বেণু শব্দ মাত্রেণ বিহ্বলা ভূত্বা সাধ্বসেন মুহ্যন্তি তৎ। জীবিতোঽস্মি। রে রে দুষ্টা অসুরাস্তিষ্ঠত তিষ্ঠত এষোহহং শাপেন

সহিত শ্রীকৃষ্ণের কক্ষমধ্যে মস্তক লুকায়িত করিলেন।৪৫

কৃষ্ণ। (মনে মনে) এই সকল দিক্‌পাল কি মধুর ধ্বনি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘ পথে উপস্থিত হইয়াছেন?। এই বলিয়া পুনরায় বেণু বাদ্য করিলেন।

মধুমঙ্গল। (অবলোকন পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে) এই দুষ্ট দানব সকল বয়স্যের বেণু রব মাত্রেই বিহ্বল হইয়া ভয়ে মুগ্ধ হইতেছে, যাহা হউক, প্রাণ রক্ষা পাইল।

(এই বলিয়া দর্পের সহিত ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া) রে রে দুষ্ট অসুরগণ থাক্ থাক্, এই আমি শাপ

চাপেণ বা তুম্মাণং মুণ্ডাইং খণ্ডেমি। ইতি দণ্ডমুদ্যম্য মুহুরূর্দ্ধং কূর্দ্দতি॥

রামঃ। বিহস্য বয়স্য মৈবং ব্রবীঃ। এতৌ হি ভবগন্তৌ হরহিরণ্যগর্ভৌ সব্যতশ্চামী পুরন্দরাদয়ো বৃন্দারকাঃ॥

মধুমঙ্গলঃ। সুট্‌ঠু সমাশ্বস্য ভো জাণদা চ্চেঅ এদং মএ পরিহসিদং তদো তুম্মেহিং কৃখু রকৃখস বুদ্ধীএ ভীলুএহিং পলাইদুং পউত্তং॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা হংহো দেবানাং প্রিয় নিজমেব জাল্মতামস্মাসু

চাপেন বা যুষ্মাকং মুণ্ডানি খণ্ডয়ামি। মধু সুষ্ঠু সমাশ্বাস্ত ভো জানতা এব ময়া ইদং পরিহসিতং। ততো যুষ্মাভিঃ খলু রাক্ষস বুদ্ধ্যা ভীরুভিঃ পলায়িতুং

অথবা চাপের (ধনুর) দ্বারা তোদের মুণ্ড খণ্ডন করিতেছি, এই বলিয়া দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক বারম্বার ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন॥

রাম। (উচ্চ হাস্য করিয়া) বয়স্য! এ রূপ বলিও না। এই দুই জন শিব এবং ব্রহ্মা, আর বাম দিকে এই সকল পুরন্দরাদি দেবগণ॥

মধুমঙ্গল। (সুন্দর রূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া) অহে! আমি জানিয়াও এইরূপ পরিহাস করিয়াছি, কিন্তু তোমার মত ভীরু স্বভাব লোকেরাই পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) অহে দেবগণের প্রিয়! অর্থাৎ পশু। তুমি কেন স্বীয় মূর্খতা আমাতে সংক্রামিত

সংক্রাময়সি ॥ ৪৬ ॥

রামঃ। পশ্যত, পশ্যত।

অষ্টাভিঃ শ্রুতিপুটকৈ র্নব বৈণব কাকলীং কলয়ন্।

শতধৃতিরপি ধৃতিমুক্তো মরালপৃষ্ঠে মুহু লুঠতি ॥

আকাশে পুনর্বীণা গীতিঃ ॥

উদিতে হরিবক্ত্রেন্দৌ বেণুনাদ সুধামুচি।

হন্ত রুদ্রসমুদ্রেণ স্বমর্য্যাদা বিলঙ্ঘিতা ॥

রামঃ। সোৎকণ্ঠং।

প্রবৃত্তং। দেবানাং প্রিয়ঃ পশুঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাং নূতনাং শতধৃতি ব্রহ্মা মরালস্য হংসস্য। পরিমলান্ বিমর্দ্দান্ পরিমলো বিমর্দ্দেঽপি স্যান্মনোহারি গন্ধবৎ। রতৌ বিমর্দো বিকসদ্দেহ রাগাদি সৌরভ ইতি বিশ্বঃ। দেবমাতৃকং বৃষ্টাম্বুপালিতং। দেশো নদ্যম্বু

করিতেছ? ॥ ৪৬ ॥

রাম। দেখ দেখ।

অষ্ট কর্ণ পুটক দ্বারা বেণুর নবীন মধুরাস্ফুট ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ধৈর্য্য বিসর্জন পূর্ব্বক হংসপৃষ্ঠে বারম্বার লুণ্ঠিত হইতেছেন।

(আকাশে পুনরায় নারদ কর্ত্তৃক বেণুর গীত)

আহা! বেণুনাদ রূপ অমৃত বর্ষণকারি হরিমুখচন্দ্র উদিত হওয়াতে রুদ্র স্বরূপ সমুদ্র স্বীয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলেন অর্থাৎ আনন্দে বিহ্বল হইয়া নাচিতে লাগিলেন ॥

রাম। (উৎকণ্ঠার সহিত) দূর হইতে আশ্চর্য্য দেখ, মুর-

মুরলীকলা পরিমলানাকর্ণ্য ঘূর্ণত্তনো
রেতস্যাক্ষি সহস্রতঃ সুরপতেরস্রাণি সংক্রভুর্বি।
চিত্রং বারিধরান্ বিনাপি তরসা যৈরদ্য ধারাময়ৈ
র্দূরাৎ পশ্যত দেবমাতৃকমভূদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলং ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। পুরাণানামমীষাং পুরস্তাদ্বিহারে সঙ্কুচন্তি মে চেতোবৃত্তয়ঃ। তদগ্রে যামীতি তরূণামন্তরমাসাদ্য প্রকাশং। সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য মাধবীয়াং বন মাধুরীং।

বৃষ্ট্যম্বু সম্পন্ন ব্রীহি পালিতঃ। স্যান্নদী মাতৃকো দেবমাতৃকশ্চ যথাক্রমমিত্য-মরঃ ॥ ৪৭ ॥

মাধবীয়াং মাধবো বসন্তঃ কৃষ্ণশ্চ তৎ সম্বন্ধিনীং। হৃষীকাণাং ক্রমেণ

লীর অমৃতময় ধ্বনি সমূহ শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিত তনু ইন্দ্রের সহস্র নেত্র হইতে অশ্রু স্রাবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং মেঘ ব্যতিরেকেও ঐ ধারাময় অশ্রু সমূহ দ্বারা অদ্য বৃন্দাবন মণ্ডল বৃষ্টি পালিত হইয়া সদ্যঃ দেবমাতৃক ভূমি তুল্য হইল ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) এই সমুদায় প্রাচীনদিগের সমক্ষে বিহার করিতে আমার মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতেছে, অতএব অগ্রে গমন করি এই বলিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইয়া (প্রকাশ পূর্ব্বক) সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ, বসন্ত সম্বন্ধীয় কি আশ্চর্য্য বন শোভা। কোন স্থানে ভৃঙ্গ গণ গান করিতেছে কোন স্থানে শীতল বায়ু প্রবাহিত

ক্বচিদ্ভৃঙ্গী গীতং ক্বচিদমিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লী পরিমলং।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলফালীরস ভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দারনমিদং॥ ৪৮॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স এদাএ দুট্ঠ ভিঙ্গী ভঅঙ্করীএ কিং মে কোদূহলং তুজ্ঝ বুন্দাড়ৈইএ। অহং কৃখু চউব্বিহেহিং অন্নেহিং সব্বেন্দিঅহারিণীং গোউলেশ্বরীএ রসবইং জ্জেব্ব দট্ঠণ রঞ্জেমি।

কৃষ্ণঃ। বয়স্য বন্দস্ব বৃন্দাটবীমেব। স্ফুটমস্যাঃ পুরাণ

শ্রবণ নাসিকা নেত্র ত্বগ্রসনানাং॥ ৪৮॥

মধু এতয়া দুষ্ট ভৃঙ্গ ভয়ঙ্কর্য্যয়া কিং মে কৌতুহলং তব বৃন্দাটব্যা। অহং খলু চতুর্ব্বিধৈরন্নৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং হারিণীং গোকুলেশ্বর্য্যা রসবতীমেব দৃষ্ট্বা

হইতেছে, কোথাও লতা সকল নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে মল্লীপুষ্পের নির্ম্মল সৌরভ বহিতেছে এবং কোথাও বা দাড়িম্ব ফল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহা হইতে রসধারাপাত হইতেছে। সখে! এই রূপে বৃন্দাবন ইন্দ্রিয় গণকে আনন্দিত করিতেছে॥ ৪৮॥

মধুমঙ্গল। ভো বয়স্য! দুষ্ট ভৃঙ্গ দ্বারা ভয়ঙ্করী বৃন্দাটবী হইতে আমার কোনই আনন্দ হইতেছে না, আমি চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় হারিণী গোকুলেশ্বরীর পাকশালা দেখিয়া আনন্দিত হইব।

কৃষ্ণ। বয়স্য! বৃন্দাবনকে বন্দনা কর, ইনি প্রাচীন লতা

বল্লরীভিরপি তবাভীষ্ট ফলমুল্লাসয়িতুং সমর্থ্যতে ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স তুমং সচ্চবাদি ত্তি সব্ব লোএহিং ভণিজ্জসি। তা ইমস্‌স তুজ্‌ঝ বঅণস্‌স মএ পরিচ্ছা কাদব্বা ইত্যঞ্জলী বদ্ধা ভো বল্লরীও এসো বন্দেমি বুহুক্‌খিদো মে বঅস্‌সো তা দেন্তু খণ্ডলড্‌ডুআইং ॥ ৪৯ ॥

প্রবিশ্য মোদকপূর্ণপাত্রীহস্তা পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রানন কৃষ্ণ গৃহাণ রসজ্ঞামোদকান্মোদকান্‌।

রজ্যামি। মধু ত্বং সত্যবাদীতি সর্ব্বলোকৈর্ভণ্যসে তৎ এতস্য বচনস্য পরীক্ষা ময়া কর্ত্তব্যা ভো বল্লর্য্যঃ এষোঽহং বন্দে বুভুক্ষিতো মে বয়স্য তদ্দীয়তাং খণ্ড লড্‌ডুকানি। ঔদ্ধত্যখ্যাপনায় বয়স্যে বুভুক্ষারোপণঃ তস্যৈব প্রার্থনমেতদিতি ব্যজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

রসজ্ঞায়াঃ জিহ্বায়া রসজ্ঞস্য রসিকস্যচ। পরিপূর্ব্বো নীঞ বিবাহার্থকঃ

সকল দ্বারা তোমার অভীষ্ট ফল উল্লাসিত করিতে সমর্থ হইবেন ॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য! গোকুলবাসি লোক সকল তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া থাকে, অতএব আজি আমি ঐ বাক্যের পরীক্ষা করিব, এই বলিয়া (অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক) অহে লতাগণ! এই আমি তোমাদিগকে বন্দনা করি, আমার বয়স্য শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতুর হইয়াছেন অতএব তোমরা ইহাঁকে খণ্ডলড্‌ডুক প্রদান কর ॥ ৪৯ ॥

পৌর্ণমাসী। (মোদক পূর্ণপাত্র হস্তে করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক) অহে চন্দ্রবদন কৃষ্ণ! রসনা তৃপ্তি কারী মোদক সকল গ্রহণ কর।

রামঃ। সস্মিতং বয়স্য দৃষ্টা জরদ্বল্লরী বদান্যতা॥

পৌর্ণমাসী। সঙ্কর্ষণ জরদ্বল্লবী বদান্যতেতি ভণ্যতাং।

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে কেয়ং জরদ্বল্লবী॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রমুখ মুখরা।

কৃষ্ণঃ। তয়া কিমকাণ্ডে খণ্ডলড্ডুকানি সমর্পিতানি॥

পৌর্ণমাসী। নপ্ত্রী তাবদেতয়া অভিমন্যোঃ পাণৌ পরিণায়িতা। তদুৎসবাভিরূপঃ সমুদাচারোঽয়মনুসান্দ্রে॥ ৫০

কৃষ্ণঃ। কেয়ং নপ্ত্রী॥

পৌর্ণমাসী। রাধাভিদা কাচিদানন্দকৌমুদী।

অতো হেতুর্নিচ্॥ ৫০॥

বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত ইত্যমরঃ অনুসান্দ্রে প্রেষিতা॥ ৫১॥

রাম। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) বয়স্য! প্রাচীন লতাগণের বদান্যতা দেখিলে।।

পৌর্ণমাসী। সঙ্কর্ষণ! প্রাচীনা বল্লবীর এই কথা বল।

কৃষ্ণ। আর্য্যে! এ প্রাচীনা গোপী কে?।

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রবদন! মুখরা।

কৃষ্ণ। এ হঠাৎ কেন খণ্ড লড্ডুক সকল প্রদান করিল।

পৌর্ণমাসী। এই মুখরা আপনার নপ্ত্রীকে অভিমন্যুর সহিত বিবাহ দিয়াছে, একারণ সেই উৎসবানুরূপ আচারে তোমার নিকট খণ্ড লড্ডুক সকল প্রেরণ করিয়াছে॥ ৫০

কৃষ্ণ। এ নপ্ত্রী কে?।

পৌর্ণমাসী। রাধা নাম্নী কোন এক আনন্দকৌমুদী॥

কৃষ্ণঃ। সরোমাঞ্চ স্বগতং শ্রুতং নূন মম্বয়োঃ সম্বাদে শশ্ব-
দস্যাঃ সৌষ্ঠবং। ইতি কম্পমানো ব্রীড়াং নাটয়তি॥

পৌর্ণমাসী। স্বগতং কৃষ্ণং বিলক্ষমবেক্ষ্য নূনং রামঃ সব্যাজ
মসৌ সব্যতঃ প্রযাতি॥ ৫১॥

কৃষ্ণঃ। পুনরাত্মগতং। বিক্রিয়াং সঙ্গোপয়িতুং প্রসঙ্গান্তর
মঙ্গীকুর্য্যাং। প্রকাশং। আর্য্যে অদ্য মধুবাসরে ত্বয়াপি
কাচিন্মহোৎসব লক্ষ্মীরলং ক্রিয়তাং পশ্য জরদ্বল্লী শ্রেণী-
রিয়ং ফুল্লা পল্লবিতাচ॥

পৌর্ণমাসী। সস্মিতং। নাগর তবৈব মহোৎসবানামবসরো-
ঽয়ং প্রবৃত্তঃ। যদত্র পুষ্পাণাং পল্লবানাঞ্চ তৃষ্ণয়া বল্ল-

কৃষ্ণ। (রোমাঞ্চের সহিত মনে মনে) নিশ্চয় রোহিণী যশোদা-
জননী দ্বয়ের পরস্পর সম্বাদে নিরন্তর এই শ্রীরাধার
সৌষ্ঠব শ্রবণ করিয়াছি এইবলিয়া কম্পান্বিত হওত লজ্জা
প্রকাশ করিলেন॥

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত দেখিয়া নিশ্চয়
বলদেব ছল পূর্ব্বক বামদিক্ হইতে গমন করিলেন॥ ৫১

কৃষ্ণ। (পুনরায় মনে মনে) এই বিকার সঙ্গোপন নিমিত্ত
অন্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করি। এই বলিয়া (প্রকাশ পূর্ব্বক
আর্য্যে! অদ্য বসন্ত বাসর, ইহাতে কোন মহোৎসব
শোভা সম্পাদন করুন। দেখুন্ প্রাচীন লতা সকল
পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়াছে॥

পৌর্ণমাসী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) নাগর! তোমারা

বানাং বিলাসিন্যঃ সমেষ্যন্তি।

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং তির্য্যগবেক্ষ্য আর্য্যে ততঃ কিং।

পৌর্ণমাসী। বিহস্য বিলাসিন্ স্ববাসনানুসারতোহন্যথা মাশঙ্কিষ্ঠাঃ। পরমেবমভিপ্রায়াস্মি। ততস্তাসাং শূন্যেষু সদ্মসু সখিভি স্তে সুখমপহর্ত্তব্যানি গব্যানি।

কৃষ্ণঃ। ধূর্ত্তে কিং পরিহস্যতে। পশ্য কোমলমঞ্জরীমবচিন্বতীনাং বল্লবীনাং মণ্ডলেন খণ্ডিতানি মে বৃন্দাবন শাখি বিটপানি। তদেতা স্তে নিবারণীয়াঃ॥

মহোৎসব সকলের এই অবসর উপস্থিত। যে হেতু ইহাতে পুষ্প ও পল্লব সকল গ্রহণের অভিলাষে গোপ বিলাসিনী গণ আগমন করিবে॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত বক্র দৃষ্টি করিয়া) আর্য্যে! তাহারা আসিলে কি হইবে?।

পৌর্ণমাসী। উচ্চ হাস্য করিয়া বিলাসিন্! স্বীয় বাসনানুসারে অন্য আশঙ্কা করিও না, আমি মনোমধ্যে এই অভিপ্রায় করিয়াছি, তাহারা এখানে আসিলেই, তোমার সখা গণ তাহাদের শুন্য গৃহে গিয়া গব্য অপহরণ করিবে।

কৃষ্ণ। ধূর্ত্তে! পরিহাস করিতেছেন কেন? দেখুন কমল মঞ্জরী চয়নকারি গোপিকাগণই আমার বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষের শাখা সকল ছেদন করিয়াছে, অতএব আপনি ইহাদিগকে নিবারণ করুন।

পৌর্ণমাসী। মোহন নব্য স্তবকোত্তংসিনা ভবতৈব সমুল্লসি-
তোহয়ং কুসুমেষু রাগো বল্লবীনাং ॥ ৫২ ॥
তাঃ কথমিতো নিবার্য্যন্তাং।

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা অয়ি বলাকাবলক্ষকেশি কথোপক্রমাদ্বক্র
মেব পন্থানমধিরূঢ়াসি। যদপরাধিকাস্বপি বল্লবীষু পক্ষ
পাতং ন মুঞ্চসি ॥ ৫৩ ॥

নব্য স্তবকোত্তংসিনেতি তব পুষ্পস্তবকোত্তংসমালোক্য তাদৃশ মাত্মনমপি কর্ত্তুং বল্লবীনাং কুসুমেষু রাগঃ আগ্রহো জাত ইতি প্রকটোঽর্থঃ। বস্তু তস্তু কুসুমেষুঃ কন্দর্প স্তত্রাগস্তদাবেশঃ ॥ ৫২ ॥

বলাকা বকপঙ্ক্তিঃ সা ইব বলক্ষা ধবলাঃ কেশাঃ যস্যাঃ হে তথাবিধে জরয়া তব এতাদৃশ পালিত্যং জাতং তদপি কামকর্ম্মতা কৌশলমিতি ভাবঃ। অপরাধিকাসু অপরাধ কর্ত্রীষু পক্ষপাতং সাহায্যং ॥ ৫৩ ॥

পৌর্ণমাসী। মোহন! তোমার পুষ্পস্তবকের উত্তংস দেখিয়া তৎ সদৃশ আপনাতেও করিবার নিমিত্ত বল্লবী গণের কুসুমে আগ্রহ জন্মিয়াছে, পক্ষান্তরে তোমাকে দেখিয়া গোপরামাদিগের কন্দর্প বিষয়ে আবেশ হইয়াছে ॥ ৫২ ॥
অতএব এখান হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেছ কেন?।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অয়ি বলাকাতুল্য ধবল কেশি! আপনি কথার আরম্ভে বক্র পথেই যে আরোহণ করিতে-ছেন, অর্থাৎ বৃদ্ধা হইলেও যে আপনার রসাভাষ পরি-ত্যাগ হয় না, যে হেতু গোপীগণ অপরাধিকা হইলেও

পৌর্ণমাসী। সুন্দর সংপ্রত্তি সরাধিকাঃ খলু বল্লব্যঃ কথমপ রাধিকাঃ সন্তু। তেন তে প্রিয়স্য পুন্নাগস্যাপি সুমনস্তেয়ং হঠেন করিষ্যন্তি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। হন্ত কথং মনোহারিণী সৈব দৈবাৎ পুনরাবর্ত্ততে রাধিকাবার্ত্তা ॥

মধুমঙ্গলঃ। স্বগতং। কধং রাহি ত্তি ণাম মেত্তেণ উম্মণাএদি এসো। প্রকাশং। ভো বঅস্‌স মা কৃখু ইমাএ উবরি নিব্ভরং সতিণ্হো হোহি।

সরাধিকাঃ রাধিকয়া সহ বর্ত্তমানাঃ অপরাধিকাঃ অপগতা রাধিকা যাভ্য স্তথাবিধাঃ কথং সন্তু পুন্নাগস্য বৃক্ষস্য পক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠস্য সুমনসাং পুষ্পানাং শোভন মনসশ্চ ॥ ৫৪ ॥

মধু রাধেত্তি নাম মাত্রেণ উন্মনায়তে এষঃ। মা খলু এতস্যা উপরি সতৃষ্ণো ভব

তাহাদিগের প্রতিপক্ষপাত পরিত্যাগ করিতেছেন না ॥৫৩

পৌর্ণমাসী। অহে সুন্দর! গোপিকা সকল রাধিকা শূন্য হইবে কেন, তাহারা ত রাধিকার সহিত যুক্তই আছে, অতএব ঐ গোপিকারা বল পূর্ব্বক তোমার প্রিয়তর পুন্নাগবৃক্ষের কুসুম সকল অপহরণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) হায়! কি প্রকারে অকস্মাৎ সেই মনোহারিণী রাধার কথা পুনরাগত হইল।

মধুমঙ্গল। (মনে মনে) ইনি রাধানাম মাত্রে উন্মনা হইতেছেন কেন? (প্রকাশ করিয়া) অহে বয়স্য! ইহার উপরে অতিশয় সতৃষ্ণ হইও না।

কৃষ্ণঃ। সপ্রণয়রোষং। ধিগ্‌বাচাল কুত্রাহং সতৃষ্ণঃ।

মধুমঙ্গলঃ। ভো মাকুপ্‌প সরসাএ মনোহারিণীএ উবরিত্তি ভণামি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ভ্রান্তোসি। নেমানি মনোহরাখ্যানি কিন্তু মৌক্তিকাখ্যানি লড্ডুকানি।

মধুমঙ্গলঃ। বিহস্য পিঅবঅস্‌স ণ ক্‌খু অহং ভমিশীলে রাহা-চক্কে বট্টামি কুদো ভমিস্‌সং ॥ ৫৬ ॥

মধু ভো মাকুপ্য সরসায়া মনোহরা লড্ড্যা উপরি ভণামি। মনোহ-রাখ্য মোদকশ্রেণ্যা উপরীতি প্রকটোহর্থঃ। মনোহরা সখী তস্যা উপরীতি বাস্তবঃ ॥ ৫৫ ॥

মধু নাহং ভ্রমিশীলে রাধাচক্রে বর্ত্তে ভ্রমিষ্যামি। রাধা নক্ষত্রোপলক্ষিত চক্রে জ্যোতিশ্চক্রে ইতি প্রকটোহর্থঃ। ভ্রমিদায়িত্বাৎ রাধেব চক্রং তস্মিন্ ইতি বাস্তবঃ। অত্র ত্বমেব বর্ত্তমানো লক্ষ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণ। (প্রণয় রোষের সহিত) অরে বাচাল। ধিক্ তোরে আমি কাহার প্রতি সতৃষ্ণ হইয়াছি।

মধুমঙ্গল। অহে কোপ করিও না, সরস মনোহর লড্ডুকের উপর বলিতেছি। পক্ষে। সরসা মনোহারিণী সখীর প্রতি বলিতেছি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ। সখে! ভ্রান্ত হইয়াছ, এ মনোহরাখ্য লড্ডুক নহে কিন্তু ইহার নাম মৌক্তিকাখ্য লড্ডুক।

মধুমঙ্গল। (হাস্য করিয়া) প্রিয়বয়স্য। আমিত ভ্রমিশীল রাধা চক্রে পতিত হই নাই যে আমার ভ্রম হইবে, বাস্তবিক তুমিই রাধাচক্রে পতিত হইয়াছ লক্ষিত হইতেছে ॥ ৫৬ ॥

পৌর্ণমাসী। স্বগতং। সত্যং পরিহস্যতে বটুনা যদেষো ভাবোদ্বৃত্ত চেতোবৃত্তিতয়া বৈলক্ষণ্য ভাগভিলক্ষ্যতে তদদ্য পূর্ণ কামাস্মি। প্রকাশং। সুন্দর কৃতমত্রোৎকণ্ঠয়া সা বিষ্ণুপদবীথী সঞ্চারিণী নৃলোকে কেন লভ্যতাং ॥ ৫৭

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। বিষ্ণুপদবীথীমবেক্ষ্য রামমনুসর্পন্ আর্য্য ব্যতীতেয়ং মধ্যাহ্ন মর্য্যাদা ততঃ কালিন্দীতীরে অবতীর্য্য

ভাবেন উদ্বৃত্তা উদ্ধৃতো চেতো বৃত্তির্যস্ত তত্বেন রাধাচক্রং জ্ঞাতুমহমুৎকণ্ঠে ইতি চেৎ কৃতমুৎকণ্ঠেতি অত্র রাধাচক্র বিষয়ে উৎকণ্ঠয়া কৃতং অলং ইতি প্রকটোঽর্থঃ। অত্র রাধায়াং উৎকণ্ঠয়া কিং কার্য্যমিতি বাস্তবার্থঃ। সা তব-স্বতঃ সিদ্ধেতি ভাবঃ। বিষ্ণুপদেতি আকাশবর্ত্মচারিণী রাধা তন্নাম নক্ষত্র মিতি প্রকটঃ বিষ্ণো স্তব এব পদসঞ্চারিণী রাধেতি বাস্তবার্থঃ। নৃলোকে কেন লভ্যতামিতি বিবাহ মাত্রমভিমন্যোঃ সম্ভোগস্তু তবৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

পদান্তরে স্থানান্তরে পদং ব্যবসিত ত্রাণ স্থান লক্ষ্মাঙ্ঘ্রি বস্তুষিত্যমরঃ ॥৫৮

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) এই বটু যথার্থ পরিহাস করিল, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে রাধাভাবোদয় হওয়াতে স্পষ্ট রূপে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, অতএব আজি আমার কামনা পরিপূর্ণ হইল। (প্রকাশ করিয়া) অহে সুন্দর! উৎকণ্ঠিত হইও না, সেই বিষ্ণুপদসঞ্চারিণী রাধাকে এ নৃলোকে কে লাভ করিতে পারে? ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত আকাশ পথ অবলোকন পূর্ব্বক রামের নিকট যাইয়া) আর্য্য! মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইয়াছে অতএব আপনারা কালিন্দীতীরে অবতরণ

সমাপয়ন্তু ভবন্তঃ পশূনাং পানীয় তৃষ্ণাং স্বাদয়ন্তুচ স্বাদূনি লড্ডুকানি ময়াতু সুহৃত্তমাভ্যাং শ্রীদাম সুবলাভ্যাং সহ মুহূর্ত্তমগ্রতো বিশ্রমিতব্যং॥

রামঃ। সখিভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ॥

পৌর্ণমাসী। স্বগতং। ময়াপি প্রতিচ্ছন্দস্য সিদ্ধিমবধারয়িতুং গন্তব্যমিতি কৃষ্ণমভিনন্দ্য পরিক্রামতি॥

কৃষ্ণঃ। পদান্তরে স্থিত্বা সখে শ্রীদামন্ কিং দৃষ্টপূর্ব্বা তে জগদপূর্ব্বা রাধা॥

শ্রীদামা। সলজ্জিতং স্মিতমুখমবাঞ্চয়তি॥ ৫৮॥

সুবলঃ। বঅস্‌স দিট্‌ঠ পূব্বেত্তি এত্তিঅং কিং ভণাসি ণং

বয়স্য দৃষ্ট পূর্ব্বেতি কিমেতাবৎ ভণসি এণং এতস্য ভগিনী খল্বেষা॥ ৫৯॥

পশুগণের পানীয় তৃষ্ণা সমাপন পূর্ব্বক এই লড্ডুক সকল ভক্ষণ করুন, আমি সুহৃত্তম শ্রীদাম ও সুবলের সহিত অগ্রে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিব॥

রাম। সখাগণের সহিত গমন করিলেন॥

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) আমিও চিত্রপট সিদ্ধি নিমিত্ত গমন করি, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন॥

কৃষ্ণ। (স্থানান্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক) সখে শ্রীদামন্! জগতে যে রূপ কেহ কখন দেখে নাই এমত রূপবতী শ্রীরাধাকে কি তুমি দেখিয়াছ?।

শ্রীদাম। লজ্জান্বিত হাস্য বদন অবনত করিলেন॥ ৫৮॥

সুবল। বয়স্য! রাধা কি তোমার দৃষ্টপূর্ব্বা, এ কথা

ইমস্স বহিণী ক্খু এসা। ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণঃ। তদেহি ক্ষণমত্র কদম্বসম্বাধে রোধসি নিবিশ্য রাধানুধ্যারণাদুদ্বেগিচেতো বংশীবাদন বিনোদেনান্যতঃ ক্ষিপামীতি নিষ্ক্রান্তঃ।

পৌর্ণমাসী। পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী সানন্দং। কথমিত এব বয়স্যয়া বিহস্যমানা বিক্রীড়তি মে বৎসেয়ং রাধিকা ইতি লতান্তরে স্থিত্বা।

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তিচ।

অষ্টাপদং সুবর্ণং ॥ ৬০ ॥

শ্রীদামকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, রাধা যে শ্রীদামের ভগিনী ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ। তবে আইস, ক্ষণকাল এই কদম্বের দুর্গম তটে উপবেশন করিয়া রাধাচিন্তা নিবন্ধন উদ্বেগি চিত্তকে বংশী বাদন রূপ আনন্দে অন্যত্র নিক্ষেপ করি, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥

পৌর্ণমাসী। (গমন করিতে করিতে অগ্রে অবলোকন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত) কি প্রকারে এই স্থানেই সখীগণের সহিত হাস্যবদনা বৎসা রাধিকা আমাব ক্রীড়া করিতেছেন (এই বলিয়া লতার অন্তরালে অবস্থিতি পূর্ব্বক) আহা! শ্রীরাধার চক্ষুর শোভা নব কমলের শোভাকে বল পূর্ব্বক গ্রাস করিতেছে, মুখের শোভা বিকশিত পদ্ম

দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ৬০ ॥
তদেতয়ো নির্ম্মল নর্ম্মগোষ্ঠী প্রতিবন্ধং পরিহরন্তী
বীরুন্নিরুদ্ধেনাধ্বনা বিশাখাং যামীতি নিষ্ক্রান্তা ॥
ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া বিহস্যমানা রাধা।

রাধা। হলা ললিদে কিং করেদি অজ্জিয়া।

ললিতা। সহি তুহ সুরদেঅসস্ পূআকিদে এসা তমাল তলে
বেদিআং ণিম্মাদি ॥ ৬১ ॥

হলা হে সখি হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানং নীচং চেটীং সখীং প্রতীত্যমরঃ ললিতে কিং করোত্যার্য্যা। ললি সখি তব সূর্য্যদেবস্ত পূজাকৃতে এষা তমাল তলে বেদিকাং নির্ম্মাতি ॥ ৬১ ॥

বনকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে এবং অঙ্গশোভা অষ্টাপদকেও
(স্বর্ণকেও) কষ্ট দশা প্রাপ্ত করাইতেছে, যাহা হউক,
ইহাঁর কি আশ্চর্য্য রূপই বিলাস করিতেছে ॥ ৬০ ॥
অতএব রাধাকৃষ্ণের নির্ম্মল গোষ্ঠীর প্রতিবন্ধ না করিয়া
লতারুদ্ধ পথ দ্বারা বিশাখার নিকট গমন করি, এই
বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥
(তৎপরে ললিতার সহিত হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার
প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সখি ললিতে। আর্য্যা কি করিতেছেন।

ললিতা। সখি! তোমার সূর্য্যদেবের পূজার নিমিত্ত তিনি
তমাল তলে বেদিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

রাধিকা। পুরোঽবলোক্য। হলা ললিদে সঙ্কে সা চ্চেঅ এসা বুন্দাড়ই জাএ মাহুরী তুএ পুণো পুণো মহবণ্ণিঅদি।
ললিতা। হলা সা জ্জেব্ব এসা কহ্নস্স লীলা বুক্খবাড়িআ।
রাধিকা। সৌৎসুক্যমাত্মগতং। অহো মুহুরত্তণং দোণং অক্খরাণং। প্রকাশং। সহি কস্স ত্তি ভণসি।
ললিতা। সাকূত স্মিতং। হলা ভণামি কহ্নস্স ত্তি।
রাধিকা। পুনঃ স্বগতং ॥ ৬২ ॥

হন্ত জস্স নামাবি বামাচিত্তং ইত্থং মোহেদি। সো

শঙ্কে সৈবৈষা বৃন্দাটবী যস্যা মাধুরী ত্বয়া পুনঃ পুনর্ম্ম বর্ণ্যতে। ললিসা এব এষা কৃষ্ণস্য লীলাবৃক্ষবাটিকা ॥

অহো মধুরত্বং দ্বয়োরক্ষরয়োঃ সখি কস্যেতি ভণসি ভণামি কৃষ্ণস্যেতি ॥৬২

শ্রীরাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি ললিতে! বোধ করি সেই বৃন্দাটবী কি এই, তুমি পুনঃ পুনঃ আমার নিকট যাহার মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছিলে ॥
ললিতা। হাঁ সখি! সেই এই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াকানন ॥
শ্রীরাধা। (উৎকণ্ঠার সহিত মনে মনে) অহো! এই দুইটী অক্ষরের কি মধুরতা (প্রকাশ করিয়া) সখি! কাহার নাম বলিতেছ।
ললিতা। (অভিপ্রায়ের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি! কৃষ্ণের নাম বলিতেছি।
শ্রীরাধা। (পুনর্ব্বার মনে মনে) ॥ ৬২ ॥
আহা! যাহার নামমাত্রেই সুন্দরীদিগের চিত্তকে এই রূপ

কৃখু কি দিসো বা ণামী। ইতি সাবহিত্থং প্রকাশং।
হলা ইমাইং ণিউঞ্জোবরি পুঞ্জিদাইং গুঞ্জা ফলাইং বিই-
ণস্‌সং ॥ ৬৩ ॥

ললিতা। সপরিহাসং সংস্কৃতেন।

দেহন্তে ভুবনান্তরাল বিরলচ্ছায়া বিলাসাস্পদং
মা কৌতূহল চঞ্চলাক্ষি লতিকাজালে প্রবেশং কৃথাঃ।
নব্যাসঞ্জন পুঞ্জ মঞ্জুল রুচিঃ কুঞ্জেচরী দেবতা
কান্তাং কান্তিভিরঙ্কিতামিহ বনে নিঃশঙ্কমাকর্ষতি ॥ ৬৪ ॥

নামাপি ইত্থং বামাচিত্তং মোহয়তি স খলু কীদৃশো বা নামীতি সাবহিত্থং সাকার গোপনং যথাস্যাৎ ইমানি নিকুঞ্জোপরি গুঞ্জাফলানি বিচেষ্যামি ॥ ৬৩ ॥

ভুবনানামন্তরাল মধ্যে বিরলা অনুপলভ্যমানাঃ যাশ্ছায়া কান্তয় স্তাসাং বিলাসাস্পদং বিহার গৃহং ॥ ৬৪ ॥

বিমোহিত করিতেছে, না জানি সেই বা কিরূপ সুন্দর।
(ভাব গোপন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া) সখি! চল
নিকুঞ্জোপরি গুঞ্জা ফল সকল চয়ন করি ॥ ৬৩ ॥

ললিতা। (পরিহাসের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে কৌতু-
হল চঞ্চলাক্ষি! তোমার দেহ ভুবনমধ্যে অলভ্য শোভার
বিলাস গৃহ, অতএব তুমি লতা জালে প্রবেশ করিও
না, ঐ স্থানে অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মনোহর রূপশালি কোন
কুঞ্জবিহারী দেব অবস্থিত আছেন, তিনি নিঃশঙ্কে এই
বনমধ্যে শোভনাঙ্গী নব্যা কান্তাকে আকর্ষণ করিয়া
থাকেন ॥ ৬৪ ॥

রাধিকা। কিঞ্চিদ্ভীতেব পরাবৃত্য সনর্ম্মস্মিতং। সহি ললিদে তাএ দেঅদাএ ণূণং তুমং আঅড্টিদাসি জং এদং জাণাসি।

ললিতা। বিহস্য। কীস মং এসা আঅড্টচ্চু ণ ক্খু অহং তুমং বিঅ কান্তীহিং অঙ্কিদা।

নেপথ্যে বংশীধ্বনিঃ।

রাধা। নিশম্য সচমৎকারং স্বগতং ॥ ৬৫ ॥

অম্মহে ইমস্স মোহণ ত্তণং সদ্দস্স ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি।

তয়া দেবতয়া নূনং ত্বমাকর্ষিতাসি যদিদং জানাসি। মাং কস্মাদেষা আকর্ষতু ন খল্বহং ত্বমিব কান্তিভি রঙ্কিতা ॥ ৬৫ ॥

অহো অস্য মোহনত্বং শব্দস্য। হুং এষা কোমলাঙ্গী প্রথমং জালে নিপ-

---

শ্রীরাধা (কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়াই যেন প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পরিহাস যুক্ত ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি ললিতে! লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেই দেবতা আকর্ষণ করেন, তুমি যখন ইহা জানিয়াছ, তখন বোধ করি সেই দেব তোমাকে আকর্ষণ করিয়াছেন॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি! দেবতা কেন আমাকে আকর্ষণ করিবেন, আমিত তোমার মত সুন্দরী নহি॥

(এমত সময়ে বেশ গৃহে বংশীধ্বনি)

শ্রীরাধা। (শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত মনে মনে)॥ ৬৫ ॥

অহো এই শব্দের কি মোহিনী শক্তি, এই বলিয়া

ললিতা। বিলোক্য স্বগতং। হুং এসা কোমলঙ্গী কুরঙ্গী পঢ়মং জালে ণিপড়িদা ॥ ৬৬ ॥

রাধিকা। প্রযত্নেন ধৈর্য্যমালম্ব্য স্বগতং। অবি ণাম ণং সদ্দামিঅপুরং উগ্‌গিরন্তং জণং পেক্‌খিস্‌সং ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। উপসৃত্য। হলা রাহি অত্থি মতুবরি তুহ বিসদ্ধ বুদ্ধী ॥

রাধিকা। হলা কীস এব্বং ভণাসি তুমং জ্জেব্ব তত্থ

তিতা ॥ ৬৬ ॥

অপি নাম এনং শব্দামৃত পূর মুদ্গিরন্তং জনং প্রেক্ষিষ্যে ॥ ৬৭ ॥

হলা রাধে অস্তি মদুপরি বিশ্রব্ধ বুদ্ধিঃ বিশ্রম্ভণ বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রশ্নোঽয়ং অস্তি বা নাস্তি বেতি সত্যং কথা তামিত্যর্থঃ। কস্মাদেবং ভণসি ত্বমেব তত্র

নিজাঙ্গের বিবশতা প্রকাশ করিলেন ॥

ললিতা। (অবলোকন করিয়া মনে মনে) হুঁ এই কোমলাঙ্গী কুরঙ্গী প্রথমেই জালে পতিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রীরাধা। (যত্ন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মনে মনে) এই শব্দামৃত প্রবাহ উদ্গীরণকারি জনকে কি আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। (নিকটে গিয়া) সখি! রাধে! আমার উপরি তোমার বিশ্বাস আছে? ॥

শ্রীরাধা। সখি! একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে কি না তাহা তুমিই

পমাণং ॥ ৬৮ ॥

ললিতা। কধেহু পিঅসহী কিত্তি অকাণ্ডে বিবসাসি তুমং ॥

রাধিকা। সলজ্জং সংস্কৃতেন।

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরিতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্নজানে।
হা হা কুলিনগৃহিণীগণ গর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥ ৬৯ ॥

ললিতা। হলা এসো মুরলীরও ॥

রাধিকা। সব্যথং সংস্কৃতেন।

প্রমাণং ॥ ৬৮ ॥

কথয়তু প্রিয়সখী কিমিত্যকাণ্ডে বিবশাসি ত্বং যেন নাদেন প্রযোজক কর্ত্রা ॥ ৬৯ ॥

অয়ং মুরলীরবঃ অজড়ঃ হিমভিন্নঃ নিকৃন্তনঃ ছেদকঃ কৃন্তন ছেদন ইত্যপি

জান ॥ ৬৮ ॥

ললিতা। প্রিয়সখি! অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন? ॥

শ্রীরাধা (লজ্জার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি! বলিতে পারি না কদম্ব বৃক্ষের মধ্য হইতে অকস্মাৎ কোন একটী শব্দ উদ্গত হইয়া আমার কর্ণপদবীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, হায়! তদ্দ্বারাই আমি কুলীনগৃহিণীগণের নিন্দনীয়া কোন অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৬৯ ॥

ললিতা। সখি! এ অন্য কোন শব্দ নহে, ইহা মুরলীর শব্দ ॥

শ্রীরাধা। (ব্যথার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি! এ হিম নয়,

অজড়ঃ কম্পসম্পাদী শস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপনোনুষ্ণতাধারী কোবায়ং মুরলীরবঃ ॥
ইত্যুদ্বেগং নাটয়তী ॥
হলা নাহং মুরলীণাঅস্স অণহিণ্ণতো অলং বিপ্পলম্ভেণ

ধাতুয়ন্তি ন উষ্ণতাং ধারয়তীত্যনুষ্ণতা ধারী। নাহং মুরলী নাদস্থানভিজ্ঞা

কিন্তু হিমের ন্যায় কম্পিত করিতেছে, এবং এ তাপ নহে কিন্তু উষ্ণতা ধারণ করিতেছে, অতএব এ কোন্ মুরলী রব ॥

(এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ পূর্ব্বক) সখি! আমিত মুরলী রবের অনভিজ্ঞা নহি, তবে আর বিপ্রলম্ভের প্রয়োজন কি, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এ কোন মহানাগর মোহন মন্ত্র পাঠ করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

কদম্বের বন হইতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে, আসিয়া পশিল মোর কাণে। অমৃত নিছিয়া পেলি, সুমাধুর্য্য পদাবলী, কি জানি কেমন করে মনে ॥ হা হা কুলরমণীর, গ্রহণ করিতে ধীর, যাতে কোন দশা কৈল মোহে ॥ ধ্রু ॥ শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে, মোহন মুরলী ধ্বনি এহ। সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলে তুমি বিমোহনে, রহ তুমি চিত্তে বান্ধি থেহ ॥ রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন, বিষামৃতে মিশাল করিঞা। হিম নহে সব তনু, কাঁপাইছে হিমে জনু, প্রতি তনু

ফুড়ং এ সো কেণ বি মহণাঅরেণ কো বি মোহণ মন্তো পঢ়ীঅদি।

প্রবিশ্য চিত্রপঠহস্তা বিশাখা রাধামবধারয়ন্তী স্বগতং ॥ ৭০

দাণিং অণ্ণাদিসী এসা লক্খীঅদি তা ণূণং কহ্নস্‌স বংশী আএ ডংসিদা হোদু পুচ্ছিস্‌সং ইত্যুপসৃত্য প্রকাশং

তদ্দলং বিপ্রলম্ভেন স্ফুটমেব কেনাপি মহানাগরেণ মোহন মন্ত্রঃ পঠ্যতে ॥ ৭০ ॥
ইদানীমন্যাদৃশী এষা লক্ষ্যতে তন্নূনং কৃষ্ণস্য বংশিকয়া দংশিতা ভবতু

শীতল করিঞা ॥ অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাতারিতে যেন কাটে, ছেদন না করে হিয়া মোর। তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায়ে আমার মতি, বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥ এতেক কহিতে ধনী, উদ্বেগ বাড়িল জানি, নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে। কহে শুন আরে সখি, তুমি মিথ্যা বুইলে দেখি, মুরলীর নহে হেন রীতে ॥ কোন সুনাগর এই, মোহমন্ত্র পড়ে যেই, হরিতে তোমার ধৈর্য্যমত। দেখিয়া ঐ সব রীত, চমক লাগিল চিত্ত, দাস যদুনন্দের মত ॥

(এমত সময়ে চিত্রপট হস্তে করিয়া বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। শ্রীরাধাকে নিশ্চয় করত (মনে মনে) ॥ ৭০ ॥

সম্প্রতি ইহাঁকে অন্য প্রকার দেখিতেছি, অতএব নিশ্চয় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্ত্তৃক দংশিতা হইয়াছেন, যাহা হউক জিজ্ঞাসা করি। (এই বলিয়া সমীপে গমন

সংস্কৃতেন ॥ ৭১ ॥

ক্ষৌণীং পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কজরুচো রক্ষোঃ পয়োবিন্দবঃ
স্বাশাস্তাণ্ডবয়ন্তি পাণ্ডুবদনে দুরাদুরোজাংশুকং।
মূর্ত্তিং দন্তুরয়ন্তি সন্ততমমী রোমাঞ্চপুঞ্জাশ্চতে
মন্যে মাধবমাধুরী শ্রবণয়োরভ্যাসমভ্যায়যৌ ॥

প্রশ্নং করিষ্যামি ॥ ৭১ ॥

পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কিলাং কুর্ব্বন্তি তাণ্ডবয়ন্তি তাণ্ডববৎ কুর্ব্বন্তি। মত্বস্থানিচ্

পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭১ ॥

হে পাণ্ডুবদনে! তোমার পদ্মকান্তি সদৃশ লোচন যুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইয়া ভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে, তোমার নিশ্বাস সকল দূর হইতে স্তনাবরণ বস্ত্রকে নৃত্য করাইতেছে এবং রোমাঞ্চ পুঞ্জ তোমার মূর্ত্তিকে কণ্টকিত করিতেছে, অতএব হে রাধে! বোধ হয় মাধবমাধুর্য্য তোমার শ্রবণের সমীপবর্ত্তি হইয়াছে ॥

যথারাগ ॥

যিনি পদ্মগণ এ তুয়া নয়ন মাধুরী মোহন জাতি। তাহাতে নির্ঝর, ঝরে বসুন্ধর, কর্দ্দম কঅল অতি ॥ সখি হে বুঝিলুঁ এ তুয়া রীত। মাধবমাধুরী, শ্রুতিযুগভরি, তওল কওল চিত ॥ ধ্রু ॥ ঘন শ্বাসভরে, কুচকুম্ভ পরে, সঘনে নাচয়ে বাস। প্রভাত কমল, জিনিয়া বিমল, বদন পাণ্ডরা ভাস ॥ পুলকে ভরিল, সব কলেবর, তাহাতে দ্বিগুণ দেহ। এ যদুনন্দন, কহয়ে ঐছন, চরিত নবীন লেহ ॥

শ্রীরাধা। অনাকর্ণিতকেনৈব সোৎকম্পং। ললিদে পুণো
এসো জ্জেব্ব কো বিসদ্দো বিক্কমদি ॥ ৭২ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

এষ স্থৈর্য্য ভুজঙ্গ সংঘদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরো
ব্রীড়া ব্যাধিধুরা বিধূননবিধৌ তন্বঙ্গি ধন্বন্তরিঃ।
সাধ্বীগর্ব্বভরাম্বু রাশিচুলুকারম্ভেতু কুম্ভোদ্ভবঃ
কালিন্দীতটমণ্ডলীষু মুরলী তুণ্ডাদ্ধনি র্ধাবতি ॥ ৭৩ ॥

বিম্নতোর্ম্মুগিতি মতোর্ম্মুক্ দন্তরাং কণ্ঠকিতাং কুর্ব্বন্তি .অভ্যাসং নিকটং।
অশ্রুতেনৈব ললিতে পুনরেষ স এব কোপি শব্দো বিক্রমতি ॥ ৭২ ॥
বিহঙ্গেশ্বরো গরুড়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধা। (অশ্রুতের ন্যায়ই যেন কম্পের সহিত) ললিতে!
পুনরায় সেই প্রকারই কোন শব্দ বিক্রম করিতেছে ॥ ৭২

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) হে কৃশাঙ্গি! এ শব্দ কে
সামান্য মনে করিও না, এ যুবতিগণের ধৈর্য্য রূপ ভুজঙ্গ
সঙ্ঘ দমন বিষয়ে গরুড় সদৃশ, লজ্জারূপ ব্যাধি ভর নাশ
বিষয়ে ধন্বন্তরি স্বরূপ এবং সাধ্বীগণের গর্ব্বাতিশয় রূপ
সাগর শোষণ বিষয়ে অগস্ত্য সদৃশ হইয়া কালিন্দী তট
বর্ত্তি মুরলীবদনের নিকট হইতে ধাবমান হইতেছে ॥ ৭৩

যথারাগ ॥

যুবতি ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম, দমন কারণ কাজে।
এই ধ্বনি ছলে, সদা ফিরি বুলে, গরুড় জগত মাঝে ॥ সই
এ তোহে কহিল সার। কুলযুবতীর, ধরম করম, ভ্রমর

শ্রীরাধা। সহি জাদা মহ হিঅএ কা বি গরুঈ বেঅণা। তা গদুঅ সুবিসসং।

বিশাখা। হলা রাহে তুহ বেঅণা বিদ্ধসণং কিম্পি এদং ওসহং মহ হত্থে বট্টদি তা সেবেহি ণং ॥ ৭৪ ॥

সখি জাতা মম হৃদয়ে কাপি গুর্ব্বী বেদনা তদ্গত্বা স্বপ্সামি। বিশাখা সখি রাধে তব বেদনা বিধ্বংসনং কিমপ্যেতদৌষধং মম হস্তে বর্ত্ততে তৎ সেবস্ব এতৎ ॥ ৭৪ ॥

না রহে আর ॥ ধ্রু ॥ যাজা ক্ষীণ নারী, ব্যাধি লজ্জাবলী, তাহার নাশের আশে। জিনি ধন্বন্তরি, সর্ব্বক্ষণ ফিরি, শ্রুতি পথে হৃদি পৈশে ॥ সতী যুবতির, সাধ্বী গর্ব্বভর, সে যে সরোবর অতি। এ ধ্বনি সন্ধান, কুম্ভের নন্দন, গণ্ডূষে পিবয়ে মতি ॥ এইত কারণ, মুরলী বদন, পন্থেত হইতে ধায়। আইসে কালিন্দী, কিনার হইতে, দেখ পরতেক তায় ॥ শুনিয়া ললিতা, বাণী সুললিতা, ধরিতে নাপারে অঙ্গ। এ যদুনন্দন, দাস পুন ভণ, ভালে বলে এই রঙ্গ ॥

শ্রীরাধা। সখি! আমার হৃদয়ে কেন গুরুতর বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমি গিয়া শয়ন করিতেছি ॥

বিশাখা। সখি রাধে! তোমার বেদনা বিধ্বংসন কারি কোন ঔষধ আমার হস্তে আছে, অতএব তাহা এই সেবন কর ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধা। বিসাহে এহি অঙ্গণোবকণ্ঠে ফুল্লকণ্ণিআর মণ্ডলী-
চ্ছাঅং অজ্ঝাসিঅ পেক্‌খহ্ম ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৭৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে বেণুনাদ বিলাসো নাম প্রথ-
মোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

রাধি বিশাখে আগচ্ছ অঙ্গনোপকণ্ঠে ফুল্লকর্ণিকার মণ্ডলীচ্ছায়াং অধ্যাস্য প্রেক্ষ্যামহে ॥ ৭৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

শ্রীরাধা। বিশাখে! আইস অঙ্গনের সমীপে ফুল্ল কর্ণিকার
মণ্ডলী সকলের ছায়াতে উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন
করি। এই বলিয়া সকলে গমন করিলেন ॥ ৭৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
কৃত ব্যাখ্যায় বেণুনাদ বিলাস নামক প্রথমাঙ্ক ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখী।

নান্দীমুখী। আদিট্‌ঠহ্মি তত্ত হোদীএ পোণ্ণমাসীএ জধা অই ণন্দীমুহী সুদং মএ নিব্ভরা সুত্থ সরীরা মে বচ্ছা রাহী তা গদুঅ জাণাহি সে তত্তং ত্তি তদো মুহরা ঘরং গমিস্‌সং।

ইতি পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী। কধং ইধ জ্জেব্ব কন্দন্তী মুহরা আঅচ্ছই ॥ ১ ॥

প্রবিশ্য মুখরা হদ্ধী হদ্ধী হদম্হি মন্দভাইণী।

নান্দীমুখী। অজ্জে মুহরে কীস রোঅসি।

আদিষ্টাস্মি তত্র ভবত্যা পৌর্ণমাস্যা যথা অয়ি নান্দীমুখি শ্রুতং ময়া নির্ভরা সুস্থ শরীরাস্মবৎসা রাধা তদ্গত্বা জানীহি তস্যা স্তত্ত্বমিতি ততো মুখরাগৃহং গমিষ্যামি। কথমিত এব ক্রন্দতী মুখরা আগচ্ছতি ॥ ১ ॥

মুখরা হা ধিক্ হা ধিক্ হতাস্মি মন্দভাগিনী। আর্য্যে মুখরে কস্মাৎ

(অনন্তর নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দীমুখী। দেবী পৌর্ণমাসী আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, নান্দীমুখি! আমি শুনিয়াছি আমার বৎসা শ্রীরাধার শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়াছে, তুমি গিয়া তাহার তত্ত্ব জানিয়া আইস, তাহার পর মুখরার গৃহে গমন করিব (এই বলিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অগ্রে দৃষ্টিপাত করত) এই যে মুখরা কান্দিতে কান্দিতে এই দিকেই আসিতেছে ॥ ১ ॥

মুখরা। (প্রবেশ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, এই মন্দভাগিনীর মৃত্যু ভাল ॥

নান্দীমুখী। আর্য্যে মুখরে! রোদন করিতেছ কেন?

মুখরা। বিলোক্য বৎসে রাহী সন্দাবেণ।

নান্দীমুখী। কেরিসং চেট্ঠই রাহী॥

মুখরা। বৎসে বাউলাবিঅ কিম্পি পলেবই ইতি সংস্কৃতেন।

ক্রূরাণামলিনাং কুলৈর্ম্মলিনয়া কৃত্যং নমে মালয়া
বালাহং কিমু নর্ম্মণস্তবপদং দূরী ভব প্রাঙ্গনাৎ।
ইত্যাদীনি দুরক্ষরাণি পরিতঃ স্বপ্নে তথা জাগরে
জল্পান্তী জলজেক্ষণা ক্ষপয়তি ক্লেশেন রাত্রিন্দিবং॥ ২॥

নান্দীমুখী। স্বগতং। উবসগ্গ কিদা ণ কৃখু এরিসী পলাব

রোদিষি মুখরা রাধাসন্তাপেন। কীদৃশং চেষ্টতে রাধা। মুখরা বাতুলাইব প্রলপতি॥ ২॥

নান্দী উপসর্গকৃতা ন খলু ঈদৃশী প্রলাপ মুদ্রা তৎ দৃষ্ট্যা বিক্রমিতং তত্র

মুখরা। (দৃষ্টিপাত করিয়া) বাছা! রাধার সন্তাপে।

নান্দীমুখী। রাধা কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন?।

মুখরা। বাছা! বাতুলের ন্যায় প্রলাপ করিতেছে (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

যথা। সেই পদ্মনয়না কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে, ক্রূর অলিগণে মলিনা এই মালায় আমার প্রয়োজন নাই, আমি বালা, তোমার কি হাস্যাস্পদ হইব? অতএব আঙ্গিনা হইতে দূর হইয়া যাও, এই রূপ দুর্ব্বচন সকল বলিতে বলিতে অতি কষ্টে দিবারাত্রি যাপন করিতেছে॥ ২॥

নান্দীমুখী। (মনে মনে) এ রূপ প্রলাপত কোন উপসর্গ

মুদ্দা তা দিট্ঠিআ বিক্কমিদং এত্থ কহ্ণ বিলাসেন ॥ ৩ ॥

মুখরা। বৎসে অহং গদুঅ ভঅবদীং বিণ্ণবিস্সং তুমং বেদসী কুঞ্জং উবসপ্পিঅ রাহিঅং পেচ্ছ। ইতি নিষ্ক্রান্তে ॥

ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামুপাস্যমানা রাধা সোদ্বেগং স্বগতং। হদ হিঅঅ জস্স পড়িচ্ছণ্ণ দংসণ মেত্তাদো ঈরিসী দুরূহ সঙ্গমা উবত্থিদা দে অবত্থা তত্থ বি পুণো-রাঅং বহসি ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবিলাসেন ॥ ৩ ॥

মুখরা বৎসে অহং গত্বা ভগবতীং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ত্বং বেতসী কুঞ্জমুপ-সর্য্য রাধিকাং পশ্য। হে হতহৃদয় যস্য প্রতিচ্ছন্দ দর্শন মাত্রতঃ ঈদৃশী দুরূহ সংগমা তে উপস্থিতা তত্রাপি পুনারাগং বহসি ॥ ৪ ॥

নিমিত্ত নহে, এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়, কৃষ্ণবিলাস জন্যই এই রূপ প্রলাপ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

মুখরা। বাছা! আমি যাইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীকে নিবেদন করি, তুমি বেতসী কুঞ্জে গিয়া শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

(এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন)

অনন্তর ললিতা বিশাখা সখীদ্বয় কর্ত্তৃক উপাস্যমানা শ্রীরাধা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

শ্রীরাধা। (উদ্বেগের সহিত মনে মনে) অরে দগ্ধ হৃদয়! যাহার প্রতিবিম্ব দর্শন মাত্রেই তোর এই দশা উপস্থিত হইয়াছে, তুই কি না আবার তাহারই অনুরাগ বহন করিতেছিস্ ॥ ৪ ॥

উভোহলা রাহিএ হিস্তো বিলোকৃখণো দে বেঅণাণুবন্ধো
লক্‌খীঅদি তা কীস অহ্মেসু তত্তং ণ কধেসি।
রাধিকা। নিশ্বস্য বক্ত্রং ব্যাবর্ত্তয়তি।
বিশাখা। (পুরোঽধিগম্য সংস্কৃতেন।)
চিন্তাসন্ততিরদ্য কৃন্ততি সখি স্বান্তস্য কিন্তে ধৃতিং
কিম্বা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতি স্বেদাম্ভসাং ডম্বরঃ।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্য্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ ৫ ॥
রাধিকা। সাসূয়ং। অই নিট্‌ঠুরে বিসাহে তুমং এব্বং

হলা রাধে এভ্য আময়েভ্যো বিলক্ষণস্তে বেদনানুবন্ধো লক্ষ্যতে তৎ কস্মাদস্মাসু তত্ত্বং ন কথয়সি ॥ ৫ ॥

ললিতা বিশাখা। রাধে! এই সকল আময় (পীড়া) হইতে
তোমার বিলক্ষণ বেদনার অনুভব হইতেছে, অতএব
কি কারণে আমাদিগকে ইহার নিদান বলিতেছ না,।
শ্রীরাধা। নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন।
বিশাখা। (সম্মুখে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে সখি!
চিন্তামণি সকল কি তোমার অন্তঃকরণের ধৈর্য্য ছেদন
করিল? অথবা ঘর্ম্মাম্বুরাশি কি তোমার অরুণ বসনকে
আর্দ্রীভূত করিল, কিম্বা হে চম্পকগৌরি! কম্প কি
বল প্রকাশ করিয়া তোমার বপুর স্থৈর্য্য হরণ করিল,
যাহা হউক, তুমি যথার্থ বল, আত্মীয় জনের নিকট ভাব
গোপন করা কখন মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না ॥ ৫ ॥

পুচ্ছন্তী বি ণ লজ্জসি ॥ ৬ ॥

বিশাখা। সশঙ্কং। হলা কহিম্পি অবরদ্ধেহ্মি ত্তি ণ সুমরামি।

রাধিকা। অই ণিক্কিবে কীস এব্বং ভণাসি সুমরিঅ বেক্‌খ ॥৭

বিশাখা। হলা গুরুএণ বি প্পণিহাণেণ ণ মে সুমরণং হোদি

রাধিকা। উম্মত্তে গহণে ইমস্মিং অচ্ছাহিদাণলকুণ্ডে তুমং জ্জেব্ব মহ পেক্‌খেবণী ॥ ৮ ॥

অয়ি নিষ্ঠুরে বিশাখে ত্বমেবং পৃচ্ছন্ত্যপি ন লজ্জসে ॥ ৬ ॥

হে সখি কর্হিচিদপরাধাস্মীতি ন স্মরামি। অয়ি নিষ্কৃপে কস্মাদেব ভণসি স্মৃত্বা পশ্য ॥ ৭ ॥

গুরুণা অপি প্রণিধানেন নমে স্মরণং ভবতি। রাধি উন্মত্তে গহনে এতস্মিন্ অত্যাহিতানলকুণ্ডে ত্বমেব মম প্রক্ষেপণী ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা। অয়ি নিষ্ঠুরে বিশাখে! তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হইতেছ না ॥ ৬ ॥

বিশাখা। (শঙ্কার সহিত) সখি! কবে আমি তোমার অপরাধ করিয়াছি তাহা ত আমার স্মরণ হইতেছে না ॥

শ্রীরাধা। অয়ি নির্দ্দয়ে! এ কথা বলিতেছ কেন, স্মরণ করিয়া দেখ ॥ ৭ ॥

বিশাখা। সখি! গুরুতর প্রণিধান করিয়া দেখিলাম, তথাপি আমার ত স্মরণ হইল না।

শ্রীরাধা। উন্মত্তে! এই বনমধ্যে অতি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডে তুমি আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছ ॥ ৮ ॥

বিশাখা। হলা কধং বিঅ।

রাধিকা। সের্ষং। অই মিচ্ছা সরলে আলেক্‌খ গদ ভুঅঙ্গ

হলা কথমিব অয়ি মিথ্যাসরলে আলেখ্যগত ভুজঙ্গসঙ্গিনী তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

বিশাখা। সখি! কি প্রকারে।

শ্রীরাধা। (ঈর্ষার সহিত) অয়ি মিথ্যা সরলে! তুমি চিত্র পটস্থ ভুজঙ্গের অর্থাৎ কামুকের সঙ্গ করিয়াছ,থাক থাক।

যথারাগ॥

উপজিল চিন্তা অতি, তোমার অন্তর মতি, ধৃতিচ্ছেদ কর কেন নিতি। কেনে বা অরুণ চির, সিঞ্চিয়া পড়য়ে নীর, ঘর্ম্মে ভেল শরীর পূরিতি॥ সখি হে সত্য কহ আমা সবাকারে। নিজ পরিজন গণে, করিছ যে সঙ্গো-পনে, শুন সখি সব অমঙ্গলে॥ ধ্রু॥ চম্পক বরণ দেহ, তিলেক না পায় থেহ, অতিকম্পে করয়ে গরাস। দেখি তুয়া এই রীতে, সব সখীগণ চিতে অতিশয় লাগয়ে তরাস॥ বিশাখা বচন শুনি, কহিতে লাগিল ধনি, অসূয়া বাঢ়িল অতিশয়। শুনহ নিঠুরা আরে, এ সব কহিতে তোরে, লজ্জা কিছু নাহি উপজয়॥ বিশাখা সশঙ্ক হইয়া, কহে কেন কহ ইহা, কোন্ কাজে অবরুদ্ধ চিত। স্মৃতি কিছু নাহি হয়, তটস্থ হইয়া রয়, বুঝিতে নারিয়ে কোন রীত॥ রাই কহে নিষ্ঠুরা হে, ঐছন কহিছ কাহে, সঙ্‌-রিয়া জানহ অন্তরে। বিশাখা শুনিয়া কহে, গুরুপ্রণিধান মোহে, স্মৃতি নহে কিবা সে বিচারে॥ শুনি সুধামুখী

সঙ্গিনি চিট্ ঠ চিট্ ঠ ইতি সবৈবশ্যং সংস্কৃতেন ॥

বিতন্বানস্তন্বা মরকতরুচীনাং রুচিরতাং

পটান্নিষ্ক্রান্তোঽভূৎ ধৃতশিখিশিখণ্ডো নবযুবা ।

ইত্যর্দ্ধোক্তে বাক্‌স্তম্ভং নাটয়তি ।

সখ্যৌ সভ্রূভঙ্গমন্যোন্যং পশ্যতঃ ।

তেন যূনা কর্ত্রা উন্মাদিতা মতির্যস্যা স্তথাভূতায়া মম শশী বহ্নির্ভূতঃ তদ্বন্দী-

---

কহে, শুনহ উমতি ওহে, এই যে ঘেরল বলে মোরে। মহা অগ্নি কুণ্ডমাঝে, ডারিলে ঔষধ কাজে, অতিশয় কি বলিব তোরে ॥ পুন বিশাখিকা বোলে, কেমনে অনলে তোরে, ডারিলাঙ কহত নিশ্চয় । রাই কহে ঈর্ষা করি, চিত্রপট সহচরী, থাক থাক কৈতবী আশয় ॥ এতেক কহিতে রাই, বিবশিত দশাপাই, রহে নিজ তনু মনে নাই । শুনি দুঃখে ভরে মন, দাস শ্রীযদুনন্দন, কি কহিব ওর নাহি পাই ॥

(এই বলিয়া বিবশতা পূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায়) যাঁহার তনু দ্বারা মরকত কান্তি সমূহের মনোহরতা বিস্তার হইতে ছিল, যিনি মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই নব যুবা যখন চিত্রপট হইতে নির্গত হইয়াছিলেন । এই অর্দ্ধোক্তির পরেই বাক্ স্তম্ভ অভিনয় করিলেন, অর্থাৎ আর কিছু বলিতে পারিলেন না ॥

ললিতা বিশাখা । (ভ্রূ ভঙ্গের সহিত পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥

রাধিকা। ধ্রুবং তেনাক্ষিপ্তা কিমপি হসতোন্মাদিত মতেঃ
শশী বৃত্তো বহ্নিঃ পরমহহ বহ্নি র্মম শশী ॥ ৯ ॥

ললিতা। হলা কিং এসো সুবিণস্স বিলাসো।

রাধিকা। সংস্কৃতেন।

কিং স্বপ্নস্য বিলক্ষণা গতিরিয়ং কিং জাগরস্যাথবা
কিং রাত্রেরুপসত্তিরেব রসভাগহ্নঃ কিমহ্নায় বা।
ইত্থং শ্যামলচন্দ্রিকাপরিচয়স্যন্দেন সন্দীপিতৈ

পকত্বেন তাপকত্বাৎ। অহহ খেদে বহ্নি র্মম শশী আহ্লাদকত্বাৎ বহ্নৌ প্রবেশঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ললি হলা কিং এষ স্বপ্নস্য বিলাসঃ কিময়ং স্বপ্নস্য বিলক্ষণা গতিঃ অতো হেতোঃ রসভাগঃ কিং রাত্রে রুপসত্তিরিয়ং রাত্রি রূপাসনেত্যর্থঃ। কিম্বা জাগরস্য বিলক্ষণা গতিরিয়মিতি অতো হেতোঃ কিম্বা অহ্নায় শীঘ্রং অহ্নঃ উপসত্তিরিয়ং স্বপ্ন জাগরৌ রাত্রি দিবসৌচ প্রকর্ষেণ জ্ঞাতুং অজ্ঞা অভবং যতোহহং

শ্রীরাধা। সখি! তাহার পর ঐ নবযুবা হাস্য সহকারে আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার বুদ্ধি উন্মাদ গ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে আমার সম্বন্ধে চন্দ্র অগ্নিবৎ এবং অগ্নি চন্দ্রস্বরূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ললিতা। সখি! একি স্বপ্নের বিলাস।

শ্রীরাধা (সংস্কৃত ভাষায়). সখি! আমি এই রূপ স্বপ্নে দেখিলাম কি জাগরণে দেখিলাম, কি আমার রাত্রে দৃষ্ট হইল, কি দিনে প্রত্যক্ষ হইল, কিছুই জানিতে পারি-

রন্তঃ ক্ষোভকুলৈরহং পরিবৃতা প্রজ্ঞাতুমজ্ঞাভবং ॥ ১০ ॥

বিশাখা। সাকূতং। হলা রাধে ণূণং এসো দে চিত্ত বিব্ভমো জ্জেব্ব ক্খণিও।

রাধিকা। সাভ্যসূয়ং। অই অবীসদ্ধে বিরমেহি কীস অপ্পণো দোসং ঝম্পিদুং পউত্তাসি ইতি সংস্কৃতেন ॥

ক্লৃতাং ভক্তিচ্ছেদৈ র্ঘুসৃণ ঘনচর্চ্চামধিবহন্
পুনর্লব্ধো লুব্ধঃ প্রিয়কতরুমূলে চটুলধীঃ।
লপন্ত্যাঃ সাক্ষেপং নহি নহি নহীতি স্মিতমুখো

শ্যামলা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হলা রাধে নূনং এষ চিত্ত বিভ্রম এব ক্ষণিকঃ। রাধি অবিশ্রব্ধে বিরম কস্মাদাত্মনো দোষং অচ্ছাদয়িতুং প্রবৃত্তাসি। ভক্ত্যা অঙ্গুল্যাদি বৈচিত্রীভি

নাই, আমি শ্যামল চন্দ্রিকার স্ফুরণে উদ্দীপ্ত ক্ষোভ সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ১০ ॥

বিশাখা। (কোন অভিপ্রায়ের সহিত) রাধে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার এরূপ চিত্ত বিভ্রম ক্ষণকালের নিমিত্ত ॥

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) অয়ি অবিশ্বাসিনি! ক্ষান্ত হও, কেন তুমি আপনার দোষ গোপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আমি কদম্ব তরু মুলে অবস্থিত ছিলাম, সেই চঞ্চল বুদ্ধি কামুক বাহুতে অঙ্গুলি দ্বারা চিত্র বিচিত্র রূপে কুঙ্কুম লেপন করিয়া পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন অনন্তর আমি আক্ষেপের

হঠাম্মে দুর্লীলঃ স কিল ভুজবল্লীদলমধাৎ ॥ ১১ ॥

ততশ্চ। দরোন্মীলন্নীলোৎ পলদলরুচস্তস্য নিবিড়া

দ্বিরূঢ়ানাং সদ্যঃ করসরসিজ স্পর্শ কুতুকাৎ।

বহন্তী ক্ষোভানাং নিবহমিহ নাজ্ঞাসিষমিদং

ক্কবাহং কাবাহং চকর কিমহং বা সখি তদা॥

ইতি বৈক্লব্যং নাটয়ন্তী স্বগতং ॥ ১২ ॥

অই দুট্ঠ হিঅঅ মক্কড় কহ্নো বৈণবিও সামল কিসোরো

র্ভাগেন যে চ্ছেদা স্তৈঃ কৃতাং কঙ্কুম চর্চ্চাং বাহ্বাদৌ বহন্ প্রিয়কঃ কদম্বঃ ॥১১

তস্য করসরসিজ স্পর্শ কুতুকাদ্ধেতোঃ বিরূঢ়ানাং উৎপন্নানাং ক্ষোভানাং নিবহং বহন্ত্যাহমিদং নজ্ঞাসিষং তস্য কীদৃশস্য দরঈষদুন্মীলতাং নীলোৎপলানাং দলেষু রুচঃ ইব রুচঃ কান্তয়ো যস্য স্পর্শ কুতুকাৎ কীদৃশাৎ নিবিড়াৎ ॥ ১২ ॥

অরি দুষ্ট হৃদয় মর্কট কৃষ্ণো বৈণবিকঃ শ্যামল কিশোর ইতি ত্রিষু পুরুষেষু

সহিত না না না এই কথা বলিতে থাকিলে সেই দুর্লীল হাস্য বদনে আমার ভুজলতা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

সখি! তাহার পর ঈষৎ উন্মীলিত নীলোৎপল কান্তি শালী সেই লম্পটের কর কমল স্পর্শ প্রাপ্ত হওয়ায় অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছিল তন্নিবন্ধন উৎপন্ন ক্ষোভ সমূহে নিমগ্ন হইয়া আমি কে কোথায় আছি কিছুই জানিতে পারি নাই। (এই বলিয়া ব্যাকুলতা অভিনয় করিয়া) ॥ ১২ ॥

অরে দুষ্ট হৃদয়! তুই বানর সদৃশ, কৃষ্ণ, বৈণবিক এবং শ্যামল কিশোর এই তিন পুরুষে অনুরাগ বহন করিয়া

ত্তি তিণ্ণেস্থ পুরিসেস্থ রাঅং বহন্তো বি তুমং ণ লজ্জসি। তা দাণিং আপ্পাণং বাবাদিঅ পামরং তুমং হদাসং করিস্সং ॥ ১৩ ॥

ললিতা। হন্ত হন্ত হদ মন্মধ সচিবস্স বিপ্ফুজ্জিদেণ দুসিদা এদে পরিসরা দীসন্তে। তা কিং এত্থ সরণং ॥ ১৪ ॥

রাধিকা। সংস্কৃতেন।

বিক্রীড়ন্তু পটীর পর্ব্বততটী সংসর্গিণো মারুতাঃ
খেলন্তঃ কলয়ন্তু কোমলতরাং পুংস্কোকিলাঃ কাকলীং।

রাগং বহুদপি ন লজ্জসে তদিদানীমাত্মানং ব্যাপাদ্য নাশয়িত্বা পামরং ত্বাং হতাশং করিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

ললি হন্ত হন্ত হত মন্মথ সচিবস্ত বসন্তস্ত বিস্ফূর্জ্জিতেন দূষিতা এতে পরিসরাঃ প্রদেশা দৃশ্যন্তে তৎ কিমত্র শরণং ॥ ১৪ ॥

পটীর সর্ব্বতো মলয়াচলঃ ব্যথাং হাস্যন্ত্যাঃ ক্ষপন্ত্যাঃ শীঘ্রমেব প্রাণেষু

লজ্জিত হইতেছিস্ না, অতএব এক্ষণে আমি এই শরীর বিনষ্ট করিয়া পামর স্বরূপ তোকে হতাশ করিতেছি ॥ ১৩

ললিতা। হা কষ্ট, দুষ্ট কন্দর্প মন্ত্রি বসন্তের দুর্ব্বার বিষে এ সকল প্রদেশ দূষিত হইয়াছে অতএব এখন কি করি, কাহার শরণাগত হই ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! মলয়াচল সংসর্গি বায়ু সকল বিশিষ্ট রূপে প্রবাহিত হউক, পুংস্কোকিল গণ ক্রীড়ারত হইয়া সুমধুর শব্দ করুক, যে হেতু ব্যথা পরিত্যাগ করণাভিলাষিণী আমার সম্বন্ধে ইহারা যথেষ্ট রূপে

সংরম্ভেণ শিলীমুখা ধ্বনিভৃতো বিধ্বস্ত মন্মানসং
হাস্তস্ত্যাঃ সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্ব্বন্তু সাহায়কং ॥১৫

উভে। সাস্রং। হলা এদাহিং ঘোর চিন্তাহিং কীস কিলিস্মসি অম্মোহিং তক্কিদং অদিমেত্ত দুল্লহো ণ ক্খু দে হিঅঅট্‌ঠিদো অত্থো।

বিনষ্টৈবু মম চিরায় দুঃখং নভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥
এতাভি র্ঘোরচেষ্টাভিঃ কস্মাৎ ক্লাম্যসি। অস্মাভি স্তর্কিতং অতিমাত্র

সাহায্য করিলে অর্থাৎ ইহাদের উৎপীড়নে আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে অনায়াসে দুঃখ হইতে মুক্ত হইব ॥ ১৫ ॥

যথারাগ ॥

মলয় পর্ব্বত বাসী, শুনহ অনিল রাশি, মন্দ মন্দ করহ গমনে। পুরুষ কোকিল বর, সুমাধুরী গান কর, আনন্দে খেলহ এই খানে ॥ শুনহ বিরহি বধূ গণে। সবে আসি এক ঠাঞি, প্রকাশ করহ তাই, দুঃখের সহায় কর মেনে ॥ ধ্রু ॥ শুনহ ভ্রমর গণ, গান কর অনুক্ষণ, ঝঙ্কার করিয়া অতিশয়। বিদ্ধ কর মোর মনঃ, হরে যাতে সুচেতন, চেতনে পাইয়ে দুঃখ চয় ॥ বিশাখা ললিতা দোঁহে, শুনিঞা রাইরে কহে, ঘোর চিন্তা কেন কর তুমি। কেনে দুঃখী কর মন, যাতে তুয়া চেষ্টাগণ, সে তত্ত্ব জানিল সব আমি॥ তুয়া যে হৃদয়ে হয়, অত্যন্ত দুর্ল্লভ নয়, সুলভ জানিহ সেই জনে। এই যে বচন গণে

রাধা। ইয়ং সখি সুদুঃসাধা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৬ ॥
তা বিণ্ণবেমি ইমস্সিং ওসরে জধা সুদিঢ়ং একং লদাপাসং
লহেমি তধা সিণেহস্স ণিক্কিদিং করেধ।
উভে। সব্যথং। হলা এব্বং দারুণং ভণন্তী মা কখু সহীণং

দুর্ল্লভো ন খলু তে হৃদয়স্থিতোঽর্থঃ। কুৎসায়ামিতি বেদনায়া নিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
তদ্বিজ্ঞাপয়ামি এতস্মিন্নবসরে যথা সুদৃঢ়ং একং লতাপাশং লভেত তথা স্নেহস্য নিষ্কৃতিং কুরুথঃ। তেন কণ্ঠং নিবধ্য প্রাণাস্ত্যক্ত্বা ইতি ভাবঃ।

প্রতীত করহ মনে, কহে দাস এ যদু নন্দনে ॥
শ্রীরাধা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) সখি!
রাধার এই হৃদয় বেদনা অতিশয় দুঃসাধ্যা, ইহার চিকিৎসা নিন্দায় পর্য্যবসান হইবে অর্থাৎ এ দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক ব্যক্তি নিন্দা ভিন্ন যশ লাভ করিতে পারিবেন না ॥ ১৬ ॥

অতএব তোমাদিগকে আমি এই বলিতেছি যে, এ সময়ে যদি একটী লতা রজ্জু প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমাদের স্নেহের প্রত্যুপকার করা হয়, অর্থাৎ লতা পাশ পাইলে উদ্বন্ধন দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হই ॥
ললিতা বিশাখা। (দুঃখের সহিত) সখি! এ রূপ দারুণ কথা বলিয়া আর আমাদের জীবন নাশ করিও না,

জীবিদং লুম্পেহি ণূণং পচ্চাসন্না দে অহীট্ঠসিদ্ধি ॥ ১৭ ॥
রাধিকা। সহিও ণ জাণীধ ইমাএ হদ রাহীএ হিঅঅ ছুট্ঠ-

এবং দারুণং ভণন্তী সা খলু সখীনাং জীবিতং লুম্প নূনং প্রত্যাসন্না তেঽভীষ্ট সিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

হে সখ্যঃ ন জানীথ এতস্যা হতরাধায়া হৃদয় দুষ্টত্বং যদেবং মন্ত্রয়থ। উভে

আমরা নিশ্চয় বলিতেছি শীঘ্র তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ॥ ১৭ ॥

যথারাগ ॥

আমার হৃদয়, ব্যথা অতিশয়, দুঃসাধ্য কহিল তোয়। ইহা উপশম, হৈতে পরিণাম, কুচ্ছা নিরমিত মোয় ॥ সই কহিএ ম[illegible]ম কথা। উপায় আছয়ে, লজ্জা যাতে নহে ঘুচয়ে মরম ব্যথা ॥ ধ্রু ॥ এই অবসরে, দুঃখের মন্দিরে, দৃঢ় লতাপাশ লঞা। পিরিতি কারণ, তেজিব পরাণ, এই সে লইছে হিয়া ॥ এই সব কথা, বিশাখা ললিতা, শুনিয়া মানয়ে দুখ। কহে কেনে হেন, কহিছ দারুণ, যাতে বিদরয়ে বুক ॥ আমার জীবন, থাকিতে এমন, কেমনে হইবা তুমি। আমার হৃদয়, বাঞ্ছিত যে হয়, মিলিবে কহিল আমি ॥ তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি, প্রত্যাসন্ন বিধি, দেখি মোর মনে লয়। এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, এ বচন আন নয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাধা। অহে সখীগণ! তোমরা মৃতকল্পা রাধার হৃদয়ের

ত্তণং জং এব্বং মন্তেধ ॥

উভে। কধিদং জ্জেবব সব্বং পিয়সহীএ।

রাধিকা। নহু নহু গুরুঈ লজ্জা ণিবারেদি।

সখ্যৌ। হলা অপপ সআসদো বি গুরুও অম্মেসু সিণে-

হো লক্‌খীঅদি তা বহিরঙ্গাএ লজ্জাএ কো এথ অণু-

রাহো ॥ ১৮ ॥

রাধিকা। সংস্কৃতেন।

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং

সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

কথিতমেব সর্ব্বং প্রিয়সখ্যা ত্বয়া রাধি নহি নহি গুর্ব্বী লজ্জা নিবারয়তি ॥ হলা আত্ম সকাশতোঽপি অস্মাসু গুরুতর স্তব স্নেহো লক্ষ্যতে তৎ বহিরঙ্গায়াঃ লজ্জায়াঃ কোঽত্রানুরোধঃ ॥ ১৮ ॥

হলা কথং যুষ্মাদৃশীনাং গোকুলসুন্দরীণাং গোকুলেন্দ্রনন্দনং ত্যক্ত্বা

দুষ্টতা অবগত নহ যে, এ রূপ মন্ত্রণা করিতেছ ॥

ললিতা বিশাখা। প্রিয়সখি! সকলি ত বলিয়াছ।

শ্রীরাধা। না না সকল বলা হয় নাই, গুরুতর লজ্জা আসিয়া নিবারণ করিয়াছে ॥

ললিতা বিশাখা। রাধে! আমরা জানি, আত্ম অপেক্ষাও তোমার আমাদের প্রতি স্নেহ অধিক, অতএব আমাদের নিকট বলিতে বহিরঙ্গ লজ্জার অনুরোধ কি? ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! এক ব্যক্তির কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মতি বিলোপ

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতি র্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ

কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সী ॥

উভে। সহর্ষং। হলা কধং তুহ্মাদিসীণং গোউলসুন্দরীণং

অপরস্মিন্ অনু[illegible]াঃ সম্ভবতি। তৎ শৃণু এক এব স এষ মহানাগরঃ কৃষ্ণঃ।

করিতেছে, অন্য এক ব্যক্তির বংশীধ্বনি অতিশয় উন্মাদ পরম্পরা প্রাপ্ত করাইতেছে এবং অপর এক স্নিগ্ধ মেঘ দ্যুতি পুরুষ চিত্রপটে দৃষ্ট হইয়া আমার মনোমধ্যে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, হা কষ্ট, ধিক্ আমাকে এক ব্যক্তির এই তিন পুরুষে রতি বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল ॥

যথারাগ ॥

কৃষ্ণ দু আঁখর, অতি মনোহর, পহিলে শুনিল কার। তাতে গরাসল, মতি যে সকল, ধরম করম আর ॥ সই গো কহিল এ তোহে সার। এ তিন পুরুষে চিত্তের আরতি, কি কায জীবনে আর ॥ ধ্রু ॥ আন পুরুষের, বংশী মনোহর, শুনিল মধুর গান। তাতে পরমাদ, চিত্ত উনমাদ, আননা শুনয়ে কান ॥ এ চিত্রপটেত, নবীন মুরত, নব ঘন জিনি তনু। ইহার দরশে, পরম হরিষে, মগ্ন ভেল মন জনু ॥ এ সব শুনিয়া, স[illegible] হিয়া, হরিষ পায়ল অতি। এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, ভালে সে চিন্তিত মতি ॥

ললিতা বিশাখা। (হর্ষের সহিত) রাধে! কি প্রকারে তোমার সদৃশ গোকুলসুন্দরীদিগের গোকুলেন্দ্র নন্দনকে

গোউলিন্দণন্দণং উজ্ঝিঅ অবরস্মিং অণুরাও সম্ভবদি তা
সুণাহি এক্কো জ্জেবব সো এসো মহা ণাঅরো কহ্নো ॥
রাধিকা। সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং। হিঅঅ সমস্সস সমস্সস
দাণীং জাদা তুহ জীঅলোঅ ণিআস লালসা ॥ ১৯ ॥
উভে। সংস্কৃতেন।
সা সৌরভোর্ম্মি পরিদিগ্ধ দিগন্তরাপি
বন্ধ্যাং জনুঃ সুতনু গন্ধফলী বিভর্ত্তি।
রাধে ন বিভ্রমভরঃ ক্রিয়তে যদঙ্কে

রাধি হৃদয় সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি জাত তব জীবলোক নিবাস লালসা ॥ ১৯ ॥
গন্ধফলী চম্পকঃ মধুসূদনো ভ্রমরঃ কৃষ্ণস্য ব্যপদেশেন তব সৌন্দর্য্যাদীনাং।

পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে অনুরাগ সম্ভাবনা হয়, অতএব বলি শ্রবণ কর, কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় মহানাগর ॥

শ্রীরাধা। (উচ্ছ্বাসের সহিত মনে মনে) হৃদয়! তুমি আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, তোমার জীবলোক নিবাসের লালসা পুনরায় অঙ্কুরিত হইল ॥ ১৯ ॥

ললিতা বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) অহে শোভনাঙ্গি রাধে! মধুসূদন (ভ্রমর) মধুপান করিয়া যাহার ক্রোড় দেশে বিভ্রমাতিশয় প্রকাশ না করিল, সেই গন্ধফলী অর্থাৎ চম্পকলতা যদিচ সে আপনার গন্ধ দ্বারা দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করিতেছে, তথাপি তাহার জন্ম বিফল। পক্ষে হে রাধে! কৃষ্ণ সম্ভোগ ব্যতিরেকে তোমার সৌন্দর্য্যাদি

কামং নিপীতমধুনা মধুসূদনেন ॥ ২০ ॥

নান্দীমুখী। পরিক্রম্য। কধং অগ্‌গদো জ্জেব্ব এষা রাহী-
তুাপস্থত্য জঅদু জঅদু পিঅসহী রাহী ॥

রাধিকা। সাবহিত্থং। সহি কুসলং ভবদীএ ॥

নান্দীমুখী। তুহ উল্লাহজ্ঞণে জাদে ইতি রাধাং নিভাল্য
স্বগতং। অপ্পেক্‌খিঅ চ্চেঅ মএ পঢমং নিট্‌ঠক্কিদং তধা
বি পুচ্ছিসসং ॥ ২১ ॥
প্রকাশং সংস্কৃতেন।

কৃষ্ণসংভোগং বিনৈব বৈফল্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥
কথমগ্রত এষা রাধা জয়তু প্রিয়সখী রাধিকা সখি কুশলং ভবত্যাঃ।
নান্দী তব উল্লাঘত্বে জাতে উল্লাঘো নির্গতো গদাদিত্যমরঃ। অপ্রেক্ষ্য ময়া
প্রথমং নিষ্টঙ্কিতং তথাপি পৃচ্ছামি ॥ ২১ ॥

সমুদায় বিফল জানিবা ॥ ২০ ॥

নান্দীমুখী। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া) একি শ্রীরাধা যে
আমার অগ্রেই অবস্থিত আছেন ? (এই বলিয়া নিকটে
গমন পূর্ব্বক) প্রিয়সখী শ্রীরাধার জয় হউক, জয় হউক ॥

শ্রীরাধা। (অবহিত্থার সহিত) সখি ! তোমার ত কুশল ? ।

নান্দীমুখী। তোমার আরোগ্য শ্রবণেই আমার কুশল। (এই
বলিয়া শ্রীরাধাকে অবলোকন পূর্ব্বক মনে মনে) আমি
প্রথমতঃ অসাক্ষাতেই ইহাঁর অনেক অভিপ্রায় অবগত
হইয়াছি, তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করি ॥ ২১ ॥

ন মুগ্ধে বৈদগ্ধী গরিমপরিদিগ্ধা তব মতি
র্বিরামো নেদানীমপি বপুষি বাল্যস্য বয়সঃ।
কমপ্যন্তঃ ক্ষোভং প্রথয়সি তথাপি ত্বমথবা
সখি জ্ঞাতং বৃন্দাবনমদনবিস্ফুর্জ্জিতমিদং॥

ললিতা। অই অলিআসঙ্কিণি সীদল দক্খিণাণিল হেদুঅং পেক্খিঅ কীস দূসহং পরিবাদং দেসি॥ ২২॥

নান্দীমুখী। সস্মিতং সংস্কৃতেন।

পরিদিগ্ধা পরিচিতা প্রথয়সি প্রকটয়সি বৃন্দাবনমদনো মদনগোপাল এব তস্য বিস্ফুর্জ্জিতং পরাক্রমঃ। ললি অয়ি অলীকাশঙ্কিনী শীতল দক্ষিণানিল হেতুকং কম্প পুলকং প্রেক্ষ্য দুঃসহং পরীবাদং দদাসি॥ ২২॥

দক্ষিণায় দক্ষিণদেশোদ্ভবায় পক্ষেঽনুকূলায়। মন্মথ কোটীনাং যে সম্ভ্রম

(প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) মুগ্ধে! এ যাবৎ তোমার মতি রসিকতা সমূহে পটীয়সী হয় নাই, শরীরে বাল্য চাঞ্চল্য রহিয়াছে, তাহার বিরাগ হয় নাই, তথাপি যে তুমি অন্তঃকরণ মধ্যে কোন ক্ষোভ বিস্তার করিতেছ? অথবা হে সখি! জানিতে পারিলাম ইহা বৃন্দাবন মদনের পরাক্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে॥

ললিতা। নান্দীমুখি! অলীক বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছ কেন? শীতল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া শ্রীরাধার অঙ্গে কম্প ও পুলক দেখিতেছ, তুমি ইহাঁর প্রতি মিথ্যা পরিবাদ প্রদান করিও না॥ ২২॥

নান্দীমুখী। (ঈষৎ হাস্য সহকারে সংস্কৃত ভাষায়)

রোমাঞ্চ পরিচেষ্যতে কথময়ং নাস্মাভিরুৎকম্পবান্
দুষ্কীর্ত্তিং নহি দক্ষিণায় মরুতে দাক্ষিণ্যশূন্যে বদ।
এতন্মন্মথ কোটি সংভ্রমভরৈর্বংভ্রম্যতে সুভ্রুবঃ
স্বান্তে নাগরচক্রবর্ত্তি নয়নপ্রান্তস্য লীলায়িতং॥
তা সচ্চং কধেহি কদা এদাএ পচ্চক্খী কিদো গোউলা-
ণন্দো॥

বিশাখা। কর্ণে এববম্নেদং॥ ২৩॥

নান্দীমুখী। সংস্কৃতেন।

দরবিচলিত বাল্যা বল্লভা বান্ধবানাং

ভরাস্তৈ হেঁতুভিঃ। তৎ সত্যং কথয় কদা এতয়া প্রত্যক্ষীকৃতো গোকুলা-
নন্দো বিশা এবং এতৎ॥ ২৩॥

দর ঈষৎ বিচলিতং বাল্যং যস্যাঃ মোহনত্বং মোহকত্বং যেন অমুনা মোহন

হে দাক্ষিণ্যশূন্যে ললিতে! দক্ষিণানিলের প্রতি দুষ্কীর্ত্তি অর্পণ করিও না, আমরা কি কম্পান্বিত রোমাঞ্চ চিনিতে পারি না, এই সুন্দরীর অন্তঃকরণ মধ্যে নাগর চক্রবর্ত্তির নয়ন প্রান্তের বিলাস কোটিকন্দর্পের বিভ্রম সহকারে অতিশয় রূপে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব সত্য করিয়া বল, কবে শ্রীরাধা গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াছেন॥

বিশাখা। নান্দীমুখীর কর্ণমূলে সকল কথাই বলিলেন॥ ২৩

নান্দীমুখী। (সংস্কৃত ভাষায়) হে রাধে! তোমার কিঞ্চিন্মাত্র বাল্য বিচলিত হইয়াছে, এযাবৎ সম্পূর্ণ যৌবন

বিহরসি ভবনে ত্বং পত্যুরামোদপাত্রী।
অহহ পশুপরামা কামিনো মোহনত্বং
ত্বমপি যদমুনান্তর্বাঢ় মুন্মাদিতাসি ॥ ২৪ ॥
তা অহং ভঅবদীং তুবরেতুং গমিস্সং ॥ ২৫ ॥
ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাধিকা। বিমৃশ্য সংস্কৃতেন।
সা কল্যাণী কুলযুবতিভিঃ শীলিতা ধর্ম্মশৈলী
দ্রাগস্মাভিঃ কথমবিনয়োৎফুল্লমুল্লঙ্ঘনীয়া।
ইত্যর্দ্ধোক্তে পুনঃ সোৎকণ্ঠং।

ত্বেন ॥ ২৪ ॥

তদহং ভগবতীং ত্বরয়িতুং গমিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

সা কল্যাণীতি ধর্ম্মশৈল্যাঃ পুঞ্জীভূত জগল্লজ্জাবতীত্বেপ্যস্মাস্ততোঽপ্যধিক

লাভ করিতে পার নাই, তুমি বন্ধুগণের স্নেহপাত্রী এবং পতির আনন্দপ্রদায়িনী হইয়া গৃহমধ্যে বিহার করিয়া থাক, কি আশ্চর্য্য! গোপরামা কামুক শ্রীকৃষ্ণের কি মোহিনী শক্তি, তদ্দ্বারাই তুমি অন্তঃকরণে অতিশয় উন্মাদ গ্রস্ত হইয়াছ ॥ ২৪ ॥

আমি গিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে ত্বরান্বিত করি। (এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাধা। (বিতর্ক পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) কুলযুবতিগণ ধর্ম্ম মর্য্যাদা অনুশীলন করিয়া থাকেন, আমি কি প্রকারে অবিনয়ে সেই ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিব।

হা দৃগ্‌ভঙ্গী পরিমলকলা কর্ম্মঠোঽয়ং কথম্বা
হাতুং শক্যঃ পশুপনগরীনাগরীনাগরেন্দ্রঃ ॥
ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখরাভ্যামনুগম্যমানা পৌর্ণমাসী।
পৌর্ণমাসী। মুখরে কিমদুঃসাধা বাধা তর্কিতা ত্বয়া রাধা।
মুখরা। ভঅবদি সুণাহি। ইতি সংস্কৃতেন।
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাস্তু বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নোজানে জনয়ন্নপূর্ব্ব নটন ক্রীড়াচমৎকারিতাং

পুঞ্জীভূত বিশিষ্ট প্রেমভরস্য প্রাবল্যাল্লজ্জাশৈলস্য শৈথিলমিত্যর্থঃ। ন দুঃসাধা

(এই অর্দ্ধোক্তির পর পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত)
হায়! যিনি দৃগ্‌ঙ্গী বিদ্যায় অতিশয় পটু, সেই গোকুল নগরীস্থ নাগরীগণের নাগরেন্দ্র কৃষ্ণকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব ॥

অনন্তর নান্দীমুখী ও মুখরার সহিত পৌর্ণমাসী আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥

পৌর্ণমাসী। মুখরে! তুমি কি শ্রীরাধার পীড়া দুঃসাধ্য নহে এ রূপ মনে করিতেছ ?।

মুখরা। ভগবতি! শ্রবণ করুন (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূর পুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন এবং গুঞ্জা পুঞ্জ দর্শন মাত্রেই মুহুর্মুহুঃ সজল নেত্রে চিৎকার করিতে থাকে, অতএব এই বালার চিত্ত ভূমিতে অপূর্ব্ব নটনক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপাদন

বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥

পৌর্ণমাসী। স্বগতং। সোঽয়মুদ্দণ্ডস্য নবানুরাগ রাশেঃ কোপি চণ্ডিমা ॥ ২৬ ॥

প্রকাশং। মুখরে সাধু বিজ্ঞাতুং যদত্র দানবকুলাবতংসাঃ কংসাদয়ো রাধামন্বিষ্যন্তি তেন কোঽয়মঙ্গনাগ্রহো বালামাবিবেশ॥

মুখরা। ভঅবদি কো এত্থ পড়িআরো।

পৌর্ণমাসী। অয়ি দানবারে দৃষ্টিরেব।

বাধা যস্যা স্তথা ভূতাং কিং কাচিত্তর্কিতা ॥ ২৬ ॥

পক্ষে অঙ্গনাসু আগ্রহো যস্য সঃ। ভগবতি কোঽত্র প্রতিকারঃ। ভগ-

করিয়া কোন্ এই নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে তাহাত জানিতে পারিতেছি না ॥

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) সেই উৎপন্ন নবানুরাগ সমূহেরই এই কোন ঔদ্ধত্য ॥ ২৬ ॥

(প্রকাশ করিয়া) মুখরে ! যথার্থ জানিতে পারিয়াছ, যে হেতু এখানে দানব কুলাবতংস কংসাদি শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতেছে, সেই কারণেই কোন স্ত্রীগ্রহ আসিয়া এই বালাতে প্রবেশ করিয়াছে ॥

মুখরা। ভগবতি ! ইহাতে প্রতিকার কি ? !

পৌর্ণমাসী। দানবারি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই ইহার প্রতিকার হইবে ॥

মুখরা। ভঅবদি কুড়িলা ক্খু জড়িলা এদং ণাহি সন্দিস্সদি ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী। মুখরে সা খলু মদ্গিরা সন্দিশ্যতাং। যথা জটিলে মাশিঙ্কিষ্ঠাঃ কৃষ্ণমাত্ম বিদ্যয়ৈব সংঘটয়িষ্যামীতি ॥

মুখরা। নমস্কৃত্য নিষ্ক্রান্তা।

পৌর্ণমাসী। উপসৃত্য বৎসে নিজাভীষ্ট লাভেন কৃতার্থী ভূয়াঃ ॥

রাধিকা। সাবহিত্থং প্রণমতি।

পৌর্ণমাসী। স্বগতং।

বতি কুটিলা খলু জটিলা ন ইদমভিনন্দিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কালিন্দী পুলিন কলভেন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য হৃদি মনস্তেব কুঞ্জে স্থিতস্য বিজয়ং পরাক্রমং তস্মুরেব বনী সূচয়তি। স্ত্রী স্যাৎ কাচিন্মৃণল্যাদি বিবক্ষাপচয়ে

মুখরা। ভগবতি! কুটিল স্বভাবা জটিলা ত একথা স্বীকার করে না ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী। মুখরে! তুমি গিয়া জটিলাকে আমার এই কথা বল যে, জটিলে! তুমি ভয় করিও না, আমি আত্ম বিদ্যা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সংঘটন করিয়া দিব।

মুখরা। নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

পৌর্ণমাসী। (শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া) বাছা! নিজাভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতার্থ হও।

শ্রীরাধা। (ভাবগোপন পূর্ব্বক) প্রণাম করিলেন।

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) পদ্মনয়না শ্রীরাধার হৃদয় কুঞ্জে

ভজন্ত্যাঃ সব্রীড়ং কথমপি তদাড়ম্বরঘটা
মপহ্নোতুং যত্নানভিনবমদামোদ মধুরা।
অধীরা কালিন্দী পুলিন কলভেন্দ্রস্য বিজয়ং
সরোজাক্ষ্যাঃ সাক্ষাদ্বদতি হৃদি কুঞ্জে তনুবনী ॥ ২৮॥

পুনর্নিরূপ্য জনান্তিকং।

হন্ত নান্দীমুখি নির্ভর গভীর প্রেমোর্ম্মি নির্ম্মিত মনঃ ক্ষোভা কিমপ্যেষা বিচেষ্টতে। তদিয়মবধার্য্যতামনু-

---

যদিতি অল্প বিবক্ষয়া স্ত্রীত্বং রাধায়াঃ কীদৃশ্যাঃ তদাড়ম্বর ঘটাঃ অপহ্নোতুং যত্নান্ ভজন্ত্যাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্রিপতাকা করেণান্যান্ পরিবার্য্যান্তরা কথা। যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাভ্যাং

কালিন্দী পুলিন বিহারী মত্ত করীন্দ্র প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, যদিচ ইনি সলজ্জে তদীয় আড়ম্বর ঘটা গোপন করিতে বহু বহু চেষ্টা করিতেছেন তথাপি ইহাঁর অভিনব মত্ততা নিবন্ধন আমোদ মাধুর্য্য শালী চঞ্চল স্বভাব বিশিষ্ট দেহরূপ কানন ঐ করীন্দ্রের সাক্ষাৎ বিজয় প্রকাশ করিয়া দিল অর্থাৎ শরীরের বিকার হেতু শ্রীরাধার অন্তর্গতি ভাব আর গোপন থাকিল না ॥২৮॥

(পুনরায় নিরূপণ পূর্ব্বক হস্তাবরণ করিয়া) অহো নান্দীমুখি! নিরতিশয় গভীর প্রেম তরঙ্গে আন্দোলিত মনঃ ক্ষোভা এই শ্রীরাধা যে সকল অনির্ব্বচনীয় চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আর কিছুই নহে নিশ্চয় জান, এ অনু-

রাগ বীরস্য কাপি দুর্ব্বোধ গভীর বিক্রম বৈচিত্রী ॥

তথাহি ॥

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তি লবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে

তজ্জনাস্তিকমুচ্যতে। নান্দী ভগবতি ঈদৃশস্য ভাবস্য বিজ্ঞানে মূঢ়াস্মি ॥ ২৯ ॥

রাগবীরের কোন দুর্ব্বোধ গভীর বিক্রমের বিচিত্রতা মাত্র॥

উক্তবাক্যের দৃঢ়তা করণ ॥

নান্দীমুখি! আশ্চর্য্য দেখ, মনিগণ বিষয় হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া মনকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই বালা কি না তাঁহা হইতে মনকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হা কষ্ট! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে যাঁহার স্ফূর্ত্তি লেশ নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কিনা তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

নিতি মুনিগণ, আপনার মন, বিষয় হইতে আনি।
তিলেক গোবিন্দ, পাদ অরবিন্দ, স্মরণে বাঞ্ছয়ে জানি ॥
হের অদভুত, দেখহ বিদিত, রাধিকা কুলের বালা।
সে কৃষ্ণ হইতে, চিত ছাড়াইতে, ইচ্ছয়ে বিষয় জ্বালা ॥

মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি ঈরিসস্স ভাঅস্স বিণ্ণাণে মূঢ়ম্হি ॥২৯

পৌর্ণমাসী। বৎসে সত্যমাত্থ দুর্গমোহয়ং গাঢ়ানুরাগবিবর্ত্তঃ শ্রূয়তাং ॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো

নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।

বিবর্ত্তো বিকার বিশেষঃ। পীড়াভিরিতি জাগর্ত্তীতি স্বরূপ লক্ষণ কথনং জাগ্রদেব সদা তিষ্ঠতি নতু প্রেম্নঃ স্বাপঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তেনাপি জ্ঞায়ন্তে কেবলমনুভূয়ন্তে মাত্রং নতু বক্তুং শক্যন্তে তদ্বাচক শব্দাভাবাদিতি ভাবঃ।

স্ফুর্ত্তি লব লাগি, কত কত যোগী, করয়ে কামনা যায়। মুগধি তাঁহার, হৃদয় মন্দির, যত্নে চাহে ত্যজিবার ॥ যাহার চরণ, দরশ কারণ, তপস্যা করয়ে রমা। এ যদুনন্দন, কহয়ে সে জন, যাচিতে করয়ে ঘৃণা ॥

নান্দীমুখী। ভগবতি! ঈদৃশ ভাব পরিজ্ঞানে আমি অতিশয় মূঢ় হইলাম অর্থাৎ এরূপ ভাব জানিতে আমার শক্তি হইল না ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! সত্য বলিয়াছ, এ গাঢ় অনুরাগের বিকার বুঝিতে পারাযায় না, অতএব শ্রবণ কর।

সুন্দরি! নন্দনন্দন নিষ্ঠ প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি, এই প্রেম যাহার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইহার বক্র মাধুর্য্য রূপ পরাক্রম জানিতে সমর্থ হয়,

প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।
তদেহি ভাবমস্যাঃ পরীক্ষেবহি।
ইত্যুপসৃত্য বৎসে কিমপি প্রষ্টব্যাসি।
পতিঃ প্রেমোদাত্তঃ সুচরিত কথা গোকুলপুরে
প্রসিদ্ধা তে শুদ্ধে জনিরপিচ লক্ষ্মীবতি কুলে।

বক্র মধুরাঃ অস্ত মাধুর্য্যাস্ত বক্রএব মার্গঃ কশ্চিত্তাদৃশ জনানুরাগ ভরৈকমাত্র গোচর ইত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ অয়ং প্রেমা প্রশ্নোত্তরাভ্যাং জ্ঞাতুং ন শক্যঃ। কিন্তু কথঞ্চিদতি ভাগ্যেন। এতৎ স্বজাতীয় প্রেমস্পেদাশ্রয়ঃ স্যাত্তদা

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন নিমিত্ত যে সকল পীড়া উপস্থিত হয় তদ্দ্বারা অভিনব কালকূটের তীব্রতা রূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যে সকল আনন্দের স্ফুরণ হয়, তাহাতে অমৃত মাধুর্য্যের অহঙ্কার একবারেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অতএব বৎসে! বিষামৃত মিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা আর কি বর্ণন করিব॥

অতএব আইস আমরা শ্রীরাধার ভাব পরীক্ষা করি গিয়ে। (এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকটে গমন পূর্ব্বক) বাছা! কিছু জিজ্ঞাসা করি॥

তোমার পতি অতিশয় প্রেমবান্, গোকুল মধ্যে সুচরিত্রা বলিয়া তোমার কথা প্রসিদ্ধ আছে এবং তুমি লক্ষ্মীশালি বিশুদ্ধকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার বংশে কখন কেহ যেকর্ম্ম করে নাই এমত দুঃসা-

অপূর্ব্বাং কুর্ব্বাণামতিমিহ মহাসাহসময়ীং
সুহৃদ্ভ্যস্ত্বং লজ্জামপি কিমিব রাধে ন ভজসি ॥ ৩০ ॥

রাধিকা। কাতর্য্যমভিনীয় সলজ্জং ললিতাকর্ণমুলে লপতি ॥

ললিতা। অজ্জে বিণ্ণবেদি রাহী ইতি সংস্কৃতেন।
দোষোদ্গারং ত্বমপি কুরুষে হা ময়ি ব্যাকুলায়াং
পাদেভ্যস্তে ভগবতি শপে নাপরাধ্যামি সাধ্বী।
পর্ণৈঃ কর্ণোৎপল বলয়িভি স্তাড্যমানোপি ধূর্ত্তো

কণ্টকবেধ ব্যথা সাদৃশ্যানুসারেণ শক্তিবেধ ব্যথায়া ইব এতস্য জ্ঞানং স্যাদিতি তেনাত্মন স্তথা ভাবে ভবত্যাঃ যতিতব্যমিতি ॥ ৩০ ॥

ললি আর্য্যে বিজ্ঞাপয়তি রাধা।

হস বিষয়ে মতি করিতেছ কেন? যাহা হউক, হে রাধে! তুমি কি বন্ধুজনের সমীপে লজ্জিতা হইবা না? ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা (কাতর্য্য ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক লজ্জার সহিত) ললিতার কর্ণমূলে কিছু বলিলেন।

ললিতা। আর্য্যে শ্রীরাধা আপনাকে কিছু নিবেদন করিতেছেন (এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়) একে ত আমি ব্যাকুলা হইয়া রহিয়াছি, তাহাতে আবার আপনিও আমারই দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন,আপনার চরণের শপথ করিতেছি,আমার কোন অপরাধ নাই, আমি পতিব্রতাই আছি, কিন্তু যখন শ্যামতনু ধূর্ত্ত আমার নিকটে আইসে, তখন আমিও তাহাকে পত্র নির্ম্মিত কর্ণোৎপল বলয়া দ্বারা তাড়না করিয়া থাকি, হা! তথাপি সেই ধূর্ত্ত আমার

ন শ্যামাঙ্গো মম তনু পরিষ্বঙ্গরঙ্গং জহাতি ॥

পৌর্ণমাসী। সের্ষমিবাস্যেতাক্য মুগ্ধে কিমন্যাং প্রৌঢ়মুদ্রাং নোদ্দণ্ডয়সি।

রাধিকা। সরোষং সংস্কৃতেন।

ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিং।

মাতশ্চণ্ডীতি তথাপি অবিচারেণ মাং প্রত্যেব কুপ্যসি কিং বক্তব্য মিতি।
প্রেমবৃক্ষঃ বামঃ প্রতিকূলঃ কিম্বা মনোহর ইতি জ্ঞাত্বা সুখাশাভিঃ কুতো নেত্র

অঙ্গ আলিঙ্গন রূপ রঙ্গ কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করে না, ইহাতে আমি কি করিব ॥

পৌর্ণমাসী। (ঈর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরাধার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বাছা! কৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধা হও কেন, প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় কোন ভয়ানক মুদ্রা দ্বারা দণ্ড বিধান করিতে পার।

শ্রীরাধা। (রোষের সহিত সংস্কৃতভাষায়) হে মাতঃ! আপনাকে আর কি বলিব। আমি যদি উচ্চ রব করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্ শিখণ্ডচূড় অমনি কর পল্লব দ্বারা আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তখনি বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আমার অগ্রে আসিয়া পথ রোধ করেন এবং আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে ঐ মধুরিপু ক্রোধ ভরে বারম্বার আমার

পাদাব্জে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দষ্টাধরায়াং রুষা
মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভি রক্ষ্যঃ কথং ॥

পৌর্ণমাসী। স্বগতং নিষ্কম্পতয়া বদ্ধমূলোঽয়ং প্রেমপলাসী। প্রকাশং ॥

ত্বয়া নীতো বামঃ ফলকমিলদঙ্গো মধুরিপুঃ
সুখাশাভিঃ ক্রীড়াকুতুকিনি কুতো নেত্রপদবীং।
কুকূলাগ্নিজ্বালা পটল কটুকেলি র্মদধুনা
দশেয়ং হন্ত ত্বাং জ্বলয়তি হিমানীব নলিনীং ॥

রাধিকা। কৃষ্ণমুদ্দিশ্য সংস্কৃতেন সোপালম্ভমাত্মগতং ॥ ৩১

পদবীং নীত ইতি। কুকূলং তুষানলঃ অতি তাপক বিবক্ষয়া অগ্নিরিতি ॥ ৩১ ॥

অধরে দংশন করেন, অতএব হে চণ্ডি! আপনি অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ করিছেন কেন? আপনিই বলুন, কি প্রকারে শিখণ্ডচূড় হইতে আত্ম রক্ষা করিব ॥

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) শ্রীরাধার হৃদয় মধ্যে নিশ্চয় প্রেমবৃক্ষ বদ্ধমূল হইয়াছে, এই বলিয়া (প্রকাশ পূর্ব্বক) হে ক্রীড়াকুতুকিনি! তুমি সুখ প্রত্যাশায় চিত্রপটে লিখিত সেই প্রতিকূল নায়ক মধুরিপুকে নেত্রপথে আনয়ন করিয়াছিলে। হা কষ্ট! এক্ষণে তোমার যে প্রকার দশা দেখিতেছি, ইহাতে এই অনুমান হইতেছে, যেমন হিম সমূহে নলিনী দগ্ধ হয় তাহার ন্যায় ঐ বাম তুষানল জ্বালায় তোমাকে দগ্ধ করিবেন ॥

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তিরস্কার করত মনে মনে) ॥ ৩১ ॥

শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতঃ।
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাত্ত্বং বিলাস ফলকাঙ্ক্ষিতঃ।
শিব শিব কথং জানীম স্ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়ঝড়বা বহ্নিজ্বালা কলাপ বিকাশিনং ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী। সস্নেহমালোক্য বৎসে ক্ষণমেকান্তে নিবিশ্য পুষ্পেষু লেখো নির্ম্মীয়তাং। যথায়ং কৃষ্ণায় স্বসখীভ্যাং সমর্প্যতে।

পরিজন গিরাং বিশ্রম্ভাদিতি তর্হি পরিজনা এব দুঃখদা ইতি চেত্তত্রাহ অবক্রধিয়ো বয়মিতি বহু বচনেন যথাহং তথৈব মম পরিজনা অপি সরল এব ত্বামেতাদৃশং তেঽপি কথং জানীয়ুরত ত্বমেব দুঃখদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
পুষ্পেষ্বিতি সপ্তম্যন্তং কন্দর্পশ্চ অর্থ দ্বয়মিতি প্রাকরণিকং। গোষু দিব্যাতু

কৃষ্ণ! আমাকে পরিবারবর্গে উপদেশ দিয়াছিল যে রাধে! যদি নেত্র নিক্ষেপ কর তাহা হইলে তোমার অন্তর তাপ দূরীভূত হইবে, আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাস হেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তোমার লোচনদ্বয় অতিশয় শীতল এবং মূর্ত্তি নবকৈশোর লক্ষিত হইয়াছিল, শিব শিব! আমরা সরল বুদ্ধি, তুমি যে নিবিড় জ্বালা সমূহ প্রকাশ করিবে তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী। (স্নেহের সহিত অবলোকন করিয়া) বৎসে ক্ষণকাল একান্তে বসিয়া পুষ্পদলে একখানি পত্র প্রস্তুত কর, তাহা হইলে তোমার সখীদ্বয় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

রাধা। সখীভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা।
পৌর্ণমাসী। পরিক্রম্য নান্দীমুখি কৃষ্ণোপি নাতিদূরে ভবিষ্যতি। যদত্র দক্ষিণতো নৈচিকী নিকুড়ম্বস্য হম্বারবাড়ম্বরোঽয়মম্বরমাক্রামতি। তদহং স্নানার্থং ব্রজামীতি।
উভে নিষ্ক্রান্তে। ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।
কৃষ্ণঃ। সোদ্বেগং।
যদবধি তদকস্মাদেব বিস্মাপিতাক্ষং
নবতড়িদভিরূপং ধাম সাক্ষাদ্বভূব।
তদবধি চিরচিন্তাচক্রশক্তা বিরক্তিং

নৈচিকীত্যমরঃ। যোগিনীবেতি ব্রতিব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে যাতে সতীত্যর্থঃ॥৩৩

সমর্পণ করুক, এই কথা বলিলে।
শ্রীরাধা। ললিতা বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।
পৌর্ণমাসী। (প্রদক্ষিণ করিয়া) নান্দীমুখি! বোধ হয় কৃষ্ণ অধিক দূরে নাই, যে হেতু দক্ষিণ দিকে উত্তম গাভীবৃন্দের হম্বা রবে গগণ মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে, অতএব আমরা স্নানের নিমিত্ত গমন করি, এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (উদ্বেগের সহিত) অকস্মাৎ যে অবধি শ্রীরাধার নেত্র বিস্মাপন কারি, বিদ্যুৎ সদৃশ মনোরম রূপ মাধুর্য্য আমার নয়ন গোচর হইয়াছে, সেই অবধি আমার মতি চির কালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্যায়

মম মতিরুপভোগে যোগিনীব প্রযাতি ॥

পুরোঽনুসৃত্য স্বগতং। হন্ত রঙ্গণমাল্যমুপনেতুং প্রস্থিতো বয়স্যঃ কথং বিলম্বতে।

প্রবিশ্য মাল্যহস্তো মধুমঙ্গলঃ। স্বগতং ॥ ৩৩ ॥

কথং অজ্জ দুম্মনা এদি পিঅবঅস্সো হোদু পসঙ্গদো জানিস্সং। ইতি পরিক্রম্য কৃষ্ণং পশ্যন্ স্বগতং সংস্কৃতেন।

ফুল্ল প্রসূন পটলৈ স্তপনীয়বর্ণা
মালোক্য চম্পকলতাং কিল কম্পতেঽসৌ।

কথমদ্য দুর্ম্মনায়তে প্রিয় বয়স্য ভবতু প্রসঙ্গতো জ্ঞাস্যামি তপনীয়ং কনকং নিরঙ্কো নির্ম্মলঃ। রাধাবর্ণস্য সাদৃশ্য কুঙ্কুমস্য তৎ সাদৃশ্য চম্পক লতায়া

উপভোগ বিষয়ে বিরক্তি লাভ করিয়াছে ॥

(অগ্রে অবলোকন করিয়া মনে মনে) হায়! বয়স্য মধুমঙ্গল রঙ্গণ পুষ্পের মাল্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া কেন এত বিলম্ব করিতেছ ॥

মধুমঙ্গল। মাল্য হস্তে আগমন করিয়া (মনে মনে) ॥ ৩৩ ॥ অদ্য প্রিয় বয়স্যকে দুর্ম্মনা দেখিতেছি কেন, যাহা হউক, প্রসঙ্গ ক্রমে ইহার বৃত্তান্ত অবগত হই, এই বলিয়া ভ্রমণ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে অবলোকন করত (মনে মনে সংস্কৃত ভাষায়) বিকসিত কুসুম সমূহ শালিনী স্বর্ণবর্ণা চম্পকলতা নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়বয়স্য কম্পিত হইতেছেন,

শঙ্কে নিরঙ্ক নব কুঙ্কুমপঙ্কগৌরী
রাধাস্য চিত্তফলকে তিলকী বভূব ॥
ইত্যুপসৃত্য ভো গেহ্ন ইতি মাল্যং নিবেদয়তি ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণঃ। অনাকর্ণিতকেনৈব।
কনকাদ্রি নিকেত কেতকী
কলিকাকল্পা কলেবরদ্যুতিঃ।
হৃদি সা মুদিরালি মেদুরে
চপলা মাং কিমলং করিষ্যতি ॥

স্তামপি দৃষ্ট্বা কম্পন্তে অহো রাগোদ্রেক ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

মুদিরালি মেদুরে মেঘ শ্রেণী স্নিগ্ধে হৃদি বক্ষসি। চপলা বিদ্যুৎ পক্ষে চঞ্চলায়া স্তস্যা ক্ষণমাত্র স্পর্শেপি মম কৃতার্থত্বমেবেতি ভাবঃ। ফলিতং

অতএব বোধ করি, নির্ম্মল নূতন কুঙ্কুম পঙ্কের মত গৌর বর্ণা শ্রীরাধা ইহাঁর চিত্তরূপ পটে তিলক স্বরূপ হইয়াছেন ॥

(নিকটে গমন পূর্ব্বক) প্রিয়বয়স্য! মাল্য গ্রহণ কর এই বলিয়া মাল্য নিবেদন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ। (শ্রবণ না করিয়া) কনকপর্ব্বত প্রভূত কেতকী কলিকার ন্যায় কান্তিমতী সেই শ্রীরাধা রূপ চপলা আমার এই স্নিগ্ধ হৃদয় সদৃশ মেঘমালাতে সমাসীন হইয়া আমাকে কি অলঙ্কৃত করিবেন অর্থাৎ সেই প্রিয়তমা ক্ষণকাল আমার বক্ষে অবস্থিত হইলেই আমি কৃতার্থ হইব ॥

মধুমঙ্গলঃ। স্বগতং। ফলিদং মে তক্কেণ। প্রকাশমুচ্চৈঃ। ভোঃ পিয়বঅস্‌স সম্মুহে বিক্কোসস্তং কীস মং ণ পেচ্ছসি।

কৃষ্ণঃ। সাবহিত্থং। সখে চম্পকলতায়া লাবণ্যাকৃষ্টেন ময়া নোপদৃষ্টোঽসি॥ ৩৫॥

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং চ্চেঅ ভণাসি কিন্তু সঞ্চারিণীএ চম্পঅ-লদাএ।

কৃষ্ণঃ। সখে কামমসম্ভাব্যশ্চম্পকলতায়াঃ সঞ্চারঃ॥ ৩৬॥

মধুমঙ্গলঃ। বয়স্‌স ক্ষণং বিরমেদু বঙ্কত্তণং উজ্জুঅং কহেহি

মে তর্কেণ। ভোঃ প্রিয়বয়স্য সংমুখে বিক্রোশন্তং মাং কস্মান্ন পশ্যসি॥ ৩৫॥
সত্যমেব ভণসি কিন্তু সঞ্চারিণ্যাশ্চম্পকলতায়াঃ॥ ৩৬॥
বয়স্য ক্ষণং বিরমতু বক্রত্বং ঋজুং কথয় কথং শূন্যহৃদয়োঽসীতি॥ ৩৭॥

মধুমঙ্গল। (মনে মনে) আমি পূর্ব্বে যাহা বিচার করিয়াছি, তাহাই ফলিল। (প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চস্বরে) অহে প্রিয় বয়স্য! আমি তোমার সম্মুখে চিৎকার করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমাকে দেখিতেছ না?।

কৃষ্ণ। (ভাবগোপন পূর্ব্বক) সখে! আমি চম্পকলতার লাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াছি, একারণ তোমাকে দেখিতে পাই নাই॥ ৩৫॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! চম্পক লতার লাবণ্য দর্শনে তুমি যে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াছ ইহা সত্যই বটে, কিন্তু ঐ চম্পকলতার গতি শক্তি ত সম্পূর্ণ অসম্ভব॥ ৩৬॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য! ক্ষণকাল বক্রতা বিরাম প্রাপ্ত হউক, সরল

কহং সুণ্ণ হিঅওসি ত্তি।

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। সখে মালাং বিনা ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বালেতি ভণ।

কৃষ্ণঃ। মুধেয়ং তে বিশঙ্কা ॥

মধুমঙ্গলঃ। সংস্কৃতেন।

ন জানীসে মূর্দ্ধ্নশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং
ন কণ্ঠে যন্মাল্যং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি।
তদুন্নীতং বৃন্দাবন কুহর লীলা কলভ হে
স্ফুটং রাধানেত্র ভ্রমর বরবীর্য্যোন্নতিরিয়ং ॥

বালাং বিনেতি ভণ। ভ্রমরোহি দানগন্ধ লোলুপো গণ্ডে বসন্ হস্তিনং মুদ্বেজয়তীতি লোক প্রসিদ্ধিঃ। অলং প্রতার্য্যেতি অলং খল্বোঃ প্রতিসেধয়োঃ

ভাবে বল দেখি, কি প্রকারে শূন্যহৃদয় হইলা ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখে! মালা ব্যতিবেকে ॥ ৩৭

মধুমঙ্গল। মালা কেন, বালার নিমিত্ত এই কথা বল না।

কৃষ্ণ। তোমার এ বৃথা আশঙ্কা।

মধুমঙ্গল। (সংস্কৃত ভাষায়) বন্ধো। তোমার মস্তক হইতে ময়ূর পুচ্ছ সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছে, তাহাও তুমি অবগত নহ এবং এই মাত্র যে তোমার কণ্ঠে মালা অর্পণ করিয়াছি, তাহাও তুমি জানিতে পারিতেছ না?। হে বৃন্দাবনগুহাবিলাসি মাতঙ্গ! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি শ্রীরাধার নেত্র রূপ ভ্রমর যুগলই তোমাকে এরূপ বিহ্বল করিয়াছে ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। কথং নিখিলমেব তর্কিতং ধূর্ত্তেন তদলং প্রতার্য্য ॥ ৩৮ ॥

প্রকাশং। সখে যথার্থমাত্থ তদাকর্ণয়।

মম রাধা নিসর্গস্থং প্রতীপমনয়ন্মনঃ।

মহাজৈষ্ঠীব সহসা প্রবাহং সৌরসৈন্ধবং ॥ ৩৯ ॥

প্রাচাং ক্ত্বাচ প্রত্যয়ঃ প্রতারণং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা তৃ প্লবন তরণয়ো রিত্যস্মাৎ ঘ্যণ্ প্রত্যয়ঃ প্রতারণেনালমিতি বা ॥ ৩৮ ॥

প্রতীপমনয়ৎ অসুস্থমকরোদিত্যর্থঃ। সুরসিন্ধু র্গঙ্গা সিন্ধু র্না নদিদিতি স্ত্রিয়ামিত্যমর স্তস্যাঃ প্রবাহং মহাজ্যৈষ্ঠী যথা প্রতীপং নয়তি অস্য পূর্ণিমাভ্য স্তদ্দিনে সমুদ্রস্য ক্ষোভোদ্রেকেণ উদ্বেলত্বে তরঙ্গাবঘাতিতায়াঃ গঙ্গায়াঃ স্রোতঃ পরাবর্ত্ততে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) এ ধূর্ত্ত কি প্রকারে সমুদায় কর্ম্ম জানিতে পারিল, যাহা হউক, আর ইহার সঙ্গে প্রতারণার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৮ ॥

(প্রকাশ করিয়া) সখে! যথার্থ বলিয়াছ, অতএব শ্রবণ কর ॥

মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা যদ্রূপ সহসা গঙ্গাস্রোতের গতির বিপরীত করে অর্থাৎ ঐ দিন সমুদ্রের ক্ষোভাতিশয় প্রযুক্ত জল বৃদ্ধি হইয়া জোয়ার নিবন্ধন যেমন গঙ্গা স্রোতের পরিবর্ত্ত হয়, তাহার ন্যায় শ্রীরাধা আমার প্রকৃতিস্থ মনকে অসুস্থ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ণূণং অচ্ছীণং দে পচ্চক্খী ভূদা এসা।

কৃষ্ণঃ। অথ কিং। সুবলতঃ সা পরিচিক্যে চ। ইত্যৌৎ-
 সুক্যমভিনীয়ঃ।

ভ্রমদ্ভ্রূবল্লীকৈঃ প্রতিদিশমপাঙ্গস্য বলনৈঃ

কুরঙ্গীভ্যো ভঙ্গীভরমুপদিশন্তীমিব দৃশো।

ততস্তাং বিম্বোষ্ঠীং কলয়তি ময়ি ক্রোধবিকটো

মনোজন্মা পৌষ্পং ধনুরনুপমং সজ্যমকরোৎ॥ ৪০॥

মধুমঙ্গলঃ। অবি ণাম সংবুত্তং অণ্ণোণ্ণং দংসণং।

নূনং অক্ষোস্তে প্রত্যক্ষী ভূতা এষা॥ ৪০॥

অপি নাম সংবৃত্তমন্যোন্য দর্শনং॥ ৪১॥

মধুমঙ্গল। নিশ্চয় এই রাধা তোমার নয়নের প্রত্যক্ষী ভূতা
 হইয়াছেন।

কৃষ্ণ। তবে কি। সুবল হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছে
 (এই বলিয়া ঔৎসুক্য অভিনয় করত)

সখে! সেই শ্রীরাধা আপনার প্রতিদিকে বিলাস বিশিষ্ট ভ্রূ
 লতার দ্বারা কুরঙ্গীগণকে যেন ভঙ্গীভর উপদেশ দিতে
ছিলেন, অনন্তর আমি স্বীয় নেত্র যুগলে ঐ বিম্বোষ্ঠীকে দর্শন
 করাতে কন্দর্প ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি আপনার অনু-
 পম পুষ্প ধনু সজ্জীভূত করিয়াছিলেন॥ ৪০॥

মধুমঙ্গল। বোধ করি তোমাদের পরস্পর অবলোকন হই-
 য়াছে॥

কৃষ্ণঃ। নহি নহি।

তস্যাঃ সখে মুগতুষার ময়ূখবিম্বে
দূরান্মমাক্ষিপদবীমধিরূঢ়মাত্রে।
নির্ব্বন্ধতঃ শপথকোটিভিরম্বয়াহং
নীতঃ ক্ষণাদহহ সদ্মনি ভোজনায় ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্‌স চিট্‌ঠন্তি বহলাও বল্লবসুন্দরীও তহবি কীস তুমং এক্কাএ রাহীএ নিব্ভরং অণুরঞ্জসি।

কৃষ্ণঃ। সখে রাধায়ামসাধারণী কাপি মাধুরী।
তথাহি।
তস্যাঃ কান্তদ্যুতিনি বদনে মঞ্জুলে চাক্ষিযুগ্মে
তত্রাস্মাকং যদবধি সখে দৃষ্টিরেষা নিবিষ্টা।

তিষ্ঠন্তি বহুলা বল্লব সুন্দর্য্য তথাপি ত্বং একস্যাং রাধায়াং নির্ভরমনুরজ্যসি

কৃষ্ণ। না না, সখে! দূর হইতে শ্রীরাধার মুখচন্দ্রমণ্ডলে আমার নয়ন যুগল অধিরূঢ় হইবা মাত্র, তৎকালীন জননী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যত্ন সহকারে কোটি কোটি শপথ দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত ভোজন করাইতে আমাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গল। বন্ধো! অনেক গোপিকাইত সুন্দরী আছে, তবে কেন তুমি একা শ্রীরাধাতেই অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছ ॥

কৃষ্ণ। সখে! শ্রীরাধাতে কোনএক অসামান্য মাধুরী আছে ॥

আহা! সেই শ্রীরাধার কান্তিমতি বদনে ও মনোহর নয়ন যুগলে যে অবধি আমার দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়াছে,

সত্যং ক্রম স্তদবধিভবেদিন্দুমিন্দীবরঞ্চ

তস্যাঃ কান্তেতি বদন সাদৃশ্যার্থং ইন্দুং স্মৃত্বা হৃণীয়া লজ্জা ঘৃণা বা ॥ ৪২ ॥

আমি সত্য বলিতেছি, সেই হইতে চন্দ্র ও ইন্দীবরকে স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া মুখকুটিলতাকারিণী লজ্জা বা ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৪২ ॥

যথারাগ ॥

রাই ভ্রূ ভঙ্গিমা ঠাম, কামের সমান ভান, নাচয়ে সঘন অনুপাম। অপূর্ব্ব নয়ন ভঙ্গী, শিখায়ে কুরঙ্গ রঙ্গী, অপাঙ্গ কাছনী যেন বাণ॥ সখা হে হেরইতে ব্রজজন নারী, সেই কালে ক্রোধে কাম, সাজে ধনু অনুপাম, বরিষে কুসুম সরসারি॥ ধ্রু॥ বটু কহে দোঁহ দোঁহা, দরশনে দোঁহ হিয়া, দংশন হইল অনুমানি। কৃষ্ণ কহে নহি নহি, শুনহ নিশ্চয় কহি, যে রূপে দেখিল তারে আমি॥ চন্দ্র বিম্ব সুশীতলা, মুখচন্দ্র মনোহরা, দূর হইতে দেখিতে তাঁহারে। মাতা কহে হেন কালে, মোর দিব্য দিঞা বলে, নঞা গেল অন্ন খাইবারে॥ বটু কহে ব্রজস্থানে, আছয়ে সুন্দরীগণে চাতুর্য্য বৈদগ্ধী নাহি ওর। তবে কেন একা রাধা, লাগিয়া পাইছ বাধা, নির্ভরানুরাগে চিত্ত তোর॥ কৃষ্ণ কহে রাধিকার, মাধুর্য্যের নাহি পার, রূপের তুল না নহি আনে। সে সুন্দর মুখ বাম, সুমঞ্জুল দুনয়ান, দেখি কাম হরয়ে গেয়ানে॥ যে হৈতে দেখিল তাঁরে, চন্দ্র আর ইন্দীবরে, অতি তুচ্ছ করি হয় জ্ঞান।

স্মারং স্মারং মুখ কুটিলতা কারিণীয়ং হৃণীয়া ॥ ৪২ ॥

ধুমঙ্গলঃ। দংসণাদো পঢমং জ্জেবব তথ তুজ্ঝরাও মএ তক্কিদো ত্থিতা কিত্তি লাবণ্ণো বাহিও ত্তি ভণাসি।

কৃঃ। সখে সত্যমাত্থ স্বচিত্তাভিনিবেশাদেব তস্যাং কোপি মহিমোন্নাহঃ প্রতীয়তে ॥ ৪৩ ॥

তথাহি ॥

যত্র প্রকৃত্যা রতিরুত্তমানাং তত্রানুমেয়ঃ পরমোহনুভাবঃ।

দর্শনতঃ প্রথমমেব তত্র তব রাগো ময়া তর্কিতঃ তৎ কিমিতি লাবণ্যোধিক ইতি ভণসি ॥ ৪৩ ॥

যত্রেতি প্রকৃত্যা স্বভাবেন এব নতু গুণাদ্যুপাধিভিঃ উত্তমানামেব নত্ব-

---

সে মুখ নয়ন যুগে, দিতে উপমার যোগে, কুটিলতা লজ্জা পায় মন। সে রহে অন্তরে পশি, না জানয়ে নিশি দিশি, সমাধি লাগিল আঁখি মোর। দাস যদুনন্দন, চিত্তে করে এই মন, নব লেহ রসে ভেল ভোর ॥ ৪২ ॥

মধুমঙ্গল। আমি অনুমান করিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতেই তোমার তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, অতএব আর কেন তাঁহার লাবণ্যের আধিক্য বর্ণন করিতেছ ॥

কৃষ্ণ। সখে! সত্য বলিতেছি, আমি স্বীয় চিত্ত অভিনিবেশ দ্বারাই শ্রীরাধাতে কোন মহিমাধিক্য প্রতীতি করিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ ॥

উত্তম পুরুষদিগের স্বতই যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়,

নৈসর্গিকী কৃষ্ণমৃগানুবৃত্তি র্দেশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশস্তিং ॥

নেপথ্যে।

সহি সারিএ দিট্‌ঠো তুএ এত্থ বল্লবিন্দণন্দণো।

কৃষ্ণঃ। সখে নেদীয়ানয়ং সুকুমারীকণ্ঠধ্বনিরুদঞ্চতি তদত্র তূষ্ণীমাস্বহে ॥

ততঃ প্রবিশতো ললিতা বিশাখে ॥ ৪৪ ॥

ললিতা। পেক্‌খ এসো দিট্‌ঠিআ পুরদো কহ্নো তা উবস-

সুরপ্রকৃতীনাং কৃষ্ণমৃগস্য অনুবৃত্তিঃ সঞ্চারঃ নৈসর্গিকী নতু কেনাপি বলাৎ কারিতা। সখি সারিকে দৃষ্ট স্বয়াত্র বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৪৪ ॥

ললিতে পশ্য এষ দিষ্ট্যা পুরতঃ কৃষ্ণঃ তদুপসর্পাবঃ ॥ ৪৫ ॥

তাহাতে কোন পরম পদার্থ আছে এমত অনুমান করিতে হইবে, কারণ স্বভাবতই কৃষ্ণসার হরিণ যে দেশে বিচরণ করিয়া থাকে, সে দেশের প্রশস্ততা ত অবশ্যই অনুমিত হয় ॥

বেশ গৃহে ॥

সখি সারিকে! তুমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখিয়াছ ?॥

কৃষ্ণ। সখে! এই সুকুমারীর কণ্ঠধ্বনি নিকটবর্ত্তি বোধ হইতেছে, অতএব আমরা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি ॥

(অনন্তর ললিতা ও বিশাখার প্রবেশ) ॥ ৪৪ ॥

ললিতা। সখি! কি সৌভাগ্যের বিষয়, ঐ দেখ কৃষ্ণ আমাদের অগ্রেই দণ্ডায়মান, অতএব চল আমরা নিকটে যাই। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক) গোকুলা-

স্কন্ধ ইত্যুভে তথা কৃত্বা জঅদু জয়দু গোউলাণন্দো ॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে ইত্যহং শঙ্কে মনোহারি কুসুমপত্রমাদাতুং অদ্য বৃন্দাটবীগর্ত্তে ইবতীর্ণাসি ॥ ৪৫ ॥

ললিতা। বিণ্ণাদং বি ণূণং আআরেণ সঙ্গোবেসি জং দাছুং ত্তি ণ ভণাসি তা গেহ্ণ ণং কণ্ণিআর কোরঅ পত্তং ইত্যনঙ্গলেখং কৃষ্ণকরে অর্পয়তি ।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং চেতঃ সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। ত্বদভীষ্ট বীজস্যাঙ্কুরোঽয়মিতি শঙ্কে ॥ ৪৬ ॥

বিজ্ঞাতমপি নূনমাকারেণ সংগোপয়সি যৎ দাতুমিতি ভণাসি। তৎ গৃহাণ এতৎ কর্ণিকার কোরক পত্রং আকারেণেতি দাতুমিতি পদপূর্ব্বে আ ইত্যুৎসর্গেণাধিকেন অথ চকারেণ ঈঙ্গিতেন বাক্ চাতুর্য্যেণেত্যর্থঃ। আকারস্ত্বিঙ্গ ঈঙ্গিতমিত্যমরঃ। উত্তারপাথৌ প্রাকরণিকৌ ॥ ৪৬ ॥

নন্দের জয় হউক, জয় হউক ॥

কৃষ্ণ। ললিতে! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি মনোহর কুসুম পত্র গ্রহণ জন্য বৃন্দাবন গর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪৫

ললিতা। জ্ঞাত বস্তুও আকার দ্বারা গোপন করিতেছ, যে হেতু দিবার নিমিত্ত আসিয়াছি এ কথা না বলিলা কেন? অতএব এই কর্ণিকার কুসুমের কোরক পত্র গ্রহণ কর, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের করে অনঙ্গলেখ অর্পণ করিলেন ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) চিত্ত! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, বোধ করি এই পত্র খানি তোমার অভীষ্ট বীজের অঙ্কুর স্বরূপ ॥ ৪৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো ললিদে কিং ইমিণা অক্খরাণং পত্তেণ সক্করাণং পত্তং সমপ্পেহি।

কৃষ্ণঃ। সখে বাচয় পত্রং কদাচিদেতন্নঃ কর্ণরসায়নস্য পাত্রী ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্‌স দিট্‌ঠা তুম্হ গোআলাজাদিণো বদণ্ণদা। ণং অম্হা বম্হাণ জাদিং জ্জেবব গোরএণ বন্দেমি জং তাহিং দিঅহে জণ্ণিঅ বম্হাণীহিং চউব্বিহেণ অণ্ণেণ ভোইদম্হ ইতি লেখং বাচয়তি।

ললিতে কিমেতেন অক্ষরাণাং পত্রেণ শর্করাণাং পত্রং সমর্পয় ॥ ৪৭ ॥

দৃষ্টা যুষ্মদ্গোপজাতে র্বদান্যতা এনং তস্মাদ্ব্রাহ্মণ জাতিমেব গৌরবেণ বন্দে যৎ তস্মিন্ দিবসে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণীভিশ্চতুর্ব্বিধেনান্নেন ভোজিতাঃ স্ম ইতি। ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণঃ সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা

মধুমঙ্গল। ললিতে! এ অক্ষর সকলের পত্র দ্বারা কি হইবে, শর্করা পত্র সমর্পণ কর ॥

কৃষ্ণ। সখে! পত্রখানি পাঠ করত। এ কি আমাদের কর্ণ রসায়নের পাত্রী হইবে? ॥ ৪৭ ॥

মধুমঙ্গল। "অহে বয়স্য! তোমাদের গোপজাতির এই ত বদান্যতা দেখিলাম, গৌরব পূর্ব্বক আমাদের ব্রাহ্মণ জাতিকে বন্দনা করি, যে হেতু সেই দিবস যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সকল কেমন আমাদিগকে চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন ॥

এই বলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন।

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর
মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্মি ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে দুরধিগমার্থা তাবদিয়ং গাথা তেন পুন র্ভণ্যতাং ॥

মধুমঙ্গলঃ। তথা করোতি।

কৃষ্ণঃ। সানন্দং স্বগতং।

কুলস্ত্রিয়োহি ধর্ম্মভীরবো ভবন্তি। তদুপেক্ষয়া ভাব

রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে। প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্র পট রূপং তৎ সূত্রম্বা ॥ ৪৮ ॥

তেন পুন র্ভণ্যতামিতি তস্যা বাক্যমাধুর্য্যস্যাতৃপ্ত্যা পুনরাস্বাদনার্থং প্রকটবর্ণ ঔদাসিন্য ব্যঞ্জনার্থং। মমাত্র ঝটিত্যনুসন্ধানমপি ন ভবতীতি জ্ঞাতুং ॥ ৪৯ ॥

যথা। হে সুন্দর! তুমি চিত্রপট অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন আমার মন্দিরে বাস কর এবং আমি চকিতা হইয়া যে দিকে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই দিকে আমাকে রোধ কর ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণ। সখে! এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, অত এব পুনরায় পাঠ কর ॥

মধুমঙ্গল। পুনরায় পাঠ করিলেন ॥

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত মনে মনে) কুলস্ত্রী সকল ধর্ম্ম ভীরু হইয়া থাকে, একারণ উপেক্ষা দ্বারা ইহাদের ভাবের

নিষ্ঠাং নিষ্টঙ্কয়ামি ইতি সংরম্ভমভিনীয় প্রকাশং হংহো পশ্য পশ্য ॥

স্নিগ্ধৈরেভিঃ সখিভিরখিলৈর্ধেনুবৃন্দানুসারী
নারীবার্ত্তা বিমুখ হৃদয় কাননান্তে চরামি।
মাং স্বৈরিণ্য স্তদপি যদিমা দূষয়ন্তি প্রকামং
তদ্বিজ্ঞপ্তিং দ্রুতমিহ জরদ্গোপগোষ্ঠ্যাং করিষ্যে ॥

ইতি কৃত্রিমামর্ষেণ দ্রুতং পরিক্রামতি।

মধুমঙ্গলঃ। স্মিতমাবৃত্য ॥ ৪৯ ॥

ভো ব্রহ্মআরি সিহামণে ক্খণং নিবট্টিঅ ইমাও দুম্মুহ গোইআও পচ্চুত্তরেণ ণিজ্জিত্তিঅ বিড্ডাবেহি। অহং

ভো ব্রহ্মচারি শিখামণে ক্ষণং নিবর্ত্ত্য ইমা দুর্ম্মুখ গোপিকাঃ প্রত্যুত্তরেণ

পরাকাষ্ঠা অবগত হই (এই বলিয়া ত্বরা অভিনয় পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া) সখে! দেখ দেখ। আমি নিখিল সখা গণ সঙ্গে ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করিয়া কানন মধ্যে বিচরণ করি, আমার হৃদয় কখন নারীবার্ত্তায় উন্মুখ হয় না, তথাপি যদি ঐ সকল স্বেচ্ছাচারিণী আসিয়া আমাকে যথেষ্ট রূপে দূষিত করে, তাহা হইলে আমি শীঘ্র গমন করিয়া প্রাচীন গোপদিগের গোষ্ঠীতে নিবেদন করিব। এই বলিয়া সক্রোধে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন।

মধুমঙ্গল। হাস্য সম্বরণ করিয়া ॥ ৪৯ ॥

অহে ব্রহ্মচারি শিরোমণি! ক্ষণকাল নিবর্ত্ত হইয়া প্রত্যুত্তর দ্বারা নির্জয় করত এই সকল দুর্ম্মুখা গোপিকাদিগকে

কৃখু এদং সব্বং ধিট্‌ঠাণং বুত্তন্তং গোউলেসরীএ বিণ্ণ-
বিস্‌সং ইতি পাণৌ ধৃত্বা ব্যাবর্ত্তয়তি।

উভে। পরস্পরমবেক্ষ্য বৈলক্ষ্যং নাটয়তঃ।

কৃষ্ণঃ। সখি বিশাখিকে চাতুরক্ষিকং প্রেক্ষণমপি নাস্তি।
কুতস্তাবৎ পরিতো ধাবনং তদনুময়ামি কেনাপ্যপরেণ নাগ-
রেণ তস্যাঃ স্বান্তমুচ্চালিতং॥ ৫০॥

বিশাখা। সংস্কৃতমাশ্রিত্য।

কস্তাবৎ ব্রজমণ্ডলেঽদ্য বলতে শক্যো গরীয়ানসৌ

নির্জিতা বিদ্রাবয়। অহং খলু ইদং ধৃষ্টানাং বৃত্তান্তং গোকুলেশ্বর্য্যৈ বিজ্ঞাপ-
য়িষ্যামীতি। বৈলক্ষ্যং চাতু রক্ষিকং দ্বয়োর্দ্বয়োরক্ষ্ণো র্ভবমিতি চাতুরক্ষিকং
অধ্যাত্মাদিত্বাদিত্বাঠ্‌ঠক॥ ৫০॥

তাড়াইয়া দাও কিন্তু আমিও গোকুলেশ্বরীর নিকটে গিয়া
এই সকল প্রগল্‌ভাদের বৃত্তান্ত নিবেদন করিব। এই
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ফিরাইয়া আনি-
লেন॥

ললিতা বিশাখা। পরস্পর অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ
করিলেন।

কৃষ্ণ। সখি বিশাখে! পরস্পর চক্ষুতে চক্ষুতে দর্শনও নাই,
তবে কি রূপে সকল দিকে রোধ করিলাম, অতএব
আমার অনুমান হয়, অন্য কোন নাগর আসিয়া চঞ্চল
করিয়াছে॥ ৫০॥

যেনোচ্চালয়িতুং বলাৎ কুলবতীচেতো গিরিগ্রামণীঃ।
ইত্যস্মাভিরবক্র বিক্রম বলাদুৎক্ষিপ্তগোবর্দ্ধনো
হেতুস্ত্বং কিল পঙ্কজাক্ষ পটুভিস্তত্রাসি নিষ্টঙ্কিতঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অই বাআলিএ চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ দিট্ঠোমএ উক্‌খিও দণ্ডমণ্ডলেহিং গোবেহিং গোঅড্‌ঢণো ধরিদো তুমং কীস একং জ্জেব্ব পিঅবঅস্‌সং সম্ভাবেসি।

কৃষ্ণঃ। ললিতে অলমতি প্রসঙ্গেন তন্নিবর্ত্তস্ব ॥ ৫১ ॥

চেত এব গিরিগ্রামণীঃ গিরিশ্রেষ্ঠঃ। অয়ি বাচালিকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ দৃষ্টং ময়া উৎক্ষিপ্ত দণ্ডমণ্ডলৈ র্গোপৈ র্গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ। ত্বং কস্মাদেকমেব প্রিয় বয়স্যং সংভাবয়সি ॥ ৫১ ॥

বিশাখা। অহে পদ্মনেত্র! এই ব্রজমণ্ডলে তোমার মত কে বলশালী গরিষ্ঠ পুরুষ আছে যে, সে বল দ্বারা কুলবতীর চিত্তরূপ গিরিরাজকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয়, কারণ, তুমি যখন স্বাভাবিক বিক্রম বলে গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়াছিলে তখন আমরা সতীস্ত্রী সকল তোমাকেই হেতুরূপে নিশ্চয় করিয়াছি ॥

মধুমঙ্গল। অয়ি বাচালিকে! থাক থাক, আমি সাক্ষাতে দেখিয়াছি, গোপ সকল দণ্ড উত্তোলন করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, অতএব তুমি কি করিয়া একা প্রিয় বয়স্যের প্রশংসা করিতেছ ॥

কৃষ্ণ। ললিতে! আর অধিক প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই ক্ষান্ত হও ॥ ৫১ ॥

ললিতা। সুন্দর সব্ব গোউল সুভআরিণোবি তুঅত্তো কধং
সা এক্কা জ্জেবব দুক্খং অরিহদি বরীঅসী॥

কৃষ্ণঃ। সঙ্গী মে মধুমঙ্গলো ন সহতে ধর্ম্মাধ্বনো বিচ্যুতিং
শ্রীদামা পরিমার্গয়ন্মম নহি ছিদ্রানি নিদ্রায়তে।
কংসঃ শাস্তি খলঃ ক্ষিতিং কথমিতো মুগ্ধে বিধেয়ং ময়া
নিঃশঙ্কং কুলসুন্দরী পরিভব জ্বালা মহাসাহসং॥

ললিতা। সামর্ষং সংস্কৃতমাশ্রিত্য॥ ৫২॥
অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোদ্য যাম্যাং পুরং

সুন্দর সর্ব্ব গোকুল শুভকারিণোহপি ত্বত্তঃ কথং সা একৈব দুঃখমর্হতি বরীয়সী॥ ৫২॥

অন্তঃ ক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সত্যঃ। মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ

ললিতা। হে সুন্দর! তুমি যখন সকল গোকুলবাসিরই শুভকারী তখন তোমার নিকট হইতে কি প্রকারে একা বরীয়সী রাধাই দুঃখ ভাগিনী হইবেন?॥

কৃষ্ণ। ললিতে! সঙ্গী মধুমঙ্গল আমার ধর্ম্ম পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া সহ্য করিতে পারে না, শ্রীদাম আমার ছিদ্রান্বেষণ বিষয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং খল কংসও ক্ষিতিমণ্ডল শাসন করিতেছে, অতএব হে মুগ্ধে! বল দেখি আমি কিপ্রকারে নিঃশঙ্কে কুলসুন্দরীদিগের পরিভব জ্বালা রূপ মহাসাহস বিধান করিব॥

ললিতা। (ক্রোধের সহিত সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করিয়া)॥৫২
রাধে! আমরা আন্তরিক ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি, একারণ

নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীর কপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ৫৩
ইতি রোদিতি ॥

মধুমঙ্গলঃ। অয়ি মুগ্ধে সঅল সত্থ বিসারও জস্ স অন্ধারিসো অমচ্চো হোই সোবি কিং এদং ধম্মং অদিক্কমিস্সদি তা অলং অরণ্ণ রুদিএণ ॥

বিশাখা। স্বগতং। ণং রাহীএ গুঞ্জাঅলীং কহ্নস্স দেন্তী

স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। হাসঃ তথাপীতি অকারুণ্যং ব্যজ্যতে অন্যাসাং প্রেমা ভবতু কর্ম্মান্ধীকৃতধিয়াং মেধাবিন্যাস্তব ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

অয়ি মুগ্ধে সকল শাস্ত্র বিশারদো যস্যাস্মাদৃশোঽমাত্যো ভবতি সোঽপি কিং ইমং ধর্ম্মমতিক্রম্য তদলং বনরুদিতেন। এনং রাধায়া গুঞ্জাবলীং কৃষ্ণায় দদতীতি ঈঙ্গিতং লক্ষয়ামি।

আজি যমপুরে গমন করিব, তথাপি ইনি বঞ্চনা রূপ হাস্য পরিত্যাগ করিলেন না, হে বুদ্ধিমতি! কি প্রকারে এই কপট পরিপূরিত গোপিকাকামুকে তোমার প্রেম গরীয়ান্ হইল ॥ ৫৩ ॥

এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মধুমঙ্গল। অয়ি মুগ্ধে! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মাদৃশ জন যাঁহার অমাত্য হইয়াছে, সেও কি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? অতএব আর তোমার অরণ্য রোদনের প্রয়োজন নাই ॥

বিশাখা (মনে মনে) শ্রীরাধার এই গুঞ্জামালা কৃষ্ণকে দিয়া

ইঙ্গিদং লক্খেমি। প্রকাশং সংস্কৃতেন।

উদ্গীর্ণরাগেণ করম্বিতান্তরা
পরিস্ফুরৎ কৃষ্ণমুখী গুণাঙ্কিতা।
গুঞ্জাবলী মঞ্জুতরাবলম্বতাং
সা রাধিকেয়ং তব কণ্ঠসঙ্গমং॥

ইতি কণ্ঠে স্বয়ং সমর্পয়তি॥ ৫৪॥

উদীর্ণো উদ্গতো যো রাগঃ রক্তিমা প্রেমাচ তেন করম্বিতং প্রাপ্তং অন্তরং বহিঃ পক্ষে অন্তঃকরণঞ্চ যস্যাঃ। অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্দ্ধি ভেদ তাদর্থ্যে। ছিদ্রাত্মীয় বিনা বহিরবসর মধ্যে হন্তরাত্মনি চেত্যমরঃ। পরিতঃ স্ফুরন্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণেতি নামচ মুখে যস্যাঃ। সূত্রেণ অঙ্কিতা। সারেণ অধিকা পক্ষে সা প্রসিদ্ধা রাধিকা তব কণ্ঠে সঙ্গমং গুঞ্জাবলীব মঞ্জুতরা সতী অবলম্বতাং॥ ৫৪॥

অভিপ্রায় বুঝি।

(প্রকাশ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! যাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ ও মুখভাগ শ্যামাকর, এবং যাহা সূত্র গুম্ফিত প্রযুক্ত অধিক সার বিশিষ্ট ও মনোহর হইয়াছে সেই গুঞ্জমালা তোমার কণ্ঠদেশ অবলম্বন করুক॥

উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, কৃষ্ণ! যাহার চিত্ত অনুরাগে পরিপূর্ণ ও মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেছে, এবং যিনি গুণশালিনী ও মনোজ্ঞা, সেই শ্রীরাধা মুক্তাবলীর ন্যায় তোমার কণ্ঠদেশে সংলগ্না হউন॥

(এই বলিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিলেন)॥ ৫৪॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা সকপটের্ষং ।

রাগিণমপি সুকঠোরং সুবৃত্তমপি মুহুরুদীর্ণ মালিন্যং ।

যুবতীনামিব ভাবং নহি গুঞ্জাহারমিচ্ছামি ॥

ইত্যজানন্নিব কণ্ঠাদবতার্য্য রঙ্গণমালামর্পয়তি ॥

বিশাখা । স্বগতং । ইমস্স ভমো বি অম্মাণং মঙ্গলো সংবুত্তো । ইতি বস্ত্রেণ সংবৃণোতি ॥ ৫৫ ॥

সুকঠোরমিতি দৃষ্টান্ত পক্ষে বহিঃ প্রকাশাভাবেন জ্ঞাতুমশক্যং মালিন্যং বক্রিমা । এতস্য ভ্রমোপি অস্মাকং মঙ্গলঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক কপট ঈর্ষার সহিত) এই গুঞ্জাহার লোহিত বর্ণ হইলেও অতিশয় কঠিন এবং সুন্দর বর্ত্তুলাকার দেখাইলেও বহুতর মালিন্য যুক্ত, অতএব যুবতিদিগের ভাবের ন্যায় এই হারকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, যুবতিগণের দৃষ্টান্ত এই যে যুবতি সকল অনুরাগবতী হইলেও তাহাদের অনুরাগ অন্তরেই থাকে বাহ্যে দেখা যায় না, কেবল কাঠিন্যই দৃষ্ট হয় এবং তাহারা সরল স্বভাবা হইলেও তাহাদের বাহ্যে বক্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

এই বলিয়া না জানার মত কণ্ঠহইতে রঙ্গণ মালা অবতরণ পূর্ব্বক বিশাখার হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥

বিশাখা । (মনে মনে) ইহাঁর ভ্রমও আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হইল । এই বলিয়া বস্ত্রদ্বারা রঙ্গণ মালা সংগোপন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

ললিতা। হলা গোবিআ কোড়ি ভুঅঙ্গস্স ইমস্স অক্খলিদং অচ্চরিঅং বহ্মচারিঅং দিট্ঠীআ পঅড়ীভূতং। তা অহ্মেবি গচ্ছুঅ তং অত্থাণানুরাইণীং রাহিঅং নিবট্টাবেহ্ম।

বিশাখা। সহি জুত্তং মন্তেসি ইত্যুভে পরিক্রামতঃ ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। বিসাহে তুমং গচ্ছুঅ ইমাএ রঙ্গণ মালিএ পিঅ সহিং আসাসেহি। অহং ক্খু এদং বুত্তং ভঅবদীএ নিবেদিস্সং। ইতি নিষ্ক্রান্তে ॥ ৫৭ ॥

গোপিকা কোটি ভুজঙ্গস্য এতস্য অস্খলিতং আশ্চর্য্যং ব্রহ্মচর্য্যং দিষ্ট্যা প্রকটীভূতং তদ্বয়মপি গত্বা ত্বাং অস্থানানুরাগিণীং রাধিকাং নিবর্ত্তয়ামঃ। বিশাখা সখি-যুক্তং মন্ত্রয়সি অয়ম্ভাবঃ। যদ্যস্যা অস্থরো রাগো বর্ত্ততে তদা নিবর্ত্তয়াব ইত্যুক্ত্বা আবয়োর্গমনে সতি এতস্য বৈকল্যং ভবিষ্যতি। ততশ্চ আবাং পরাবর্ত্তয়িষ্যথে কিম্বা স্বয়মেব তস্যা আলয়ং অনুসরিষ্যতীতি ॥ ৫৬ ॥

বিশাখে ত্বং গত্বা এতয়া রঙ্গণ মালিকয়া প্রিয়সখী মাশ্বসিহি অহং খলু ইদং বৃত্তং ভগবত্যৈ নিবেদয়িষ্যামি ॥ ৫৭ ॥

ললিতা। সখি! কোটি গোপিকাকামুকের অস্খলিত আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য স্ব চক্ষে দেখিলা ত, অতএব চল আমরাও গিয়া সেই অস্থানানুরাগিণী রাধাকে নিবৃত্ত করি ॥

বিশাখা। সখি! ভাল মন্ত্রণা করিয়াছ, এই বলিয়া উভয়ে গমন করিতে করিতে ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। কহিলেন, সখি বিশাখে! তুমি গিয়া এই রঙ্গণ মালা দ্বারা প্রিয়সখীকে আশ্বাস প্রদান কর, আমি গিয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ৫৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভোঃ বঅস্‌স আদরিজ্জন্তং বি অপ্পাণং কীস আদরাবেসি ইদং কৃখু পচ্ছাদবপব্বদাহিরোহণস্‌স অহিরোহিণী ণিম্মাণং দাব।

কৃষ্ণঃ। সখে সত্যং ব্রবীসি সাহসিক্যং হসিতেনৈবানুষ্ঠিতং॥

মধুমঙ্গলঃ। পেক্‌খ গোইজুঅলং ণেত্তপহং অদিক্যম্মিদং॥৫৮

কৃষ্ণঃ। সানুতাপং।

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দু বদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী

ভো আদ্রিয়মানমপি আত্মানং কস্মাদাদরয়সি। ইদং খলু পশ্চাত্তাপ পর্ব্বতাধিরোহণস্যাহধি রোহিণী নির্ম্মাণং তাবৎ নিঃশ্রেণি স্বধিরোহিণী ত্যমরঃ॥ ৫৮॥

সাহসিক্যং সহসা প্রবর্ত্তনং পশ্য গোপীযুগলং নেত্রপথমতিক্রান্তং তৎ

মধুমঙ্গল। অহে বয়স্য! তোমাকে ত আদরই করিতেছে, তবে কেন তুমি আর আপনার আদর বৃদ্ধি করাইতেছ, পশ্চাতে তোমাকে যে সন্তাপ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইবে তাহার এই সোপান স্বরূপ হইল॥

কৃষ্ণ। সখে! সত্য বলিয়াছ, আমি হাসিতে হাসিতে হঠাৎ একটা সাহসের কার্য্য অনুষ্ঠান করিলাম॥

মধুমঙ্গল। দেখ গোপিকা দ্বয় আমাদের নেত্রপথ অতীত হইয়াছে অতএব তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনই বা কি রূপে সম্ভবে॥ ৫৮॥

কৃষ্ণ। (অনুতাপের সহিত) আহা! সেই ইন্দুবদনা আমার

স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঙ্খিষ্যতি।
কিম্বা পামর কাম কার্ম্মুক পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌঢ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥৫৯

পরাবর্ত্তনার্থং সংপ্রতি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া হয় ত প্রেমাঙ্কুর ছেদন পূর্ব্বক দুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্য্য বিধান করত ব্যথিতা হইবেন, না হয় পামর কন্দর্পের ধনুর শব্দে ভীতা হইয়া প্রাণ সকলই বিসর্জ্জন করিবেন, হায়! আমার কি কুকর্ম্ম করা হইল, আমি মূঢ়তা প্রযুক্ত কোমল ফলবতী মনোরথ লতাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলাম ॥ ৫৯ ॥

যথারাগ ॥

শুনিয়া নিষ্ঠুর, বচন আমার, সে চান্দবদনী রাধা। বাঢ়ল প্রেমের, অঙ্কুর সুন্দর, ভাঙ্গে পাঞো পাছে বাধা ॥ কি কহিব আর তোরে। কেন পরিহাস, বচন নৈরাশ, কহিল হইয়া ভোরে ॥ ধ্রু ॥ কিম্বা সেই ধনী, ধৈর্য্যধরে জানি, অন্তরে ধরিয়া ব্যথা। পাছে সে ব্যথায়ে, সে তনু জারয়ে উপায় কি করি এথা ॥ কিম্বা সুদারুণ, কামের কামান বিন্ধয়ে বিষম শরে। শিরিসের ফুল, জিনিয়া কোমল, সে কি সহিবারে পারে ॥ তাহে সে মুগধি, রূপের অবধি, ফলিনী মনোরথ লতা। ইহা কেন হেন, বাঞ্চনা বচন, কহি কৈনু উন্মূলিতা ॥ অমৃত পুতলী, রূপের আগলি, না জানি কি জানি হয়। এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, দরশে পরাণ রয় ॥ ৫৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ। দাণীং কিং এত্থ সরণং।

কৃষ্ণঃ। সখে প্রত্যনঙ্গলেখং বিনা নান্যৎ পশ্যামি শরণং।

মধুমঙ্গলঃ। কিং এথ লেহসাহণং।

কৃষ্ণঃ। বশীকার ক্রিয়া প্রশস্তো রাগবান্ জবানির্যাসঃ।

মধুমঙ্গলঃ। এহি ওড্ড্র মহাড়ই মণ্ডিদং নাদিদূরে পক্খন্দণ তিত্থং গচ্ছহ্ম ইতি নিষ্ক্রান্তৌ॥

ততঃ প্রবিশতি বিশাখয়া প্রবোধ্যমানা রাধা।

রাধা। সখেদং সংস্কৃতেন।

যস্যোৎসঙ্গ সুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা।

প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।

ইদানীং কিমত্র শরণং কিং লেখসাধনং। এহি ওড্র মহাটবী মণ্ডিতং

মধুমঙ্গল। এক্ষণে উপায় কি?

কৃষ্ণ। সখে! অনঙ্গ পত্রিকার প্রত্যুত্তর ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখি না।

মধুমঙ্গল। এস্থলে লিখিবার উপকরণ কি?।

কৃষ্ণ। বশীকরণ কার্য্যে প্রশস্ত লোহিত জবা পুষ্পের নির্ঘাস।

মধুমঙ্গল। আইস, অদূরে জবা পুষ্পবনশালী প্রস্কন্দন তীর্থ আছে আমরা গমন করি।

(এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন)

অনন্তর বিশাখা কর্ত্তৃক প্রবুধ্যমানা শ্রীরাধার প্রবেশ।

শ্রীরাধা। (খেদের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে সখি! যাঁহার ক্রোড়দেশে নিবাস রূপ সুখাশায় গুরুজন সকাশাৎ

ধর্ম্মঃ সোপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী।

নাতিদূরে প্রস্কন্দন তীর্থং গচ্ছাবঃ॥ ৬০॥

লজ্জাকে শৈথিল্য করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম তথাপি তোমাদিগকে কত ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্ ধর্ম্মকেও আমি গণনা করি নাই অতএব এই পাপীয়সী আমি যখন কৃষ্ণ উপেক্ষিত হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি তখন আমার ধৈর্য্যকে ধিক্। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন॥ ৬০॥

যথারাগ॥

যার সঙ্গসুখ আশে, কৈনু ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশে, তেয়াগিনু গুরু লজ্জাগণ। যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক মোরা, দুঃখ দিল যাহার কারণ॥ সখি হে রহু ধৈরজ আমার। সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি, তুভু রহে পাপপ্রাণী, কিবা চাহে করিবারে আর॥ ধ্রু॥ যাহার লাগিয়া সতী, ধর্ম্ম তেয়াগিনু অতি, না গণিনু দুর্জন বচন। দুকুলে কলঙ্ক হইল, তাহা নাহি মনে কৈল, সে রূপে মগন কৈনু মন॥ যাহার লাগিয়া কত, গুরুর গঞ্জনা যত, করিয়া লইনু হিয়া হার। এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা পাইঞা সেই ঠাঞি, পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর॥ বিশাখা সম্ভ্রমে যাইঞা, তাঁরে কহে ধরি লঞা, ধৈর্য্য হও না ভাব অসার। ইহা শুনি পোড়ে মনে, দাস যদু

ইতি মূর্চ্ছতি ॥ ৬০ ॥

বিশাখা। সসম্ভ্রমং। সহি সমস্সস সমস্সস। ইতি রঙ্গণমালাং ঘ্রাণেঽর্পয়তি।

রাধিকা। সংজ্ঞাং লব্ধ্বা হলা কিং এদং অচ্চরিঅং জং সংমোহণং বি পবোহেদি।

বিশাখা। মাল্যং নিবেদ্য সংস্কৃতেন ॥ ৬১ ॥

অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপণং সখি সমাকৃষ্টিক্রিয়ায়াং মণি
র্মন্ত্রো হন্ত মুহুর্বশীকৃতিবিধৌ নামাস্য বংশীপতেঃ।

সখি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। সখি কিমিদমাশ্চর্য্যং যৎ সংমোহনমপি প্রবোধয়তি ॥ ৬১ ॥

অঙ্গোত্তীর্ণেতি আসাং মণিমন্ত্র মহৌষধীনাং কঃ পরমাচিন্ত্যাং প্রভাবাবলীং ন গৃণাতি অপিতু সর্ব্ব এব। এবং গুণেন অনেন উপেক্ষিতমপি এণং হন্ত

নন্দন, মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার ॥ ৬০ ॥

বিশাখা। (সম্ভ্রমের সহিত) সখি! স্থির হও, স্থির হও, এই বলিয়া রঙ্গণ মালা নাসিকায় অর্পণ করিলেন ॥

শ্রীরাধা। (চেতন পাইয়া) সখি! একি আশ্চর্য্য বস্তু, এ যে মূর্চ্ছিতকেও চেতন করিল ॥

বিশাখা। (মাল্য সমর্পণ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৬১ ॥

সখি! বংশী বদনের অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন আকর্ষণ ক্রিয়ায় মণি স্বরূপ, নাম বশীকরণ বিষয়ে মন্ত্র সদৃশ, আর এই নির্ম্মাল্য মালা অন্তঃকরণের মোহন বিষয়ে মহৌষধি

নির্ম্মাল্যস্রগিয়ং মহৌষধিরিহ স্বান্তস্য সংমোহনে
নাসাং কস্তিস্বণাং গৃণাতি পরমাচিন্ত্যাং প্রভাবাবলীং ॥

রাধিকা। স্বগতং। এব্বং গুণেণ ইমিণা উবেক্‌খিদং বিণং হদ সরীরং কধং অজ্জবি ণীলজ্জাহং ধারেমি তা কালিঅ হদ পবেসো বাঅং অণুসরিস্‌সং।

প্রকাশং। বিসাহে বিণ্ণবেহি গুরুঅণং জং বারহাদিট্‌ঠ তিত্থং গদুঅ সূরং অচ্চিদু কামম্মি ॥ ৬২ ॥

বিশাখা। সাহু সুমরাইদং পিঅসহীএ জং অজ্জাএ জড়িলাএ

শরীরং কথমদ্যাপি নির্লজ্জা ধারয়ামি তৎ কালিয় হ্রদ প্রবেশোপায়মনুসরিষ্যামি। বিশাখে বিজ্ঞাপয় গুরুজনং যৎ দ্বাদশাদিত্য তীর্থং গত্বা সূর্য্যমর্চ্চয়িতু কামাস্মি ॥ ৬২ ॥

সাধু স্মারিতং প্রিয়সখ্যা যৎ আর্য্যয়া জটিলয়াপি ইদমেব ইদানীমাদি-

স্বরূপ, অতএব হে রাধে! এই তিন মণি মন্ত্র মহৌষধির পরম আশ্চর্য্য প্রভাব কে না কীর্ত্তন করে?

শ্রীরাধা। (মনে মনে) আমি কি নির্ল্লজ্জ, ঈদৃশ গুণশালি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এই হত শরীর এখন কি প্রকারে ধারণ করিব, অতএব কালিয় হ্রদ প্রবেশের উপায় অনুসরণ করি। (এই বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) বিশাখে! তুমি গুরুজন নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে জানাও যে আমি দ্বাদশাদিত্য তীর্থে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৬২ ॥

বিশাখা। প্রিয়সখি! ভাল স্মরণ করিয়া দিলা, যে হেতু

বি এদং জেব্ব দাণিং আদিটঠম্হি তা এহি ইত্যুভে পরিক্রামতঃ।

রাধিকা। সব্যামোহং ॥ ৬৩ ॥

মং পরিহরই মুউন্দো তহবি দুরাসা বিরোহিণী ডহই।

ছায়া। তদেহি ॥ ৬৩ ॥

মাং পরিহরতি মুকুন্দঃ তদপি দুরাশা বিরোধিনী দহতি। মম সখি

আর্য্যা জটিলাও এক্ষণে আমাদিগকে ইহাই আদেশ করিয়াছেন, তবে আইস। এই বলিয়া দুই জনে গমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা। (মোহের সহিত) সখি! মুকুন্দ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বিরোধিনী দুরাশা আমাকে দগ্ধ করিতেছে, হে সখি! এক্ষণে আর আমার অন্য আশ্রয় নাই, গভীর জলশালিনী যমভগিনী যমুনাই একমাত্র আশ্রয় দেখিতেছি ॥

যথারাগ ॥

মোরে তেয়াগিল, শ্যামল সুন্দর, শুনিল এসব কাণে। দুরাশা বিরোধি, হঞা নিরবধি, তথাপি দগধে মনে ॥ সই দঢ়াইলু এই সার। সে হরি দুর্ল্লভ, না হয় সুলভ, মরণে সে প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥ কালিন্দী গভীর, জলের ভিতর, প্রবেশ করিব আমি। তবে সে পিরিতি, রহয়ে কি রীতি, নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥ বিশাখা শুনিয়া, দুঃখি ভেল হিয়া, বুঝিয়া ধৈরজ রহ ॥ এমতে রাধিকা, ব্যাকুলা

মহ সহি গহীরণীরা সরণং বহিণী কিদান্তস্স ॥

বিশাখা। হলা পেক্খ পত্থাণে মঙ্গল সূঅণাইং সউণাইং তা এব্বং মা ভণ ॥

রাধিকা। পুরো দৃষ্ট্বা ॥ ৬৪ ॥

হলা কধং এসা পুব্ব দিসামুহে অআলিঈ সঞ্ঝা দীসই।

বিশাখা। ণ ক্খু সঞ্ঝা পেক্খ পক্খন্দণে সূরস্স বল্লহা পরিফুল্লিদা ওড্ড্রাই রেহদি। তা ইমস্স অগ্ঘকাতুং এণং অবচিণুহ্ম ॥ ৬৫ ॥

গভীর নীরা শরণং ভগিনী কৃতান্তস্য। হলা পশ্য প্রস্থানে মঙ্গল সূচনানি শকুনানি তদেবং মা ভণ ॥ ৬৪ ॥

হলা কথমেষা পূর্ব্বদিঙ্মুখে আকালিকী সন্ধ্যা দৃশ্যতে ন খলু সন্ধ্যা প্রস্কন্দনে সূর্য্যস্য বল্লভা ওড্রাজী রাজতি। তদস্য অর্ঘ্যং কর্ত্তুং এতদব চিম্বঃ ॥ ৬৫ ॥

অধিকা, ভাবের তরঙ্গে ভাসে। অনুরাগে মন, ধৈর্য্য নহে পুন, ভণে যদুনাথ দাসে ॥

বিশাখা। সখি! আর একথা বলিও না, ঐ দেখ তোমার প্রস্থানের মঙ্গলসূচক পক্ষি সকল শব্দ করিতেছে ॥

শ্রীরাধা। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) ॥ ৬৪ ॥

সখি! কি প্রকারে পূর্ব্বদিকে এই আকালিকী সন্ধ্যা দেখিতেছি ॥

বিশাখা। সখি ওত সন্ধ্যা নয়, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যপ্রিয় জবা কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তবে চল সূর্য্যদেবের অর্ঘ্য নিমিত্ত ঐ সকল কুসুম চয়ন করি গিয়া ॥ ৬৫ ॥

ইত্যুভে তথা কুরুতঃ।

ততঃ প্রবিশতি বটুনা সহ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে সেয়ং রাধাধর কান্তি তস্করী জবা রাজিঃ।

মধুমঙ্গলঃ। অদো ণং ণিপ্পীড়িঅ ণিম্মাহি পচ্চণঙ্গ লেহং।

কৃষ্ণঃ। পরিক্রম্য সবিস্ময়ং।

এষা নান্তিকবর্ত্তিনী সুরগিরে রৈলাবৃত্তী হন্ত ভূ
রগ্রে কিং কলয়ামি কাঞ্চনরুচামুদ্গার গৌরীর্দ্দিশঃ।
আং জ্ঞাতং মণিনূপুর ধ্বনিভরাদালী জনালঙ্কৃতা

অতএতৎ নিষ্পিড্য নির্ম্মাহি প্রত্যনঙ্গ লেখং। সুরগিরেঃ সুমেরোঃ। ঐলাবৃতী ইলাবৃত সম্বন্ধিনী ভূরেষা হন্ত নিশ্চিতং ন ভবতি তৎ কিং কাঞ্চন কান্তীনাং উদ্গারেণ গৌরীঃ পীতবর্ণাঃ দিশঃ কস্মাৎ পশ্যামি নিশ্চিত্যাহ

এই বলিয়া দুইজনে কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন।

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে! শ্রীরাধার অধর কান্তি অপহরণকারিণী সেই এই জবা শ্রেণী।

মধুমঙ্গল। তাইত, সখে! জবা কুসুম নিষ্পীড়ন করিয়া অনঙ্গলেখার প্রত্যুত্তর লিপি নির্ম্মাণ কর॥

কৃষ্ণ। (প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত) সখে! এত সুমেরু সমীপবর্ত্তি ইলাবৃত বর্ষ সম্বন্ধীয়া ভূমি নহে, তবে কি প্রকারে সম্মুখে দিঙ্মণ্ডলকে স্বর্ণকান্তি উদ্গীরণকারি গৌরবর্ণ দেখিতেছি। অতএব মণি নূপুরের ধ্বনি দ্বারা নিশ্চয় জানিলাম, সখিগণ সমভিব্যাহারে কান্তি সকলের

কান্তীনাং কুলদেবতা বিলসিতুং বৃন্দাটবীং বিন্দতি ॥ ৬৬

মধুমঙ্গলঃ। হন্ত ভোঃ মগ্গিজ্জন্তম্মি বাউরা সাহণে কুরঙ্গী সঅং হত্থং গদা ॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দং। সখে সাধু বিজ্ঞাতং। তদত্র বৃক্ষান্তরিতৌ শৃণুবঃ কিমসৌ প্রস্তৌতি ইতি তথাস্থিতৌ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা। বিশাখামালিঙ্গ্য সাস্রং। হলা এসো জনো কধাপসঙ্গে সঅং সুমরিদব্বো ॥

আং জ্ঞাতমিত্যাদি ॥ ৬৬ ॥

ভো মৃগ্যমানে বাগুড়া সাধনে কুরঙ্গী স্বয়ং হস্তং গতা। বাগুড়া মৃগবন্ধনীত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

এষ জনঃ কথা প্রসঙ্গে স্বয়ং স্মর্ত্তব্যঃ। সখি অক্ষীণ ধীরত্বাদি গুণা ত্বং ভণ্যসে তৎ কিমিতি এবমুদ্বিগ্নাসি। সখি নির্গুণীকৃতাস্মি তেন ধূর্ত্তেন।

কুলদেবতা বিলাসার্থ বৃন্দাবন পর্য্যটন করিতেছেন ॥ ৬৬

মধুমঙ্গল। অহে! অন্বেষণ করিয়া বাগুড়া দ্বারা যে কুরঙ্গীকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সেই কুরঙ্গী স্বয়ং অসিয়া হস্তগত হইল ॥

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) সখে! ভাল জানিয়াছ, তবে চল আমরা দুইজনে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া ইনি কি বলেন শ্রবণ করি। এই বলিয়া দুই জনে সেই রূপে অবস্থিত হইলেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা। (বিশাখাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাশ্রুনেত্রে) সখি! কথার প্রসঙ্গে মাদৃশ জনকে স্মরণ করিও ॥

বিশাখা। সবাস্পং। সহি অচ্ছীণ ধীরত্তণাদি গুণা ভণিজ্জসি তা কিন্তি এব্বং উব্বিগ্গাসি।

রাধিকা। সহি ণিগ্গুণী কিদম্মি তিণা ধুত্তেণ। ইতি সংস্কৃতেন।

যস্যোর স্থলমণ্ডলং ধৃতিনদীরোধক্রিয়াপণ্ডিতং
বক্ত্রেন্দু কুলধর্ম্মপঙ্কজবনী সঙ্কোচদীক্ষাব্রতী।

যস্যোর ইতি উদঞ্চিতঃ চিরব্রীড়ায়া অভিচার অধ্বরো বাহ্বোঃ দৃশোর্ভঙ্গী

বিশাখা। (অশ্রু মোচন করিতে করিতে) সখি! তোমাকে লোকে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যগুণ শালিনী বলিয়া থাকে, তবে কেন তুমি এ প্রকার উদ্বিগ্না হইতেছ?॥

শ্রীরাধা। সখি! সেই ধূর্ত্তইত আমাকে গুণহীনা করিয়াছে (এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়) সখি! যাঁহার বিশাল বক্ষঃ-স্থল কুলস্ত্রীদিগের ধৈর্য্য নদী রোধ করিতে সুপণ্ডিত, যাঁহার মুখচন্দ্র কুলধর্ম্মরূপ পঙ্কজ বনকে সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত দীক্ষা পূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিয়াছে এবং যাঁহার বাহুদ্বয় উন্নত লজ্জা বিনাশ জন্য অভিচার রূপ যজ্ঞের যূপ সদৃশ অর্থাৎ যজ্ঞীয়পশু বন্ধন নিমিত্ত কাষ্ঠ বিশেষ। হা কষ্ট হে সখি! অধিক কি বলিব, যাহার লোচন ভঙ্গী রূপ ভুজঙ্গী কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে॥ ৬৮॥

যথারাগ॥

যার পরিসর বুক, জাগয়ে সকল সুখ, হরে কুলনারী

দোর্দ্দর্পৌ নিতরামুদঞ্চিত চিরব্রীড়াভিচারাধ্বরৌ
হা কষ্টং নিখিলঙ্গিলা সখি দৃশোর্ভঙ্গী ভুজঙ্গীতু সা। ॥ ৬৮

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে তন্মাধুর্য্যেণ মাধবশ্চ জড়ীকৃত্য নিগুর্ণামবস্থাং নীতোঽহয়ং ॥

ভুজঙ্গীতু নিখিলঙ্গিলা নিখিলঙ্গিলতি ॥ ৬৮ ॥

ভো বকীহন্তঃ পূতনাঘাতিন্ বাল্যমারভ্যৈব স্ত্রীবধে অভ্যাসো বর্ত্ততে এব ইত্যর্থঃ। গৃহান্তরিতি। যদিচ এতাং দশাং নীতা বয়ং তথাপি অধুনা উদা-

---

গণ চিত। তাহার মাধুরী ভাল, যত কুলাঙ্গনা জাল, ধৈর্য্য নদী ধোরণ পণ্ডিত ॥ সখি হে কহ এবে কি করিব আমি। সুন্দর মধুর নাম মাধুর্য্য মুরলী গান, তাতে ধৈর্য্য ধরে কেবা প্রাণী ॥ ধ্রু ॥ বদন চান্দের ছান্দ, মদন দেখিয়া ধান্দ, অখণ্ড নলিনী নিশি দিনে। কুলাঙ্গনা ধর্ম্ম যত, পঙ্কজ বনের মত, তাহা সঙ্কোচিত করে হিমে ॥ কৃষ্ণ বাহু দুই নহে, কন্দর্পের স্রুব বহে, সতী লজ্জা হরি করে জাগে। নয়ন ভঙ্গিম ঠাম, শীতল ভুজঙ্গ ভাল, দেখি ধর্ম্ম ভেক গণ ভাগে ॥ তাঁহা প্রতি অঙ্গতার, মদন বাণের জাল, অলখিতে কুলবতী চিত। বিন্ধিয়া বিকল করে, প্রাণ নাহি রহে ধরে, কহে যদুনন্দন এ রীত ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার মাধুর্য্য মাধবকেও জড়ীভূত করিয়া নিগুর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করাইয়াছে ॥

রাধিকা। আকাশে অঞ্জলিং বধ্বা সংস্কৃতেন।

ভোবকীহন্তঃ।

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজ সহজ বাল্যস্য বলনা

দভদ্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্।

বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং

সীন পদবী কিং নাথ্যা ন্যায়োচিতা তস্মাদস্মাকং যথার্থমেব ব্যবসায় ইতি ভাবঃ॥ ৬৯॥
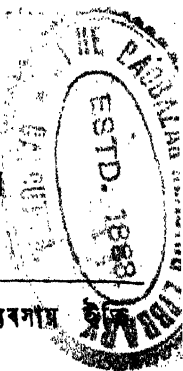
শ্রীরাধা। (আকাশে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) অহে পূতনাঘাতিন্! অর্থাৎ বাল্য অবধিই তোমার স্ত্রী বধে অভ্যাস আছে। যাহা হউক আমরা স্বীয় বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত গৃহ মধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকি, ভাল মন্দ কিছুই জানিনা, ইহাতে কি তোমার আমাদিগকে আশ্রয় শূন্য দশা প্রাপ্ত করাণ উচিত, অথবা তোমার উদাসীন পদবী অবলম্বন করাই কি যুক্তি সঙ্গত॥

যথা রাগ॥

গৃহের ভিতরে হরিষ অন্তরে খেলিয়ে বিবিধ খেলা। সহজে আপন, বয়স যেমন, নবীন কুলের বালা॥ হরি হরি হেন না বুঝিয়ে। গৃহ ছাড়াইয়া কুপথে ফেলিয়া উদাসীন হৈলা মোরে॥ ধ্রু॥ ভাল মন্দ আমি, কিছু নাহি জানি, হেন দশা কৈলে কেনে। অতি অবিচার, দেখিয়া ব্যভার, চমক লাগয়ে মনে॥ উদাসীন কৈলে, পুন তেয়াগিলে, তুমি নিদারুণ রাজ। তোহে নাহি

কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীন পদবী ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে কঃ খলু জিজীবিষুর্জীবাতুভূতায়াং সিদ্ধৌষধি লতায়ামুদাস্তে ॥ ৬৯ ॥

রাধিকা। নিঃশ্বস্য। হলা এসা পিআ মে এক্কাবলী অপ্পণো কণ্ঠে তুএ ধারণিজ্জা ইতি কণ্ঠাদেকাবলীমুত্তারয়তি।

বিশাখা। হঠান্নিবার্য্য। হলা এব্বং অণুদিট্ঠন্তী কিত্তিমং ডহসি জং ললিদং পড়িক্খিঅ ণিরুজ্জমম্হি ইতি রোদিতি

এষা প্রিয়া মে একাবলী ত্বয়া কণ্ঠে ধারণীয়া। হলা এবমনুতিষ্ঠন্তী কিমিতি মাং দহসি। যৎ ললিতাং প্রতীক্ষ্য নিরুদ্যমাস্মি ॥

দুঃখ, মোর ফাটে বুক, জীবনে লাগয়ে লাজ ॥ শয়ন ভোজনে, তনু বেশ গণে, তিলেক না লয়ে চিত। এ যদু-নন্দন, দাস তহি ভণ, নবীন লেহক রীত ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! কোন্ জন বাঁচিতে ইচ্ছা করিয়া জীবনৌষধি স্বরূপ সিদ্ধ ঔষধি লতাকে উপেক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৬৯॥

শ্রীরাধা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! আমার এই প্রিয়তম একাবলী হার গাছটী তুমি আপনার কণ্ঠে ধারণ কর, এই বলিয়া স্বীয় কণ্ঠ হইতে একাবলী হার উত্তারণ করিলেন ॥

বিশাখা। (হঠাৎ নিবারণ করিয়া) সখি! এপ্রকার অনু-ষ্ঠান করিয়া কেন আমাকে দগ্ধ করিতেছ, যে হেতু আমি ললিতাকে প্রতীক্ষা করিয়া নিরুদ্যম হইয়া রহি-য়াছি। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥

রাধিকা। সংস্কৃতেন।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মারোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর কৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণঃ। সাস্রং। সখে দৃষ্টানুরাগস্য সাধিষ্ঠতা।

রাধিকা। স্বগতং তুবরাবেদি মং কাবি ঘণুক্কণ্ঠা। প্রকাশং। হলা সূরং অচ্চিঅ কিম্পি অত্তথিহু কামম্হি। তা জাব

অকারুণ্য ইতি উত্তরকৃতিঃ অন্ত্যেষ্টি কর্ম্মঃ ॥ ৭০ ॥

সাধিষ্ঠেতি অন্তিক বাঢ়য়োর্নেদ সাধাবিতি বাঢ়স্য সাধাদেশঃ। ত্বরয়তি মাং কাপি ঘণোৎকণ্ঠা। সখি সূর্য্যমর্চ্চয়িত্বা কিমপ্যর্থয়িতু কামাস্মি তৎ যাবৎ

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই, আর বৃথা রোদন করিও না, তমাল বৃক্ষের শাখায় বাহু-লতা আবদ্ধ করিয়া যাহাতে বৃন্দাবন মধ্যে চিরকাল অবি-চলভাবে আমার এই দেহ অবস্থিত থাকে এমত করিয়া আন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিও ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ। (অশ্রু মোচন করিতে করিতে) সখে! অনুরাগের আতিশয্য দেখিলে ?।

শ্রীরাধা। (মনে মনে) যমুনা প্রবেশ নিমিত্ত গাঢ় উৎকণ্ঠা আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। (প্রকাশ করিয়া) সখি! সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিয়া কোন বিষয় কামনা

সিণাণং কদুঅ ণিব্বুত্তা ভবে তাব তুমং এথ পুপ্ফং অব-চিণেহি ইতি তীর্থাভিমুখং দ্বিত্রাণি পদানি গত্বা পুনরাত্মগতং।

হন্ত হন্ত সো তিল্লোক্ক মোহণ মুহচন্দো পুণো মএ ণ দিট্‌ঠা ইতি সোৎকণ্ঠং নিবৃত্য প্রকাশং।

হলা পসীদ পসীদ দংসেহি ণং পড়িচ্ছন্দঅং।

বিশাখা। সহি ণত্থি এথ চিত্তফলঅং।

রাধিকা। সব্যথং। তদো পণিহাণেণ ণং পচ্চক্খী করিস্‌সং।

স্নানং কৃত্বা নিবৃত্তা ভবেয়ং তাবত্বং অত্র পুষ্পমবচিনু। হন্ত স ত্রৈলোক্য মোহন মুখচন্দ্রো ময়া পুন র্ন দৃষ্টঃ। হলা প্রসীদ দর্শয় এনং প্রতিচ্ছন্দকং। সখি নাস্ত্যত্র চিত্র ফলকং ততঃ প্রণিধানেন এনং প্রত্যক্ষী করিষ্যামি ॥ ৭১ ॥

করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যাবৎ আমি স্নান না করিয়া আইসি, তাবৎ তুমি পুষ্পচয়ন কর, এই বলিয়া যমুনাভিমুখে দুই তিন পদ গমন পূর্ব্বক (পুনরায় মনে মনে) হায়! সেই ত্রৈলোক্য মোহন শ্রীকৃষ্ণের মুখ চন্দ্র পুনরায় আর আমি দেখিতে পাইলাম না ? (এই বলিয়া সোৎকণ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া) সখি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আর একবার আমাকে সেই চিত্র-পটখানি দেখাও ॥

বিশাখা। সখি! এখানে ত চিত্রফলক নাই ॥

শ্রীরাধা। (ব্যথার সহিত) তবে ধ্যান করিয়া ইহাঁকে প্রত্যক্ষ করিব ॥

ইতি ধ্যানং নাটয়তি ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে পীতমপীতপূর্ব্বং উন্মাদকং শ্রোত্র মাধ্বীকং।
তদগ্রতো গচ্ছাব ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ।

বিশাখা। বিলোক্য সানন্দ সংভ্রমং। সহি দিট্‌ঠিআ তুজ্‌ঝ
সুহজ্‌ঝাণেণ ফলিদং। তা ঝত্তি উগ্‌ঘাড়েহি লোঅণং।

রাধিকা। দৃশৌ দরোন্মীল্য চমৎকারং নাটয়তি ॥

বিশাখা। সংস্কৃতেন ॥ ৭২ ॥
যদর্থং সঙ্কীর্ণে তপসি হত কন্দর্প কদনে
মৃদুং বা দুর্ব্বারে জ্বলয়সি তনুং প্রেমদহনে।

সখি দৃষ্ট্যা তব শুভ ধ্যানেন ফলিতং তৎ ঝটিতি উদ্‌ঘাটয় লোচনং ॥ ৭২ ॥
যদর্থমিতি অখণ্ডেন আপীড়ং শিরোঽবতংসং কলয়ন্ ধারয়ন্ ॥ ৭৩ ॥

এই বলিয়া ধ্যান মুদ্রা অভিনয় করিলেন ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণ। সখে! পূর্ব্বে কখন যাহা শ্রবণ কর নাই এমত কর্ণ রসায়ন বাক্য শ্রবণ করিলা ত, তবে আইস আমরা অগ্রে গমন করি। এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন ॥

বিশাখা। (অবলোকন করিয়া আনন্দ সম্ভ্রম সহকারে) সখি! কি ভাগ্যের বিষয়, তোমার শুভ ধ্যান সফল হইল, অতএব শীঘ্র লোচন যুগল উন্মোচন কর ॥

শ্রীরাধা। ঈষৎ নয়ন উন্মীলন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ॥ ৭২ ॥

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! তুমি যাহার জন্য নিবিড় কন্দর্প পীড়ায় পতিত হইয়াছ এবং যাহার নিমিত্ত

অখণ্ডেনাপীড়ং সখি নব শিখণ্ডেন কলয়ন্
বিলাসী সোঽয়ন্তে স্ফুরতি পুরতো জীবিতপতিঃ ॥ ৭৩ ॥

রাধিকা। অম্মহে সিবিণস্স মাহুরী।

বিশাখা। অবিসদ্ধে এসো দে অউরুব্বো সিবিণো যো ণিদ্দাএ বিণাবি ণিপ্পণো ॥

কৃষ্ণঃ। অসৌ দৃগ্‌ভঙ্গীভিঃ কুসুমশরমঙ্গীকৃতশরং
স্বজন্তী দন্তীন্দ্র ক্রমণ কমনীয়ালস গতিঃ।
অদূরে রম্ভোরুরিহ বদন বিম্বস্য সুষমা

অহো স্বপ্নস্য মাধুরী। অবিশ্রব্ধে তে এষঃ অপূর্ব্ব স্বপ্নঃ যো নিদ্রয়া বিনাপি নিষ্পন্নঃ ॥ ৭৪ ॥

দুর্ব্বার প্রেমানল তোমার মৃদু কলেবর দগ্ধ করিতেছে, সেই অখণ্ড নব ময়ূরপুচ্ছধারী বিলাসশীল সেই এই তোমার জীবিতপতি অগ্রে দণ্ডায়মান ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধা। অহো! স্বপ্নের কি আশ্চর্য্য মাধুরী।

বিশাখা। অবিশ্বাসিনি! এ তোমার আশ্চর্য্য স্বপ্ন, যে হেতু নিদ্রা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য! অদূরবর্ত্তিনী এই গুরু নিতম্বিনী আপনার সুমন্দ গতি দ্বারা মত্ত করীন্দ্রের গতিকে ন্যক্কার করিয়া দৃগ্‌ভঙ্গী দ্বারা সশর কুসুমশরকে সৃজন করিতেছেন এবং স্বীয় বদন বিম্বের শোভা দ্বারা প্রফুল্ল কমলের মধুরিমাকেও দমিত করিতেছেন ॥

সমারম্ভাদম্ভোরুহ মধুরিমাণং দময়তি ॥

রাধিকা। কৃষ্ণে দৃগন্তং নর্ত্তয়ন্তী স্বগতং ॥ ৭৪ ॥

সাহু রে হিঅঅ সাহু দিট্‌ঠিআ মুহুত্তং বিলম্বিদং।

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা ধূর্ত্তে বিশাখিকে সমন্তান্মৃগ্যমানা দিষ্ট্যা ত্বমত্র দৃষ্টাসি। যদদ্য ভবত্যা রূপ সাদৃশ্যাদপাকিম গুঞ্জা-

---

সাধু রে হৃদয় সাধু সাধু দিষ্ট্যা মুহূর্ত্তং বিলম্বিতং ॥ ৭৫ ॥

যথারাগ ॥

দীঘল নয়ন ভঙ্গী, করে শর বররঙ্গী, অঙ্গীকার করয়ে স্বজন। মন্থর গমনী ধনী রমণীর শিরোমণি, গজপতি করয়ে দমন ॥ ধনি ধনি এই রূপ অতি নিরুপমা। বিজুরী ঝলকে অঙ্গ, লাবণি অমিয়া ভঙ্গ, যে কহয়ে নহে কেহো সমা ॥ ধ্রু ॥ রাম রম্ভাগণ জিনি, উরুযুগ সুবলনী, উন্নত নিতম্ব মনোহরা। উচ্চ কুচ যুগ শোভা, মাজা হীন কেশরি লোভা, তাতে নব যৌবনের ভরা ॥ বদন কমল বন, দমন মাধুরীগণ, তাহাতে মধুর মৃদু হাস। শোভা দেখি স্তব্ধ মন, হৈল কৃষ্ণ সেই ক্ষণ, দেখি যদুনন্দন উল্লাস ॥

শ্রীরাধা। (নয়ন প্রান্ত নৃত্য করাইয়া মনে মনে) ॥ ৭৪ ॥

সাধু রে হৃদয়! ভাল ভাল, বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তুই ক্ষণকাল বিলম্ব করিলি।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে ধূর্ত্তে বিশাখিকে! আমি চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া, অদৃষ্ট বশতঃ তোমাকে এই

হারেণ মাং প্রতার্য্য তুল্লর্ভা মে রঙ্গণমালিকাহপনীতা॥ ৭৫

মধুমঙ্গলঃ। ভো ণং রাহীএ কণ্ঠাদো দীসন্তীং অপ্পণো রঙ্গণ মালিঅং সঅং জেব্ব আঅড্ডিঅ গেহ্ন ॥

কৃষ্ণঃ। সখে জানতাপি ভবতা কিমিদমনায্যমুপন্যস্তং। ন খলু ময়া স্বপ্নেহপি কামিনী স্পর্শ স্মর্য্যতে॥

রাধিকা। স্বগতং। ইমস্স পরিহাসো বি এসো সঙ্কিদাএ মহ সচ্চো পতিভাদি ॥ ৭৬ ॥

বিশাখা। বিহস্য অই বরাঙ্গণাতরঙ্গিণীণং মহাসাঅর চিট্ঠ

ভো রাধায়াঃ কণ্ঠতো দৃশ্যমানাং আত্মনো রঙ্গণ মালিকাং স্বয়মেবাকৃষ্য গৃহাণ। এতস্য। পরিহাসোহপি এষ শঙ্কিতায়া মম সত্যঃ প্রতিভাতি ॥ ৭৬ ॥ অয়ি বরাঙ্গনা তরঙ্গিণীনাং মহাসাগর তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইদানীমপি ইমানি

খানে দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক তুমি আজি রূপের সৌসাদৃশ্য প্রযুক্ত অপক্ক গুঞ্জাহার দ্বারা আমাকে প্রতারণা করিয়া আমার তুল্লর্ভ রঙ্গণমালা লইয়া গিয়াছ।৭৫

মধুমঙ্গল। সখে! তোমার এই রঙ্গণমালা শ্রীরাধার কণ্ঠে দেখিতেছি অতএব স্বয়ং আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। সখে! তুমি ত সকলই জান, তবে কেন আমাকে অনায্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছ, নিশ্চয় বলিতেছি, আমি স্বপ্নেও কখন কামিনী স্পর্শ স্মরণ করি না ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) ইহার পরিহাসও শঙ্কিত চিত্তা আমার সম্বন্ধে সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

বিশাখা। (হাস্য করিয়া) অহে বরাঙ্গনা তরঙ্গিণী গণের

চিট্‌ঠ দাণিং বি ইমাইং দীসন্তি তুজ্ঝ অঙ্গেসু তাণং চিহ্নাইং ইতি সংস্কৃতেন ॥ ৭৭ ॥

আকৃষ্টানি কটাক্ষভঙ্গিভিরলং গোপাঙ্গনানাং ত্বয়া
রক্তান্যত্র মনাংসি যানি নিমিষোন্মুক্তানি নেত্রান্যপি।
তান্যেতানি ভবান্ নবাঞ্জনতনো গুঞ্জাবলীনাং ছলাৎ
পিঞ্ছানাঞ্চ সদা প্রসাধন ধিয়া সন্ধারয়ন্নন্দতি ॥

দৃশ্যন্তে তব অঙ্গে তাসাং চিহ্নানি ॥ ৭৭ ॥

আকৃষ্টানিতি হে নবাঞ্জনতনো গুঞ্জাবলীনাং ছলাৎ রক্তানি মনাংসি। পিঞ্ছানাঞ্চ ছলাৎ নির্নিমেষ নেত্রাণিচ প্রসাধনং ত্বাভরণং তদ্বুদ্ধ্যা ধারয়ন্ ॥ ৭৮

মহাসাগর! অর্থাৎ তুমি সুন্দরী কামিনী রূপা নদীগণের আশ্রয় স্বরূপ সমুদ্র বিশেষ, থাক থাক, এখনও তোমার অঙ্গে সেই সকল কামিনীদিগের এই সমুদায় চিহ্ন দেখিতেছি। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭৭ ॥

হে নবকজ্জল তনো! তুমি কটাক্ষ ভঙ্গি দ্বারা গোপাঙ্গনাদিগের অনুরক্ত মন এবং অনিমিষ লোচন আকর্ষণ পূর্ব্বক গুঞ্জাবলী ছলে ও ময়ূরপুচ্ছে অলঙ্কার বুদ্ধিতে ঐ দুইটীকে ধারণ করিয়া সুখে বিরাজ করিতেছ ॥

তাৎপর্য্য। অনুরাগ রক্ত বর্ণ প্রযুক্ত গুঞ্জার সহিত সাধর্ম্ম্য থাকায় গুঞ্জাবলীর ধারণ ছলে মন হরণ করিয়াছ, আর অনিমিষ লোচনে শিখিচন্দ্রকের তুল্যতা হেতু অলঙ্কার বুদ্ধিতে আপনাতে ঐ চক্ষু ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ গোপরামাদিগের মন ও চক্ষু তোমাতেই আশক্ত হইয়াছে ॥

কৃষ্ণঃ। সহর্ষমাত্মগতং।

প্রমদরস তরঙ্গস্মেরগণ্ড স্থলায়াঃ

স্মরধনুরনুবন্ধি ভ্রূলতা লাস্যভাজঃ।

মদকলচল ভৃঙ্গীভ্রান্তি ভঙ্গী দধানো

হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥ ৭৮॥

নেপথ্যে। ণত্তিণি বিসাহে॥

কৃষ্ণঃ। কথমকাণ্ডে জরাপাণ্ডুরেয়ং জটিলা।

প্রবিশ্য জটিলা পুরো দৃষ্ট্বা স্বগতং।

কহং এত্থ কহ্নো। প্রকাশং। বিসাহে কিত্তি ইমাইং

ধূঅ গন্ধ রত্ত চন্দণাইং তুএ বিস্সুমরিদাইং।

নেপথ্যে নপ্ত্রি বিশাখে কথমত্র কৃষ্ণঃ। বিশাখে কিমিত্যেতানি ধূপগন্ধ রক্তচন্দনানি ত্বয়া বিস্মৃতানি॥

কৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত মনে মনে) যাঁহার আনন্দ রস নিবন্ধন হাস্য দ্বারা গণ্ড স্থল প্রফুল্ল হইয়াছে, যাঁহার কন্দর্প ধনু সদৃশ ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই সলোমাঙ্গী শ্রীরাধার মত্ততানিবন্ধন মধুরভাষিণী চঞ্চল ভৃঙ্গীর ভ্রান্তি সম্পাদক কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিল॥ ৭৮॥

নেপথ্যে। হে নপ্ত্রি বিশাখে!

কৃষ্ণ। কি করিয়া অনবসরে জরাপাণ্ডুরবর্ণা জটিলা আসিল?।

জটিলা। (প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে) কৃষ্ণ আবার এখানে কেন? (প্রকাশ করিয়া) বিশাখে! তুমি যে ধূপ, গন্ধ ও রক্তচন্দন সকলই বিস্মৃত হইয়াছ!।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং।

চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়াশ্চকোরে পাতুমুদ্যতে।

পিধানং বিদধে হন্ত শরদম্ভোধরাবলী॥

প্রকাশং। মাতুর্মাতুলানি প্রণমামি॥ ৭৯॥

জটিলা। মোহন বল্লঅ কিসোরী উলে অবঙ্ক দিট্‌ঠী হোহী।

মধুমঙ্গলঃ। বিহস্য ভো দহীচীহড্ড কক্কসে এসো সব্বদা উদার দিট্‌ঠী চ্চেঅ মজ্‌ঝ পিঅবঅস্‌সো তুমং কৃখু কেঅরচ্ছী তা অপ্পাণং আসিসেহি॥ ৮০॥

চন্দ্রিকামিতি শরদম্ভোধর স্থানীয়া জটিলা ॥ ৭৯॥

মোহন বল্লবকিশোরীকুলে অবক্র দৃষ্টি র্ভব। ভো দধিচ্যস্থি কর্কশে বজ্রাদপি কঠোরেত্যর্থঃ। এষ সর্ব্বদা উদার দৃষ্টিরেব মম প্রিয় বয়স্যঃ ত্বং খলু কেকরাক্ষী তদাত্মানং আশিষয় ॥ ৮০॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) হায়! চকোর চন্দ্রকলার চন্দ্রিকা পান করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্রেই শারদীয় শ্বেত মেঘ মালা আসিয়া চন্দ্রকলা অচ্ছাদন করিল। (প্রকাশ করিয়া) মাতৃমাতুলানি! প্রণাম করি॥ ৭৯॥

জটিলা। মোহন! গোপকিশোরী কুলে তোমার অবক্র দৃষ্টি হউক॥

মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হে দধিচ্যস্থিকর্কশে! অর্থাৎ তুমি বজ্র অপেক্ষাও কঠিনা, আমার এই প্রিয়বয়স্য সর্ব্বদা উদার দৃষ্টি, তুমিই ত বক্র দৃষ্টি অর্থাৎ টেরা চোখো অতএব আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর॥ ৮০॥

জটিলা। ভো কিসোরীভুঅঙ্গ কীস্ন তুমং আঅদোসি।

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে লোকোত্তরান্নুরাগ চমৎকারিণীয়ং সুজবা লক্ষ্মীঃ কং বা নাকর্ষতি ॥ ৮১ ॥

জটিলা। স্বগতং। ণূণং ভঅবদীএ বিজ্জাপ্পহাব সংভাবিতা ইমস্স এত্থ উবসত্তী। প্রকাশং। মোহণ ঝত্তি ইদো গচ্ছেহি ॥ ৮২ ॥

ভো কিশোরীভুজঙ্গ কস্মাত্বং আগতোসি সুষ্ঠু জবানাং ওড্রু পুষ্পাণাং লক্ষ্মীঃ শোভা পক্ষে সুষ্ঠু যবো যশোব্যঞ্জক চিহ্ন বিশেষো যস্যাঃ সা ইয়ং রাধা এব লক্ষ্মী স্তত্তুল্যত্বাৎ যদ্বা শোভাময়ীত্বাৎ কিদৃশী লোকোত্তরো যোঽনুগতো রাগঃ রক্তিমা তেন চমৎকারিণী পক্ষে স্পষ্টঃ ॥ ৮১ ॥

নূনং ভগবত্যা বিদ্যা প্রভাব সংভাবিতা অস্য অত্রোপসত্তিঃ। মোহন ঝটিতি ইতো গচ্ছ ॥ ৮২ ॥

জটিলা। অহে কিশোরীকামুক! তুমি কি কারণে এখানে আসিয়াছ?।

কৃষ্ণ। আর্য্যে! এই লোকাতীত রক্তগুণশালিনী জবা পুষ্পের মনোহর শোভা কোন্ জনকে আকর্ষণ না করে॥ পক্ষে অলৌকিক অনুরাগবতী যশঃ প্রকাশক যব চিহ্ন ধারিণী লক্ষ্মী রূপা এই রাধা কোন্ ব্যক্তিকে আকর্ষণ না করিয়া থাকেন? ॥ ৮১ ॥

জটিলা। (মনে মনে) নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভগবতী পৌর্ণমাসীর বিদ্যার প্রভাবেই ইহার এ স্থলে আগমন হইয়াছে। (প্রকাশ পূর্ব্বক) মোহন! শীঘ্র এ খান হইতে প্রস্থান কর ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণঃ। অয়ি জল্পাকি বৃদ্ধে কিমিত্যাকুলাসি স্বচ্ছন্দতো গচ্ছেয়ং ॥

জটিলা। কুটিলং বিলোক্য সংস্কৃতেন।

নির্ধৌতানামখিল ধরণী মাধুরীণাং ধুরীণা
কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্য পার্শ্বে নবোঢ়া।
অন্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং
নিঃশঙ্কস্ত্বং ভ্রমসি ভবিতা নাকুলত্বং কুতো মে ॥

কৃষ্ণঃ। মৃষাশঙ্কিনি বৃদ্ধে মা প্রলাপং কৃথাঃ।

যাবদেতাং তে বধূমাকর্ণয়ং তাবন্মান্যাং ভাবয়ামি।

নির্ধৌতানাং সারভূতানাং মান্যাং মাননীয়াং। পক্ষে যা অন্যাং ন অনাদীয়াং স্বীয়মেবেত্যর্থঃ ॥

কৃষ্ণ। অয়ি বাচালিকে বৃদ্ধে! আপনি কেন ব্যাকূলা হইতেছেন, আমি ইচ্ছানুসারে গমন করিব ॥

জটিলা। (কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! অবলোকন কর, যাহার রূপ মাধুর্য্যে নিখিল জগতের মধুরতা তিরস্কৃত হইতেছে, সেই নবোঢ়া বধূ আমার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে এবং তুমিও এই গোকুল মধ্যে মনোহর নেত্র প্রান্ত নৃত্য করাইয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছ, সুতরাং ইহাতে আমার ব্যাকূলতা না হইবে কেন ? ॥

কৃষ্ণ। হে বৃদ্ধে! আপনি বৃথা আশঙ্কা করিয়া প্রলাপ করিবেন না, যে অবধি আপনার বধূ আমার কর্ণগোচর হইয়াছেন, সেই হইতে ইহাঁকে মান্য জ্ঞান করিয়া থাকি ॥

জটিলা। বিসাহে কিত্তি এত্তিঅং বিলম্বিদাসি।

বিশাখা। স্মিত্বা অজ্জেণং অগ্গদো দুল্ললিদং কুরঙ্গং পেক্খন্তী বিস্মিদম্হি। ইতি দৃষ্টিক্ষেপং ॥ ৮৩ ॥

অঅরুণ মুক্কিঅ চঙ্গং কুরঙ্গ পেম্মেণ সঙ্গদং হরিণীং।
বিহ্বলং কুন্দণ চডুলো ত্তুমং বণাদো বণং ভমসি।

বিশাখে কিমিতি এতাবৎ বিলম্বিতাসি। অজ্জে ইতি সাপদেশং বচনং কৃষ্ণং প্রতি। আর্য্যে এনং দুর্ল্লীতং কুরঙ্গং পশ্যন্তী বিস্মিতাস্মি। পক্ষে কুৎসিতং রঙ্গং যস্য তং ॥ ৮৩ ॥

অকরুণ ত্যক্ত্বা চঙ্গাং কুরঙ্গ প্রেম্না সঙ্গতাং হরিণীং। বিফলং কূর্দ্দন চটুলত্বং বনাদ্বনং ভ্রমসি। চঙ্গলঙ্গৌ মনোহরে ইতি কোষঃ। অস্থান

জটিলা। বিশাখে! তুমি এত বিলম্ব করিলা কেন ? ॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর্য্যে! আমি দুর্দান্ত কুরঙ্গ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। পক্ষে কুৎসিৎ রঙ্গশীল কৃষ্ণকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছি (এই বলিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপের সহিত) ॥ ৮৩ ॥

অহে অকরুণ কুরঙ্গ! প্রেম বশতঃ সমীপবর্ত্তিনী মনোজ্ঞা কুরঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা মনোহর কূর্দ্দন করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। কৃষ্ণ! তোমার করুণামাত্র নাই, অনুরাগ বশতঃ সমীপবর্ত্তিনী সুন্দরী রাধাকে উপেক্ষা করিয়া গমনভঙ্গি বিস্তার করত বৃথা কেন বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে, এই শ্রীরাধাকে অঙ্গীকার কর ॥

জটিলা। অপ্থাণ তুরগ্গহে মুঞ্চ কুরঙ্গরঙ্গ কোদূহলং।

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স পেক্খ এসো সতিণ্হো বি কীর জুআণো ণং মহুরং দাড়িমীং ণ পড়িবজ্জই ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা।

হৃদি তাড়িতোঽপি দাড়িমি
সুমনো রাগেণ তে রুচিং বহতা।
পকৃত্রিম রসাসি কিম্বা
নেতি শুকঃ শঙ্কয়োদাস্তে ॥

তুরাগ্রহে মুঞ্চ কুরঙ্গ রঙ্গকৌতূহলং। মধু প্রিয়বয়স্য পশ্য এষ সতৃষ্ণঃ কীরযুবা ইমাং মধুরাং দাড়িমীং ন প্রতিপদ্যতে ॥ ৮৪ ॥

সুমনোরাগেণ পুষ্পস্য রক্তিমা পক্ষে সুষ্ঠু মনসো রাগেণ প্রেম্না কীদৃশেন কান্তিং হরতা। হৃদি তাড়িতোঽপি যন্ত্রিতোঽপি তেন যদা পুষ্পিতা ত্বমাসী স্তদবধি শুকস্য ত্বয়ি ঔদাসীন্যং নাস্তি কিং পুন রিদানীং ফলিতায়ামিতি ভাবঃ।

জটিলা। অয়ি অস্থানতুরাগ্রহে! কুরঙ্গ কৌতূহল পরিত্যাগ কর ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! অবলোকন কর এই সতৃষ্ণ যুবক শুক পক্ষী এই মধুরা দাড়িমীকে গ্রহণ করিতেছে না ॥৮৪

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে দাড়িম্বি! তোমার মনোহর কান্তিধারি কুসুম দেখিয়াই শুক বশীকৃত চিত্ত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তোমার রসের পরিপাক দশা উপস্থিত হইল কি না এই বিবেচনায় শুক ঔদাসীন্য ভাব অবলম্বন করিতেছে ॥

বিশাখা। সদৃগ্‌ভঙ্গং রাধিকামবলোকতে ॥ ৮৫ ॥

রাধিকা। স্বগতং। হিঅঅ সমস্সস সমস্সস ইতি সখেদ মপবার্য্য সংস্কৃতেন।

পীতং নবাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কং
ন্যস্তং ময়াস্য বদনে নদৃগঞ্চলঞ্চ।
রম্যে চিরাদবসরে সখি লব্ধমাত্রে
হা দুর্ব্বিধির্বিরুরুধে জরতীচ্ছলেন ॥

সদৃগ্‌ভঙ্গমিতি কৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ কশ্চিদবগম্যতে ইতি ॥ ৮৫ ॥
হৃদয় সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। অপবার্য্যেতি রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরা-

---

বিশাখা। দৃগ্‌ভঙ্গির সহিত শ্রীরাধার প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ নেত্রভঙ্গি দ্বারা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও (এই বলিয়া খেদের সহিত হস্তাবরণ দিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আমি কখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত শ্রবণ পূর্ণ করিয়া পান করিতে পাই নাই এবং কখন নির্বিশঙ্কচিত্তে তদীয় বদন কমলে নয়নাঞ্চল নিক্ষেপ করি নাই, হে সখি! চিরকালের পর অদ্য রমণীয় অবসর উপস্থিত হইলেও, হায়! হত বিধি জরতীচ্ছলে বিরোধ করিল ॥

যথারাগ ॥

অমৃত বদন, মধুর বচন, শ্রবণ যুড়ায় যাতে। হেন বাণীগণ, ভরিয়া শ্রবণ, না শুনিল ভাল রীতে ॥ সই গো

জটিলা। স্বগতং। অম্মহে কণ্হ দিট্ঠিণো মহাপ্পং জং বহুএ সো উবসগ্গো তহ ণত্থি। প্রকাশং। বিসাহে পেক্খ অদিক্কমদি মজ্ঝণ্ণো তা তুরীঅং সূরমণ্ডবং পরিসহ্ম ইতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তাঃ।

বৃত্ত্যাপবারিতং। অহো কৃষ্ণদৃষ্টের্মাহাত্ম্যং যৎবধ্বাঃ স উপসর্গ স্তথা নাস্তি। বিশাখে পশ্য অতিক্রমতে মধ্যাহ্ন স্তত্ত্বরিতং সূর্য্যমণ্ডলং প্রবিশামঃ কৌমুদীয়মিতি তস্যা এবাধীনা রাধেয়মিত্যর্থঃ॥ ৮৬॥

চিরদিন অবসরে। এ হরি মিলিল, বিধি বৈরী ভেল, দারুণ জরতী ছলে॥ ধ্রু॥ মুখ নিরমল, জিনিঞা কমল, হাসির অঙ্কুর তায়। এ মোর নয়ান, হইতে বয়ান, বিধি কৈল অন্তরায়॥ মরকত মণি, দরপণ জিনি, ও গণ্ড যুগল শোভা। তাহাতে সুন্দর, মকর কুণ্ডল, দোলে মনমথ লোভা। ও ভাঙ ভঙ্গিম, নয়ান বঙ্কিম, তেরছ সন্ধানে চায়। এ যতুনন্দন, কহে ধনী পুন, মিলায়ব শ্যাম রায়॥

জটিলা। (মনে মনে) আহা! কৃষ্ণদর্শনের কি আশ্চর্য্য মহিমা, যে হেতু আমার বধূর উপস্থিত উপসর্গ আর সে রূপ দেখিতেছি না। (প্রকাশ পূর্ব্বক) বিশাখে! অবলোকন কর, মধ্যাহ্ন সময় অতিক্রান্ত হইল, অতএব শীঘ্র গিয়া সূর্য্যমণ্ডপে প্রবেশ করি। এই বলিয়া তিন জনে চলিয়া গেলেন॥

কৃষ্ণঃ। সখে কৌমদীয়ং পৌর্ণমাসীমনুবর্ত্ততে।
তদেহি তামেব প্রপদ্যেবহীতি নিক্রান্তৌ॥
ইতি নিক্রান্তাঃ সর্ব্বে॥
॥ * ॥ মন্মথলেখো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ। সখে! এই কৌমুদী পৌর্ণমাসীর অনুগামিনী হই-
তেছে অতএব আইস আমরা ইহাকে অবলম্বন করি।
এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥
এই রূপে সকলেই চলিয়া গেলেন॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত বিদগ্ধমাধব
নাটকে মন্মথলেখ নাম দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ * ॥

—※—

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসী। বৎসে নূনং মত্তস্ত্রপমাণো নাভিনন্দতি নন্দকুমারস্তে সখীসঙ্গং।

ললিতা। ভঅবদি ছুব্বোহং কৃখু লোওত্তরাণং চিত্তং ণ ঝত্তি বিঅসদি ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী। পুরো বিলোক্য বৎসে পশ্য পশ্য কদম্ববাটিকায়াং মধুমঙ্গলেন সার্দ্ধং সমঙ্গলং বর্দ্ধতে মধুমর্দ্দনঃ। পুনর্নিরূপ্য।

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো

অঙ্কদ্বয়ে বিবৃত প্রাকৃতার্থানুসারেণৈব প্রায়ো জাত ব্যুৎপত্তেরতঃ পরমঙ্কপঙ্কে যত্র যত্র বৈষম্য তত্রৈব ব্যাক্রিয়তে। দুর্ব্বোধং খলু লোকোত্তরাণাং চিত্তং ঝটিতি ন বিকসতি ॥ ১ ॥

উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছেচ অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈ-

---

ললিতার পশ্চাৎ পৌর্ণমাসীর প্রবেশ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! আমি আছি বলিয়া লজ্জায় নন্দকুমার তোমার সখীসঙ্গ অভিনন্দনা করিতেছেন না ॥

ললিতা। ভগবতি! লোকোত্তর ব্যক্তিদিগের চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বোধ, সহসা প্রকাশ পায় না ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) বৎসে! দেখ দেখ, কদম্ব কাননে মধুমঙ্গলের সহিত মধুসূদন সমঙ্গলে বৃদ্ধিশীল হইতেছেন। (পুনরায় নিরূপণ করিয়া)

যাহার মুখ এবং পুচ্ছ অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত প্রদেশ

বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎ পরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বল বিমলজাম্বুনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিলসতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ২ ॥
ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সানুতাপং।
ত্রপয়া নিতরাং পরাঙ্মুখী সহসা স্মের মুখী ধৃতাঞ্চলা।
গমিতাদ্য হঠেন রাধিকা ন কথং হন্ত ময়া ভুজান্তরং ॥
নিঃশ্বস্য সখে মধুমঙ্গল খঞ্জরীটদৃশঃ সবিলাস মঞ্জরী রোচ-

রিন্দ্র নীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা। তৎ পরিসরৌ অরুণৈ র্মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ। শিরোঽঙ্গুষ্ঠ ত্রয়ান্তরমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠ ত্রয়াৎ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠ ত্রয়ং ব্যাপ্য যৌ দ্বৌ পরিসরৌ তৌ বাপ্যেত্যর্থঃ। তয়োর্মধ্যে তথৈব ব্যাখ্যেয়ং হীরৈরুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বুনদং কনকং তন্ময়ী ॥ ২ ॥

ব্যাপিয়া ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত ও অরুণ বর্ণ মণি দ্বারা পরিসর দেশ সঙ্কীর্ণ তথা উভয়ের মধ্য উজ্জ্বল হীরক ও বিমল স্বর্ণে সুশোভিত, সেই এই কল্যাণময়ী কেলিমুরলী হরিকরে বিরাজ করিতেছে ॥ ২ ॥

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে কৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥

কৃষ্ণ। (অনুতাপের সহিত) শ্রীরাধা নিতান্ত লজ্জায় পরাঙ্মুখী হইয়া হাস্য বদনে হাস্য মুখী বিশাখার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিলেন, হায়! আজি আমি হঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভুজান্তরে ধারণ না করিলাম কেন?।

(নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

য়তি মে চিত্ত চঞ্চরীকং। ইত্যোৎসুক্যং নাটয়ন্।
ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত দৃগন্ত ভঙ্গীং
রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীৎ ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী। দূরত এব কৃষ্ণং নির্বর্ণ্য সাশঙ্কং।
অক্ষোর্দ্বন্দং প্রসরতি দরোদ্ঘূর্ণতারং মুরারেঃ
শ্বাসাঃ কৢপ্তাং কিল বিচকিলৈর্মালিকাং ম্লাপয়ন্তি।

চিত্ত চঞ্চরীকং চিত্ত ভ্রমরং মণিসরো হারঃ ॥ ৩ ॥

বিচকিলৈ র্মল্লিকা পুষ্পৈঃ যয়া রমণ্যা অয়ং শ্রীকৃষ্ণোঽপি এতাং ধ্যান নিষ্ঠাং নীতঃ প্রাপিতঃ প্রধান কর্ম্মণ্যাভিধেয়েত্যাদীনাং তু দ্বিকর্ম্মণামিতি

সখে মধুমঙ্গল! খঞ্জনাক্ষী শ্রীরাধার বিলাস মঞ্জরী আমার চিত্তভ্রমরকে মুগ্ধ করিয়াছে। (এই বলিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করত) সখি! আমার প্রিয়তর মণিহার ছিন্ন হইয়াছে অতএব ভূমি পতিত মুক্তাগুলি চয়ন করি, এই বলিয়া কৌতুক সহকারে শ্রীরাধা গুরুজনের সমক্ষেও প্রণয় বশতঃ আমার প্রতি মনোহর কটাক্ষ ভঙ্গী বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (দূর হইতে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কার সহিত) কৃষ্ণের নয়ন যুগলের তারা ঈষৎ ঘূর্ণিত দেখিতেছি, ইহাঁর নিশ্বাস সকল পরিহিত মল্লিকা মালাকে ম্লান করিতেছে, যাহা হউক এই গোকুলে এমত ধন্যা

কেয়ং ধন্যা বসতি রমণী গোকুলে ক্ষিপ্রমেতাং
নীত স্তীব্রা ময়মপি যয়া কামপি ধ্যাননিষ্ঠাং ॥

অথবা কৃতং সন্দেহেন বৎসা রাধিকৈব খল্বত্র নিদানং ॥

কৃষ্ণঃ। পৌর্ণমাসীং পশ্যন্নুপসৃত্য ভগবতি প্রণমামী ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। নাগর গোপীস্তনতটীম্বলং পটীভব।

কৃষ্ণঃ। কিঞ্চিদ্বিহস্য কৃতং পিষ্ট পেষণীভিরাশীর্ভি র্যদহমেব গোপীতি প্রসিদ্ধাং শ্যামাং বল্লীমপি পাণি পল্লবেন

প্রধান কর্ম্মণি কৃষ্ণে ক্ত প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

অলম্পটীভব লম্পটো মাভূঃ। গূঢ়ার্থমাহ অলং অতিশয়েন পটীভব পটায়মানঃ সদা তিষ্ঠেত্যর্থঃ। গূঢ়ার্থবোধ ব্যঞ্জকং কিঞ্চিদ্বিহসনং। প্রকটার্থমাদায় প্রত্যাহ। কৃতং পর্য্যাপ্তং অলমিত্যর্থঃ। গোপী শ্যামা শারিবা স্যাদন-

---

রমণী কে বাস করিতেছে যে, সে ইহাঁকে শীঘ্র অতিশয় ধ্যান পরায়ণ করিল।

অথবা সন্দেহের কোন প্রয়োজন নাই, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বৎসা শ্রীরাধাই এই বিষয়ে নিদান ॥

কৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীকে অবলোকন পূর্ব্বক সমীপে গমন করিয়া) ভগবতি ! প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। নাগর ! গোপীদিগের স্তন তটে অলম্পট হও, পক্ষান্তরে স্তনতটে বস্ত্রের ন্যায় অতিশয় রূপে সংলগ্ন হইয়া থাক ॥

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) এ পিষ্টপেষ আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি গোপী নামে প্রসিদ্ধা

ন স্পৃশামি ॥

মধুমঙ্গলঃ। বিহস্য কিং অহ্মাণং সা মএ গোরী জ্জেব্ব মগ্‌গিজ্জই।

পৌর্ণমাসী। স নর্ম্মস্মিতং।

গোপেশ্বরস্য তনয়োঽসি নয়োপপন্নঃ
খ্যাতস্তথা ব্রজকুলে ভুজয়োর্বলেন।
লীলাশতৈ স্তদপি কিং কুলযোষিতস্ত্ব
মুন্মাদমুদ্বহসি মাধব রাধিকায়াঃ ॥ ৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অই বিবরীদ বাদিনি বুড্‌ঢিএ চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ তুজ্ঝ রাহিআএ জ্জেব্ব এসো অহ্ম পিঅবঅস্‌সো উম্মাদিও।

স্তেত্যমরঃ। কিং অস্মাকং শ্যাময়া। গৌর্য্যেব মৃগ্যতে। নয়েন বিনয়েনোপপন্নঃ ॥ ৫ ॥

হে বিপরীতবাদিনি বৃদ্ধে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তব রাধিকয়া এব এষ অস্মৎ প্রিয়বয়স্যঃ

শ্যামা লতাকেও কর দ্বারা স্পর্শ করি না ॥

মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) আমাদের শ্যামার প্রয়োজন কি, গৌরী অন্বেষণ করিতেছি ॥

পৌর্ণমাসী। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) মাধব! তুমি গোপরাজনন্দন এবং ন্যায়পরায়ণ, শত শত লীলা বিস্তার করিয়া ভুজবলে এই গোকুল মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছ, তবে কেন কুলরমণী শ্রীরাধাকে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত করাইলা ॥ ৫ ॥

মধুমঙ্গল। অয়ি বিপরীতবাদিনি বৃদ্ধে! থাক থাক, তোমার শ্রীরাধাই প্রিয়বয়স্যকে উন্মত্ত করিয়াছে, যে হেতু

জং সেহর সিঙ্গ বেত্তাইং দাণীং কহিং বিব্ভট্টাইং ত্তি ণ জাণদি ॥

কৃষ্ণঃ। সলজ্জং। আর্য্যে বাচাটোঽয়ং বটু র্মৃষা জল্পতি। কিন্তু নিশ্চিতং তে ব্যাহরামি। ন তাসু মচ্চিত্ত রাগ স্তদ্গোপীষু। তদত্র তত্ত্বতঃ পৃচ্ছ্যতাময়ং ॥

মধুমঙ্গলঃ। অজ্জে সচ্চং সচ্চং অহ্ম পিঅবঅস্‌সস্‌স হিঅ-অস্‌স অজ্জ বি রাও তুহ্ম গোইআণং অঙ্গেষু মএ ণ দিট্‌ঠোঽত্থি পচ্চুদ তাণং অঙ্গরাও জ্জেব্ব ইমস্‌স হিঅএ

উন্মাদিতঃ। যৎ শেখর শৃঙ্গবেত্রাদি ইদানীং কুত্র বিভ্রষ্টানীতি ন জানাতি ॥ ৬

বাচাটো বহু গর্হ্যবাগিত্যমরঃ। আর্য্যে সত্যং সত্যং অস্মৎ প্রিয়বয়স্যস্য হৃদয়স্য অদ্যাপি রাগঃ তব গোপিকানাং অঙ্গেষু ন ময়া দৃষ্টোঽস্তি প্রত্যুত তাসাং অঙ্গরাগ এব অস্য হৃদয়ে দৃশ্যতে অঙ্গরাগঃ কস্তুরী কুঙ্কুমাদি লেপ

সম্প্রতি ইহাঁর চূড়া শৃঙ্গ বেত্র কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। (লজ্জার সহিত) আর্য্যে! এই বাচাল ব্রাহ্মণ বালকটা মিথ্যা কথা কহিতেছে, কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি ত্বদীয় গোপীসকলে আমার চিত্তের অনুরাগ নাই, অতএব এ কথা সত্য কি মিথ্যা যথার্থ রূপে এই বটুকে জিজ্ঞাসা করুন ॥

মধুমঙ্গল। আর্য্যে! সত্য সত্য, এই কারণেই আমি প্রিয়বয়স্যের হৃদয়ের রাগ তোমার গোপিকা সকলের অঙ্গে দেখি নাই, কিন্তু তাহাদের অঙ্গরাগ অর্থাৎ কস্তুরী কুঙ্কুমাদি

দীসই।

কৃষ্ণঃ। সপ্রণয়রোষং। ধিঙ্মূর্খ বিশ্রম্ভাদাদৃতোঽপি জিহ্মতাং ন জহাসি॥

পৌর্ণমাসী। সত্যমাহ বটুঃ॥ ৭॥

তথাহি॥

কামং সদ্‌গুণ মণ্ডলাশ্রয়তয়া তন্বন্মহিষ্ঠাং রুচিং
বৈচিত্রী ভরভাক্ সদা শুভদশা শ্রেণীশ্রিয়ামাস্পদং।

বিশেষঃ॥ ৭॥

কামমিতি হে কংস নিসূদন অদ্য এনীদৃশাং দেহেষু গেহেষ্বপি বাসঃ ত্বয়া শিথিলতাং শৈথিল্যং নীয়তে। সান্তং নপুংসকং বস্ত্রপর্য্যায়ং অদন্তং পুংলিঙ্গং বসতি পর্য্যায়ঞ্চ বাস ইতি পদং বংশ্যাঃ যা হুঙ্কৃতি স্তল্লীলয়া লীলামাত্রে-ণেত্যর্থঃ। কীদৃশং বাসঃ সতাং শোভনানাং গুণানাং যন্মণ্ডলং তদাশ্রয় তয়া

বিলেপন ইহাঁর হৃদয়ে দেখিতেছি॥

কৃষ্ণ। (প্রণয় ক্রোধের সহিত) ধিক্ মূর্খ! বিশ্বাস করিয়া আদর করিলেও কুটিলতা ত্যাগ কর না?॥

পৌর্ণমাসী। বটু সত্য বলিতেছে॥ ৭॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা॥

হে কংসনাশন! যে সকল হরিণাক্ষী গোপীদিগের পরিধেয় বস্ত্র শোভনগুণের আশ্রয় রূপে মহতী কান্তি বিস্তার করিতেছিল, এবং যে বাসগৃহ ধন ধান্যাদি সম্পত্তি ও অভিজন কৌলিন্যাদি এই সমুদায়ের তথা শুক্ল, নীল, রক্ত প্রভৃতি স্রক্ চন্দনাদি সম্ভোগের রোচ-

বংশীহুঙ্কৃতি লীলয়া শিথিলতামেনীদৃশাং নীয়তে
বাসঃ কংসনিসূদনাদ্য ভবতা দেহেষু গেহেষ্বপি ॥ ৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অজ্জে কিম্পি ণ জানাসি জং বংশীহুঙ্কিদি লীলা-এ ত্তি ভণাসি দিট্‌ঠং মএ তহিং দিঅহে কণ্ণআণং তীর ট্‌ঠিদাইং অম্বরাইং অপ্পণো হত্থেণ উক্‌খিবিঅ ইমিণা

মহিষ্ঠাং রুচিং কান্তিং তন্বৎ বিস্তারয়ৎ। কীদৃশো বাসঃ সন্তো যে গুণা ধন ধান্যাদি সম্পত্তি অভিজন কৌলীন্যাদয়ঃ তেষাং যন্মণ্ডলং তদাশ্রয় তয়া মহিষ্ঠাং রুচিং রোচকতাং তন্বন্ বিস্তারয়ন্। বৈচিত্রীং শুক্ল নীল রক্তাদিভিঃ স্রক্‌চন্দনাদিভিঃ সংভোগানাং বিবিধ প্রকারত্বাচ্চ বাস পক্ষে বিবিধ গৃহাদিভিঃ পরিচিহ্নতত্বাচ্চ। শুভা যা বস্ত্রস্য দশা শ্রেণী তত্র যা শ্রিয়ঃ শোভা স্তাসামা-স্পদমাশ্রয়ঃ। শুভাগ্রগণাং গুরু শুক্রাদীনামেব যা দশান্তর্দশা তস্যাঃ যাঃ শ্রেণ্যঃ পরম্পরা স্তাসু যা শ্রিয়ঃ তৎ শাস্ত্রপ্রোক্তাঃ সম্পত্তয়ঃ ॥ ৮ ॥

আর্য্যে কিমপি ন জানাসি যৎ বংশী হুঙ্কৃতি লীলয়েতি ভণ্যসে। দৃষ্টং তত্র দিবসে কন্যকানাং তীরস্থিতানি অম্বরাণি আত্মনো হস্তেন উৎক্ষিপ্য

কতা বিস্তার করিতেছিল, তুমি আজি বংশীর হুঙ্কৃতি লীলা দ্বারা তাহাদের দেহ গৃহের বাস শিথিলতা প্রাপ্ত করাইয়াছ অর্থাৎ তোমার বংশী হুঙ্কার মৃগাক্ষীগণের দেহ গেহ উভয় সুখকেই শৈথিল্য করিয়াছে ॥ ৮ ॥

মধুমঙ্গল। আর্য্যে! আপনি কি কিছুই জানেন না বংশীর হুঙ্কৃতি বলিতেছেন কেন?। সে দিন আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি প্রিয়বয়স্য ব্রজকুমারীগণের যমুনা তীরস্থ বস্ত্র সকল স্বহস্তে উত্তোলন করিয়া কদম্ব বৃক্ষের স্কন্ধে স্থাপন

ক্‌খন্ধে নিক্‌খিত্তাইং ॥

কৃষ্ণঃ। স ভ্রূভঙ্গং বটুমাবার্য্য। আর্য্যে হুঙ্কারাদপি তথা ভাবাদ্ভবদ্গোপিকানামভিব্যক্তঃ সাধ্বীভাবঃ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

কেনাপি ধূর্ত্তপতিনা খলু শিক্ষিতোসি
মন্ত্রং বশীকরণ কারণমৌষধং বা।
পুণ্যোজ্জ্বলান্যখিল গোপবিলাসিনীনাং
যেন ত্বয়া গৃহসুখানি বিলুণ্ঠিতানি ॥

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং কহেদি ললিদা। অণ্ণধা মন্তাদি মন্তরেণ পব্বহুত্তুঙ্গা মহাদানআ ণবেন্দীবরাদোবি সোম্ম সীদল

অনেন স্কন্ধে নিক্ষিপ্তানি। সত্যং কথয়তি ললিতা। অন্যথা মন্ত্রাদি মন্তরেণ

করিয়াছিলেন ॥

কৃষ্ণ। (ভ্রূ ভঙ্গের সহিত বটুকে নিবারণ করিয়া) আর্য্যে! ঐ প্রকার হুঙ্কার হইতেই তোমার গোপিকাদের সাধ্বীভাবের প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! তুমি কোন ধূর্ত্তপতির নিকট বশীকরণ কারক মন্ত্র বা ঔষধ শিক্ষা করিয়াছ, তদ্দারাই তোমা কর্ত্তৃক নিখিল গোপসুন্দরীদিগের পবিত্র উজ্জ্বল গৃহ সুখ সমুদায় লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহাদিগের দোষ কি ?।

মধুমঙ্গল। ললিতা সত্যই বলিতেছে, এ যদি মন্ত্রৌষধির বল না হইবে তাহা হইলে, নব ইন্দীবর হইতে সৌম্য

পইদিণা কধং ইমিণা সংহরিজ্জন্তি ॥ ৯ ॥

ললিতা। অজ্জ জস্স সুমরণং বি তধা সন্দাবণং।
তএদং অপ্পণো পিঅবঅস্সং মা ক্খু সীদলং ভণ।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স পইদি সীদলো বি তুমং গোই আহিং উণ্হো ভণিজ্জসি। তা প্ফংসিঅ জাণিস্সং ইতি কৃষ্ণবক্ষসি হস্তবিন্যস্য সসম্ভ্রমং। অহো সচ্চং জ্জেব্ব কহেদি ললিদা ক্ষণং বিমৃশ্য। ললিদে বিণ্ণাদং বিণ্ণাদং

পর্ব্বতোত্তুঙ্গা মহাদানবা নবেন্দীবরতোঽপি সৌম্য শীতল প্রকৃতিনা কথং অনেন সংহ্রিয়ন্তে। মহাবলিষ্ঠ মায়াবিদৈত্য বধাদৌ মন্ত্রৌষধাদীনাং সামর্থ্যা সম্ভাবনাদ্যস্য প্রকৃতিরেবেয়ং নারীগণমনোহারিণীতি দ্যোতিতং ॥ ৯ ॥
আর্য্য যস্য স্মরণমপি তথা সন্তাপনং অনেন সখ্যাঃ প্রেমাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তৎইদং আত্মনো বয়স্যং মা খলু শীতলং ভণ। ভো বয়স্য প্রকৃতি শীতলোঽপি ত্বং গোপিকাভিশ্চ উষ্ণো ভণ্যসে তৎ স্পৃষ্ট্বা জানামি। সত্যমেব কথয়তি

শীতল প্রকৃতি কৃষ্ণ গিরিসদৃশ দানবগণকে কি রূপে সংহার করিবেন ॥ ৯ ॥

ললিতা। যাহার স্মরণও সন্তাপ স্বরূপ, সেই তোমার প্রিয় বয়স্যকে শীতল বলিয়া বর্ণন করিও না ॥

মধুমঙ্গল। ভো বয়স্য! তুমি স্বভাবত শীতল হইলেও গোপিকা সকল তোমাকে উষ্ণ বলিতেছে, অতএব একবার তোমাকে স্পর্শ করিয়া দেখি। (এই বলিয়া কৃষ্ণবক্ষে হস্ত নিক্ষেপ পূর্ব্বক সম্ভ্রমের সহিত) অহো! ললিতা সত্যই বলিতেছে (ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া) ললিতে! জানিলাম জানি-

তুহ রাহিআ চেঅ ণূণং উণ্হা জাএ হিঅঅবট্টিণীএ চন্দ-
কোড়ি সীঅলো এসো উণ্হীকিও ॥ ১০ ॥

ললিতা। অজ্জ এত্থ রাঅপট্টপত্থর সুন্দরে হিঅএ তাএ দুরন্ত
পেম্ম সোকুমাজ্জ হোদাএ মহ সহীএ কুদো পবেসো সং-
ভাবীঅদি ॥ ১১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সরোষং চবলে অম্হ বঅসসো তদো বি তুম্হ

ললীতা। ললিতে বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং। তব রাধিকা এব নূনং উষ্ণা। যয়া হৃদয় বর্ত্তিন্যা চন্দ্রকোটি শীতলোঽপি এবং উষ্ণীকৃত হৃদয় বর্ত্তিন্যা ইত্যনেন ততোঽপি মদ্বয়স্য প্রেমভর ইতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১০ ॥

ললিতা আর্য্য অত্র রাজপট্ট প্রস্তর সুন্দরে হৃদয়ে তস্যা দুরন্ত প্রেম সৌকু-মার্য্য ভূতায়া মম সখ্যাঃ কুতঃ প্রবেশঃ সংভাব্যতে তেন বজ্রতুল্য মেতস্য হৃদয়ং কথং তস্যাং প্রেম বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাতব্যমিতি প্রশ্নো ব্যজ্যতে ॥ ১১ ॥

মধু সরোষং ইতি ব্রাহ্মণ স্বাভাব্যেন বিদূষকস্যাপি পর্য্যবসানে বৈদগ্ধ্য বর্ণনস্যানৌচিত্যাৎ নাটকে প্রকৃতি বিপর্য্যয় দোষাপত্তেশ্চ ব্যঞ্জনা বৃত্তিং

লাম, তোমার রাধিকাইত উষ্ণা, ইনি হৃদয় মধ্যে প্রবেশ
করিয়া কোটি চন্দ্র অপেক্ষা সুশীতল আমার বয়স্যকে
উত্তপ্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ললিতা। আর্য্য। এই রাজপট্ট প্রস্তরের ন্যায় সৌন্দর্য্য-
শালি ত্বদীয় বয়স্যের হৃদয়ে দুরন্ত প্রেম সুকুমারী আমার
সখীর কি রূপে প্রবেশ সম্ভাবনা হয় ॥ ১১ ॥

মধুমঙ্গল। (রোষের সহিত) চপলে! আমার বয়স্য
তোমার সখী অপেক্ষা স্নেহ ভরে অতিশয় সুকোমল,

ণিব্ভরং সিণেহ কোমলো জং এসো বঞ্চিদণিদ্দো জোইন্দো
বিঅ একগ্গ চিত্তো ণং জ্জেব্ব সব্বদা চিন্তেই ॥

কৃষ্ণঃ। সাপত্রপং। ধিগ্বাচাল কৃতমলীকেন নর্ম্ম পুঞ্জেন ॥

ললিতা। স্বগতং দিট্ঠিআ বড্ঢদি পিঅসহী ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। সুন্দর বিশ্রাম্যতু নর্ম্মমুদ্রা সমাকর্ণয় মদ্বিবক্ষিতং ॥

হিত্বা দূরে পথি ধবতরো রন্তিকং ধর্ম্মসেতো

ত্যক্ত্বা অভিধয়ৈব ললিতা ব্যঞ্জিত প্রশ্নোত্তোত্তরমাহ। চপলে অস্মদ্বয়স্তঃ তত্তোপি যুষ্মৎ সখীতো নির্ভরং স্নেহ কোমলঃ। যৎ এষ বঞ্চিত নিদ্রো যোগীন্দ্র ইব একাগ্র চিত্তঃ এনামেব সর্ব্বদা চিন্ততে। দিষ্ট্যা বর্দ্ধতে প্রিয়সখী ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণার্ণব রাধিকাবাহিনী রাধিকা নদী ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরো নিকটমপি দূরে পথি হিত্বা ধব বৃক্ষা যত্র স্থ্য স্ততো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি

যে হেতু ইনি নিদ্রাজয়ী হইয়া যোগীন্দ্রের ন্যায় একাগ্র চিত্তে সর্ব্বদা এই শ্রীরাধাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন ॥

কৃষ্ণ। (লজ্জার সহিত) ধিক্ মূর্খ! অলীক পরিহাস পুঞ্জের প্রয়োজন কি ? ॥

ললিতা। (মনে মনে) যাহা হউক, ভাগ্য বশতঃ প্রিয়সখী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। সুন্দর! পরিহাস মুদ্রা বিরাম পাউক অর্থাৎ আর পরিহাস ভঙ্গীর প্রয়োজন নাই, আমি যাহা বলি শ্রবণ কর।

হে কৃষ্ণার্ণব! ধর্ম্ম সেতু ভঙ্গ সমর্থা নবরসবাহিনী রাধানদী ধব (পতি) তরুর সমীপ দূর পথে পরিত্যাগ

র্ভঙ্গোদগ্রা গুরু শিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যা করোষি॥ ১৩॥

মধুমঙ্গলঃ। অই সুদ্ধ বুদ্ধিএ অজ্জবি এদং চ্চেঅ পুচ্ছসি। পেক্খ কূঅন্তাণং হদ কোইলাণং বিত্তাসণত্থং মএ এদং পুপ্ফকোঅণ্ডং ণিম্মিদং॥

প্রসিদ্ধেঃ পক্ষে এষ ধবো ভর্ত্তা। ধর্ম্ম এব সেতু স্তস্য ভঙ্গে উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ। গুরং বিশালং শিখরিণং গুরুজনঞ্চ শিখরিতুল্য কঠোরং। গুরুজনমেব শিখরিণমিতি বা রংহসা বেগেন নবো নূতনঃ রসো জলীয় স্বাদুত্বং স্রোতোভিঃ ক্বাপি অপর্য্যুষিতত্বাৎ। নব শান্ত শৃঙ্গারাদয়ো রসা যস্যাং কচিদ্বিশ্লেষাদৌ নির্ব্বেদাদি স্থায়িত্বেন শান্তাদীনা মুদ্বোধাৎ। ত্বঞ্চ সমুদ্র ইব বাগ্ভিরেব বীচীভিঃ কিমিতি বৈমুখ্যং করোষীতি॥ ১৩॥

অয়ি শুদ্ধ বুদ্ধে অদ্যাপি ইদমেব পৃচ্ছসি। পশ্য কূজন্তানাং হন্ত কোকিলানাং বিত্রাসনার্থং ইদং পুষ্পকোদণ্ডং নির্ম্মিতং। তেন বাচা প্রাতিকূল্যা চরণমস্য ন বাস্তবং ত্বয়া জ্ঞেয়ং প্রত্যুত এতস্য ঈদৃশীং দশামোলোচ্য স্বয়ং এব ত্বং শীঘ্রং তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ং চিন্তয়েতি দ্যোতিতং। সাপীত্যপিকারেণাভিব্য-

---

পূর্ব্বক গুরুজন রূপ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তুমি কেন বাক্য রূপ তরঙ্গ দ্বারা ইহাকে বিমুখী করিতেছ॥ ১৩॥

মধুমঙ্গলঃ। অয়ি শুদ্ধবুদ্ধে! এখনও ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ। দেখ কূজনরবকারি হত কোকিলগণের ত্রাস নিমিত্ত আমি এই পুষ্পধনু নির্ম্মাণ করিয়াছি॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রানন সাপি বৎসা।

আলীনাং প্রতিহাররোধনবিধৌ বীক্ষ্য প্রযত্নাবলীং
বালা তর্কিত মাধবী পরিমল স্ফূর্ত্তির্ভয়াদ্বেপতে।
কিঞ্চালোক্য সুধাংশুকান্তসলিলস্যন্দানলিন্দেক্ষণা
দেনাঙ্কোদয় শঙ্কিনী বিকলতামাতন্বতী মূর্চ্ছতি।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। হন্ত কঠোরোহয়ং দশাবিবর্ত্তঃ।
পৌর্ণমাসী। হন্ত সুন্দর।

প্রণয়িষু মিলিতেষু প্রেমভাজামুপেক্ষা
ঘটয়তি কটুপাকান্যুচ্চকৈ দূষণানি।

জ্যমানমর্থ মঙ্গীকৃত্যাহ আলীনামিতি। প্রতিহারস্য দ্বারস্য সুধাংশুকান্তেতি চন্দ্রকান্ত শিলাতো গলিতান্ জলবিন্দূনিত্যর্থঃ। প্রণয়িষ্বিতি। কটুপাকানি কটুঃ পাক উদকো যেষু তান্যেবাহ দিনমণিরিতি নিখিলমিতি অস্মদাদি ললিতা প্রভৃতিকং প্রাপয় সমস্ত গোকুলমেব সন্ধ্যা স্থানীয়া রাধা দিনমণি

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রবদন! তিনিও বৎসা, সখীগণের দ্বার রোধ বিষয়ে যত্নাতিশয় দেখিয়া ঐ বালা মাধবীর প্রসরণ শীল সৌরভভরে কম্পিত হইতেছে, অপর অলিন্দের (চান্দনীর) প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলক্ষরণ দেখিয়া চন্দ্রোদয় আশঙ্কায় ব্যাকূলতা বিস্তার পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) হায়! এত কঠোর দশার পরিপাক॥

পৌর্ণমাসী। অহে সুন্দর! প্রণয়িজন সকল মিলিত হইলে প্রেমি ব্যক্তিদিগের যে উপেক্ষা তাহা কটুপাক রূপ গুরু-তর দোষ সকল ঘটনা করিয়া দেয়, যেমন অনুরাগী

দিনমণিরনুরাগী প্রোজ্ঝ্য সন্ধ্যাং হি রক্তাং
তমসি নিখিলমুগ্রে মজ্জয়ত্যেষ লোকং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সলজ্জং নম্রী ভবতি।

পৌর্ণমাসী। পুন র্নিভাল্য সানন্দং স্বগতং। দিষ্ট্যায়ং স্মিতালিঙ্গিতমিঙ্গিতমঙ্গী কুর্ব্বন্ দক্ষিণং ন্যমীলয়দীক্ষণং। প্রকাশং। গোকুলানন্দ পুরস্তাদিয়ং মাকন্দবেদী স্বয়মলং কর্ত্তব্যা। যথা নিমীলতি হেলিবিম্বে সখ্যোরেকতরা ত্বামভীষ্টদেশং প্রাপয়তি॥

স্থানীয় মাত্মানঞ্চ হি কারাৎ সমুচ্চয়াবধারণার্থকাৎ ॥ ১৪ ॥

দক্ষিণং ন্যমীলয়দিতি বিষ্ণোর্দক্ষিণ নেত্রস্থ সূর্য্যত্বাত্তন্নিমীলনেন সন্ধ্যা সঙ্কেত কাল ইতি সূচয়তি। হেলিবিম্বে সূর্য্যবিম্বে ॥ ১৫ ॥

দিনমণি রক্ত সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া নিখিল লোককে ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন করেন তদ্রূপ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ। (সলজ্জে) নত বদন হইলেন ॥

পৌর্ণমাসী। (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দের সহিত মনে মনে) কি সৌভাগ্য, ইনি হাস্যালিঙ্গিত ইঙ্গিত অঙ্গীকার করিয়া দক্ষিণ নয়ন নিমীলিত করিলেন, যাহা হউক, এক্ষণে ইহাঁর আর বাম্য ভাব নাই। (প্রকাশ করিয়া) গোকুলানন্দ! তুমি স্বয়ং অগ্রবর্ত্তি এই আম্র বেদিকাকে অলঙ্কৃত করিবা অর্থাৎ অগ্রে এই বেদিকার উপর উবেশন করিয়া থাকিবা। সূর্য্যবিম্ব অস্তগত হইলে ললিতা বিশাখার মধ্যে কোন একজন তোমাকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবেক ॥

কৃষ্ণঃ। সাপত্রপং যথাহ ভগবতীতি সবয়স্যো নিষ্ক্রান্তঃ।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে কামং নির্বৃতাস্মি। তদেহি রাধামনুসরাব ইত্যুভে পরিক্রামতঃ॥

ততঃ প্রবিশতি বিশাখয়া সহ সংকথয়ন্তী রাধা।

রাধা। সংস্কৃতেন॥ ১৫॥

সখি জল্পিতং নারিকেলনীরং
স্মিত কর্পূরাবৃতং হরে র্নিপীয়।
তনু সঙ্গ সুধাং বিনাপি তস্য
গ্লপিতাহং গরলেন জীবিতাস্মি॥

পূর্কর মিলনাদ্বিষমিতি বৈদ্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধেঃ।

কৃষ্ণ। (সলজ্জে) যে আজ্ঞা ভগবতি! এই বলিয়া আম্র বেদিকায় বয়স্যের সহিত প্রস্থান॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! যথেষ্ট রূপে নিরুদ্বিগ্না হইলাম, অতএব আইস শ্রীরাধার নিকট গমন করি এই বলিয়া দুই জনে চলিয়া গেলেন॥

(অনন্তর বিশাখার সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার প্রবেশ)।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়)॥ ১৫॥

সখি! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নারিকেল জল এবং তদীয় হাস্য কর্পূর সদৃশ, এই দুই একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করায় গরল জ্বালায় আমি কাতর হইয়াছি, তাঁহার অঙ্গসঙ্গ রূপ অমৃত ব্যতিরেকে এ জীবন রক্ষা পাইবে না॥

বিশাখা। অই অবিণ্ণাদ ণিঅ মাহপ্পে তাদিসো তুহ
রাঅস্স গরিমা জেন সো ক্খু সামসুন্দরো বি বাঢ়ং
রত্তীকিদো তধা বি অত্তণো মলিণং সঙ্কসি ॥

রাধিকা। পুনঃ সংস্কৃতেন ॥ ১৬ ॥
নালিকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং
ক্ষিপ্ত্বা বৃতী রতনুবন্যগজঃ ক্ষুণত্তি।
অত্রানুরাগিণি চিরাদুদিতেহপি ভানৌ

বিশা। অয়ি অবিজ্ঞাত নিজ মাহাত্ম্যে তাদৃশ স্তব রাগস্ত গরিমা যেন স খলু শ্যাম সুন্দরোহপি বাঢ়ং রক্তীকৃতঃ তথাপি আত্মানং মালিন্যং শঙ্কসি ॥১৬
নালিকিনীং কমলিনীং অতনুঃ কন্দর্প এব বন্য গজঃ। ক্ষুণত্তি চূর্ণয়তি। প্রাতর্যদা যা জীবেৎ তদা তাং সূর্য্যো বিকাশয়েৎ তত্তু ন সম্ভবতীতি ভাবঃ।

বিশাখা। অয়ি অবিজ্ঞাত নিজ মাহাত্ম্যে! তোমার রাগের তাদৃশ মহিমা যদ্দ্বারা শ্যামসুন্দরও অতিশয় রূপে অনুরক্ত হইয়াছেন, তথাপি তুমি আপনাকে মালিন্য আশঙ্কা করিতেছে? ॥

শ্রীরাধা। (পুনরায় সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ১৬ ॥
হায়! হে সখি! রজনীযোগে অর্দ্ধ বিকাসোন্মখী পদ্মিনীর লতা উন্মোচন করিয়া যদি বলিষ্ঠ গজ নির্ভয়ে তাহাকে চূর্ণ করে, তাহা হইলে নলিন্যানুরাগী রবি প্রভাত কালে উদিত হইয়া ঐ বরাকী পদ্মিনীর কি সুখ বিধান করিবেন।
পক্ষান্তরের অর্থ। হায়! রজনীযোগে উৎকণ্ঠিতা এই শ্রীরাধার আবরণ উন্মোচন করিয়া যদি কন্দর্প রূপ গজ

হা হন্ত কিং সখি সুখং ভবিতা বরাক্যাঃ ॥

পৌর্ণমাসী। পুরো রাধাং দৃষ্ট্বা পুত্রি ললিতে সখ্যাস্তব প্রেমোক্তি মুদ্রামুদ্ঘাটয়িতুমুৎকণ্ঠিতাস্মি। তদ্ভবত্যা তূষ্ণীমেব ভবিতব্যং ॥

ললিতা। জং আনবেদি তথ্থ হোদী।

পৌর্ণমাসী। রাধামুপেত্য সকৈতব বিষাদং।

ভবদঙ্গ সঙ্গ বিষয়ে প্রিয়োক্তিভি
মুহুরর্থিতোঽপি মদিরাক্ষি মাধবঃ।
মনুতে মনাগপি নহীতি হৃদ্ব্যথা

ততশ্চ অধুনৈব যথা মিলিত কৃষ্ণ স্তথোপায়শ্চিন্ত্যতামিতি দ্যোত্যতে।
ললি। যথা আজ্ঞাপয়তি তত্তু ভাবী।

নির্বিশঙ্কে বিনষ্ট করে তাহা হইলে হে সখি! প্রভাত কালে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া এ বরাকীর কি সুখ বিধান করিবেন অর্থাৎ প্রাণ গেলে কোন সুখই অনুভব হইবে না।

পৌর্ণমাসী। (অগ্রে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া)

পুত্রি ললিতে! তোমার সখী শ্রীরাধার প্রেমোক্তি মুদ্রা উদ্ঘাটন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি অতএব তুমি কিছু বলিও না তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর ॥

ললিতা। যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে ॥

পৌর্ণমাসী। (শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া ছল পূর্ব্বক বিষাদের সহিত) হে খঞ্জনাক্ষি! তোমার অঙ্গসঙ্গ বিষয়ে প্রিয়োক্তি দ্বারা মাধবকে বারম্বার প্রার্থনা করিলে

প্রতিকার যুক্তিরপরা বিধীয়তাং ॥

রাধিকা। সব্যামোহং। অলং এত্থ লজ্জিদেণ ইত্যঞ্জলিং বদ্ধা।

অব্ভংলিহম্মি ডহণে লডহং রঙ্গণলদং লিহন্তম্মি।
কাপড়িআরে জুত্তী মুক্কিঅ সামঘণুল্লাসং ॥ ১৭ ॥

রাধি। অলমত্র লজ্জিতেন। অব্ভ্রংলিহে দহনে শোভনাং রঙ্গণ লতাং লিহতি। কা প্রতিকারে যুক্তিঃ ত্যক্ত্বা শ্যাম ঘনোল্লাসং। অল্পমাত্রস্যাপি দহনস্য রঙ্গণ লতাদাহ সম্ভবেপি তদর্থং মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপক বহ্নেরেতস্য প্রতিকারঃ কিং কলসাদিভৃতৈর্জলৈর্ভবতি কিন্তু শ্যামল বর্ণো মেঘো যদি নির্ভরং র্ষতি। নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ও তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও সম্মত হইলেন না, অতএব হৃদ্ব্যথা প্রতিকারের নিমিত্ত অন্য যুক্তি বিধান কর ॥

শ্রীরাধা। (পীড়ার সহিত) এ বিষয়ে লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন কি? (এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক) অল্প মাত্র অগ্নির রঙ্গণলতা দগ্ধ করিবার সম্ভাবনা সত্বে মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপক অগ্নির কলসের জলে কি প্রতিকার হয়, কিন্তু শ্যামমেঘের বিপুল বর্ষণ ব্যতিকে অন্য যুক্তি নাই ॥ ১৭ ॥

যথারাগ ॥

এ ভূমি আকাশ, ভরল হুতাশ, বহয়ে প্রচণ্ড জ্বালা।
তার মাঝে যেন, কোমল রঙ্গণ, লতার বসতি ভেলা ॥
কি কহিব আমি আর। মনে বিচারিয়া, বুঝ তুমি ইহা,

পৌর্ণমাসী। জরত্যাস্ত্বং নপ্ত্রী স তু কমলয়া ললিতপদঃ
কথং কারং তস্মৈ মুহুরসুলভায় স্পৃহয়সি।
প্রসীদ ব্যাহারে মম রচয় চেতো দিবিচরং
গৃহীতুং পাণিভ্যাং বিধুমহহ মাভূঃ কুতুকিনী ॥

রাধিকা। সগদ্গদং সংস্কৃতেন।

কৈছে হয়ে প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥ মো পুনি বুঝিনু, বুঝিঞা জানিনু, দঢ়াই কহিয়ে সার। শ্যামঘন বিনে, ইহার জীবনে, উপায় না দেখি আর ॥ ১৭ ॥

পৌর্ণমাসী। রাধে! তুমিত জরতীর নপ্ত্রী কিন্তু তিনি লক্ষ্মীর লালিত পদ অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি প্রকারে সেই অসুলভ বস্তুতে বারম্বার অভিলাষ করিতেছ? অতএব আমার বাক্যের প্রতি চিত্ত অভিনিবেশ করিয়া প্রসন্না হও, গগণচর চন্দ্রকে দুই হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে কুতকিনী হইও না ॥

যথারাগ ॥

কহে ভগবতী, শুনিঞা এমতি, আরতি বচন তার। তুমি সে সুধনি.মুখরা নাতিনী, সে হরি ভুবন সার ॥ কমলা লালিত, পদ সুললীত, সুলভ না হয় সে। আমার বচন শুনহ এখন, হৃদয়ে বান্ধহ থে ॥ আকাশের চাঁদে, ধরিবার সাধে, হাত পসারহ কেন। এ সব কৌতুকে, ক্ষমা দেহ বুকে, বিচারিয়া নিজ মনে ॥

শ্রীরাধা। (গদ্গদ স্বরে সংস্কৃত ভাষায়) দেবি! আমি

ময়া তে নির্ব্বন্ধান্মুরবিজয়িনি রাগঃ পরিহৃতো
ময়ি স্নিগ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশী স্তুতিমিমাং।
মুখামোদোদ্গারে গ্রহিলমতিরদ্যৈবহি যতঃ
প্রদোষারম্ভে স্যাং বিমল বনমালা মধুকরী॥
ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি॥

হে ময়ি স্নিগ্ধে অদ্যৈবহি তত্রাপি প্রদোষারম্ভে এব নতু কালবিলম্বঃ সোঢুং সক্যঃ। মধুকর্য্যাশ্চ বনমালানুশীলনে যোগ্যতা ভবেদিতি ভাবঃ। অধুনৈব প্রাণত্যাগে তদাশীর্ভবেদিতি মনসি কৃত্বা প্রাণাং স্ত্যক্তু মুপক্রামন্তীং রাধামভিপ্রেত্য সবৈকল্যমাহ।

আপনার আগ্রেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু হে স্নিগ্ধে! আপনি আমার প্রতি এই সমুদয় আশীর্ব্বাদ বিস্তার করুন, আমি যেন অদ্য সেই আশীর্ব্বাদের বলে সন্ধ্যা উপস্থিত মাত্রেই তদীয় মুখোদ্গারে মনো নিবেশ করিয়া বিমল বনমালায় মধুকরী হই। (এই বলিয়া বিবশতা প্রকাশ করিলেন,॥

যথা রাগ।

এ বচন শুনি, কহে সুবয়নী, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা। অতি গদগদ, আধ আধ পদ, মুখে না নিকসে কথা॥ শুন ভগবতী, এই মোর মতি, নির্ব্বন্ধ কহিনু তোঁহে। এ মোর পরাণ, ভেল পরাধীন, তা বিনু না রহে দেহে॥ সে হরি বদন, সৌরভ সদন, হরিল সে মতি মোর। সে তনু মাধুরী, বচন চাতুরী, কে কহু তাহার ওর॥ শুন ভগবতী

বিশাখা। ভঅবদি পরিত্তাহি পরিত্তাহি ইয়ং উত্তাণিদ ণেত্তা কিম্পি দারুণং দশাবিসেসং লহেদি রাহী ॥

পৌর্ণমাসী। সোদ্বেগং। হা ধিক্ কেয়ং বলাদাকৃষ্টা মহা-বিপৎ কাল সর্পীতি সদয়ং রাধামালিঙ্গ্য বৎসে সমাশ্বসিহি

বিশা। ভগবতি পরিত্রাহি পরিত্রাহি ইয়ং উত্তানিত নেত্রা কিমপি দারুণং দশা বিশেষং লভাতে রাধা। হে সুতনু কিং অভিষ্টুবে কিং স্তৌমি তনুঃ ক্ষীণঃ ॥ ১৮ ॥

আশীষহ অতি, করহ চিত্তের সনে। সে হরি গলায়ে, ও নব মালায়ে, মধুকরী হও মেনে ॥ গোধূলি সময়ে, গোরজ ভরয়ে, গোবিন্দ অলকা কেশে। সে রূপ ভাবিতে আপনার চিতে, না হয় ধৈরজ লেশে ॥ এই সব বাণী, কহিতে সুধনী, আবেশ হইল গায়। আকুল হইয়া, কহয়ে ডাকিয়া, বিশাখা দেখিয়া তায় ॥

বিশাখা। ভগবতি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, শ্রীরাধা যে নয়ন স্থির করিয়া কি দারুণ দশা বিশেষ লাভ করিলেন ॥

যথারাগ ॥

দেখ ভগবতি, ধনি আনমতি, লভিল দারুণ দশা। উত্তান নয়ন, হইল এখন, কহয়ে কেমন ভাষা ॥ এ দশা হইতে, তরাহ ত্বরিতে, চরণে ধরিয়ে তোর। দেখি পৌর্ণমাসী, অতি বেগে আসি, রাধিকা করিল কোর ॥

পৌর্ণমাসী। (সত্বরে) হা ধিক্, একি আমি বল পূর্ব্বক মহা বিপদ রূপ কাল সর্পিণীকে আকর্ষণ করিলাম?

সমাশ্বসিহি ভাবাভিব্যক্তয়ে প্রোৎসাহিতাসি। তদিদং যাথার্থমাকর্ণ্যতাং।

অমিতবিভবা যস্য প্রেক্ষালবায় ভবাদয়ো
ভুবন গুরবোপ্যুৎকণ্ঠাভিস্তপাংসি বিতন্বতে।
অহহ গহনাদিষ্টানান্তে ফলং কিমভিষ্টুবে
সুতনু স তনু র্জজ্ঞে কৃষ্ণস্তবেক্ষণ তৃষ্ণয়া॥ ১৮॥

(সদয়ে শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসে! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, তোমার ভাব জানিবার নিমিত্ত পরিহাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে যথার্থ বলি শ্রবণ কর। সুন্দরি! যাঁহার দর্শন লেশ নিমিত্ত অমিত বৈভবশালী জগদ্গুরু শঙ্কর প্রভৃতিও উৎকণ্ঠা সহকারে তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আবার তোমার দর্শন তৃষ্ণায় ক্ষীণ তনু হইতেছেন, অতএব হে রাধে! তোমার দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট ফলের আর কি প্রশংসা করিব॥ ১৮॥

যথারাগ॥

বিপতি দারুণ, কাল ভুজঙ্গম, গরলে জারিল তোমা। আমার বচন, শুনিয়া এখন, চিত্তে দেহ তুমি ক্ষমা॥ এ তুয়া ভাবের, জানিতে ব্যভার, পরিহাস কৈল তোরে। সত্য কথা শুন, হরি বিবরণ, যৈছন ভৈগেল ভোরে॥ যে হরি বৈভব, নহে অনুভব, দরশ রসের আশে। করে জপ তপ, ক্ষিতি গুরু ভব, সতত যোগীর বেশে॥ তুমি পুণ্যবতী, কি কহিব অতি, সে হরি তোমার ভাবে। করয়ে অতনু, জাগদিয়া তনু, তোমা দরশনে এবে॥ ১৮॥

ললিতা। সংস্কৃতেন॥

তদ্বার্ত্তোত্তরগীতগুম্ফিতমুখো বেণুঃ সমন্তাদভূৎ
ত্বদ্বেশোচিতশিল্পকল্পনময়ী সর্ব্বা বভূব ক্রিয়া।
ত্বন্নামানি বভূবুরস্য সুরভীবৃন্দানি বৃন্দাটবী
রাধে ত্বন্ময়বল্লিমণ্ডলঘনা জাতাদ্য কংসদ্বিষঃ।

রাধিকা। সমাশ্বস্য স্বগতং। চঞ্চল চিত্ত অজ্জবি ণ

রাধি। চঞ্চলচিত্ত অদ্যাপি ন প্রত্যাপয়সি।

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণের মুরলী সর্ব্বদা তোমার চরিত্র গানে গ্রন্থিত মুখ হইয়াছে, তোমার সদৃশ বেশ রচনা করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় শিল্প কর্ম্ম দেখিতেছি, এবং গাভী সলকে আহ্বান করিতে হইলে ভ্রমে তিনি তোমারই নামোল্লেখ করিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন, অতএব হে রাধে! অধিক কি বলিব কংসারির সম্বন্ধে লতাসমূহশালি বৃন্দাবন তোমারই স্বরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে॥

যথা রাগ॥

তোমার চরিত, গায়ে অবিরত, বেণু করি নিজ মুখে।
তোমার সমান, করে বেশ গণ, তোমা মানে আপনাকে।
ডাকে ধেনুগণে, ভরমে সেখানে, লইয়া তোমার নাম।
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে, তোরে নিরিখয়ে শ্যাম॥
এ ভূমি গগণ, তরু লতাগণ, তোমায় মানয় হরি। এ যদুনন্দন, কহয়ে নবীন, অনুরাগ বলিহারি॥

শ্রীরাধা। (আশ্বাসিত হইয়া মনে মনে) অরে চঞ্চল হৃদয়!

পত্তিআএসি।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে বাঢ়ং প্রগল্‌ভাসি তদ্বিশাখা যাবন্মাকন্দমূলান্মুকুন্দেন সহ প্রত্যাবর্ত্ততে তাবদত্র সঙ্কেতিতে কর্ণিকার কুঞ্জে গোপায় ত্বং গোপালিকাভ্যো রাধিকাং। ময়াতু স্বকৃত্যায় গন্তব্যমিতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তাঃ।

বিশাখা। দূরং পরিক্রম্য সো মাকন্দো এসো পুরো দীসই জত্থ কহ্লো॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সোৎকণ্ঠং প্রতিচীমবলোক্য।

বিশা। মাকন্দ এষ পুরো দৃশ্যতে যত্র কৃষ্ণঃ। অস্তং গচ্ছতঃ সূর্য্যস্য রোচ-

এখনও তুই প্রত্যয় করিতেছিস্ না ?॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! তুমি অতিশয় প্রগল্‌ভা, অতএব যাবৎ আম্র মূল হইতে মুকুন্দের সহিত বিশাখা প্রত্যাগত না হয়, তাবৎ তুমি এই সঙ্কেতিত কর্ণিকার কুঞ্জে গোপালিকাগণ হইতে শ্রীরাধাকে রক্ষা কর, আমি স্বীয় প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত গমন করি, এই বলিয়া তিন জনে প্রস্থান করিলেন॥

বিশাখা। (কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া) এই যে সেই আম্রতরু অগ্রে দেখিতেছি, বোধ হয় এই খানেই কৃষ্ণ আছেন॥

অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সহিত পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করত)

সদ্যস্তপ্তহিরণ্য পিণ্ডমধুরং চণ্ডত্বিষো মণ্ডলং
সঙ্গং হন্ত তরঙ্গিণীরতিগুরোরঙ্গী চকারাম্ভসি।
দ্রাগেতান্যপি ঘূকনেত্র পটলী সিদ্ধাঞ্জনক্ষোদতাং
বিভ্রন্তি দ্বিপবিভ্রমাণি রুরুধু র্ধ্বান্তানি বৃন্দাবনং ॥
সৌৎসুক্যং পন্থানমুদ্বীক্ষ্য কথমদ্যাপি সখী কাচিন্নেত্রাধ্বনি মে নাবততারেতি। পরাবৃত্য প্রাচীং পশ্যন্।
সান্দ্রাঃ সুপ্ত কুমুদ্বতী কুলবধূ নিদ্রাভিদাঃ কোবিদাঃ।
কুর্ব্বাণাঃ কলুষ শ্রিয়ং পরিভবাতঙ্কেন পঙ্কেজনীং।
সংরম্ভাদভিসারিকাভিরসকৃদ্ব্যাক্রুষ্যমাণোদ্গমা

কন্ত্বোপচারেণ মধুরমিতি পদমুপন্যস্তং। তরঙ্গিণীরতিগুরোঃ সমুদ্রস্থ। ঘূকাঃ পেচকা স্তেষাং। নেত্র সমূহানাং সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণত্বং প্রাপ্তানি ধ্বান্তানি দ্বিপানাং হস্তিনামিব বিভ্রমো যেষাং॥

হায়! এক্ষণে তপ্ত স্বর্ণ পিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল প্রচণ্ড সূর্য্য মণ্ডল নদীপতির জলে সঙ্গত হওয়াতে শীঘ্র পেচকনেত্র সমূহের সিদ্ধাঞ্জন চূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধ্বান্তরাশি হস্তিবৃন্দের ভ্রান্তি ধারণ করত বৃন্দাবনকে অবরোধ করিল॥ (উৎকণ্ঠার সহিত পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করত) কই এযাবৎ একটী সখীও ত আমার নেত্রপথে উপস্থিত হইল না (এই বলিয়া পশ্চাৎভাবে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক) আহা! কুমুদিনী রূপ কুলবধূগণের নিদ্রা ভঙ্গে সুপণ্ডিত চন্দ্রসমূরশ্মি হ সূর্যের পরাভব শঙ্কিনী পদ্মিনীকে

ভাসঃ পীতকরস্ত হন্ত হরিতং পূর্ব্বাং পরিষ্কুর্ব্বতে ॥ ১৯ ॥
ইতি বৈয়গ্র্যং নাটয়ন্ ॥
ধ্যাত্বা ধর্ম্মং ধৃতিমুদয়িনীং কিং ববন্ধাদ্য রাধা
তীব্রাক্ষেপৈঃ কিমুত গুরুভির্লম্ভিতা বা নিবৃত্তিং।
কিম্বা কষ্টমভজত দশাং তামবিস্পন্দমন্দা
মিন্দৌ বিন্দত্যুদয়মপি যন্নাজগামাদ্য দূতী ॥

হরিতং দিশং ॥ ১৯ ॥

মলিন শ্রী বিধান করত ক্রুদ্ধা অভিসারিকাগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পূর্ব্বদিক অলঙ্কৃত করিতেছে ॥ ১৯ ॥
(এই বলিয়া ব্যগ্রতা অভিনয় করত) শ্রীরাধা কি ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, অথবা তিনি গুরুজনের কঠোর তাড়না ভয়েই কি নিবৃত্ত হইলেন, কিম্বা তাঁহার স্পন্দন শূন্য মন্দ কোন কষ্ট দশাই বা উপস্থিত হইল, যাহা হউক চন্দ্র উদিত হইলেন তথাপি এখনও দূতী আসিল না কেন ? ॥

যথা রাগ ॥

সতী কুল কাজ, দুকুলের লাজ, ধরম দেখিয়া কে বা। ধৈরজ উদয়, হইল হৃদয়, রাধিকা অধিক সে বা ॥ কিম্বা গুরু জন, তর্জন বচন, কহিয়া নিবৃত্তি কৈল। কিম্বা অতিশয়, ক্ষীণ তনু হয়, চলিবারে না পারিল ॥ নহিলে বা কেনে, সুচন্দ্র গগণে, উদয় হইল অতি। তবু এত ক্ষণে, শঙ্কেত ভবনে না মিলল সখী দূতী ॥

বিশাখা। লতান্তরে সৌদ্‌গ্রীবিকং এসো নূণং উক্কণ্ঠাএ মহ জ্জেব্ব পঅবীং বিলোএদি কণ্হো। তা কৃখণং পরিহ-সিস্‌সং।

কৃষ্ণঃ। সানন্দং। ইয়ং বিশাখাপি চঞ্চৎ পঞ্চ শাখা সখী মিলিতা ইত্যুপসৃত্য সখি তবোপলম্ভাত্তামেব রম্ভোরুং লব্ধামবৈমি। যদ্বিশাখা রাধয়োরদ্বৈতং ॥ ২০ ॥

বিশাখা। মুখমানময্য মৌনমালম্বতে।

বিশা। লতান্তরে এষ নূনং উৎকণ্ঠয়া মমৈব পদবীং বিলোকয়তি কৃষ্ণঃ। তৎ ক্ষণং পরিহসিষ্যামি চঞ্চলঃ পঞ্চশাখঃ পাণি র্যস্যাঃ পঞ্চশাখঃ শয়ঃ পাণিরিত্যমরঃ। পক্ষে বিগত শাখাপি চঞ্চলন্ত্যঃ পঞ্চ শাখা যস্য ইতি বিরোধঃ। বিশাখা রাধয়োরদ্বৈতমিতি রাধা বিশাখা পুষ্যোত্বিত্যমরঃ ॥ ২০ ॥

বিশাখা। (লতার অন্তরালে থাকিয়া গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক উৎকণ্ঠা বশতঃ) এই যে কৃষ্ণ আমারই পথের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া রহিয়াছেন, অতএব ক্ষণ কাল পরিহাস করি ॥

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) এই যে বিশাখাও হস্ত কম্পিত করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। (এই বলিয়া নিকটে গমন করত) সখি! তোমার আগমনেই সেই রম্ভোরু শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম এমত বিবেচনা করি, যেহেতু তোমাতে এবং শ্রীরাধাতে পরস্পর অদ্বৈত ভাব অর্থাৎ তোমাদের দুই জনে পরস্পর ভিন্নতা নাই ॥ ২০ ॥

বিশাখা। নত বদনে মৌনাবলম্বন করিলেন।

কৃষ্ণঃ। সখি কিমত্র তূষ্ণীকাসি।

বিশাখা। চন্দমুহ মন্দভাইণি ম্হি তা কিং বিণ্ণবিস্সং।

কৃষ্ণঃ। সশঙ্কং কিমর্থমিদং।

বিশাখা। সুন্দর ণ মে সরস্সই ণিস্সরদি হোদু তধাবি সম্বরিদুং ণ জুত্তমিদং। ইতি মুখ বৈকৃত্যমভিনীয়। ভো ভট্টিদারঅ সা পিঅসহী অহিমণ্ণুণা হদাসেণ মহুরা পত্তণম্হি ইত্যর্দ্ধোক্তে শুষ্কং রোদিতি॥ ২১॥

তূষ্ণীং শীলস্তু তূষ্ণীক ইত্যমরঃ।

বিশা। চন্দ্রমুখ মন্দভাগিন্যস্মি। তৎ কিং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

বিশা। সুন্দর ন মে সরস্বতী নিঃসরতি সরস্বতী বাণী। ভবতু তথাপি সম্বরিতুং ন যুক্তমিদং। ভো ভর্তৃদ্বারক সা প্রিয়সখী অভিমন্যুনা হতাশেন মথুরাপত্তনে ইতি শেষঃ। নাট্যোক্তৌ রাজপুত্রো ভর্তৃদারক শব্দে নোচ্যতে॥ ২১॥

কৃষ্ণ। সখি বিশাখে! তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলে কেন?॥

বিশাখা। চন্দ্রবদন! আমি মন্দভাগিনী হইয়াছি, অতএব তোমাকে আর কি নিবেদন করিব॥

কৃষ্ণ। (সশঙ্কে) এ কথা বলিতেছ কেন?॥

বিশাখা। সুন্দর! আমার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না, তথাপি সম্বরণ করা উপযুক্ত নহে। (এই বলিয়া মুখ বিকৃতি করত) অহে রাজপুত্র! অভিমন্যু হতাশ হইয়া প্রিয়সখীকে মথুরা নগরীতে এই পর্য্যন্ত অর্দ্ধোক্তি করিয়া শুষ্ক রোদন করিতে লাগিলেন॥ ২১॥

কৃষ্ণঃ। সব্যথং কদা নীতা নাম।

বিশাখা। জদা ভঅবদী তুহ্ম সআসং লদ্ধা।

কৃষ্ণঃ। সখেদং। বিশাখে কথং কারং নীতা।

বিশাখা। তুম্মি ভঅং তক্কিঅ।

কৃষ্ণঃ। সব্যথং। স কথং তর্কিতঃ।

বিশাখা। লোওত্তরী হোন্তো অথো ণ কস্স তক্কণিজ্জো হোদি॥

কৃষ্ণঃ। গ্লপয়তি বপু র্দুঃশীলো মে বলান্মলয়ানীলো
বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষারাগ্নিভরং রুষা।

যদা ভগবতী তব সকাশং লব্ধা তব ভাবং তর্ক্য। লোকোত্তরী ভবন্নর্থো ন কস্য তর্কণীয়ো ভবতি।

কৃষ্ণ। (ব্যথার সহিত) কবে লইয়া গেল ?॥

বিশাখা। যখন ভগবতী তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন॥

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত) কেন লইয়া গেল ?॥

বিশাখা। তোমাতে ভয় আশঙ্কা করিয়া॥

কৃষ্ণ। (ব্যথার সহিত) সে কি রূপে জানিল ?॥

বিশাখা। তোমার লোকোত্তর ভাব দেখিয়া কাহার না তর্ক গোচর হয়!॥

কৃষ্ণ। একে দুঃশীল মলয় পবন বল পূর্ব্বক আমার শরীরকে ক্লিষ্ট করিতেছে, তাহাতে আবার চন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অগ্নি চূর্ণ সদৃশ তুষার বর্ষণ করিতেছেন, এ দিকে আবার হত মদন অলি হুঙ্কৃতি দ্বারা স্পষ্ট রূপে তর্জন

মদন হতক স্তর্জত্যেষ স্ফুটৈরলি হুঙ্কৃতৈ
স্ত্রুটিরপি বিনা রাধাং নেতুং ময়া নহি শক্যতে ॥
ইতি ব্যামোহং নাটয়তি ॥

বিশাখা। সখেদং সংভ্রমং। গোউলানন্দ সমস্সস সমস্সস

গোকুলানন্দ সমাশ্বসিহি সমাশ্বসহি ময়া খলু পরিহসিতং সা তপস্বিনী ভয়া

করিতেছে, হায়! আমি যে শ্রীরাধা ব্যতিরেকে ক্ষণকাল ও যাপন করিতে পারিতেছি না ॥ (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

যথা রাগ ॥

মলয় পবন, এ নব কুসুম, বহয়ে সৌরভ যত। সুখ দিয়াছিল, দুঃখদায়ি ভেল, এ দুঃখ সহিব কত ॥ সখি হে কি আর কহিব তোরে। সে রাধা বিহনে, আমার জীবনে, শরীরে না রহে জোরে ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্রের কিরণ, কৈল প্রসারণ, দেখিতে জ্বলয়ে তনু। আমারে দহন, করিতে মদন, তুষানল জালে তনু ॥ দারুণ মদনে, করে তরজনে, ভ্রমর ঝঙ্কার করি। কহত কেমতে, তিলেক ইহাতে, রহিয়ে ধৈরজ ধরি ॥ এতেক কহিতে, হঞা মুরছিতে, পড়িল সেখানে হরি। বিশাখা দেখিয়া, সংভ্রম হইয়া, কহয়ে আশ্বাস করি ॥ শুনহ গোবিন্দ গোকুল আনন্দ ধৈরজ ধরহ চিত। পরিহাস তোহে, কৈল কেন তাহে, মরমে বাসহ ভীত ॥

বিশাখা। (খেদের সহিত সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া) গোকু-

মএ ক্খু পরিহসিদং। সা তবস্সিণী তাএ রঙ্গণমালিআএ
রক্খিদ পরাণ ত্থি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ। সমাশ্বস্য ধূর্ত্তে ভদ্রেণ কদর্থিতোঽস্মি।

বিশাখা। অপ্পণো গুণং ণ সুমরসি।

কৃষ্ণঃ। সখি বর্ণ্যতাং প্রেম্ণামঙ্কঃ প্রিয়ায়াঃ।

বিশাখা। সংস্কৃতেন।

দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহু র্বেপথুং।

রঙ্গণ মালিকয়া রক্ষিত প্রাণাস্তি ॥ ২২ ॥

আত্মনো গুণং ন স্মরসি। পূর্ব্বঃ স্নিগ্ধৈরেভি রিত্যাদি ন বায়ং তাদৃশং কদর্থিতা ইতি ভাবঃ। তং নবাম্ভোধরং ॥ ২৩ ॥

লানন্দ! আশ্বস্ত হও, আমি পরিহাস করিয়াছি, তপস্বিনী
রাধা সেই রঙ্গণ মালিকা দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে-
ছেন ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ। (আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া) ধূর্ত্তে! ভাল ব্যথা প্রদান
করিলা।

বিশাখা। তুমি আপনার গুণ মনে কর না।

কৃষ্ণ। সখি! প্রিয়ার প্রেমচিহ্ন বর্ণন কর।

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! প্রসঙ্গাধীন দূর হইতে
তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অমনি খঞ্জনাক্ষী
উন্মাদ ভাব লাভ করত চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত
হইতে থাকেন, হা কষ্ট! আর অধিক কি বলিব, দৈবাৎ

আঃ কিম্বা কথনীয়মন্যদসিতৈ দৈবান্নবাম্ভোধরে
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি ॥

যদি অসিত বর্ণ নবজলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎ-কণ্ঠিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষ দ্বয় ইচ্ছা করেন ॥

যথা রাগ ॥

অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুয়া নাম শুনাইতে, খঞ্জন নয়নী ধনি রাই! অতি উন্মত্ত হইয়া, কান্দে বহু বিলপিয়া, পুন পুন কাঁপে ক্ষমা নাই ॥ শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে। অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি সুবাউরী, যেন ভেল কুলটা চরিতে ॥ ধ্রু ॥ বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, উড়িবারে চাহে পাখা করি। দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝড়এ আঁখি, শ্যামা সখী নিজ কোড়ে করি ॥ গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞা, মনে মানে তোমা কৈল কোর। অতিশয় হরষিতে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে, ধনী রহে হইয়া বিভোর ॥ সুনীল বসন পড়ে, নীল মণি হার ধরে, নেহারয়ে কালিন্দীর নীর। এই রূপে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অন্য মন, তিলেক না রহে গৃহে স্থির ॥ সদাই কদম্ব বন, করাইতে নিরীক্ষণ, পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে। বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ, অকা-রণে হাসে কত ভঙ্গে ॥ অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, বরণ হইল যেন আন। কেহ লখিবারে নারে,

কৃষ্ণঃ। তদেহি সত্বরমেব প্রেয়সীং প্রেক্ষেবহীতি পরিক্রামতঃ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুরাধ্যমানা রাধা।

রাধা। সখেদং সংস্কৃতেন।

প্রত্যূহেন পরাহতা কিমভবদ্গন্তুং সখী ন ক্ষমা
তস্যাঃ কিন্নু নিবেদিতে নহি হরি র্বিশ্রম্ভমভ্যাযযৌ।
হা হন্ত প্রতিকূলতাং ময়ি গতঃ কিম্বা বিধির্দারুণো
যদ্দূরাদ্বনমালিকা পরিমলোপ্যদ্যাপি নাসাদ্যতে॥

কি ব্যাধি হইল বোলে, কেবা জানে নিগূঢ় বিধান॥ কি গুণ করিলে তুমি, জানি লাও এবে আমি, তেঞিসে তাঁহার হেন কায। কতেক কহিব আর, যতেক দেখিল তার, দুকুলে হইয়া গেল লাজ॥ না করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্যস্থান, না শুনয়ে বচন কাহার। এ যদুনন্দন ভণে, নাজানিয়ে এতক্ষণে, কি জানি হইয়া রহে আর॥

কৃষ্ণ। তবে আইস শীঘ্র গিয়া প্রেয়সীকে দর্শন করি, এই বলিয়া দুই জনে ফিরিয়া চলিলেন॥

অনন্তর ললিতা কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া শ্রীরাধার প্রবেশ॥

শ্রীরাধা। (খেদের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হয় ত বিশাখা বিঘ্ন দ্বারা পরাহত হইয়াই গমন করিতে পারে নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই, হায়! কিম্বা দারুণ বিধি আমার প্রতি প্রতিকূলই বা হইলেন, নতুবা দূর হইতে অদ্যাপি বনমালার পরিমল প্রাপ্ত হইতেছি না

বিশাখা। পুরোঽনুস্মৃত্য সংস্কৃতেন ॥ ২৩ ॥

নম্রীকৃত্য শিরো মহুস্তরুবৃতামালোকতে বর্ত্মনী
মুত্থায় ক্ষণমাসনাৎ পুনরহো ভ্রান্তা নিষীদত্যসৌ।
দ্বিত্রাণ্যেত্য পদানি বীক্ষ্য ললিতাং ভূয়ঃ পরাবর্ত্ততে

বর্ত্মনীং পস্থানং ॥ ২৪ ॥

কেন ? ॥

যথা রাগ ॥

হেন নয় মন, সখীর গমন, বিঘ্নিল নহিল তথা। কিম্বা নিবেদন, শুনি হরিমন, বিশ্বাস নহিল কথা ॥ হাহা প্রিয়সখি কি করি বিচার আর। ধৈরজ ধরিতে, নাহি পারি চিতে, না হয়ে দুঃখের পার ॥ ধ্রু ॥ কিম্বা প্রতিকূল, দূর বিধি হৈল, আসিতে নারিল হরি। সে বনমালার, অঙ্গ পরিমল, না পাইল নাশা ভরি ॥ সে দিঠী চাতুরী, সে মুখ মাধুরী, হাসির হিল্লোল তায়। নয়ান আরতি বাঢ়িল যে মতি, সদা দেখি বারে যায় ॥ বান্ধুলী অধর আন পরিমল, কহে সুমধুর বাণী। এ যদুনন্দন, কহে সে বচন, শুনিতে যুড়ায় প্রাণী ॥

বিশাখা। (অগ্রে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ২৩ ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধার প্রেমের চেষ্টা আর কি বর্ণন করিব, ঐ দেখ অগ্রে নত বদনে বারম্বার বৃক্ষাবৃত মার্গের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতেছেন, ভ্রান্তা হইয়া ক্ষণ কাল আসন হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় আবার তাহাতেই উপবেশন করিতেছেন এবং দুই তিন পদ আগমন করিয়া

পশ্যাগ্রে তব সঙ্গমোৎসুকতয়া রাধা পরিক্লাম্যতি ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণঃ। বদনদীপ্তি বিধূত বিধূদয়া

কুমুদধামধুরা মধুরস্মিতা।

নখজিতোডুরিয়ং হরিণেক্ষণা

তৃণয়তি ক্ষণদামুখমাধুরীং ॥ ২৫ ॥

রাধিকা। সকাতর্য্যং সংস্কৃতেন।

দৃগ্‌ভঙ্গীনাং কিমুপরিমলৈঃ প্রেয়সীভি র্নিরুদ্ধঃ

বদনস্য দীপ্ত্যা বিধূতো বিখণ্ডিতো বিধূদয়ো যথা। কুমুদ ধামধুরা কুমুদ-কান্তীনামাশ্রয়ো মধুর স্মিতং যস্যাঃ নখৈরেব জিতা উড়বো যয়া ক্ষণদামুখঃ প্রদোষ স্তস্য মাধুরীং তৃণয়তি তৃণীকরোতি তত্তৎ শোভা রূপাণাং চন্দ্র কুমুদ নক্ষত্রাণাং তিরস্কারাৎ ॥ ২৫ ॥

ললিতাকে নিরীক্ষণ করত পুনর্ব্বার চলিয়া যাইতেছেন, হা কষ্ট! তোমার সঙ্গ বিষয়ে উৎসুক হইয়াই ইনি অতিশয় ক্লিন্টা হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ। আহা! যাঁহার বদনের দীপ্তি অবলোকন করিয়া চন্দ্রোদয়কে ঘৃণা বোধ হয়, যাঁহার মধুর হাস্য কুমুদকান্তি সকলের আশ্রয় স্বরূপ এবং যিনি স্বীয় নখ কান্তি দ্বারা নক্ষত্র গণকে পরাজিত করিতেছেন সেই এই হরিণাক্ষী রাধার আশ্চর্য্য মাধুর্য্য প্রদোষ কালীন মধুরিমাকে তৃণ বৎ করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাধা। (কাতরতার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হায়! প্রেয়সীগণ কি নয়ন ভঙ্গী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিরুদ্ধ করিল,

কিম্বাস্বৈরী ময়ি বিহিতবানুদ্ধতায়ামুপেক্ষাং
হা চান্দ্রীভির্দ্দ্যুতিভিরভিতো গ্রস্যমানেঽপি লোকে
প্রাপ্তো নায়ং যদিহ লতিকামন্দিরে নন্দসূনুঃ ॥

কৃষ্ণঃ। পুরোঽনুসৃত্য অহো সাধীয়ান্ প্রসাদঃ পৌর্ণমাস্যাঃ যদিয়মামোদয়তি কৌমুদী ॥

রাধিকা। চমৎকৃতিমভিনীয় স্বগতং। হুঁ এত্তিঅ ভাঅধেআণং বি ভাঅণং সংবুত্তো এসো জণো ইতি বৈবশ্যমালম্বতে ॥

হুঁ এতাবৎ ভাগধেয়ানাং ভাগ্যানাং বিভাবনং সংবৃত্তঃ এষো জনঃ। অহো ধন্যা ইত্যনেন সর্ব্বাভ্যোঽপি অস্যাঃ ত্বয়ি প্রেমাতিশয় ইতি কৃষ্ণে ব্যজ্যতে ॥

অথবা তিনি স্বেচ্ছাচারী, আমি উদ্ধত হইয়াছি বলিয়াই বা আমার প্রতি উপেক্ষা করিলেন, হায়! এক্ষণে যে চন্দ্র কিরণে লোক সকল পরিপূর্ণ হইল, এ যাবৎ লতা মন্দিরে নন্দনন্দন কৈ আগমন ত করিলেন না ॥

কৃষ্ণ। (অগ্রে গমন করিয়া) অহো! পৌর্ণমাসীর কি অত্যুৎকৃষ্ট প্রসন্নতা, যাহাতে কৌমুদী অতিশয় রূপে আমোদিত করিতেছে। পক্ষান্তরে পৌর্ণমাসী দেবীর কি প্রসন্নতা, যাঁহার প্রসাদে এই চন্দ্রকান্তি শ্রীরাধা আমোদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা। (বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক মনে মনে) আহা! মৎসদৃশ জনের কি এ প্রকার ভাগ্য উপস্থিত হইল! (এই বলিয়া বিবশতা অবলম্বন করিলেন)

বিশাখা। সংস্কৃতেন ॥

অহো ধন্যা গোপ্যঃ কলিত নব নর্ম্মোক্তিভিরলং
বিলাসৈরানন্দং দধতি মধুরৈর্যা মধুভিদঃ।
ধিগস্তু স্বং ভাগ্যং মম যদিহ রাধাপ্রিয়সখী
পুরস্তস্মিন্ প্রাপ্তে নিবিড় জড়িমাঙ্গী বিলুঠতি ॥

ললিতা। অই লজ্জালুএ রাহি অগ্‌গদো দে মাণস হংসহরো ণাঅরো তা মা কৃখু সজ্‌ঝসেন ভেম্ভলা হোহি। জং পগব্ভদা জেব্ব অজ্জ কজ্জসাহিনী ইতি রাধাং বলাদিবাকৃষ্য কৃষ্ণান্তিকমাসাদ্যশ্চ সংস্কৃতেন ॥

ললি। অয়ি লজ্জাশীলে রাধে অগ্রত এব তে মানস হংসহরো নাগরঃ। তৎ মাখলু সাধ্বসেন বিহ্বলা ভব। যৎ প্রগল্‌ভতা এব অদ্য কার্য্যসাধিনী ॥২৬

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) আহা! যে সকল গোপী মধুর বিলাস বিশিষ্ট নব নর্ম্মোক্তি দ্বারা অতিশয় রূপে মুরারির আনন্দ বিধান করিতেছে, তাহারাই ধন্য, কিন্তু আমার ভাগ্যকে ধিক্, যেহেতু ঐ কৃষ্ণ সম্মুখে আসিলেও আমার প্রিয়সখী শ্রীরাধা নিবিড় জড়িমা অবলম্বন পূর্ব্বক ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন ॥

ললিতা। অয়ি লজ্জাশীলে রাধে! যিনি তোমার মানস হংস হরণ করিয়াছেন সেই নাগর অগ্রে উপস্থিত, অতএব ইহাঁকে দেখিয়া আর ভয়ে বিহ্বলা হইও না, এক্ষণে প্রগল্‌ভতা অবলম্বন কর, তদ্দ্বারাই আজ কার্য্য সাধন হইবে। (এই বলিয়া বল পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে আকর্ষণ

বিদূরাদালোক্য প্রবলতর তৃষ্ণা তরলিতঃ
সখী চেতোহংসস্তব বদনপদ্মে নিপতিতঃ।
ভ্রমদ্ভ্রূপাশাভ্যাং কিতব তমবধ্নাদিহ ভবান্
কিমস্মাসু ন্যায্যা ব্যবসিতিরিয়ন্তে বিসদৃশী ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা ললিতে মদ্বিধাঃ খল্ববলার্থং হারিণো ন ভবন্তি ॥

বিশাখা। ধম্মিঅ সচ্চং সচ্চং ভদ্দআলীতীত্থ কদম্বো চ্চেঅ এত্থ পমাণং।

কৃষ্ণঃ। সখি ললিতে মদ্বিশুদ্ধৌ কথং বঃ প্রতীতিঃ।

বিশা। ধার্ম্মিক সত্যং সত্যং ভদ্রকালীতীর্থ কদম্ব এব অত্র প্রমাণং।

করত শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়া সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! দূর হইতে তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার প্রিয়সখীর চিত্ত হংস প্রবলতর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া তোমার বদন পদ্মে গিয়া পতিত হইয়াছিল, তুমি কি না তাহাকে ভ্রূপাশ যুগল দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ, যাহা হউক, হে শঠ! আমাদের প্রতি কি তোমার এই প্রকার বিসদৃশ ভাব ন্যায় সঙ্গত হয়!॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে! আমার মত ব্যক্তিগণ কখন অবলার সম্পত্তি হরণ করে না॥

বিশাখা। অহে ধার্ম্মিক! সত্য সত্য, এ বিষয়ে ভদ্রকলী তীর্থস্থ অর্থাৎ কাত্যায়নী পূজাস্থলীয় কদম্ব বৃক্ষই প্রমাণ।

কৃষ্ণ। সখি ললিতে! আমার শুদ্ধিতা বিষয়ে তোমাদের কি রূপে প্রতীতি হইবে?॥

ললিতা। ছইল্ল পরিক্খা বিহাণেণ॥

কৃষ্ণঃ। বামে কামং কথ্যতাং পরীক্ষা মম বিজিষ্ণুরয়ং কীর্ত্তি শুভ্রাংশু র্ন মৃষা কলঙ্কীকর্ত্তুং শক্যতে॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

ত্বমুন্নদ্ধে রাধাস্তন কনক কুম্ভান্তরমিল
ত্তনুজালী কালোরগযুবতিমূর্দ্ধপ্রণয়িণি।
যদি ক্ষোভোন্মুক্তঃ কলয়সি করং নায়কমণৌ
ততস্তে ধ্বস্তাঙ্কঃ প্রচরতি যশোমণ্ডল শশী॥ ২৭॥

কৃষ্ণঃ। কৃত্রিমত্রাসমভিনীয়। হন্ত নিষ্ঠুরে নাম্নৈব ললিতাসি

ললি। ছইল বিদগ্ধ পরীক্ষাবিধানে। ত্বমুন্নদ্ধে ইতি রাধায়াঃ স্তন কুম্ভয়োরন্তরে মধ্যে মিলন্তী যা তনুজালী রোমালী সৈব কালোরগ যুবতি স্তন্মূর্দ্ধ প্রণয়িনী নায়কমণৌ॥ ২৭॥

ললিতা। অহে বিদগ্ধ! পরীক্ষা করিলে।

কৃষ্ণ। হে বক্র চিত্তে! যথোচিত পরীক্ষা বল, আমার নির্ম্মল কীর্ত্তিচন্দ্রকে কখন মিথ্যা কলঙ্কী করিতে সমর্থ হইবা না॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! শ্রীরাধার স্তন রূপ কনককুম্ভদ্বয়ের অন্তর্গত নায়কমণি যাহা তদীয় নাভি হইতে উত্থিত লোমাবলী রূপ কালসর্পযুবতির মস্তকে মণি সদৃশ বিরাজ করিতেছে, তুমি যদি অক্ষোভ চিত্তে সেই নায়কমণিতে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অকলঙ্ক যশশ্চন্দ্র প্রচারিত হইবে॥ ২৭॥

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ত্রাস অভিনয় করিয়া) হা কষ্ট! হে নিষ্ঠুরে!

যদল্পীয়সি তাবদর্থে গরীয়সীং সর্পঘটাখ্যাং পরীক্ষামুপ
ক্ষিপসি ॥

রাধিকা। সপ্রণয়েৰ্ষ্যং। ললিদে চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ ইতি সভ্রূভঙ্গ
মবলোকতে ॥

ললিতা। বিসাহে ণট্‌ঠ ধনুদ্দেসআরিণীং কীস মং তজ্জদি
রাহিআ ॥ ২৮ ॥

বিশাখা। ললিদে ইমাএ হিঅঅট্‌ঠিদং আউদং মএ জাণীঅদি॥

ললিতা। তং কধেহি সুণিস্‌সং।

বিশাখা। সংস্কৃতমাশ্রিত্য।

রাধি ললি বিশাখে নষ্টধনোদ্দেশকারিণীং কস্মান্মাং তর্জতি রাধিকা ॥ ২৮

তোমার নামই কেবল ললিতা, যেহেতু অল্পাতর
কার্য্যে গুরুতর সর্পঘট পরীক্ষা বিধান করিতেছ॥

শ্রীরাধা। (প্রণয় ঈর্ষ্যার সহিত) ললিতে! থাক থাক, এই
বলিয়া ভ্রূভঙ্গের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥

ললিতা। বিশাখে! আমি নষ্ট ধনের উদ্দেশকারিণী অর্থাৎ
এই শ্রীরাধার মানস হংস অপহৃত হইয়াছে, আমি তাহা-
রই উদ্দেশ করিতেছি, তবে ইনি কেন আমাকে তর্জন
করিতেছেন? ॥ ২৮ ॥

বিশাখা। ললিতে! আমি শ্রীরাধার মনোগত ভাব জানিতে
পারিয়াছি।

ললিতা। সেই ভাব কি, বল শ্রবণ করি।

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করিয়া) সখি! যিনি

স্পৃশন্তং যো মেঘানঘমনঘকর্ম্মা তমবধী
দ্বিষজ্বালাজালোন্মদমদময়ৎ কাল্লিয়মহিং।
অকার্ষীদ্গোপেন্দ্রদ্রুহমজগরং দিব্যপুরুষং
ভুজঙ্গাচার্য্যেহস্মিন্ কিমিব ঘটতে পন্নগঘটঃ॥ ২৯॥

ললিতা। বিহস্য হলা রাহে অপ্পণো পরিকর রূবাএ ণ জাণাসি মাহপ্পং ইমাএ পেক্খ॥

তথাহি॥

অবি গরুড়স্স সিহামণিমুরগবহু গব্বহারি বিরুদস্স।

বিশা। অস্যা হৃদয়স্থিতং আকূতং ময়া জ্ঞায়তে। ললি তৎ কথং শ্রোষ্যামি। অজ্যো দুঃখ ব্যসনেষ্বঘমিত্যমরঃ। অনঘকর্ম্মাঽদুঃখ কর্ম্মা॥ ২৯

ললি রাধে আত্মনঃ পরিকর রূপায়াঃ ন জানাসি মাহাত্ম্যং অস্যাঃ তনু- জাল্যাঃ পশ্য। তথাহি। অপি গরুড়স্য শিখামণিং উরগবধূ গর্ব্বহারি বিরু- তস্য প্রভবতি সখি মোহয়িতুং তব নব রোমাবলী ভুজগী। গরুড় শিখামণিং গরুড়বাহনমপি ভঙ্গ্যা কৃষ্ণমিতি। গরুড়স্য কীদৃশস্য উরগেত্যাদি। রাধি

গগণ স্পর্শি অঘাসুরকে সংহার করিয়াছেন। যিনি বিষজ্বা- লায় জাজ্বল্যমান কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন এবং যাঁহা কর্ত্তৃক নন্দগ্রাসকারি অজগর সুদর্শন নামক দিব্য পুরুষ বপু প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্ট কর্ম্মা ভুজঙ্গা- চার্য্যে কি রূপে সর্পঘট পরীক্ষা সম্ভব হয়॥ ২৯॥

ললিতা! (হাস্য করিয়া) সখি রাধে! আপনার সঙ্গিনী রূপা লোমাবলী ভুজঙ্গিনীর মহিমা জান না?। দেখ যাহার রবে সর্পবধূদিগের গর্ব্ব পাত হয় সেই গরুড়ের

পহবই মোহেদুং তুহ ণঅ রোমাওলী ভুজগী ॥

রাধিকা। সপ্রণয় রোষং। অই ধিট্‌ঠে ললিতে এথ আণাবিঅ মং বিড়ম্বেসি তা গদুঅ বুড্‌ঢিআণং গোইণং বিণ্ণবিস্‌সং ইতি গন্তুমিচ্ছতি ॥

ললিতা। অই মুদ্ধে ণং সাহুং বা চোরং বা জাণিঅ জাহি ইতি পটাঞ্চলমাদধাতি ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। চণ্ডে ললিতে যদ্যতো দূরাগ্রহান্ন বিশ্রান্তাসি ততঃ করবাণি পরীক্ষামিতি রাধামনুসর্পতি।

অয়ি ধৃষ্টে ললিতে অত্র আনীয় মাং বিড়ম্বয়সি। তদ্গত্বা বৃদ্ধাং গোপীং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি। ললি মুগ্ধে এণং সাধুং বা চৌরং বা জ্ঞাত্বা যাহি ॥ ৩০ ॥

শিখামণি শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে তোমার লোমাবলী সমর্থ হইয়াছে ॥

শ্রীরাধা। (প্রণয় রোষের সহিত) অয়ি নির্লজ্জে ললিতে! তুমি আমাকে এখানে আনিয়া বিড়ম্বিত করিতেছ, থাক আমি গিয়া বৃদ্ধা গোপীকে বলিয়া দিচ্ছি (এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন) ॥

ললিতা। মুগ্ধে! কৃষ্ণ সাধু কি চোর ইহা জানিয়া গমন করা উচিত। (এই বলিয়া শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন) ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ। হে চণ্ডস্বভাবে ললিতে! তুমি যদ্যপি এই দুরাগ্রহ হইতে ক্ষান্ত না হইলা, তবে আমি পরীক্ষা প্রদান করি। (এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকট গমন করিলেন)

ললিতা। বিলোক্য হুঁ ছইল্ল চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ বিণ্ণাদ ইতি সংস্কৃতেন ॥

প্রারব্ধে পুরতঃ পরীক্ষণ বিধৌ ত্রাসানুবিদ্ধাস্য তে
সিন্নোঽয়ং কর পল্লব স্তরলতাং কম্পোদ্গমৈঃ পুষ্যতি।
রোমাঞ্চং শিখিপিঞ্ছচূড় নিবিড়ং মূর্ত্তিশ্চ ধত্তে ততো
জ্ঞাতস্ত্বং ননু পশ্যতোহরপুরী সাম্রাজ্য ধৌরেয়কঃ ॥

কৃষ্ণঃ। সঙ্কুচন্নম্রীভূয় হন্ত ধীগৌরবং গৌরীণাং। যদহং চৌরীকৃতো স্মি ॥ ৩১ ॥

ললি ছইল তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং প্রারব্ধ ইতি তব কর পল্লবঃ কম্পোদ্গমৈ র্হেতুভি স্তারল্যং তরলত্বং পুষ্যতি আধিক্যেন প্রকটয়তি পশ্যতোহরপুরীণাং সাম্রাজ্যস্য ধৌরেয়ক আশ্রয়ঃ ধীগৌরবং ধিয়াং গৌরবং ॥৩১

ললিতা। (দেখিয়া হুঙ্কার করত) নাগর! থাক থাক, জানিয়াছি, জানিয়াছি। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) অহে শিখণ্ডচূড়! পরীক্ষা আরম্ভ না হইতে হইতেই ত্রাস বশতঃ তোমার করপল্লব ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল, তথা মূর্ত্তিও নিবিড় রোমাঞ্চ সকল ধারণ করিল, অতএব এতদবলোকনে তোমাকে চৌরপুরী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে পরিজ্ঞাত হইলাম ॥

কৃষ্ণ। (সঙ্কোচ এবং নম্রীভূত হইয়া) অহো! গৌরাঙ্গী দিগের কি আশ্চর্য্য বুদ্ধির গরিমা, যেহেতু ইহারা আমাকে চোর বলিয়া স্থির করিল ॥ ৩১ ॥

ললিতা। ছইল্ল দিট্‌ঠিআ অপ্পণো মুহেণ অঙ্গীকিদং।

কৃষ্ণঃ। সখি সৌহৃদেনোপদিশ্যতাং মে শ্রেয়সঃ পন্থাঃ যেনাহমপরাধী ভবন্ন ব্রজামি।

ললিতা। সংস্কৃতমাশ্রিত্য ॥

গতানাং রাধায়া স্তনগিরিতটে যোগমভিতো
বিবিক্তে মুক্তানাং ত্বমিহ তরলী ভূয় তরসা।
বিশুদ্ধানাং মধ্যে প্রবিশ শরণার্থী সহৃদয়া

ললি ছইল দিষ্ট্যা আত্মনো মুখেন অঙ্গীকৃতং। অপরাধী ভবন্‌ পক্ষে রাধায়াঃ অপরাধঃ তথা ভবন্‌। স্তন গিরি তটে যোগং যোগাভ্যাসং যোগঞ্চ মুক্তানাং প্রাপ্ত মোক্ষাণাং মুক্তানাঞ্চ তরলীভূয় চঞ্চলীভূয় পক্ষে তরলো হার-মধ্যগ স্তথাভূয় শরণার্থী আশ্রয়ার্থীচ। এতদেবার্থান্তরোপন্যাসেনাহ। সহৃদয়াঃ সাধবঃ প্রকৃতে হৃদয়েন সহ বর্ত্তমানাঃ মুক্তা এব সাদ্‌গুণ্যাৎ স্পষ্টং প্রকৃতে উত্তমসূত্র প্রোতত্বাৎ পৃথুলাঃ পুষ্টা দোষা যস্য। প্রকৃতে পৃথুলো

ললিতা। নাগর! কি সৌভাগ্যের বিষয়, আপনার মুখেই আপনি স্বীকার করিলা ॥

কৃষ্ণ। সখি! বন্ধুভাবে আমাকে মঙ্গলের পথ উপদেশ দাও যাহাতে আমি নিরপরাধে গমন করিতে পারি ॥

ললিতা। (সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া) কৃষ্ণ! যে সকল বিশুদ্ধ প্রকৃতি মুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার স্তন গিরির নির্জ্জন প্রদেশে সর্ব্বতো ভাবে যোগ যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করি-তেছেন, তুমি শরণার্থী হইয়া শীঘ্র তাঁহাদের মধ্যে গিয়া প্রবেশ কর, তাহা হইলে নির্দ্দোষী হইবা, কারণ সহৃদয়

ভজন্তে সাদগুণ্যাদপি পৃথুলদোষং হি পুরুষং ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণঃ। সখি সাধূপদিষ্টং ত্বয়েতি সানন্দমুপসৃত্য রধাং পাণৌ দধাতি ॥

রাধিকা। সগদ্গদং। সুন্দর অজুত্তং তুজ্ঝ এদং।

ইতি পাণিমাচ্ছিদ্য শাখিনা তিরোদধাতি।

দোষৌ ভুজৌ যস্য তং ত্বাং ॥ ৩২ ॥

ব্যঙ্গমর্থ মপ্যাদায়াহ সাধূপদিষ্টমিতি। রাধি সুন্দর অযুক্তং তবেদং। শাখিনা বৃক্ষেণ অন্তর্দ্ধত্তে।

ব্যক্তিরা সদ্গুণ দেখিলে বিপুল দোষ শালি পুরুষকেও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ॥

পক্ষান্তরে। কৃষ্ণ! শ্রীরাধার স্তন গিরির মধ্য গত নিবিড় প্রদেশে যে সকল বিশুদ্ধ মুক্তা গ্রথিত হইয়া সর্ব্বতো ভাবে মালা রূপে বিরাজ করিতেছে, তুমি যদি আশ্রয়ার্থী হইয়া নায়কমণি রূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর তাহা হইলে বিশুদ্ধ প্রকৃতি ব্যক্তি বিশাল ভুজশালি পুরুষকে অঙ্গীকার করিবেন ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ। সখি! তুমি ভাল উপদেশ করিয়াছ, এই বলিয়া আনন্দ সহকারে গমন করত শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করিলেন ॥

শ্রীরাধা। (গদ্গদ স্বরে) সুন্দর! এ তোমার উপযুক্ত নয়, এই বলিয়া হস্ত ছাড়াইয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত হইলেন ॥

কৃষ্ণঃ। রাধামপ্রেক্ষ্য সশঙ্কং হন্ত সখ্যৌ ক বাং প্রিয়সখী।
উভে। মোহণ নিরুবিঅ ভণিস্সহ্ম। ইতি শাখি পৃষ্ঠমাসাদ্য হলা রাহি ণম্মশীলং কহ্নং পরিহসিদুং লদ্ধো ওসরো। তা কৃখণং সাবহিত্থা হোহি॥
রাধিকা। সব্যাজং ভ্রুবৌ বিভুজ্য। ললিদে পরিহসিদুং ত্তি কিং ভণাসি। জং ঈরিসং সাহসং ণ কৃখু মারিসীএ জুত্তং তা পত্থিদম্হি।
ললিতা। কৃষ্ণমভ্যুপেত্য চন্দ্রানন অহ্ম সহী কিম্পি বিণ্ণ

উভে মোহন নিরূপ্য ভণিষ্যাবঃ সখি রাধিকে নর্ম্মশীলং কৃষ্ণং পরিহসিতুং লব্ধোঽবসরঃ। তৎ ক্ষণং সাবহিত্থা ভব। রাধি ললিতে পরিহসিতুং ইতি কিং ভণ্যসে যদীদৃশং সাহসং ন খলু মাদৃশ্যাঃ যুক্তং তৎ প্রস্থিতাস্মি।
ললি চন্দ্রানন অস্মং সখী কিমপি বিজ্ঞাপয়িতুকামা বিভেতি।

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কার সহিত) অহে সখীদ্বয়! তোমাদের প্রিয়সখী কোথায়?॥
ললিতা বিশাখা। মোহন! অন্বেষণ করিয়া বলিব। (এই বলিয়া বৃক্ষের পশ্চাৎ দেশে গমন করত) সখি রাধে! নর্ম্মশীল কৃষ্ণকে পরিহাস করিবার এই অবসর, অতএব ক্ষণকাল গোপনভাবে অবস্থিতি কর॥
শ্রীরাধা। (ছল সহকারে ভ্রূ যুগল বক্র করিয়া) ললিতে! পরিহাস করিতে এ কথা বলিতেছ কেন? এ প্রকার সাহসিক পুরুষের সহিত আমার পরিহাস করা উপযুক্ত নহে, অতএব আমি এখান হইতে চলিলাম॥
ললিতা (কৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়া) চন্দ্রানন! আমা-

বিদু কামা বিভাএদি।

কৃষ্ণঃ। সখি বশবর্ত্তিনি জনে ন খলু ভীতিরবকাশং লভতে। তন্নিকামমাজ্ঞাপয়তু॥

ললিতা। সংস্কৃতমাশ্রিত্য।

চেতস্তাম্যতি মে ভয়োর্ম্মিভিরলং পাণিদ্বয়ং কম্পতে
কণ্ঠঃ সজ্জতি হন্ত ঘূর্ণতি শিরঃ স্বিদ্যন্তি গাত্রাণ্যপি।
গোষ্ঠাখণ্ডল চণ্ডসাহসবিধৌ তেনাস্মি নাহং ক্ষমা
যদ্দূরাদভিসারিতো নিশি ভবানেতন্মম ক্ষাম্যতু॥

সজ্জতি শক্তো ভবতি বাঙ্ ন নিঃসরতীত্যর্থঃ।

দের প্রিয়সখী কোন এক বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করিয়া ভয় করিতেছেন॥

কৃষ্ণ। সখি! বশবর্ত্তি জনে ভয় ত অবকাশ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অধীন জনের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে ভয় কি? অতএব ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন॥

ললিতা। (সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া) কৃষ্ণ! ভয়াতিশয্যে আমার চিত্ত স্তব্ধ হইয়াছে, হস্তদ্বয়ের কম্প উপস্থিত, কণ্ঠ রোধ হইয়া গিয়াছে,মস্তক অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, অধিক কি,ভয়ে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মোদ্গম হইতে আরম্ভ হইল, অতএব হে গোষ্ঠেন্দ্র! এই গুরুতর সাহসের কার্য্যে আমি অক্ষম হইলাম, তবে যে আমি তোমাকে রাত্রিকালে দূর হইতে অভিসার করাইয়াছি, আমার এই দোষ মার্জ্জন কর॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। ন জানে নর্ম্মতো বায়ং গিরাং গরিমা।

রাধিকা। কিঞ্চিদাবিভূয়। সহি তুণ্ণং পত্থাবেহি ণং জাব কোবি ণ পেচ্ছই।

কৃষ্ণঃ। সখেদমাত্মগতং। চপলপ্রেমাণো হি বালারমণ্যঃ তৎ কিমিবাসংভাব্যং নাম॥ ৩৩॥

প্রকাশং। ত্বয়াহূতঃ পার্শ্বে প্রণয় নিকুরম্বেণ রভসা দসিদ্ধার্থো রাধে ভবিতুমিহ যুক্তঃ কথমহং।

রাধি সখি তূর্ণং প্রস্থাপয় এনাং মাং যাবৎ কোপি ন পশ্যতি॥ ৩৩॥

অয়স্কান্ত শিলয়া লোহকান্ত মণিনা কর্ত্র্যা শ্রিয়া করণয়া আকৃষ্টঃ কৃষ্ণায়স মণি র্লোহং কর্ত্তৃ তাং অয়স্কান্ত শিলাং অস্পৃষ্ট্বা কিমদূরে স্থগিতভাং ভজতি। অপিতু শীঘ্রং স্পৃষ্ট্বা তস্যাং সক্তমেব তিষ্ঠতি। অহমপি তথা ভবেয়মিতি

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত মনে মনে) জানিতে পারিলাম না, পরিহাস নিমিত্তই কি এ রূপ বাগ্‌ভঙ্গী।

শ্রীরাধা। (কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া) সখি! শীঘ্র আমাকে লইয়া চল, যেন কেহ দেখিতে না পায়॥

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত মনে মনে) বালা রমণী সকলের প্রেম অতিশয় চপল, অতএব তাহাদের কিছুই অসম্ভব নহে॥ ৩৩॥

(প্রকাশ করিয়া)

রাধে! তুমি অতিশয় প্রণয় বশতঃ আমাকে স্বীয় পার্শ্ব দেশে আহ্বান করিয়াছ, তবে আমি পার্শ্বদেশে থাকিতে অসিদ্ধার্থ হইব কেন?। দেখ চুম্বকমণি স্বীয় শোভন

প্রিয়াকৃষ্টঃ কৃষ্ণায়সমণি রয়স্কান্ত শিলয়া
স্ফুটং তামস্পৃষ্টা ভজতি কিমদূরে স্থগিততাং ॥ ৩৪ ॥

ললিতা। গোউলানন্দ রাহিঅং কীস উবালহেসি।
ণং ধর্ম্মহদঅং চ্চেঅ উবালহেহি। জো ক্খু হদাসো
দোণ্ণং নিব্ভরাণুরত্তাণং অন্তরে পড়িবন্ধী হোদি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য।
সখি নির্ভরমনুরক্তাঃ প্রণয়িন
মনুযান্তি ধর্ম্মমপি হিত্বা।

দৃষ্টান্তার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ললি গোকুলানন্দ রাধিকাং কস্মাৎ উপালভসে এনং ধর্ম্ম হতকমেব উপালভস্ব। যঃ খলু হতাশো দ্বয়ো নির্ভরানুরক্তয়োরন্তরে প্রতিবন্ধী ভবতি ॥৩৫

ইন্দ্রো অত্যৈশ্বর্য্যবানপি নাথঃ স্বামী পালকো যস্যাঃ সা প্রাচী দিক্। ইয়মিতি তজ্জন্যা নির্দ্দিশ্যমানা ভবতীব বিধুং চন্দ্রং বিষ্ণুমিবচেতি তস্মাত্তথৈ-

---

গুণে লৌহ মণিকে আকর্ষণ করিলে সেই লৌহমণি কি তাহাকে স্পর্শ না করিয়া দূরে স্থগিত থাকে? অবশ্য তাহাতে গিয়া সংলগ্ন হয় ॥ ৩৪ ॥

ললিতা। গোকুলানন্দ! শ্রীরাধাকে কেন তিরস্কার করিতেছ, এই হত ধর্ম্মকে তিরস্কার কর, যে হেতু ঐ আশা বিরহিত ধর্ম্ম পরস্পর গাঢ়ানুরক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিবন্ধী হয় ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ। দেখ দেখ। সখি! অত্যন্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়িজনের অনুগামী হয়েন। ইহার

ইয়র্মতি রাগিণী প্রাচী
চুম্বতি বিধুমিন্দ্রনাথাপি ॥

ললিতা । তুম্হাণং পউরুত্তরে কা ণাম পহবদি তা ইদো বিজঅন্তু সামিপাদাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাধিকা । সাকূতমনুস্মৃত্য । ললিদে অপ্পণো মুহেণ কিম্পি বিণ্ণবিআ ণং ণিবট্টাবয়িস্সং ।
ইতি ললিতামালোক্য সংস্কৃতেন ।
সমন্তান্মে কীর্ত্তির্মুখরিত সতীমণ্ডলমুখা
কলঙ্কেনোন্মুক্তং কুলমবিকল শ্রীরপি পতিঃ ।

বৌচিত্যমাস্তামিতি ভাবঃ ।

ললিতা । যুষ্মাকং প্রত্যুত্তরে কা নাম প্রভবতি তদিতো বিজয়ন্তু স্বামিপদাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাধিকা । ললিতে আত্মনো মুখেন কিমপি বিজ্ঞাপ্য এনং নিবর্ত্তয়িষ্যে ।

দৃষ্টান্ত এই যে পূর্ব্বদিক্ আপনার পতি ইন্দ্র সত্বেও অতিশয় অনুরাগিণী হইয়া চন্দ্রকে চুম্বন করিয়া থাকে ॥

ললিতা । তোমার কথার উত্তর দিতে কে সমর্থ হইবে অতএব তুমি গমন কর এবং শ্রীরাধাও চলিয়া যাউন ॥৩৬

শ্রীরাধা । (অভিপ্রায়ের সহিত নিকটে গিয়া) ললিতে ! নিজ মুখে কিছু নিবেদন করিয়া ইহাঁকে নিবর্ত্ত করি । (এই বলিয়া ললিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! চতুর্দ্দিকে সতী স্ত্রী সকল আমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমার পিতৃকুল ও পতিকুল

চলচ্চিল্লী লীলাজিত মদনধন্বোদ্ধতিরিয়ং
তদস্মিন্নারব্ধে হৃদয়মকলং বিক্লবয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। রাধাং নিরূপ্য সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং ॥ ৩৭ ॥

ধাবন্ত্যাঃ শ্রুতিশস্কুলী পরিসরং সঙ্গাদপাঙ্গশ্রিয়ো
ধত্তে হীরকমণ্ডলং মরকতোত্তংস দ্যুতিং সুভ্রুবঃ।
বাগন্তঃ স্মিতভাগ্বিভাতি তদিদং শঙ্কে সখীশিক্ষয়া

সমন্তাদিতি চলন্ত্যো নিশ্চন্ত্যো ভ্রুবো লীলয়া জিতা মদনস্য ধন্বনো ধনুষ উদ্ধতিঃ ঔদ্ধত্যং যেন তথা ভূতঃ সন্ স্বং হৃদয়ং ॥ ৩৭ ॥

ধাবন্ত্যা ইতি অপাঙ্গ শ্রিয়ঃ অপাঙ্গ শোভায়াঃ সঙ্গাৎ। হীরক কুণ্ডলং হীরকময় কুণ্ডলং কর্ত্তৃ মরকতময় কর্ণ ভূষণস্যেব দ্যুতিং শ্যাম কান্তিং ধত্তে কীদৃশ্যা অপাঙ্গ শ্রিয়ঃ শ্রুতি শস্কুলী পরিসরং কর্ণকুহর প্রান্ত স্থানং প্রতি-

---

কোন কুলেই কলঙ্ক নাই এবং পতিও আমার পরম সুন্দর, তবে কেন ইনি আমার প্রতি মদনধনুর ঔদ্ধত্য জয়কারি স্বীয় চঞ্চল ভ্রূর লীলা বিস্তার করিয়া আপনার হৃদয়কে বৃথা কষ্ট দিতেছেন ॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে) ॥ ৩৭ ॥

আহা ! শ্রীরাধার কর্ণ পর্য্যন্ত ধাবমান অপাঙ্গ শোভার সঙ্গ বশত হীরককুণ্ডল মরকত কর্ণ ভূষণের কান্তি ধারণ করিয়াছে এবং বাক্যও অন্তরে হাস্য প্রকাশ করিতেছে, অতএব বোধ হয় সখীর শিক্ষাধীনই ইহাঁর এই কৃত্রিম বৈমুখ্যভাব প্রকাশ পাইতেছে, যাহা হউক অরে মন তুই

বৈমুখ্যং কিল কৃত্রিমং বিকসতি ক্লান্তিং মনো মাস্ম গাঃ ॥৩৮

ললিতা। কৃষ্ণমালোক্য জনান্তিকং। বিসাহে ইঙ্গিদেণ লক্‌খেমি উন্নীদং ইমিণা অহ্মাণং রহস্‌সং।

বিশাখা। অধ ইং ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। ললিতে কৃতমত্র বঞ্চন চাতুরী প্রপঞ্চেন। নহি লূতয়া প্রসারিতা স্তন্তবোগন্ধসিন্ধুরস্য বন্ধনায় প্রভবতি ॥

ধাবন্ত্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

ত্রিপতাকা করেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথা। যা মিথঃ ক্রিয়তে ধাভ্যাং তজ্জনান্তিকমুচ্যতে।

ললিতা। বিশাখে ঈঙ্গিতেন লক্ষয়ামি উন্নীতং অনুমিতমনেনাস্মাকং রহস্যং। বিশাখা অথ কিং ॥ ৩৯ ॥

লূতয়া উর্ণনাভিকীটেন গন্ধসিন্ধুরস্য মত্তহস্তিনঃ।

আর বৃথা কষ্ট স্বীকার করিস্‌ না ॥ ৩৮ ॥

ললিতা। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হস্তাবরণ পূর্ব্বক) বিশাখে! ঈঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, কৃষ্ণ আমাদের রহস্য অনুমান করিয়াছেন।

বিশাখা। তবে কি ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ললিতে! বঞ্চন চাতুরী বিস্তারের প্রয়োজন নাই, মাকড়সার বিস্তৃত সূত্র জাল কখন মত্ত করীন্দ্রকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না ॥

বিশাখা। সহি রাহে ণিপ্‌ফলং বিলম্বেসি ঝত্তি কিদত্থী কুণ
অপ্পণো পিঅং জণং ॥

কৃষ্ণঃ। সানুরাগং ॥

কর্ণদ্বন্দ্বমিদং রুতৈরিহ কুহু কণ্ঠস্য কুণ্ঠীকৃতং
সদ্যঃ কোমলভারতী পরিমলেনোল্লাঘয় শ্লাঘয়া।
নিঃশঙ্কং কিল শিতলীকুরু পরিম্ভেণ রম্ভোরু মে

বিশাখা। সখি রাধে নিষ্ফলং বিলম্বসে ঝটিতি কৃতার্থী কুরু আত্মনঃ প্রিয়ং জনং। উল্লাঘয় নির্ব্যাধী কুরু। উল্লাঘো নির্গতো গদাদিত্যমরঃ ॥

বিশাখা। সখি রাধে! নিষ্ফল বিলম্ব করিতেছ কেন? শীঘ্র আপনার প্রিয় জনকে কৃতার্থ কর ॥

কৃষ্ণ। (অনুরাগের সহিত) রাধে! কোকিলের কুহূ রবে আমার কর্ণদ্বয় কুণ্ঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি তুমি কোমল বাক্যের সৌরভে ঐ কর্ণদ্বয়কে নির্ব্যাধি কর, অপর আমার অঙ্গ সকল গভীর কন্দর্পানল তাপ তরঙ্গের পাত্র হইয়াছে অতএব হে রম্ভোরু! তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা এই অঙ্গ সমুদায়কে সুশীতল কর ॥

যথা রাগ ॥

শুনিয়া কোকিল গান, কুণ্ঠিত হইল কান, শুন রাধে সুমধুর ভাস ॥ কোমল বচনগণ, কহ শুনি এই ক্ষণ, যাতে হয় কর্ণের উল্লাস ॥ শুনহ সুন্দরী ধনী রাধে। সরস পরস রস, রূপ গন্ধাধর রস, লাগি পঞ্চেন্দ্রিয় ভেল সাধে ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্র উতপল মোর, তপ্ত কৈল দিঠী জোর

গম্ভীর স্মরবহ্নিতাপলহরী পাত্রাণি গাত্রাণ্যপি ॥

বিশাখা। সুন্দর এসা ভঅবদী লজ্জা জ্জেব্ব রাহিআ রূবেণ ওদীগ্না তা জাব ণং চাডুবন্ধেণ সম্মুহী কদুঅ সমপ্পেম্ম

বিশাখা। সুন্দর এষা ভগবতী লজ্জা এব রাধিকা রূপেণাবতীর্ণা। তৎ যাবদেনাং চাটুবন্ধেন সম্মুখী কৃত্বা সমর্পয়াম তাবত্তবতা সৌম্য শীতল বৃত্তিনা ভবিতব্যং ॥

এবে তুয়া বদন নয়ান। দরশন দিঞা আঁখি, যুড়াও আমার সখী, তেজি নিজ কৈতব বিধান ॥ পুষ্পবৃন্দ পরিমলে, নাশার ঘূর্ণন কৈলে, নিজ সুখ সাজ দেহ হরে। যাতে সুখী হয় নাশা,সেই গন্ধ তাপনাশা, বহু কি কহিব আর তোরে ॥ গম্ভীর মদনানলে, সুতাপ লহরী চলে, তাপ পায়ে এ শরীর মোর। নিজ তনু সঙ্গ রঙ্গ, সুগন্ধ চন্দন পঙ্ক, দেহ এবে সুশীতল করে ॥ মোর জিহ্বা পিকরাজ, রসাল পল্লব সাজ, তৃষ্ণা বাড়াইলে অতিশয়। তুয়া নিজাধর রসে, কত তার তৃষ্ণা নাশে, তবে সে রসনা সুখী হয় ॥ এ কথা শুনিঞা রাই, লজ্জা পাইল অধিকাই, ঝাপা তনু সংভ্রমে ঝাপয়ে। বিদগ্ধ শেখর বাণী, সকল রসের খনী, এ যদুনন্দন মনে কহে ॥

বিশাখা। সুন্দর! ভগবতী লজ্জাই রাধিকা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব যাবৎ আমি চাটুবাক্য দ্বারা ইহাঁকে সম্মত করিয়া তোমাকে সমর্পণ না করি, তাবৎ তুমি সৌম্য শীতলভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবা, কোন মতে

তাব ভবস্তেণ সম্মো সীঅল বুত্তিণা হোদব্বং ॥

কৃষ্ণঃ। সাদরং।

অয়মত্র নিসর্গ শীতলঃ সখি রাধাকুচয়োরবস্থিতিং।
নবকাঞ্চনকুম্ভয়োরহং স্ফুরদিন্দীবরদামবদ্ভজে।
ইতি মন্দং মন্দং রাধামনুসর্পতি।

রাধিকা। কিঞ্চিদপসৃত্য সহি বিসাহে সুট্ঠু ভীদম্মি তা কিত্তিমং উবেক্খসি।

ললিতা। রাহে এসা বিসাহে ত্তি বিক্খাদা কধং তুমং পচ্ছাদিঅ রক্খিদুং পহবহু তা রক্খণ কুখমং ণং বণমালিঅং

রাধিকা। সখি বিশাখে সুষ্ঠু ভীতাস্মি তৎ কিমিতি মামুপেক্ষসি।
ললিতা। রাধে এষা বিশাখেতি বিখ্যাতা কথং ত্বাং প্রচ্ছাদ্য রক্ষিতুং

যেন উগ্রতা প্রকাশ না হয় ॥

কৃষ্ণ। (আদরের সহিত) সখি! এ ব্যক্তি স্বভাবতই শীতল, অতএব আমি শ্রীরাধার নব কাঞ্চন কুম্ভ সদৃশ কুচদ্বয়ে ইন্দীবর দাম তুল্য হইয়া অবস্থিতি ভজনা করিব। (এই বলিয়া মন্দ মন্দ পদ সঞ্চারে শ্রীরাধার নিকটে আগমন করিলেন)।

শ্রীরাধা। (কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইয়া) সখি বিশাখে! আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? ॥

ললিতা। সখি রাধে! এ যে বিশাখা বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ ইহার শাখা নাই, তবে এ কি প্রকারে তোমাকে আচ্ছা-

জ্জেবব ভজেহি জং এসা আঅড্‌ঢিদ সিলীমুহা দীসই ॥
রাধিকা। সপ্রণয় রোষং। অই দুম্মুহি ললিদে সিদ্ধাও চ্চেঅ তুজ্‌ঝ মণোরধা তহবি ণ ণিবুত্তাসি।

প্রভবতু। তৎ রক্ষণ ক্ষমাং এনাং বনমালামেব ভজ। যদেষা আকৃষ্ট শিলীমুখা দৃশ্যতে। অলি বাণৌ শিলীমুখাবিত্যমরঃ। বাণযুক্তং বনসমূহং ভজ ইত্যর্থঃ। দুষ্প্রবেশত্বাৎ স ত্বাং রক্ষিষ্যতীত্যর্থঃ। পক্ষে ভ্রমরযুক্তাং কৃষ্ণবর্ণ মালাং ॥
রাধিকা। অয়ি দুর্ম্মুখি ললিতে সিদ্ধা এব মনোরথাঃ তথাপিন নিবৃত্তাসি ॥

দন করিয়া রক্ষা করিবে অতএব রক্ষণ সমর্থা এই বনমালাকে ভজন কর, যেহেতু এই বনমালা শিলীমুখ (ভ্রমর) গণকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিতেছি। অর্থাৎ তুমি যদি গিয়া বনমালায় সংলগ্ন হও তাহা হইলে বনমালীই তোমাকে রক্ষা করিবেন। *

শ্রীরাধা। (প্রণয় রোষের সহিত) অয়ি দুর্ম্মুখি ললিতে! তোমার মনোরথ সকলত সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি নিবৃত্ত হইতেছ না কেন? ॥

---

* অর্থান্তর। বনমালা শব্দে বন শ্রেণী, শিলীমুখ শব্দে ভ্রমর এবং বাণ, বাণ শব্দের অর্থ বন সমূহ। অর্থাৎ হে রাধে! তুমি বন শ্রেণীর আশ্রয় গ্রহণ কর, যে হেতু ঐ বন শ্রেণী বন সমূহে পরিপূর্ণ সুতরাং অন্য লোকের দুষ্প্রবেশ প্রযুক্ত তোমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না স্বচ্ছন্দে লুক্কাইত হইয়া থাকিতে পারিবে ॥

বিশাখা। হলা রাহি সব্বাণং গোউল জণাণং অভয় দাণসত্তে দীক্খিদো কণ্হো তা ইদো কিত্তি ভাএসি ॥

কৃষ্ণঃ। সুন্দরি রাধে ত্বমেব সুষ্ঠু বলিষ্ঠাসি তৎ কথং মত্ত স্তব ভীতিঃ ॥ ৪০ ॥

তথাহি সাম্প্রতং।

অহীণো ভ্রূগুচ্ছঃ কুটিল বলনৈর্বেষ্টয়তি মাং
খরস্তে নেত্রান্তো ময়ি বিতনুতে তাড়নবিধিং।

বিশাখা। সখি রাধে সর্ব্বেষাং গোকুলজনানাং অভয় দান সত্রে দীক্ষিতঃ কৃষ্ণঃ। তদিতঃ কিমেতি বিভেসি সত্রং যজ্ঞং ॥ ৪০ ॥

অহীন ইতি অহীণাং ইনঃ স্বামী কালিয়ঃ পক্ষে পৃথুলঃ। খরো ধেনুক স্তীক্ষ্ণশ্চ। প্রলম্বোঽসুরঃ লম্বমানশ্চ বলং মম ভ্রাতরং সত্ত্বঞ্চ। ময়া জিতৈ-

---

বিশাখা। সখি রাধে! সমস্ত গোকুলবাসির অভয়দান নিমিত্ত যজ্ঞে কৃষ্ণ দীক্ষিত হইয়াছেন অতএব তাঁহাকে দেখিয়া ভয় করিতেছ কেন ?

কৃষ্ণ। সুন্দরি রাধে! তুমিও ত আমা অপেক্ষা অতিশয় বলবতী, তবে আমা হইতে তোমার ভয় কি ? ॥ ৪০ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ এই।

হে সুন্দরি! যে সকল শত্রু আমার নিকট পরাজিত হইয়াছিল তাহারাই এক্ষণে তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি বৈরনির্যাতন করিতেছে, দেখ কালিয় নাগ তোমার ভ্রূ গুচ্ছ রূপ কুটিল ভঙ্গী দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিতেছে, খর অর্থাৎ ধেনুকাসুর ত্বদীয় নেত্রান্তে অব-

প্রলম্বঃ কেশান্তো হরতি হঠবৃত্যা মম বলং
ভজন্তিস্ত্বামেতৈ রহমিহ জিতৈরস্মি বিজিতঃ ॥ ৪১ ॥

ললিতা। কহ্নু কুদো ইমাএ বলিট্‌ঠত্তণং জং অপ্পণো ধনং তু অত্তো মোআবিদুং ণ সমত্থা ॥

বিশাখা। সংস্কৃতেন।

নিধত্তে কংসারিঃ সখি পরমহংসালিষু রতিং
মনোহংসেন্দ্রং তে কথমপি ন নির্মোক্ষ্যতি ততঃ।
বিধানামুং সদ্য স্তমপি ভুজবল্লী বিলসিতৈঃ

রপ্যেতৈশ্চ শক্রভিস্ত্বাং ভজদ্ভিঃ সদ্ভিরহং বিজিতঃ। তেন স্বতন্ত্র তব বলং দুর্জ্জেয়মেব ॥ ৪১ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ কুত এতস্যা বলিষ্ঠত্বং যদাত্মনো ধনং ত্বত্তো মোচয়িতুং ন সমর্থা। পরমহংসালিষু পক্ষে ভক্তশ্রেণীষু।

স্থিতি করিয়া আমার প্রতি তাড়না বিধি বিস্তার করিতেছে, এবং প্রলম্বদানব তোমার কেশ অবলম্বন করিয়া আমার বল হরণ করিয়াছে অতএব হে রাধে! তুমি আমা অপেক্ষা বলবতী না হইবা কেন? ॥ ৪১ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! শ্রীরাধার বলিষ্ঠতা কোথায়? যে হেতু ইনি তোমার নিকট হইতে স্বীয় ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! কংসারি পরম হংস শ্রেণীতেই রতি বিধান করিতেছেন, তবে তোমার মনোহংসকে কেন না মুক্ত করিবেন? অতএব এক্ষণে তুমিও

শঠে কঃ ক্ষেমার্থী সখি নহি শাঠ্যং ঘটয়তি ॥

রাধিকা। সাভ্যসূয়ং।

পাবে বিশাহিএ তুমং বি ললিদাএ বিসলদাএ মারুদেন দূষিদাসি ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। সখি ললিতে স্ব প্রসাদামৃতে কামমদত্তাবগাহনয়া কথমদ্যাপি তটস্থীকৃতোঽস্মি রাধয়া ॥

ললিতা। কহ্ণ মুঞ্চ চাতুরী বিথারং ণ কৃখু চন্দাঅলী বিঅ ঝত্তি বাআমেত্তেণ সুলহপ্পসাদা অহ্ম পিঅসহী ॥

পাপে বিশাখিকে ত্বমপি ললিতায়া বিষলতায়াঃ মারুতেন দূষিতাসি ॥ ৪২

ললিতা। কৃষ্ণ মুঞ্চ চাতুরী বিস্তারং ন খলু চন্দ্রাবলীব ঝটিতি বাক্যমাত্রেণ সুলভ প্রসাদা অস্মৎ প্রিয়সখী।

ভুজবল্লী বিলাস দ্বারা ইহাঁকে বন্ধন কর, হে সখি! বল দেখি কোন্ কল্যাণার্থী শঠে শাঠ্য বিধান না করিয়া থাকে ? ॥

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) হে পাপরূপে বিশাখিকে ! তুমিও ললিতা রূপ বিষলতার বায়ুতে দূষিত হইয়াছ ॥৪২

কৃষ্ণ। সখি ললিতে ! শ্রীরাধা স্বীয় প্রসন্নতা রূপ অমৃতে আমাকে যথেষ্টরূপে অবগাহিত না করাইয়া এ যাবৎ তটস্থ করিয়া রাখিলেন কেন ? ॥

ললিতা। কৃষ্ণ ! চাতুরী বিস্তার পরিত্যাগ কর, চন্দ্রাবলী যেমন বাক্য মাত্রেই প্রসন্না হয়, তাহার ন্যায় আমাদের প্রিয়সখীর প্রসাদ সুলভ নহে ॥

কৃষ্ণঃ। কথং সুলভস্তে সখী প্রসাদঃ।

ললিতা। সেআ সন্তাএণ।

কৃষ্ণঃ। সানন্দং রাধাং পশ্যন্।

কিং চন্দনেন কুচয়োা রচয়ানি চিত্র
মুত্তংসয়ামি কবরীং তব কিং প্রসূনৈঃ।
অঙ্গানি রঙ্গিমতরঙ্গি করেণ কিম্বা
সংবাহয়াম্যতনুখেদ করম্বিতানি ॥

ইত্যগ্রে পরিক্রামত্যতি ॥

রাধিকা। সলীলমুপক্রম্য সাঙ্গুলিতর্জনং।

পামরি সুমরিসসি ওসরে তা এসা ঘরং গচ্ছন্তী

ললিতা। সেবা সন্তানেন।

রাধিকা। পামরি স্মরিষ্যসি অবসরে তৎ এষা গ্রহং গচ্ছন্তী জিহ্মাণাং

কৃষ্ণ। কি প্রকারে তোমার সখীর প্রসাদ সুলভ ? ॥

ললিতা। নিরন্তর সেবা করিলে।

কৃষ্ণ। (আনন্দ চিত্তে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করত)
হে রঙ্গিম তরঙ্গি রাধে! আমি কি চন্দন দ্বারা তোমার কুচ যুগলে চিত্র করিব, কি পুষ্প সমূহ দ্বারা কবরী বন্ধন করিয়া দিব, অথবা কন্দর্প ব্যথায় ব্যথিত ত্বদীয় অঙ্গ সকল কর দ্বারা সম্বাহন করিব। এই বলিয়া অগ্রে গমন করিলেন।

শ্রীরাধা। (লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা তর্জন করত)
পামরি ললিতে! অবসরে স্মরণ করিও, এক্ষণে গৃহে

জিম্মাণং ভুম্মাণং হত্থাদো অপ্পাণং মোআবইস্‌সং ॥ ৪৩ ॥

ললিতা। পটাঞ্চলমাকৃষ্য সহি রাহি জীহি ণ ঘরং পরহত্থে পথিদেম্মি ণিঅ হংসে অই রাহি বহিরে হিরণ্ণং দেসি কধং অঞ্চলে গাণ্ঠিং ॥

রাধিকা। মুঞ্চেহি মুঞ্চেহি অঞ্চলং ইতো গদুঅ অজ্জিঅং বিণ্ণবিস্‌সং ॥ ৪৪ ॥

নেপথ্যে। হন্ত ণত্তিণি ললিদে কহিং দে পিঅসহী

যুষ্মাকং হস্তাৎ আত্মানং মোচয়িষ্যামি ॥ ৪৩ ॥

ললিতা। সখি রাধে যাহি ন গ্রহং পর হস্তে প্রস্থিতেঽস্মিন্ নিজ হংসে। অয়ি রাধে বহির্হিরণ্যং। দদাসি কথমঞ্চলে গ্রন্থিং।

রাধিকা। মুঞ্চ অঞ্চলং ইতো গত্বা আর্য্যকাং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥ ৪৪ ॥

নপ্ত্রি ললিতে কুত্র তে প্রিয়সখী রাধিকা।

গমন করিয়া ভবাদৃশ কুটিল ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিব (এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন) ॥ ৪৩ ॥

ললিতা। (বস্ত্রাঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক) সখি রাধে! পর হস্তে মানসহংস থাকিতে গৃহে গমন করিও না, কি আশ্চর্য্য! বাহিরে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিয়া কি রূপে অঞ্চলে গ্রন্থি প্রদান করিতেছ? ॥

শ্রীরাধা। অঞ্চল পরিত্যাগ কর, অঞ্চল পরিত্যাগ কর, আমি এখনি গিয়া আর্য্যাকে বলিয়া দিব ॥ ৪৪ ॥

বেশ গৃহে ॥

নপ্ত্রি ললিতে! তোমার প্রিয়সখী রাধা কোথায়? ।

রাহিয়া।

ললিতা। হন্ত এসা অজ্জিআ মুহরা ইধ জ্জেব্ব আঅচ্ছেদি।

কৃষ্ণঃ। সশঙ্কং। ততো দবীয়ান্ ভবিতাস্মি ইতি তথা স্থিতঃ।

প্রবিশ্য মুখরা পুরো দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য সাশঙ্কমাত্মগতং।

জোক্খু তুরদো কো বি ণীলিম পুঞ্জো মরঅদথম্ভং বিড়ম্বন্তো দিট্ ঠিং মে আড়্ঢদি ণূণং সো এসো কহ্নো ভবে জং অরূব্বং কিম্পি সোরম্ভং পসপ্পই॥

ইতি কৃষ্ণান্তিকমনুসর্পতি॥ ৪৫॥

ললিতা। হন্ত এষা আর্য্যা মুখরা ইতি এষা গচ্ছতি। দবীয়ান্ দূরতরঃ।

মুখরা। যঃ খলু দূরতঃ কোঽপি নীলিমপুঞ্জো মরকত স্তম্ভং বিড়ম্বয়ন্ দৃষ্টিং মে কর্ষতি। নূনং এষো কৃষ্ণো ভবেৎ যৎ অপূর্ব্বং কিমপি সৌরভং প্রসর্পতি॥ ৪৫॥

ললিতা। হায়! আর্য্যা মুখরা যে এই খানেই আসিতেছেন॥

কৃষ্ণ। (শঙ্কার সহিত) তবে আমি দূরে অবস্থিতি করি (এই বলিয়া দূরস্থ হইয়া রহিলেন)॥

মুখরা। (প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত আশঙ্কার সহিত মনে মনে) এই দূর হইতে যে কোন নীলিমাপুঞ্জ মরকত মণি স্তম্ভকে বিড়ম্বিত করিতে করিতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, নিশ্চয় এ কৃষ্ণ হইবে, যে হেতু ঐ স্থান হইতে কোন অপূর্ব্ব সৌরভ আসিতেছে। এই বলিয়া কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিল॥ ৪৫॥

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে মুখরে ইত্যর্দ্ধোক্তে।

মুখরা। সকপটাক্রোশং। কো ক্খু অজ্জে অজ্জেত্তি খুল খুলাবেদি।

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে মুখরে সুখং বর্দ্ধসে।

মুখরা। মোহণ জাবত্তহ বংসিআএ মুঅত্তণং ণ সংবুত্তং তাব কুদো অহ্মাণং সুঅং।

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং আর্য্যে কিন্তে অপরাধ্যতি বংশী।

মুখরা। পুচ্ছ ইমাও সব্ব গোউল বালিআও জাও কণ্ণসীহং পবিসন্তম্মি বংসিআ ফুক্কারারম্ভে বারং বারং ণিবারিঅজ্জ-

---

মুখরা। খলু আর্য্যে আর্য্যে ইতি খুট খুটায়তে। অব্যক্তানুকরণং করোতি।

মুখরা। মোহন যাবত্তব বংশিকায়া মূকত্বং ন সংবৃত্তং তাবৎ কুতো হস্মাকং সুখং। পৃচ্ছ ইমাঃ সর্ব্ব গোকুল বালিকায়াঃ যাঃ কর্ণসীমানং প্রবিশতি বংশীকা-

---

কৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরে! (এই অর্দ্ধোক্তির পর)।

মুখরা। কপট ক্রোধের সহিত) কে ও আর্য্যা আর্য্যা বলিয়া খুট খুট করিতেছে।

কৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরে! ভাল আছেন ত?।

মুখরা! মোহন! যত দিন তোমার বংশীর মূকত্ব না হইবে তাবৎ আমাদের সুখ কোথায়!।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আর্য্যে! বংশী তোমার কি আপরাধ করিল।

মুখরা। এই সমুদায় গোকুলবালিকা দিগকে জিজ্ঞাসা কর, কর্ণ কুহরে বংশীবর প্রবেশ মাত্র ইহারা বারম্বার নিবারিত

ত্তীও বি বণে ধাঅন্তি ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণঃ। বিহস্য মুখরে সত্যং যথার্থ নামাসি।

মুখরা। মোহণ পদোসে তুজ্ঝ এত্থ পবেসো মং সঙ্কাউলং করেদি ॥

কৃষ্ণঃ। মুখরে কৃতমত্র শঙ্কয়া। যদদ্য পৌর্ণমাস্যা মে বর্ণিতং তবাত্র চত্বরাঙ্কে চংক্রমীতি কাপ্যদ্ভুতা হরিণীতি ॥

মুখরা। ণাঅর পহাদে পেচ্ছিস্‌সসি ণং দাণিং সাহেহি।

ফুৎকারারম্ভে বারং বারং নিবার্য্যমানা অপি বনে ধাবন্তি ॥ ৪৬ ॥

মুখরা। মোহন প্রদোষে সন্ধ্যায়াং তবাত্র প্রবেশো মাং শঙ্কাকূলাং করোতি

মুখরা। নাগর প্রভাতে প্রেক্ষিষ্যসে এনাং ইদানীং সাধয় যাহি।

হইয়াও বনের দিকে দৌড়িয়া যায় ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) মুখরে! সত্য যথার্থ নাম ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ সত্যই তোমার মুখরা নামের সার্থকতা হইল।

মুখরা। মোহন! প্রদোষ কালে তোমার এস্থলে আগমনই আমাকে শাঙ্কাকূল করিতেছে।

কৃষ্ণ। মুখরে! ইহাতে কোন শঙ্কা করিও না, যেহেতু অদ্য পৌর্ণমাসী দেবী বলিয়াছেন তোমার আঙ্গিনার মধ্যে কোন এক অদ্ভুত হরিণী বারম্বার ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥

মুখরা। নাগর! প্রভাতে আসিয়া হরিণী দেখিও, এখন গমন কর ॥

কৃষ্ণঃ। হন্ত গড্ডবিষাণ কঠোরে বিশ্রব্ধমাস্যতাং এষোহহং ব্রজামীতি শাখিনান্তর্দ্ধধাতি।

মুখরা। ললিদে সচ্চং গদো কহ্নো।

ললিতা। অধ ইং।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং ঘূর্ণাকুলেয়ং জরতী তদত্র তূষ্ণীমেত্য রাধা পটাঞ্চলমাকর্ষামীতি তথা করোতি।

মুখরা। চক্ষুসী বিকাশ্য সাক্রোশং। ধিট্টি ললিদে অগ্‌গদো এসো দে পীদম্বরো কহ্নো রাহী সাড়ি অঞ্চলং আঅড্‌ঢন্তো

মুখরা। ললিতে সত্যং গতঃ কৃষ্ণঃ।

ললিতা। অথ কিং। মুখরা ধৃষ্টে ললিতে অগ্রত এষ পীতাম্বরঃ কৃষ্ণঃ

কৃষ্ণ। অয়ি মুখরে! তুমি মেষশৃঙ্গ অপেক্ষাও কঠিনা, এক্ষণে বিশ্বস্তা হইয়া থাক, এই আমি চলিলাম। এই বলিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন॥

মুখরা। ললিতে! কৃষ্ণ কি সত্যই গমন করিল?।

ললিতা। তবে কি!।

কৃষ্ণ। (মনে মনে) জরতীত ঘূর্ণারোগে আকুল হইয়াছে, তবে আমি নিঃশব্দে গিয়া শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করি। এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মুখরা। (চক্ষু উন্মীলন করত আক্রোশের সহিত) ধৃষ্ট স্বভাবে ললিতে! অগ্রেতে এই পীতাম্বর কৃষ্ণ রাধার যেন বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে এমত দেখিতেছি, তবে

বিঅ দীসই তা কীম তুমং পদারেসি মং।

কৃষ্ণঃ। সশঙ্কং কিঞ্চিদপসর্পতি ॥ ৪৭ ॥

ললিতা। স্বগতং। রত্তিঅন্ধিঅং বুড্ঢিঅং বঞ্চেমি। প্রকাশং সংস্কৃতেন।

মুধা শঙ্কামন্ধে জরতি কুরুষে যামুনতটে
তমালো হয়ং চামীকরকলিত মূলো নিবসতি।
সমীরপ্রেঙ্খোলাদতি চটুল শাখা ভুজতয়া
বয়স্যায়া যেন স্তন বসনমাস্ফালিতমভূৎ ॥ ৪৮ ॥

মুখরা। স্বগতং। অসচ্চং ণ কহেদি ললিদা। প্রকাশং বৎসে

রাধা সাটাঞ্চলং আকর্ষন্নিব দৃশ্যতে তৎ কস্মাত্ত্বং প্রতারয়সি মাং ॥ ৪৭ ॥

ললিতা। রাত্র্যন্ধাং বৃদ্ধাং বঞ্চয়ামি। চামীকরং সুবর্ণং সমীর প্রেঙ্খোলাৎ সমীরান্দোলনাৎ যেন তমালেন ॥ ৪৮ ॥

কি করিয়া তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ ! ॥

কৃষ্ণ। (শঙ্কিত হইয়া) কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ললিতা। (মনে মনে) রাত্র্যন্ধা বৃদ্ধাকে বঞ্চনা করিব। (প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধ অভিনয় করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে রাত্র্যন্ধে জরতি! তুমি বৃথা শঙ্কা করিতেছ কেন? যমুনা তটে ওটী তমালতরু অবস্থিত রহিয়াছে, তাহার মূলদেশ স্বর্ণ বেদিকায় মণ্ডিত। বায়ুবেগে ভুজ শাখা কম্পিত হওয়াতে তদ্দারা প্রিয়সখীর স্তন বসন আস্ফালিত হইতেছে ॥ ৪৮ ॥

মুখরা। (মনে মনে) ললিতা মিথ্যা বলিতেছে না। (প্রকাশ করিয়া) বৎসে! আমি ঘূর্ণাকূলা হইয়াছি,

ঘুম্মাউলম্হি তা ঘরং গদুঅ সুবিস্সং। ইতি নিষ্ক্রান্তা॥
বিশাখা। হলা রাহি কহ্নস্স মুহ মণ্ডলুম্মীলিদং ঘম্ম জলবিন্দু জালং অপ্পণো সাডিঅঞ্চলেণ অবণেহি।
রাধিকা। স ভ্রূভঙ্গং। বিসাহে তুমং জ্জেব্ব অবণেহি জা কৃখু আকোমারং ইমস্সিং ব্বদে গ্গহিদ দীক্ষাসি॥ ৪৯॥
বিশাখা। রাহি কণ্ঠখিদা দে রঙ্গণ মালিআ ভণাদি মা কুপ্প

মুখরা। অসত্যং ন কথয়তি ললিতা। বৎসে ঘূর্ণাকুলাস্মি তস্মাদ্গৃহং গত্বা স্বপ্স্যামি॥

বিশাখা। সখি রাধে কৃষ্ণস্য মুখমণ্ডলোন্মীতং ঘর্ম্মজলবিন্দু জালং আত্মনঃ সাট্যঞ্চলেন অপনয়।

রাধি বিশাখে ত্বমেবাপনয় যা খলু আ কৌমারং অস্মিন্ ব্রতে গৃহীত দীক্ষাসি॥ ৪৯॥

বিশাখা। রাধে কণ্ঠস্থিতা তে রঙ্গণ মালা ভণতি। কিং ভণতি তত্রাহ

অতএব এখন গৃহে শয়ন করি গিয়া। এই বলিয়া প্রস্থান করিল॥
বিশাখা। সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে ধর্ম্মজলবিন্দু সকল উদ্গত হইয়াছে, তুমি আপনার সাট্যঞ্চল দ্বারা প্রোঞ্ছন করিয়া দাও॥
শ্রীরাধা। (ভ্রূ ভঙ্গের সহিত) বিশাখে! তোমারই অপনয়ন করা উচিত, যেহেতু শৈশব কালাবধি তুমি এই ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ॥ ৪৯॥
বিশাখা। রাধে! তোমার কণ্ঠস্থ রঙ্গণ মালা বলিতেছে,

তুমং বি তত্থ দিক্খা বিহাণে করিজ্জন্ত সংকপ্পাসি ॥ ৫০॥

কৃষ্ণঃ। রঙ্গণমালাং দৃষ্ট্বা সশ্লাঘং।

শঙ্কে চিরং কিমপি রঙ্গণপুষ্পসঙ্ঘঃ

পুণ্যং পুরা পরম তীর্থবরে ব্যধত্ত।

যস্মাম্মমাপ্যসুলভে মদিরাক্ষি সাক্ষা

দঙ্গীচকার তব বক্ষসি সঙ্গসৌখ্যং।

রাধিকা। হলা বিসাহে জা কখু মহ কণ্ঠাদো বলেণ আ অড্ঢিঅ ণীদা তুএ অণগ্ঘা গুঞ্জাঅলী সা দাণিং সমপীঅদু

মাকুপ্য ত্বমপি তত্র দীক্ষা বিধানেন কার্য্যমান সংকল্পাসি। কার্য্যমানো সংকল্পো যয়েতি সংকল্পস্য কর্ম্মণঃ প্রাধান্য বিবক্ষয়া তদ্বাচ্য প্রত্যয়ঃ নতু প্রযুজ্য কর্ম্মণি ণ্যন্তে কর্ত্তুশ্চ কর্ম্মণ ইতি কারিকায়াং চকারাৎ প্রধানে কর্ম্মণ্যভিধেয় ইত্যতঃ প্রধানানুবৃত্তি ব্যাখ্যানাৎ ॥ ৫০ ॥

রাধিকা। সখি বিশাখে যা খলু মম কণ্ঠতো বলেনাকৃষ্য নীতা ত্বয়া

কোপ করিও না, তুমিও ঐ ব্রতে দীক্ষাবিধানে কৃত সংকল্প হইয়াছ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ। (রঙ্গণ মালা দেখিয়া শ্লাঘার সহিত) হে খঞ্জনাক্ষি! বোধ করি এই সকল রঙ্গণ পুষ্প জন্মান্তরে কোন প্রধান তীর্থে পুণ্য উপার্জন করিয়াছিল, কেন না তোমার যে বক্ষে আমি স্থান লাভ করিতে পরিলাম না তাহাতেই এই পুষ্প সজ্ঞ সাক্ষাৎ সঙ্গসুখ অঙ্গীকার করিল ॥

শ্রীরাধা। সখি বিশাখে! তুমি বল পূর্ব্বক আমার কণ্ঠ হইতে যে অমূল্য গুঞ্জাবলী আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, এখন তাহা

এসা সুক্খা অপ্পণো রঙ্গণ মালিআ গেহ্নিঅদু।

বিশাখা। গোউলাণন্দ গুঞ্জাহার কিদে মহ কুপ্পই অপ্পণো পিঅসহী ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধে সন্নিধেহি তব কণ্ঠে গুঞ্জাবলীমাদধামীত্যুর্পতি।

ললিতা। সস্মিতমাত্মগতং। গুঞ্জাহার অপ্পণ মিসেণ রাহী কঞ্চু অঞ্চলং প্ফংসদি কহ্নো।

রাধিকা। সভ্রূক্ষেপং পরাবর্ত্ততে।

বিশা। হলা রাধে জং লদ্ধুং উক্কণ্ঠাসি তং কিং কৃখু লদ্ধাসি।

অনর্ঘা গুঞ্জাবলী সা ইদানীং সমর্প্যতাং। এষা শুষ্কা আত্মনো রঙ্গণ মালিকাং গৃহ্যতাং। বিশাখা গোকুলানন্দ গুঞ্জাহার কৃতে মহ্য' কুপ্যতি আত্মনঃ প্রিয়সখী ॥ ৫১ ॥

গুঞ্জাহারার্পণ মিষেণ রাধাকঞ্চুকাঞ্চলং স্পৃশতি কৃষ্ণঃ। বিশাখা। সখি রাধে যং লব্ধুং উৎকণ্ঠাসি তং কিং খলু লব্ধাসি।

প্রদান কর এবং তোমার এই শুষ্ক রঙ্গণ মালা লাও ॥

বিশাখা। গোকুলানন্দ গুঞ্জাহার নিমিত্ত আমার প্রিয়সখী আমার প্রতি কোপ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ। রাধে! নিকটে আইস তোমার কণ্ঠে গুঞ্জাবলী অর্পণ করি। এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগিলেন ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত মনে মনে) কৃষ্ণ যে গুঞ্জাহারার্পণ ছলে শ্রীরাধার কঞ্চুকাঞ্চল স্পর্শ করিতেছেন ॥

শ্রীরাধা। ভ্রূক্ষেপের সহিত পরাবর্ত্তিত হইলেন।

বিশাখা। সখি রাধে! যাহাকে পাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত

রাধিকা। বিম্বাধরং সংদশ্য ধিট্ঠে বিসাহে চিট্ঠ চিট্ঠ ইতি লীলারবিন্দেন তাড়য়তি।

বিশাখা। বিহস্স সঅং আসঙ্কিণি মাকুপ্প গুঞ্জাহারং পুচ্ছেমি।

কৃষ্ণঃ। ক তপস্তথা মমাস্তে লীলাম্বুজাহতিমবাপ্নুয়াং।

যেন মাং চঞ্চলেন তাড়য় লোচন কমলাঞ্চলেনাপি।

ললিতা। হরিণে সমপ্পিঅ তন্নুং কিবিণাসি কধং দরাবলো অম্মি। দিণ্ণে চিন্তারঅণে ণ সংবুড়অম্মি অগ্গহো

রাধি ধৃষ্টে তিষ্ঠ তিষ্ঠ। বিশাখা। স্বয়মাশঙ্কিনি মা কুপ্য। গুঞ্জাহারং পৃচ্ছামি।

ললিতা। হরয়ে সমর্প্য তনুং কৃপণাসি কথং দরাবলোকে। দত্তে চিন্তা

ছিলা, তাঁহাকে কি লাভ করিলা! ॥

শ্রীরাধা। (বিম্বাধর দংশন করিয়া) ধৃষ্টে বিশাখে! থাক থাক, এই বলিয়া লীলা কমল দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন ॥

বিশাখা। রাধে! তুমি আপনা হইতেই আশঙ্কা করিতেছ, আমার প্রতি কোপ করিও না, আমি বনমালাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥

কৃষ্ণ। আমার সে প্রকার তপস্যা কোথায়, যদ্দ্বারা লীলা পদ্মের তাড়না প্রাপ্ত হইব, অতএব হে রাধে! হয় আমাকে লীলা কমল দ্বারা, না হয় নয়নাঞ্চল দ্বারা তাড়না কর ॥

ললিতা। সখি! হরিকে তনু অর্পণ করিয়া ঈষৎ অবলোকন দানে কাতর হইও না, চিন্তা রত্ন দান করিয়া সম্পুটের

জুত্তো ॥ ৫২ ॥

রাধিকা। ললিদে এব্বং জপ্পন্তী গুরুলোএসু মা কৃখু ইমং জণং অবরুদ্ধং করেহি।

বিশাখা। সহি কীস সঙ্কসি ণং ভঅবদীজ্জেব্ব এথ সমাহণে দক্খা ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। সহর্ষমাত্মগতং। দিট্‌ঠিআ পিঅসহী হসিদা অবাঙ্গ তরঙ্গেণ কহ্নং আলিঙ্গদি।

বিশাখা। সংস্কৃতেন ললিতে পশ্য পশ্য।

রত্নে ন সম্পুটে আগ্রহো যুক্তঃ ॥ ৫২ ॥

রাধিকা। ললিতে এবং জল্পন্তী গুরুলোকেষু মা খলু ইমং জনং অপরাদ্ধং কুরু।

বিশাখা। কস্মাৎ শঙ্কসে। নূনং ভগবতী এব অত্র সমাধানে দক্ষা ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। দিষ্ট্যা প্রিয়সখী হসিতাপাঙ্গ তরঙ্গেন কৃষ্ণমালিঙ্গতি ॥

নিমিত্ত আগ্রহ করা উচিত নহে ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধা। ললিতে! এ প্রকার বলিয়া গুরুলোকের নিকট মাদৃশ জনকে অপরাধি করিও না ॥

বিশাখা। সখি! শঙ্কা করিতেছ কেন? এ বিষয় সমাধান করিতে ভগবতী ত দক্ষা আছেন ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। (সহর্ষে মনে মনে) কি সৌভাগ্যের বিষয়, প্রিয় সখী হাস্যান্বিত কুটিল অপাঙ্গ তরঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) ললিতে! দেখ দেখ। চন্দ্র

শশী ব্যোমোৎসঙ্গং শশিনমভিতঃ কান্তিলহরী
পুরোবৃন্দারণ্যং সুমুখি সহসা কান্তি লহরীং।
হরিবৃন্দারণ্যং হরিমপি কিলেয়ং তব সখী
সখীং প্রেম্নঃ পূরো নিজসুষময়া মণ্ডয়দয়ং।

ললিতা। হদ্ধি হদ্ধি বিশাহে পেক্খ সসিকান্তমণিপ্পসূদেহিং জল পুরেহিং সূরপূঅণ বেঈ পুরদো কিদাইং বিলুম্পী অন্তি আলেবণ মণ্ডলাইং তা এহি ণং পুপ্ফকেআরিঅং

শশী ব্যোমোৎসঙ্গং নিজসুষময়া নিজ পরম শোভয়া অমণ্ডয়ৎ ভূষয়ামাস। তঞ্চ শশিনং কান্তি লহরী নিজ সুষময়া ইত্যাদিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ত্তুঃ পর পর মপেক্ষ্য কর্ম্মত্বং।

ললিতা। হা ধিক্ হা ধিক্ বিশাখে পশ্য শশিকান্তমণি প্রসূতৈর্জ্জলপূরৈঃ সূর্য্য পূজন বেদ্যা পুরতঃ কৃতানি বিলুপ্যন্তে আলেপন মণ্ডলানি তদেহি

গগণ মণ্ডলকে শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রিকা আবার চন্দ্রকে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। হে সুমুখি! চন্দ্রিকাকে আবার অগ্রবর্ত্তি বৃন্দাবন ভূষিত করিয়াছে, বৃন্দাবনকে আবার হরি, হরিকে আবার তোমার প্রিয়সখী এবং প্রিয়সখীকে প্রেম সমূহ নিজ শোভায় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে॥

ললিতা। হা ধিক্, হা ধিক্, বিশাখে! দেখ দেখ, চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জল সকল নির্গত হইয়া তদীয় প্রবাহে, আমরা সূর্য্য পূজার নিমিত্ত যে সকল আলেপন ও ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তৎ সমুদায় বিলুপ্ত হইল অতএব

পেক্ষ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে নেদানীমপি বাম্যাদ্বিরামস্তে ইত্যঞ্চলং গৃহ্ণাতি।

রাধিকা। মঞ্চেহি মুঞ্চেহি সহীও মং আআরেন্তি।

কৃষ্ণঃ। হন্ত কঠোরে ময্যত্র নাঙ্গীকুরু ভঙ্গুরতাং।

রাধিকা। সস্মিতং। দেই সরস্সই বন্দিজ্জসি জং সচ্চং জ্জেবৰ পঅড়াঅসি।

এনং পুষ্পকেদারিকাং নয়ামঃ ॥ ৫৪ ॥

রাধিকা। মুঞ্চ মুঞ্চ সখ্যো মাং আহ্বয়ন্তি। কৃষ্ণমতে কঠোরে ইতি সম্বোধনং। রাধিকা মতে কঠোরে ইতি সপ্তম্যন্তং। দেবি সরস্বতি বন্দ্যসে যৎ সত্যমের প্রকটয়সি ॥ ৫৫ ॥

আইস, ঐ গুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্পবাটিকায় গমন করি এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এ যাবৎ কি তোমার বাম্য হইতে বিরাম হয় নাই, এই বলিয়া অঞ্চল ধারণ করিলেন ॥

শ্রীরাধা। ছাড়, ছাড়, সখীগণ আমাকে ডাকিতেছে ॥

কৃষ্ণ। অয়ি কঠোরে! আমার প্রতি কুটিলতা অবলম্বন করিও না ॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) দেবি সরস্বতি! তোমাকে বন্দনা করি, যে হেতু তুমি সত্য প্রকাশ করিয়াছ।

তাৎপর্য্য! পূর্ব্ব গদ্যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই যে, কঠোরে ময়ি ইহার অর্থ (হে কঠোরে আমাতে) শ্রীরাধা

কৃষ্ণঃ। কিঞ্চিদ্বিহস্য।

পদ্মিন্যাস্তে সুমুখি পরম প্রেমসৌরভ্য পুরো
দূরোৎসর্পি যদবধি মুদা কৃষ্ণভৃঙ্গেন ভেজে।
আক্রান্তোঽয়ং তব নবমুখাম্ভোজমাধ্বীকপান
প্রত্যাশাভি স্তদবধি রুবন্ সংভ্রমী বংভ্রমীতি ॥ ৫৫ ॥
কিঞ্চ ॥
মুক্তানামুপলভ্যমেব কুচয়োঃ সালোক্য মালোক্যতে।

মুক্তানাং প্রাপ্ত মোক্ষাণাং মৌক্তিকানাঞ্চ সালোক্যং সমান লোকং বাসং চ আলোক্য তৎ প্রাপ্তি কামঃ সমস্ত সুহৃদাং সঙ্গং পক্ষে আসক্তিং ত্যক্ত্বা

ইহারই অর্থান্তর কল্পনা করিয়া সপ্তমী বিভক্তিতে যোগ করত ময়ি শব্দের বিশেষণ করিলেন অর্থাৎ কঠোর রূপ আমাতে। শ্রীরাধা ছল পূর্ব্বক কৃষ্ণমুখ নির্গত বাণীকে কহিলেন দেবি সরস্বতি! তোমাকে প্রণাম করি, শ্রীকৃষ্ণ আপন মুখেই আপনার কঠোরত্ব প্রকাশ করিলেন ॥

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) হে সুমুখি! পদ্মিনীরূপা তোমার দূরদেশবাহী সৌরভাতিশয় যে অবধি কৃষ্ণ ভৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হইতে তোমার মুখ পদ্মের নবীন মধুপানের প্রত্যাশায় আক্রান্ত হইয়া সম্ভ্রমে শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৫৫ ॥

আরও বলি।

রাধে! মুক্তা সকলকে তোমার কুচদ্বয়ের সমীপবর্ত্তি স্থান বিশেষে সালোক্য প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ সমান

হিত্বা সঙ্গমহং সমস্ত সুহৃদাং কৈবল্যমাসেদিবান্।
বৈষম্যং তিলমপ্যনাশ্রিতবতোঃ সান্দ্রামৃতস্যন্দিভি
র্মাং পূর্ণং কুরু তন্বি তূর্ণমনয়োঃ সাযুজ্যদানোৎসবৈঃ ॥

রাধিকা। লজ্জতে।

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য।

কৈবল্যং কেবলতাং একাকিত্বঞ্চ প্রাপ্তঃ অতএব অনয়োঃ সাযুজ্য প্রাপ্তৌ অহমিদানীমধিকারীত্যর্থঃ। কীদৃশয়োঃ রেতয়ো স্তিল মপি অত্যল্পমপি বৈষম্য মনাশ্রিত বতোঃ। ঈশ্বর স্বভাবত্বান্ময্যধিকারিণি এতয়ো বৈষম্যং নাস্তীতি ভাবঃ। পক্ষে সমানাকার প্রমাণত্বেন কুচয়োরাতি সৌন্দর্য্যং ধ্বনিতং। সাযুজ্য দানোৎসবৈঃ কীদৃশৈঃ সান্দ্রামৃত স্যন্দিভিঃ। অপাং পত্যুঃ সমুদ্রস্য। বাসন্তিকেন বসন্ত কালীনেন কান্তি মণ্ডলেন মণ্ডিতং মণ্ডলং যস্য তস্য ॥ ৫৬ ॥

লোকে বাস করিতে দেখিয়া আমিও তৎ প্রাপ্তি কামনায় সমস্ত সুহৃদ্গণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈবল্য অর্থাৎ একাকিত্ব লাভ করিয়াছি অতএব এক্ষণে ঐ কুচদ্বয়ের সাযুজ্য অর্থাৎ সহযোগ প্রাপ্তি বিষয়ে আমি অধিকারী হইয়াছি, অতএব হে কৃশাঙ্গি! যে কুচদ্বয় তিল মাত্র বৈষম্য আশ্রয় করে নাই, তুমি তাহাদের নিবিড় অমৃত ক্ষরণ রূপ সাযুজ্য দানোৎসব দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর ॥

শ্রীরাধা। লজ্জিত হইলেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ।

অপাং পত্যুঃ পুষ্টীকরণরসপাকঃ কুমুদিনী
কদম্বানামঙ্গজ্বরহরণ শীতৌষধি ঘটঃ।
মৃগঙ্কোঽয়ং কোকী পরিষদভিচারাধ্বর ধুরা
পুরোধা কালিন্দী পরিসর পরিস্কারমকরোৎ ॥
তদেতাং বাসন্তিক কান্তি মণ্ডল মণ্ডিত মণ্ডলস্য চন্দ্রমস
শ্চন্দ্রিকা চক্রচুম্বিতাং বিচরাবো নিকুঞ্জ চন্দ্রশালিকামিতি
নিষ্ক্রান্তৌ ॥
ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥
॥ * ॥ ইতি বিদগ্ধমাধবে রাধাসঙ্গোনাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ *

॥ * ॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

সমুদ্রের পুষ্টীকরণ রস পরিপাক বিশেষ, কুমুদিনীগণের অঙ্গজ্বর হরণ শীতল ঔষধ ঘট সদৃশ এবং চক্রবাকী সভার অভিচার যজ্ঞের পুরোহিত স্বরূপ চন্দ্র কালিন্দী কুলস্থ প্রদেশকে উজ্জ্বল করিতেছেন ॥

অতএব আমরা বসন্তকান্তি সমূহে মণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডলের চন্দ্রিকা সমূহ দ্বারা সুশোভিত নিকুঞ্জের রহস্য স্থানে বিচরণ করিব। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন ॥

এই রূপে সকলের প্রস্থান ॥ ৫৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ-মাধব নাটকে রাধাসঙ্গমনাম তৃতীয় অঙ্ক ॥ * ৩ ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখী।

নান্দীমুখী। ভণিদম্হি ললিদাএ হলা নান্দীমুহি গোমণ্ডলে গোট্ঠং পইট্ঠে এণ্হিং কহ্নো তুবরন্ত গোঅড্ঢনাহিমুহং পত্থিদো তা তুমং তত্থ গদুঅ সুঅলং বিণ্ণবেহি জধা এসো ওসরে পিঅবঅস্সস্স রাহিঅং সুমরাবেদি ত্তি পরিক্রম্য

অথ দ্বৌ সপক্ষ বিপক্ষাখ্যৌ ভেদাবেব রসপ্রদাবিত্যুক্ত রীত্যা স্বপক্ষ গত রসং পূর্ব্বরাগাসংভোগাদিভি র্বিবৃত্য ইদানীং বিপক্ষ ভেদ মিশ্রিতত্বেন রস বিলাসং প্রাদুর্ভাবয়ন্ বৈশাখ পূর্ণিমাতশ্চতুর্থনক্তন্তন লীলাং বর্ণয়তি। ততঃ প্রবিশতি ইত্যাদিনা। নান্দীমুখী আহ। ভণিতাস্মি ললিতয়া হলা নান্দীমুখি গোমণ্ডলে গোষ্ঠে প্রবিষ্টে ইদানীং কৃষ্ণঃ ত্বরাবান্ গোবর্দ্ধনাভিমুখং

স্বপক্ষ বিপক্ষ ভেদদ্বয় রসপ্রদ হয় এই উক্তি অনুসারে পূর্ব্বরাগে অসম্ভোগাদি দ্বারা স্বপক্ষগত রস বর্ণন করিয়া এক্ষণে বিপক্ষ ভেদ মিশ্রিতত্ব প্রযুক্ত রস বিলাস প্রাদুর্ভাব করত বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারি রাত্রির লীলা বর্ণিত হইতেছে॥

অনন্তর নান্দীমুখীর প্রবেশ।

নান্দীমুখী। ললিতা আমাকে এই কথা বলিয়াছে যে, সখি নান্দীমুখি! গো সকল গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হওয়াতে এক্ষণে কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া গোবর্দ্ধনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন অতএব তুমি সেই খানে গিয়া সুবলকে জানাও, সে যেন অবকাশ মত স্বীয় বয়স্যকে শ্রীরাধার নাম স্মরণ করায়॥

কধং এত্থ পউমা আঅচ্ছদি ॥ ১ ॥

প্রবিশ্য পদ্মা। হলা ণান্দীমুহি কামং কুসলাসি। তা কম্পি উবাঅং কহেহি জেণ উব্বিগ্‌গাং চন্দাঅলীং আসাসেমি।

নান্দীমুখী। কিং সে উব্বেঅ কারণং।

পদ্মা। হলা জাণাসি জ্জেব্ব তুমং। জধা পদোসে সব্বং কৃখু গোউলং বিব্ভমেণ কহ্নো পচ্চহং রঞ্জেদি।

নান্দীমুখী। অধ ইং।

প্রস্থিতঃ। তত্ত্বং তত্র গত্বা সুবলং বিজ্ঞাপয়। যথা এষোঽবসরে নিজবয়স্য রাধিকাং স্মারয়তীতি কথমত্র পদ্মা আগচ্ছতি ॥ ১ ॥

পদ্মা সখী নান্দীমুখী কামং কুশলাসি তৎ কিমপ্যুপায়ং কথয় যেন উদ্বিগ্নাং চন্দ্রাবলীমাশ্বাসয়ামি। নান্দী কিং তস্যা উদ্বেগকারণং। পদ্মা সখি জানাসি এব ত্বং। যথা প্রদোষে সর্ব্বং গোকুলং বিভ্রমেণ কৃষ্ণঃ প্রত্যহং রঞ্জয়তি। নান্দী অথ কিং।

(এই উক্তির পর ফিরিয়া যাইতে উদ্যম করিয়া) পদ্মা কেন এখানে আসিতেছে ॥ ১ ॥

পদ্মা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) সখি নান্দীমুখি! ভাল আছত? কোন একটী উপায় বল দেখি, যদ্দারা আমি উদ্বিগ্না চন্দ্রাবলীকে সান্ত্বনা করিতে পারি ॥

নান্দীমুখী। তাহার উদ্বেগের কারণ কি?।

পদ্মা। সখি! তুমি ত জান, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস বিভ্রম দ্বারা সমুদায় গোকুল বাসিকে অনুরক্ত করেন ॥

নান্দীমুখী। তাহা কি প্রকার?।
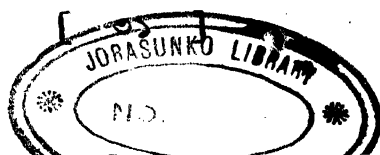
পদ্মা। সংপদং দাবএত্থং দক্‌খিণে গোট্‌ঠদ্ধে ইমস্‌স গন্ধো বি দুল্লহো।

নান্দীমুখী। হলা মা দূণেহি। ইতি সংস্কৃতেন।

দৃষ্টিং বিম্বিত ধাতুচিত্র রচনং শৈব্যাললাটং ময়া
শ্যামাকুন্তল চামরঞ্চ বিলুঠদ্বন্য স্রজোড্ডাম্বরং।
গুঞ্জাহার লতার্দ্ধ মঞ্জুরধুনা ভদ্রা ভুজান্তস্তথা

পদ্মা সাম্প্রতং তাবদত্র দক্ষিণে গোষ্ঠার্দ্ধে অস্য গন্ধোঽপি দুর্ল্লভঃ।

নান্দী সখি মা দূনা ভব। সাম্প্রতং দক্ষিণে গোষ্ঠার্দ্ধে এতস্য গন্ধোঽপি দুর্ল্লভ ইত্যনেন উত্তর গোষ্ঠার্দ্ধ সমীপবর্ত্তিন্যাং মুখরাগৃহোপান্ত বাটিকায়াং কর্ণিকার কুঞ্জাদৌ যমুনা তটবর্ত্তিনি একস্যাং রাধায়ামেবাধিক্যমনুরজ্য অন্যাঃ কাচিদপ্যয়ং নানুসন্ধত্তে ইত্যভিব্যজ্যতে ত্বয়া। তত্তু কথং সম্ভবতি যতঃ দৃষ্টং বিম্বিতেত্যাদি। বিম্বিতা প্রতিবিম্বিতা সংলগ্না কৃষ্ণ সম্বন্ধিনী ধাতুচিত্র রচনা যত্র তথাভূতং ললাটং বিলুঠন্ত্যা অর্থাৎ কৃষ্ণস্য বন্যস্রজা উড্ডামর মুৎকটং ভুজান্তঃ স্কন্ধদেশঃ গুঞ্জাহার লতায়া অর্দ্ধেন গাঢ়ালিঙ্গনাদুৎক্ষিপ্তেন মঞ্জুর্মনোহরঃ গোবর্দ্ধনস্যাতিথিরিতি। তেন দক্ষিণ গোষ্ঠার্দ্ধসমীপবর্ত্তিনি গোবর্দ্ধনতটাদৌ

পদ্মা। সম্প্রতি গোকুলের দক্ষিণ পল্লীতে তাঁহার গন্ধও দুর্ল্লভ।

নান্দীমুখী। দুঃখিতা হইও না। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আমি শৈব্যার ললাটে কৃষ্ণ সম্বন্ধিনী ধাতু চিত্র রচনা সংলগ্ন দেখিয়াছি, শ্যামার চামর সদৃশ কেশ কলাপে শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বনমালা লক্ষিত হইয়াছে এবং ভদ্রার স্কন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধ গুঞ্জা হারের চিহ্ন

তথ্যং বিদ্ধি সুনাগরী গুরুরভূদ্গোবর্দ্ধনস্যাতিথিঃ ॥ ২ ॥

নেপথ্যে।

কৃত্বা বংশী নিখিল জগতী গীতসঙ্গীত ভঙ্গী
সাঙ্গীভাব প্রথমবসতিং সঙ্গিনী বামপাণেঃ।
এষ প্রেম্না ব্রজতি নয়নানন্দনো নন্দসূনু
র্ম্মন্দং গোবর্দ্ধন শিখরিণঃ কন্দরামন্দিরায় ॥ ৩ ॥

বকুল কুঞ্জাদিষ্বপি তস্যাদ্য গমনং সংভবতীতি। যস্মাদেতাশ্চন্দ্রাবলী সপক্ষাঃ শৈব্যাদ্যা অপি অদ্য কৃষ্ণেন সংভুক্তা দৃষ্টা স্ততঃ কিমিতি একস্যাং রাধায়ামেবা সক্তোঽয়ং নতু চন্দ্রাবল্যামিতি ব্যঞ্জয়সীত্যর্থঃ। অত্র শৈব্যায়াঃ সপক্ষত্বাৎ শ্যামায়া স্তটস্থত্বাৎ ভদ্রায়াশ্চ সুহৃৎপক্ষত্বাৎ এতাসু স্পর্দ্ধাভাবাৎ চন্দ্রাবল্যাং ন বিরোধঃ অতএব রাধা ললিতা বিশাখানাং তিসৃণামনুক্তিঃ প্রতিপক্ষ ত্বাদিতি ॥ ২ ॥

কৃত্বা বংশীমিতি বৃন্দায়া উক্তিঃ বামপাণেঃ সঙ্গিনীং বংশীং কৃত্বা ব্রজতি। কীদৃশং অখিল জগতীষু গীতা যা সঙ্গীত ভঙ্গী তস্যাঃ যঃ সাঙ্গী ভাব স্তস্য প্রথমা বসতি র্যস্যাং তেন অন্যত্র প্রায়ো গীতসঙ্গহীনমিতি ॥ ৩ ॥

দেখিয়াছি, অতএব তুমি যথার্থ জানিও, সম্প্রতি সেই নাগরী গুরু কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের অতিথি হইয়াছেন ॥ ২ ॥

(বেশ গৃহে বৃন্দার উক্তি)

যে বংশী নিখিল জগতের সঙ্গীত ভঙ্গীর প্রথম আবাস স্বরূপ, তাহাকে বাম করের সঙ্গিনী বিধান করিয়া এই নয়নানন্দ নন্দনন্দন প্রেম সহকারে মন্দ মন্দ পাদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরির কন্দরস্থ মন্দিরে গমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

নান্দীমুখী। পউমে তুমং ইমিনা বুত্তন্তেন চন্দ্রাঅলিঅং সুহাবেহি। অহং সুঅলং অণুসরিস্সং ইতি নিষ্ক্রান্তা।

পদ্মা। পুরঃ পশ্যন্তী। এষা করালাএ অজ্জিআএ চিত্তং অণুবট্টন্তী বণদেঅদা বুন্দা চন্দাঅলীঅং সচ্ছলং ণিবারেদি ॥৪

নেপথ্যে।

কিং রাধেব দুরন্তমিচ্ছসি বলাদুন্মাদমালম্বিতুং
মুগ্ধে মানয় মাননীয় জরতীবাক্যং বহির্মাব্রজ।

নান্দী পদ্মে ত্বং অনেন বৃত্তান্তেন চন্দ্রাবলীং সুখাপয়। অহং সুবলং অনুসরিষ্যামি। পদ্মা এষা করালায়া আর্য্যায়াশ্চিত্তমনুবর্ত্তমানা বনদেবতা বৃন্দা চন্দ্রাবলীং সছলং নিবারয়তি। করালা চন্দ্রাবলী মাতামহী ॥ ৪ ॥

কিং রাধে বেতি স্পষ্টং পক্ষে হে মুগ্ধে বিবক্ষিতং ব্যঙ্গমর্থং কশ্চিদব গচ্ছসীতি সম্বোধনপদ ব্যঙ্গং মাননীয় জরতী বাক্যং। তদাহ রাধা ইব দুরন্তমুন্মাদং

নান্দীমুখী। পদ্মে! তুমি এই বৃত্তান্ত দ্বারা চন্দ্রাবলীকে সুখী কর গা। আমি সুবলের নিকট গমন করিতেছি, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥

পদ্মা। (অগ্রে অবলোকন করত) এই যে বনদেবী বৃন্দা, আর্য্যা করালার অভিপ্রায়ানুসারে ছল পূর্ব্বক চন্দ্রাবলীকে নিবারণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

(বেশ গৃহে)

মুগ্ধে! তুমি কি শ্রীরাধার ন্যায় বল পূর্ব্বক দুরন্ত উন্মাদকে অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এমত কার্য্য করিও না, মাননীয়া বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ কর, ঐ দেখ ব্রজসুন্দরী

এষ স্মের বিলোচনাঞ্চল রুচা চাপল্যমুল্লাসয়
ন্নায়াতি ব্রজসুন্দরীগণমনোমাণিক্যহারী হরিঃ ॥ ৫ ॥
প্রবিশ্য চন্দ্রাবলী সোৎসুক্যং সমন্তাদালোক্য।
কধং বুন্দাএ অলিঅং বাহরীঅদি কুদো এত্থ কহ্ণো। ইতি
খেদং নাটয়তি ॥

পদ্মা। উপসৃত্য সংস্কৃতেন।
ন সন্তাপং স্বান্তাদ্দবয়সি কথং দাববিষমং
ঘনশ্বাসৈঃ কিম্বা মলিনয়সি বিম্বাধরমপি।

আলম্বিতুং কিং ইচ্ছসি তস্মাৎ হে মূঢ়ে বহির্মা ব্রজ ইত্যেবং ॥ ৫ ॥
কথং বৃন্দায়া অলীকমিব ব্যাহ্রিয়তে। কুতোঽত্র কৃষ্ণঃ। ন সন্তাপমিতি।
সখীস্থলী চন্দ্রাবলী গ্রামঃ সখীথরা ইতি খ্যাতঃ তস্যা উপশল্যং সমীপং

দিগের মনোমাণিক্য হরণকারী হরি হাস্যান্বিত চঞ্চল লোচনাঞ্চলের চাপল্য বিস্তার করিতে করিতে আসিতে-ছেন, অতএব আর বাহির হইও না ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবলী। (উৎকণ্ঠার সহিত চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত) বৃন্দা কি মিথ্যা কথা বলিতেছে, এখানে ত কৃষ্ণ নাই এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পদ্মা। (নিকটে গিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি! তুমি দাবানল সদৃশ বিষম সন্তাপ অন্তঃকরণ হইতে দূর করিতেছ না কেন? কেনই বা ঘন নিশ্বাস দ্বারা বিম্বাধরকে মলিন করিতেছ, হে কল্যাণি! যদুপতি ময়ূরের কেকারব

বনান্তান্ কেকাভিঃ সখি শিখরি কক্ষে মুখরয়ন্

সখীস্থল্যাঃ কল্যাণ্যভজদুপশল্যং যদুপতিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। বিলোক্য কধং পিয়সহী পউমা ইতি গাঢ়মালিঙ্গ্য

হলা অবিণাম অক্‌খলিদং ভণিদাসি ॥

পদ্মা। অধ ইং ॥ ৬ ॥

ততঃ প্রবিশতি সুবলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে পশ্য পশ্য।

অকলিত তাপস্তরণেরস্ত শিরোবীথিভিস্তিরোধানাৎ।

অভজৎ প্রাপ্তবান্। চন্দ্রা কথং প্রিয়সখী পদ্মা। সখী অপি নাম সম্ভাবনায়াং অস্খলিতং ভণিতাসি। পদ্মা অথ কিং ॥ ৬ ॥

তরণেঃ সূর্য্যস্ত।

গোবৰ্দ্ধন মধ্যস্থ বন প্রদেশ শব্দিত করিতে করিতে সখী-স্থলী গ্রামের অর্থাৎ তোমার নিবাস স্থলের সমীপবর্ত্তি হইয়াছেন ॥

চন্দ্রাবলী। (অবলোকন করিয়া) এ কে প্রিয়সখী পদ্মা। (এই বলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করত) সখি! এ কি সত্য বলিতেছ? ॥

পদ্মা। সত্য বই কি! ॥ ৬ ॥

(সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে! দেখ দেখ। সূর্য্যের অনুষ্ণতাপ ক্রমশঃ অস্তাচল শিখরশ্রেণীতে তিরোধান হেতু প্রদোষ কাল অস্ফুট তিমির বিস্তার পূর্ব্বক সন্তোষ প্রদান করিতে

অস্ফুট তিমির বিজৃম্ভঃ প্রথয়তি তোষং নিশারম্ভঃ ॥

সুবলঃ। বঅস্স অজ্জ গোদোহণং বি অণবেক্খিঅ সলালসো বিঅ কিত্তি এত্থ লদ্ধোসি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ময়ূরং বর্ণয়তা কেনচিৎ প্রিয়াং চন্দ্রাবলীং স্মারিতোঽস্মি তত স্তদবিলোকনায় লালসেয়ং ॥

সুবলঃ। কেরিসং মোর বণ্ণণং।

কৃষ্ণঃ। উন্মদেন পূরতঃ শিখণ্ডিনা
তাণ্ডবে পৃথুনি মণ্ডলীকৃতাং।
পশ্য নিন্দিত মহেন্দ্র কার্ম্মুকাঃ
কৃষ্ণচন্দ্র চলচন্দ্রকাবলীং ॥

সুবল বয়স্য অদ্য গোদোহনমপি অনপেক্ষ্য সলালস ইব কিমত্র লদ্ধোসি ॥৭

সুবল কীদৃশং ময়ূর বর্ণনং। চলচন্দ্রকাবলীং চলানাং চন্দ্রকানামাবলীং

লাগিল ॥

সুবল। বয়স্য! অদ্য গোদোহন উপেক্ষা করিয়া লালসান্বিতের ন্যায় এখানে আসিলে কেন? ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ। সখে! কোন ব্যক্তি ময়ূর বর্ণনা করিয়া আমার প্রিয়া চন্দ্রাবলীকে স্মরণ করাইয়াছে, অতএব তাঁহাকে দেখিবার জন্যই আমার এই লালসা ॥

সুবল। ময়ূর বর্ণন কি প্রকার ॥

কৃষ্ণ। সখে! কোন ব্যক্তি কহিল হে কৃষ্ণচন্দ্র! ময়ূর উন্মত্ত হইয়া অগ্রে বিপুল নৃত্য বিস্তার করায় উহার ইন্দ্রধনু বিনিন্দিত চঞ্চল চন্দ্রকাবলী অবলোকন কর ॥

সুবলঃ। তদো আঅড্ঢণং বংশীকলং উল্লাসেহি।

কৃষ্ণঃ। বক্তে বেণুং বিন্যস্যতি।

চন্দ্রাবলী। নিশম্য সঘূর্ণং ॥ ৮ ॥

সব্বদা সুব্বন্তীবি অসুদ অরী
বিঅ বিম্হাবেদি দুম্মুহী মুরলী ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবল অদ্য চন্দ্রাবলী
প্রসাদে ত্বয়া মমানুকূলেন ভবিতব্যং ॥

সুবলঃ। অধ ইং।

পদ্মা। হলা পেক্খ এসো বেণু সণ্ণাএ তুমং তুবরাবেদি

পঙ্ক্তিঃ। ততঃ আকর্ষণং বংশীকলমুল্লাসয় ॥ ৮ ॥

সর্ব্বদা শ্রূয়মানাপি অশ্রুতচরীব বিস্মাপয়তি দুর্ম্মুখী মুরলী। সুবল অথ কিং।

পদ্মা হলা পশ্য এষ বেণু সংজ্ঞয়া তাং ত্বরয়তি গোকুলেন্দ্রনন্দনঃ। লঘু

সুবল। তবে আকর্ষণকারি বংশীরব উল্লাস কর।

কৃষ্ণ। বদনে বেণু অর্পণ করিলেন।

চন্দ্রাবলী। (শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণার সহিত) ॥ ৮ ॥

দুর্ম্মুখী মুরলী সর্ব্বদা শ্রুত হইলেও অশ্রুত পূর্ব্বার ন্যায় আমাকে বিস্মিত করিতেছে ॥

কৃষ্ণ। সখে সুবল! অদ্য চন্দ্রাবলীর প্রসন্নতা বিষয়ে তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনুকূল হইতে হইবে ॥

সুবল। তাহাই হইবে ॥

পদ্মা। এই দেখ গোকুলেন্দ্রনন্দন বেণুর সঙ্কেতে তোমাকে

গোউলেন্দণন্দণো ॥

চন্দ্রাবলী। বিলোক্য সংস্কৃতেন।

সখি মুরলি বিশালছিদ্র জালেন পূর্ণা

লঘুরতি কঠিনাত্মা গ্রন্থিলা নীরসাসি।

তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দ সান্দ্রং

হরিকর পরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ। পুরো দৃষ্ট্বা সানন্দং। স্বয়ং মম লোচনেন্দীবর চন্দ্রিকা

চন্দ্রাবলী ইতি সাদরমুপেত্য প্রিয়ে।

চন্দ্রস্তব মুখবিম্বং চন্দ্রা নখরাণি কুণ্ডলে চন্দ্রৌ।

লাঘববতী ॥ ৯ ॥

ত্বরান্বিত করিতেছেন ॥

চন্দ্রাবলী। (অবলোকন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি মুরলি! তুমি ত ছিদ্র জালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় কঠিন, গ্রন্থিযুক্ত এবং রসহীনা, তথাপি কোন্ পুণ্যের প্রভাবে নিরন্তর হরিকরের আলিঙ্গন ও তদীয় অধর-বিম্বের চুম্বন সুখ প্রাপ্ত হইতেছে? ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আনন্দের সহিত) এই যে আমার নয়নেন্দীবরের চন্দ্রিকা স্বরূপ চন্দ্রাবলী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(এই বলিয়া আদর পূর্ব্বক নিকটে গমন করত)

প্রিয়ে! তোমার মুখ মণ্ডল, নখ শ্রেণী, কুণ্ডলদ্বয় এবং ললাট, এ সকলই চন্দ্র স্বরূপ, অতএব যথার্থই তোমার

নব চন্দ্রস্তু ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ত্বমসি ।

চন্দ্রাবলী। লজ্জতে।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে দুষ্টদানব দমনাভিনিবেশাৎ ত্বন্মুখচন্দ্র মপ্রেক্ষ্যমাণস্য যাতযামা ভবন্তি মমামূর্যামিন্যঃ ॥ ১০ ॥

চন্দ্রাবলী। সুন্দর ভমরস্‌স বিঅ ণব ণবাণুসারিণী দে পইদী কধং চিরাসঙ্গ নিরসাসু পউমিণীসু অহিরমদু ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি প্রতিপদালোকে ত্বং সর্ব্বেষাং নব

যাতো যামো যাসাং তা যাতযামাঃ তথা ভবন্ত্যোপি ন তথা ভবন্তি। গচ্ছন্ত্যোপি যামিন্যো দুঃখেন ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

চন্দ্রা ভ্রমরস্যেব নব নবানুসারিণী তে প্রকৃতিঃ। কথঞ্চিরাসঙ্গিনী রসাসু পদ্মিনীষু অভিরমতাং ॥ ১১ ॥

প্রতিপদি তিথৌ আলোকে প্রতিক্ষণালোকেচ। পদ্মা প্রিয়সখী বিরহেণ

নাম চন্দ্রাবলী ॥

চন্দ্রাবলী। লজ্জিতা হইলেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দুষ্ট দানব দমন করিতে করিতে রজনী সকল অতিবাহিত হইলেও তোমার বদন চন্দ্র দেখিতে না পাওয়ায় আমার দুঃখের রজনী অতিবাহিত হয় নাই এ যাবৎ অযাত যাম অর্থাৎ নূতন হইয়াই রহিয়াছে ॥১০

চন্দ্রাবলী। সুন্দর! তোমার প্রকৃতি ভ্রমরের ন্যায় নব নবানুসারিণী, কেন চিরভুক্তা নীরস পদ্মিনী সকলে রমণ করিবে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! তোমাকে যখন দেখি তখনই তুমি

নবাসি তদদ্য নির্ব্বাপয় বিরহোত্তাপং পরিষ্বঙ্গ রসেন।

পদ্মা। পিঅসহী বিরহেণ কুদো তুম্হ তাবুপ্পত্তী।

সুবলঃ। অই মা কৃখু এব্বং ভণ। এসো চন্দাঅলী বিরহেণ সন্তত্তো সীদলাএ জলধারাএ কচ্ছে দেহং নিক্‌খিবিঅ সতিণ্‌হো চওরো বিঅ ণং জ্জেবব চন্দাঅলিঅং সব্বদো পচ্ছই বয়স্‌সো॥ ১২॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে শ্রূয়তাং।

বিপিনান্তরে মিলন্তী মধুরসা শীতল স্পর্শা।

কুতস্তব তাপোৎপত্তিঃ।

সুবল মা খলু এবম্ভণ। এষঃ চন্দ্রাবলীবিরহেণ সন্তপ্তঃ শীতলায়া জলধারায়াঃ কচ্ছে নিকটে দেহং নিক্ষিপ্য সতৃষ্ণশ্চকোর ইব এনাং এব চন্দ্রাবলীং সর্ব্বতঃ পশ্যতি বয়স্যঃ॥ ১২॥

পক্ষে মধুরঃ শৃঙ্গারঃ অন্যৎ স্পষ্টং। চন্দ্রা গচ্ছ রাধামেব সেবস্ব। জাতং

নূতন অতএব আইস, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার চিরবিরহ সন্তাপ নির্ব্বাপণ কর॥

পদ্মা। প্রিয়সখীর বিরহে তোমার তাপোৎপত্তি কেন হইল।

সুবল। অয়ি পদ্মে! এ কথা বলিও না, এই বয়স্য চন্দ্রাবলীর বিরহে সন্তপ্ত হইয়া শীতল জল ধারার সমীপে দেহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সতৃষ্ণ চকোরের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে এই চন্দ্রাবলীকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন॥ ১২॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! শ্রবণ কর।

আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত অবসন্ন হইতেছিলাম,

অমৃতময়ী ত্বদ্বিরহে সমজনি মম তাপনুত্তয়ে রাধা ॥

ইতি সসম্ভ্রমং ধারা ধারা ॥

চন্দ্রাবলী। সাভ্যসূয়ং গচ্ছেহি রাহিঅং জ্জেব্ব সেবেহি ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ধারেত্যবদং ॥

চন্দ্রাবলী। জাদং কথং দোণ্ণং বণ্ণাণং বিবরীদত্তণং।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ কর্ণয়োর্বা বিপরীতত্বমিত্যস্মিন্নাস্তি বিচারঃ ॥

চন্দ্রাবলী। রোষারুণং মুখমানময্য। অই দাণসোণ্ড অলং

কথং দ্বয়োর্বর্ণয়ো র্বিপরীতত্বং। অস্তি বিচার ইতি। বর্ণয়ো বৈপরীত্যেন ত্বয়া রাধেতি শ্রুতমিত্যর্থঃ ॥

অয়ি দানশৌণ্ড দানবীর অলং এতয়া অবহিথয়া অদ্য আত্মনো মনো

অকস্মাৎ বনমধ্যে মধুর রসশালিনী, শীতল স্পর্শা, অমৃতময়ী রাধা মিলিত হইয়া তদ্বিরহ জনিত তাপ সমুদায় হরণ করিয়া লইলেন। (এই বলিয়া সভয়ে ধারা ধারা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। (কৃষ্ণের মুখে রাধা নাম শ্রবণ করিয়া অসূয়ার সহিত) যাও রাধাকে গিয়াই সেবা কর ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আমি ধারা বলিয়াছি।

চন্দ্রাবলী। কি করিয়া বর্ণদ্বয়ের বৈপরীত্য হইল।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! বর্ণদ্বয়ের হউক বা কর্ণদ্বয়েরই হউক বিপরীত ঘটিয়াছে, ইহাতে কোন বিচার নাই ॥

চন্দ্রাবলী। (ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখ অবনত করিয়া) অহে দান-

এদাএ অবহিথাএ অজ্জ অপ্পণো মণহারিণো সুবণ্ণ জুঅ-
লস্স বিণ্ণাসাদো সাহু মাহুরী পূরিদ কণ্ণম্হি কিদা ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণঃ। যথার্থেয়ং বাণী তব চকিতসারঙ্গনয়নে
সুবর্ণালঙ্কারো মধুরয়তি যত্তে শ্রুতিযুগং।
মুখেন্দোরন্তস্তে বহিরপি সুবর্ণচ্যুতিরিয়ং
মম শ্রোত্রদ্বন্দ্বং নয়নযুগলঞ্চাকুলয়তি ॥ ১৪ ॥

হারিণঃ সুবর্ণ যুগলস্য বিন্যাসাৎ সাধু মাধুরীপূরিতকর্ণাস্মি কৃতা। সুবর্ণযুগলস্য স্বর্ণময় কুণ্ডল যুগলস্য রাধে সুষ্ঠু বর্ণ যুগলস্যচ আত্মনো মনোহরস্য মাধুরী পরিতেতি বিরুদ্ধ লক্ষণয়া ॥ ১৩ ॥

হে চকিত সারঙ্গ নয়নে হে ভীত মৃগনয়নে সুবর্ণালঙ্কার স্তব শ্রুতি যুগলো তিষ্ঠত্যেব। সুবর্ণচ্যুতিস্তু মামাকুলয়তি। সাতু মুখেন্দো রন্তর্মধ্যাৎ মম শ্রুতি যুগলং। অত্র সুবর্ণ শব্দঃ সোৎকণ্ঠাক্ষরবাচী। মুখেন্দো বহিশ্চ গণ্ডদেশাদৌ অত্র সুবর্ণ শব্দঃ সুকান্তি বাচী ॥ ১৪ ॥

বীর! আর অবহিথা প্রকাশ করিও না, আজ স্বীয় মনো-
হারি সুবর্ণ যুগলের বিন্যাস হেতু উৎকৃষ্ট মধুরিমায়
আমার কর্ণ পরিপূর্ণ হইয়াছে আর্থাৎ বিরুদ্ধ লক্ষণায় রাধে
এই সুন্দর দুইটী বর্ণে আমার কর্ণদ্বয় জ্বলিতেছে ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ। হে চকিত মৃগনয়নে! সুবর্ণালঙ্কার তোমার কর্ণ যুগ-
লকে যে মাধুর্য্যশালি করিয়াছে একথা সত্য, কেন না
ত্বদীয় মুখচন্দ্রের অন্তর এবং বাহির হইতে সুবর্ণ ক্ষরণ
হইয়া অর্থাৎ মুখ মধ্য হইতে সুন্দর অক্ষর এবং মুখচন্দ্রের
বাহির গণ্ডস্থলাদিতে সুষ্ঠ কান্তি প্রকাশ হইয়া আমার
কর্ণ যুগল ও নয়নযুগল আকুল করিতেছে ॥ ১৪ ॥

পদ্মা। হলা অপ্পণো দিট্ঠিং সুমরন্তী মা খিজ্জেহি। জুত্তা রাহাণুরত্তস্স ইমস্স রাহাণামমঈ সংকধা।

চন্দ্রাবলী। নিশ্বস্য সহি পউমে এব্বং ণ্নেদং॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে বাঢ়মাশঙ্কনীয়মেবেদং। যতঃ॥ ১৫॥

তস্য ষোড়শ কলস্য ষোড়শী
বল্লভা স্ফুরতি যা নভস্থলে।
রাধয়া সুবদনে কথং তয়া

পদ্মা সখি আত্মনো দিষ্টং স্মরন্তী মা খিদ্যস্ব। যুক্তা রাধানুরক্তস্যাস্য রাধানামময়ী সংকথা। চন্দ্রা নিশ্বস্য সখি পদ্মে এবমেতৎ॥ ১৫॥

ষোড়শকলস্য চন্দ্রস্য ষোড়শী রাধা বিশাখেতি আকাশস্থয়া তয়া সঙ্গতি র্ভুবি স্থিতস্য মম কথং সংভবেদিত্যাদিনা সৈব একা ময়া জ্ঞায়তে অন্যাকারা অস্তীতি ভাবঃ। চতুঃষষ্টি কলা শালিন স্তে ন খলু সাপি ষোড়শ কলবল্লভা দুর্ল্লভা॥ ১৬॥

পদ্মা। সখি! আপনার অদিষ্ট স্মরণ করিয়া খেদ হইতে ক্ষান্ত হও, রাধানুরক্ত কৃষ্ণের রাধানাম কীর্ত্তন করাই উপযুক্ত॥

চন্দ্রাবলী। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি পদ্মে! এই প্রকারই বটে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! নিশ্চয় জানিও কখনই এ তোমার শঙ্কার কারণ নহে॥ ১৫॥

যে হেতু ষোড়শ কল চন্দ্রের রাধানামে ষোড়শী প্রিয়া আকাশ মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছে, হে সুবদনে! পৃথিবীতে সেই রাধার সহিত কি রূপে আজ আমার সঙ্গতি

সঙ্গতি ভুবি মমাদ্য সংভবেৎ ॥

পদ্মা। চউস্‌সট্‌ঠি কলা সালিণো দে ণ কখু সা বি সোলহ কলবল্লহা দুল্লহা ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ। স প্রশ্রয়ং পদ্মামবলোক্য।

চন্দ্রাবলী বদন পুষ্করসঙ্গিগণ্ড
চন্দ্রাবলীকতরতর্ক কলঙ্কিতাঙ্গৌ।
শঙ্কাকুলোঽত্র কলয়ন্ কমলায়তাক্ষি
শঙ্কাকু লোল হৃদয়ঃ প্রবিশামি নাহং ॥

চন্দ্রাবলী। সব্যাজ প্রসাদং ॥ ১৭ ॥

চন্দ্রাবলী বদনমেব পুষ্করমাকাশং তৎ সঙ্গিনৌ গণ্ড চন্দ্রৌ কলয়ন্ পশ্যন্ শং কল্যাণং ন প্রবিশামি ন উপালভে। কীদৃশৌ অলীক তর্কেণ কলঙ্কিত মঙ্গং যয়োঃ অহং কীদৃশঃ অত্র শঙ্কাকুলঃ পুনঃ কীদৃশঃ কাকুলোল হৃদয়ঃ কাক্বা লোলং হৃদয়ং যস্য সঃ। ১৭ ॥

হইবে ॥

পদ্মা! চতুঃষষ্টি কলাশালি তোমার সম্বন্ধে ষোড়শ কল (চন্দ্র) বল্লভাও দুর্ল্লভা নহেন ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ। (প্রণয়ের সহিত পদ্মাকে অবলোকন করিয়া) হে বিকসিত পদ্মনেত্রে পদ্মে! চন্দ্রাবলীর বদনাকাশে উদিত অলীক তর্কে কলঙ্কিত গণ্ডরূপ চন্দ্রদ্বয়কে অবলোকন করিয়া শঙ্কাকুল ও কাকুবচনে চঞ্চল হৃদয় হইয়াছি কোন ক্রমেই কল্যাণ লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৭

দেঅ ণং কৃখু গোউল জণ জীঅণভূদস্‌স দে সর্ব্ব সুহ আরিদা গুণং কা হদ বুদ্ধিআ ণ সহদি তা ণিপ্‌ফলেণ সঙ্কোএণ মা সাদঙ্কো হোহি ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। গরিষ্ঠামপি মন্যুমুদ্রাং ধীরেয়ং মুখ মাধুর্য্যেণ নিহ্নুতে। প্রকাশং। প্রিয়ে কৃতমনেন গৌরব বিষোদ্গারেণ রোষোক্তি মাধ্বীকমেব বরং বরিষ্ঠং ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রাবলী। গোউলানন্দ তুহ্ম পুরদো মুহং দংসিদুং ণ পহ-

দেব নূনং খলু গোকুল জন জীবন ভূতস্য তব সর্ব্ব সুখকারিতা গুণং কা হতবুদ্ধি র্ন সহতে। তন্নিষ্ফলেন সঙ্কুচেন মা সাতঙ্কো ভব ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রা গোকুলানন্দ তব পুরতঃ মুখং দর্শয়িতুং ন প্রভবামি যৎ প্রগল্‌ভং

চন্দ্রাবলী। (কপট প্রসন্নতার সহিত) হে দেব! তুমি গোকুল বাসি জন সকলের জীবন স্বরূপ, তোমার সর্ব্ব সুখ কারিতা গুণ কোন্ হত বুদ্ধি স্ত্রী সহ্য না করিয়া থাকে, অতএব বিফল সঙ্কোচে শঙ্কান্বিত হইও না ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) এই চন্দ্রাবলী ধীরা, সুতরাং মুখ মাধুর্য্য দ্বারা গুরুতর ক্রোধ মুদ্রাকেও গোপন করিতেছে ॥

(প্রকাশ করিয়া) প্রিয়ে! আর আদর রূপ বিষোদ্গারের প্রয়োজন নাই, বরং ইহা অপেক্ষা আমার প্রতি ক্রোধোক্তিই মধুরতর ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রাবলী। গোকুলানন্দ! অনেক বাচালতা করিয়াছি বলিয়া অপরাধী হইয়াছি, সুতরাং আর তোমাকে মুখ

বামি জং পগব্ভং বাহরন্তী অবরুদ্ধম্মি তা ঘরং গমিস্‌সং ॥

কৃষ্ণঃ। সানুনয়ং। প্রিয়ে প্রসীদ প্রসীদ বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ।

চন্দ্রাবলী। সুহঅ উজ্জুঅং ব্বাহরন্তীং কীস মং অলিঅং সঙ্কসি তা অণুজাণেহি মং ভদ্দআলী দংসণস্‌স ইতি পদ্ময়া সহ নিষ্ক্রান্তা ॥

কৃষ্ণঃ। সখে মহানুভাবামেতাং মচ্চিত্ত মহাকাশ চন্দ্রাবলীং চন্দ্রাবলীমপি বলীয় স্তমঃকন্দলীভিরবস্কন্দিতামালোক্য নিরালোকোঽস্মি ॥ ১৯ ॥

ব্যাহরন্তী অপরাধ্যাস্মি তস্মাৎ গৃহং গমিষ্যামি। সুভগ ঋজুং ব্যাহরন্তীং কস্মান্মাং অলীকং শঙ্কসি। তস্মাদনু জানীহি অনুজ্ঞাপয় ভদ্রকালী দর্শনায়। তমঃ কন্দলী রাহু সমূহঃ ॥ ১৯ ॥

দেখাইতে পারিতেছি না, অতএব আমি গৃহে চলিলাম ॥

কৃষ্ণ। (বিনয়ের সহিত) প্রিয়ে! এই অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥

চন্দ্রাবলী। সুন্দর! আমিত সরল কথাই বলিয়াছি, তবে কেন আমার প্রতি অলীক আশঙ্কা করিতেছ, অতএব ভদ্রকালী দর্শনে আমাকে অনুমতি প্রদান কর, এই বলিয়া পদ্মার সহিত গমন করিলেন ॥

কৃষ্ণ। সখে! চন্দ্রশ্রেণী সদৃশী চন্দ্রাবলীকে ক্রোধময় রাহু সমূহে আচ্ছাদন করায় আমার চিত্তাকাশে আর তিনি লক্ষিত হইতেছেন না একারণ আমি চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছি ॥ ১৯ ॥

সুবলঃ। পিঅবঅস্‌স কিত্তি এবং ভণাসি সা কৃখু অদকৃখিণা ণ দিট্‌ঠা ॥

কৃষ্ণঃ। সখে বাঢ়ং ছুরূহা মহীয়সীনাং প্রকৃতিঃ। তদিদানীং।

ন্যবিশত নয়নান্তে কাপি সারল্য নিষ্ঠা।
বচসিচ বিনয়েন স্তোত্রভঙ্গী ন্যবাৎসীৎ।
অজনিচ ময়ি ভূয়ান্ সম্ভ্রমস্তেন তস্যা
ব্যবৃণুত হৃদি মন্যুং সুষ্ঠু দাক্ষিণ্যমেব।

তদেহি মনোহারিণি তস্মিন্ কেশরকুঞ্জে নিবিশ্য চন্দ্রাবলী

সুবলঃ প্রিয়বয়স্য কিমিতি এবং ভণাসি সা খলু অদক্ষিণা ন দৃষ্টা।

সুবল। প্রিয়বয়স্য! এমন কথা বলিতেছ কেন? আমিত তাঁহার অদাক্ষিণ্য ভাব দেখি নাই, তোমার প্রতি অনুকূলই ত দৃষ্ট হইয়াছে ॥

কৃষ্ণ। সখে! মহদ্দিগের স্বভাব অতিশয় তুর্জ্জেয়। অতএব বলি শ্রবণ কর।

চন্দ্রবলীর নয়ন প্রান্তে কোন সারল্যভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার বিনয় দ্বারা বাক্য সকলে স্তোত্র ভঙ্গী বাস করিছে এবং আমাতে তাঁহার গুরুতর সম্ভ্রম অর্থাৎ ভয় জনিত ত্বরা উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব হে সখে! এই সকল কারণে তাঁহার যে সুষ্ঠ দাক্ষিণ্য ভাব দেখা যাইতেছে তদ্দারাই তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধভাব অনুভব হইতেছে ॥

তবে আইস সেই মনোহর কেশর কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রাবলীর সঙ্গম বিষয়ক উপায় অবলম্বন করি। (এই

সঙ্গমোপায়মঙ্গীকরোমি। ইতি পরিক্রম্য। সখে সেয়ং বকুলাবলী মঞ্জুলা নিকুঞ্জবীথিঃ ॥

পশ্য পশ্য।

স্ফুরতি সরো দক্ষিণতঃ সব্যে বাপী সমন্ততঃ কুল্যা।

ইতি কেশরাটবীয়ং প্রমদং নীরাধিকা কুরুতে ॥

সুবলঃ। স্বগতং। লদ্ধো মএ ওসরো। প্রকাশং। বঅস্স সা রাহিআ জ্জেব্ব তুহ পমদং কুণই। কিত্তি নীরাহিঅ ত্তি ভণাসি ॥

কেশরাটবী কীদৃশী নীরাধিকা নীরেণ অধিকা। লদ্ধো ময়া অবসরঃ। শব্দার্থস্যান্যথা পরি কল্পনেন রাধিকামিদানীং স্মারয়িষ্যামি ইতি ভাবঃ। বয়স্য সা রাধিকা এব তব প্রমোদং করোতি কিমিতি নীরাধিকে ইতি ভণাসি।

বলিয়া প্রদক্ষিণ করত) সখে ! দেখ দেখ, সেই এই বকুল শ্রেণী সুশোভিত নিকুঞ্জ বীথি।

আহা ! ইহার দক্ষিণ দিকে সরোবর, বামদিকে দীর্ঘিকা এবং সকল দিকেই জলপ্রণালী শোভা প্রকাশ করিতেছে, অতএব হে সখে ! এই নীরাধিকা অর্থাৎ জলময়ী কেশরাটবী আমার আনন্দাতিশয় বিস্তার করিতে লাগিল ॥

সুবল। (মনে মনে) যাহা হউক, আমি অবকাশ পাইলাম অর্থাৎ 'নীরাধিকা' এই শব্দের অন্যার্থ কল্পনা করিয়া ইহাঁকে রাধা নাম স্মরণ করাই (এই বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) বয়স্য ! সেই রাধিকাই তোমার প্রমোদ বিস্তার করিয়া থাকেন, তবে কেন নীরাধিকা অর্থাৎ রাধিকা ব্যতিরেকে এ কথা বলিতেছ ? ॥

কৃষ্ণঃ। সুবলমালিঙ্গ্য সখে সত্যং ব্রবীসি। তদদ্য রাধিকা যথেমাং কেশর নিকুঞ্জ লক্ষ্মীমলঙ্করোতি তথা মদ্গিরা সন্দিশ্যতাং ললিতা।

সুবলঃ। জং আণবেদি পিঅবস্‌স ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রবিশতি পদ্মা মধুমঙ্গলশ্চ।

মধুমঙ্গলঃ। পউমে সুদং মএ অজ্জ বঅস্‌সেণ চাডুআরিণা অণুণীদা বি চন্দাঅলী ণ পসণ্ণা।

পদ্মা। অধ ইং।

সুবলঃ যদাজ্ঞাপয়তি প্রিয়বয়স্য ইতি ॥ ২০ ॥

মধু পদ্মে শ্রুতং ময়াদ্য বয়স্যেন চাটুকারিণা অনুনীতাপি চন্দ্রাবলী ন প্রসন্না। পদ্মা অথ কিং।

কৃষ্ণ। (সুবলকে আলিঙ্গন করিয়া) সখে! সত্য বলিতেছ। তবে এখনি আমার কথানুসারে ললিতাকে আদেশ কর যে, যাহাতে শ্রীরাধা আগমন করিয়া কেশরকুঞ্জ অলঙ্কৃত করেন॥

সুবল। যে আজ্ঞা প্রিয়বয়স্য! (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ২০

(অনন্তর পদ্মা ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। পদ্মে! আমি শুনিয়াছি আজ প্রিয়বয়স্য বহু বহু চাটু বাক্য দ্বারা চন্দ্রাবলীকে অনেক অনুনয় করিয়াছেন, তথাপি চন্দ্রাবলী প্রসন্না হন্ নাই॥

পদ্মা। হাঁ সত্য বটে।

মধুমঙ্গলঃ। ণূণং বঅস্‌সো বিসণ্ণং বট্‌ঠই তা জুত্তা দোণং সঙ্গমে অহ্মাণং সহআরিদা।

পদ্মা। অজ্জ অদো জ্জেব্ব তুমং মএ অণু সরিদোহসি ॥ ২১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পুরো দৃষ্ট্বা পউমে পেক্‌খ এসো পিঅবঅস্‌স ছপ্পদমেত্ত সহাও কেশর কুডুঙ্গে কিম্পি মন্তেদি।

পদ্মা। অজ্জ লদা জালেহিং অন্তরিদা ভবিঅ সুণহ্ম কিং এসো ভণাতি। ইতি তথা স্থিতৌ ॥ ২২ ॥

মধু নূনং বয়স্যো বিষণ্ণঃ বর্ত্ততে। তদযুক্তা দ্বয়োঃ সঙ্গমে হস্মাকং সহকারিতা। পদ্মা আর্য্য অতএব ত্বং ময়া অনুস্মৃতোসি ॥ ২১ ॥

পদ্মে পশ্য পশ্য। এষ প্রিয়বয়স্যঃ ষট্‌পদ মাত্র সহায়ঃ কেশর কুঞ্জে কিমপি মন্ত্রয়তে। পদ্মা আর্য্য লতাজালৈ রন্তরিতো ভূত্বা শৃণুঃ কিমেষ ভণতি ॥ ২২ ॥

মধুমঙ্গল। বোধ করি বয়স্যও আজ বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন, অতএব ঐ দুই জনের সঙ্গম বিষয়ে আমাদের সহকারিতা করা উপযুক্ত ॥

পদ্মা। আর্য্য! এই নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি ॥ ২১ ॥

মধুমঙ্গল। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) পদ্মে! এই দেখ প্রিয় বয়স্য ভ্রমর মাত্র সহায় করিয়া কেশরকুঞ্জে কি মন্ত্রণা করিতেছেন ॥

পদ্মা। আর্য্য! লতাজালে লুক্কায়িত হইয়া ইনি কি বলিতে ছেন শুনিব। (এই বলিয়া দুইজনে তদ্রূপ অবস্থিত হইলেন) ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধাং স্মরন্ সোৎকণ্ঠং।

প্রসরতি যদ্ভ্রূচাপে শ্লথজ্যমকরোৎ
স্মরো ধনুঃ পৌষ্পং। মধুরিম মণি
মঞ্জুসা ভূষায়ৈ মে প্রিয়া সাহস্তু ॥

মধুমঙ্গলঃ। পউমে এসো উক্কণ্ঠাএ তুজ্ঝ পিঅসহীং চ্চেঅ বণ্ণেদি। তা এহি তুরিঅং গদুঅ ণং সমাণেহ্ম ॥

যস্যা ভ্রূচাপে প্রসরতি সতি পৌষ্পং ধনুঃ শ্লথজ্য মকরোৎ শ্লথা জ্যাযত্র তথা ভূতং। এতদ্ভ্রুবো রগ্রে মম সজ্যেন ধনুষা কিং কার্য্যমিত্যর্থঃ। মধুরিম্নাং মণীনাং মঞ্জুষা পেটিকা। সা প্রিয়েতি রাধিকেতি কৃষ্ণহৃদয়ং। চন্দ্রাবলীতি পদ্মা মধু মঙ্গলয়োঃ। মধু পদ্মে এষ উৎকণ্ঠয়া তব সখীমেব বর্ণয়তি। তদেহি ত্বরিতং গত্বা এনাং সমানয়াবঃ।

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত) আহা! যাঁহার ভ্রূধনু বিস্তার হইলে কন্দর্প আপনার পুষ্পধনুর গুণ শিথিল করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রিয়ার বিস্তৃত ভ্রূধনু অবলোকন করিয়া কন্দর্প জগন্মোহন নিমিত্ত বাণ নিক্ষেপ বৃথা বোধ করিয়া আর আপনার পুষ্পধনুতে জ্যারোপণ করেণ না, সেই মাধুর্য্য শালি মণিসমূহের পেটিকা স্বরূপ প্রিয়া আমার ভুষণের নিমিত্ত হউন ॥

মধুমঙ্গল। পদ্মে! ইনি উৎকণ্ঠা সহকারে তোমার প্রিয় সখীকেই বর্ণন করিতেছেন, তবে আইস শীঘ্র গিয়া চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করি ॥

পদ্মা। অজ্জ সুট্‌ঠু ণিট্‌ঠঙ্কিদং সুণহ্ম জং বহুবল্লহো এসো ॥২৩

কৃষ্ণঃ। পুনঃ সৌৎসুক্যং ॥

সা মুখসুষমা নির্জিত রাকাচন্দ্রাবলী লসন্মধ্যা।

ইত্যর্দ্ধোক্তে ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পউমে অলং ইমাদো পরেণ সুদেণ তুণ্ণং গচ্ছেহ্ম ॥

পদ্মা আর্য্য সুষ্ঠু নিষ্টঙ্কিতং শৃণুবঃ যদ্বহুবল্লভ এষঃ ॥ ২৩ ॥

সা মুখস্য সুষমা পরম শোভা নির্জিত রাকা চন্দ্রা নিঃশেষেণ জিতো রাকায়াঃ পৌর্ণমাস্যা শ্চন্দ্রো যয়া বলীভির্লসন্মধ্যং যস্যাঃ রাধিকামধিকৃত্য কৃষ্ণস্য বর্ণন মিদং এতাভ্যামন্যথা জ্ঞাতং। সা চন্দ্রাবলী কীদৃশী মুখ সুষমা নির্জিতা রাকা ॥ ২৪ ॥

মধু পদ্মে অলমিতঃ পরেণ শ্রুতেন তূর্ণং গচ্ছাবঃ। পদ্মা যুক্তং কথয়সি।

পদ্মা। আর্য্য ! আগে নিশ্চয় রূপে শুনা যাউক, ইনি কাহার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, যেহেতু ইনি বহুবল্লভ ॥ ২৩

কৃষ্ণ। (পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত) আহা ! যনি স্বীয় মুখ মাধুর্য্য দ্বারা পূর্ণচন্দ্রকেও ঘৃণা বোধ করাইতেছেন এবং যাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলীরেখায় সুশোভিত ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণন করিলেন, কিন্তু পদ্মা ও মধুমঙ্গলের বোধ হইল শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বর্ণন করিতেছেন, তাহার অর্থান্তর এইযে, আহা ! চন্দ্রাবলীর কি আশ্চর্য্য মুখশোভা যদ্দ্বারা রাকা অর্থাৎ পূর্ণিমার শোভা তিরস্কৃত হইতেছে ॥

এই অর্দ্ধোক্তিতে ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল। পদ্মে ! ইহার পর আর শ্রবণের প্রয়োজন নাই,

পদ্মা। জুত্তং কধেসি ইত্যুভৌ জবেন দূরং পরিক্রামতঃ।

কৃষ্ণঃ। মুহু রাধাস্মৃতি রাধা মত্তুরসি রসিকা কিমাত্মানং ॥২৫

পদ্মা। অজ্জ এব্বং ভণামি মাণিণীএ পিঅসহীএ সঅং সমা-
অমেণ লাহবং হোদি তা পরাবট্টীঅ কহ্লং বেণ্ণবেহি ॥

মধুমঙ্গলঃ। সোহণং মন্তেসি। ইতি কৃষ্ণান্তিকমাসাদ্য পিঅবঅস্স পচ্ছণ্ণেণ ভবিঅ সব্বং দে আঅণ্ণিদং মএ

চন্দ্রাবলীতি নাম গৃহীত্বা বর্ণয়তি কোঽত্র সন্দেহ ইতি ভাবঃ। যস্যা সুখ সুষমা তথা ভূতা বর্ণিত লক্ষণা সা রাধা মত্তুরসি কিং আত্মানং ধাস্যতি ইদ মুত্তরার্দ্ধং দূরগমনেন এতাভ্যাং ন শ্রুতং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা আর্য্য এবং ভণামি। মানিন্যাঃ প্রিয়সখ্যাঃ স্বয়ং সমাগমনেন লাঘবং ভবতি তৎপরাবর্ত্ত্য কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়। মধু শোভনং মন্ত্রয়সি। প্রিয়বয়স্য

শীঘ্র আমরা গমন করি ॥

পদ্মা। ভাল বলিয়াছ। (এই বলিয়া তুই জনে কতক দূর
গমন করিলে)।

কৃষ্ণ। সেই রসিকা শ্রীরাধা পুনরায় কি আমার বক্ষে স্বীয়
শরীর সংস্থাপন করিবেন ! ॥ ২৫ ॥

পদ্মা ! আর্য্য ! এই বলি, আমার প্রিয়সখী মানিনী, তাঁহার
স্বয়ং আসা উপযুক্ত নয়, তাহাতে তাঁহার লঘুতা প্রকাশ
হইবে অতএব ফিরিয়া গিয়া কৃষ্ণকে জানান যাউক ॥

মধুমঙ্গল। ভাল মন্ত্রণা করিয়াছ। (এই বলিয়া কৃষ্ণের
নিকট গমন পূর্ব্বক) প্রিয়বয়স্য ! আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে
থাকিয়া তোমার উৎকণ্ঠা বাক্য শুনিয়াছি, অতএব অনু-

উক্কণ্ঠা বঅণং তা আণবেহি তং জ্জেব্ব তুজ্ঝ বল্লহং তুরিঅং সমাণেমি।

কৃষ্ণঃ। সশ্লাঘমালিঙ্গ্য সখে মদনুগ্রহেণ শীঘ্রমানয়॥

মধুমঙ্গলঃ। পরিক্রম্য পদ্ময়া সহ নিষ্ক্রান্তঃ।

কৃষ্ণঃ। অহো পরমোৎকটানাং প্রেম্নামুৎকণ্ঠাকারিত্বং।

ভ্রমরেপি গুঞ্জতি নিকুঞ্জকোটরে
মনুতে মনস্তু মণিনূপুরধ্বনিং।
অনিলেন চঞ্চতি তৃণাঞ্চলেপি
তাং পুরতঃ প্রিয়ামুপগতাং বিশঙ্কতে।

প্রচ্ছন্নেন ভূত্বা সর্ব্বং তে আকর্ণিতং ময়া উৎকণ্ঠা বচনং তদাজ্ঞাপয় তামেব তব বল্লভাং ত্বরিতং সমানয়ামি। তামেব বল্লভাং রাধামিত্যবগম্য কৃষ্ণ আহ সখে ইতি।

মতি কর, শীঘ্র তোমার সেই বল্লভা শ্রীরাধাকে আনয়ন করি॥

কৃষ্ণ। (প্রশংসার সহিত আলিঙ্গন করিয়া) সখে! আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর॥

মধুমঙ্গল। (প্রতি নিবর্ত্ত হইয়া) পদ্মার সহিত গমন করিলেন।

কৃষ্ণ। অহো! পরম উৎকট প্রেমের কি উৎকণ্ঠাকরিতা। কি আশ্চর্য্য! নিকুঞ্জ কুটীরে ভ্রমর গুঞ্জন রব করিলে মনে লয় যেন প্রিয়ার নূপুর ধ্বনি হইতেছে এবং বায়ু প্রবাহে তৃণাগ্র বিচলিত হইলে অন্তঃকরণে আশঙ্কা হয় যেন প্রিয়া অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥

ততঃ প্রবিশতি পদ্মা মধুমঙ্গলাভ্যাং সঙ্গতা চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলী। হলা পউমে কিং এসো বউলকুড়ঙ্গো দীসই॥

পদ্মা। অধ ইং। তা তূর্ণং এহি ইতি পরিক্রামন্তি॥

কৃষ্ণঃ। নূপুর ধ্বনিমাকর্ণ্য হন্ত ভূরিশো ভ্রমিতোঽস্মি ভ্রমরী ঝঙ্কারৈ স্তদলং বৃথা প্রত্যুদ্গম সংভ্রমেণ ইত্যুদ্বেগং নাটয়ন্।

পুরঃ ফলায়ামাশায়াং জনঃ কামং বিদূয়তে।

চন্দ্রা সখি এষ বকুল কুঞ্জো দৃশ্যতে।

পদ্মা অথ কিং। তত্তূর্ণমেহীতি। পুরো অগ্রে নিকটমেব ফলং যস্যা স্তথা ভূতায়ামাশায়াং সত্যাং।

(অনন্তর পদ্মা ও মধুমঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখি পদ্মে! অগ্রে কি এই বকুল কুঞ্জ দেখা যাইতেছে॥

পদ্মা। তাইত বটে, তবে শীঘ্র আইস। এই বলিয়া যাইতে লাগিলেন॥

কৃষ্ণ। (নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া) হায়! ভ্রমরীর ধ্বনি সমূহে আমি অনেকবার ঘূর্ণিত হইলাম, আর অভ্যর্থনা সম্ভ্রমের প্রয়োজন নাই। (এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করত)।

চাতক আসন্ন মেঘ দেখিয়া যেমন দ্বিগুণতর শব্দ করে তাহার ন্যায় সম্মুখে আশা ফল উপস্থিত হইলে লোকে

আসন্নেহি ঘনারম্ভে দ্বিগুণং রৌতি চাতকঃ।
পুনরুৎকর্ণো ভবন্ কথমভ্যর্ণে ভূষণসিঞ্জিতং শ্রূয়তে ইতি উদ্‌গ্রীবিকাং দত্বা সসম্ভ্রমং। সত্যমসৌ মিলিতা মে প্রেয়সীতি তরসা চন্দ্রাবলীপার্শ্বমাগত্য। হৃদ্‌ভৃঙ্গ অঙ্গম লতা মঙ্গলভারাধিকা ময়োন্মুদিতা। ইত্যর্দ্ধোক্তে॥

চন্দ্রাবলী। সের্ষং মধুমঙ্গলমালোকতে।

মধুমঙ্গলঃ। সহি চন্দাঅলি মঙ্গল ভারেণ অধিআসি ত্তি পিঅবঅস্‌সো তুমং বণ্ণেদি।

মঙ্গলাভা কান্তির্যস্যাঃ সা রাধিকা উৎকর্ষেণাধিক্যেন মুদিতা আনন্দিতা। ময়া উপলব্ধেত্যাদিকমুত্তরার্দ্ধং বর্ণয়িতব্যত্বেন যাবন্মনসি ভাবিতমাস্তে তাবচ্চন্দ্রাবলী মঙ্গল ভারেণ অধিকাসি ইতি প্রিয়বয়স্য ত্বাং বর্ণয়তি।

আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকে।
(পুনরায় কর্ণ ঊর্দ্ধদিকে করিয়া) একি! সম্মুখেই যে আবার ভূষণের শব্দ শুনিতেছি (এই বলিয়া গ্রীবা উন্নত করত সম্ভ্রমের সহিত) সত্যই ত আমার প্রেয়সী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (এই বলিয়া শীঘ্র চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে গমন করতঃ) অহে হৃদয় ভৃঙ্গ! গতিশক্তিশালিনী মঙ্গলাভা রাধা লতা আমা কর্তৃক আনন্দিতা হইয়াছেন, (এই অর্দ্ধ বাক্য উক্ত হইলে)

চন্দ্রাবলী। (ঈর্ষার সহিত) মধুমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥

মধুমঙ্গল। সখি চন্দ্রাবলি! তুমি মঙ্গল ভারে অধিকা হইয়াছ, প্রিয়বয়স্য তোমাকে ইহাই বলিয়া বর্ণন করিলেন।

কৃষ্ণঃ। সবৈলক্ষ্যমাত্মগতং। হন্ত কথমনেন চন্দ্রাবলিরে-
বাভিসারিতা। ভবতু বটুনোক্তমেব নির্ব্বাহয়ামি।
প্রকাশং।
সুহৃদনুরাগবিতন্দ্রা চন্দ্রাবলিরঞ্জসালব্ধি।

চন্দ্রাবলী। সলজ্জং কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তীং বিন্যস্যতি ॥ ২৬ ॥

সবৈলক্ষ্যং সবিস্ময়ং ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট মঙ্গলভা রাধা আসিয়া মিলিত হইলেন এই কথা বলায় চন্দ্রাবলী রাধা নাম শ্রবণে ঈর্ষা পূর্ণ হইয়া মধুমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইহাতে এই ভাব প্রকাশ হইল, অহে বটু! আমাকে কি বিপদেই ফেলিলা, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-নুরক্ত, এমত স্থলে আমার আসা উপযুক্ত নহে, ইহাতে বটু কৃষ্ণোক্ত মঙ্গলভা রাধা এই শব্দের অন্যার্থ কল্পনা করিয়া কহিলেন সখি! তুমি কৃষ্ণোক্তিতে বিপরীত বুদ্ধি করিও না, তোমাকেই মঙ্গলভারা অর্থাৎ মঙ্গল প্রচুরা ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকা বলিয়াই প্রশংসা করিলেন ॥

কৃষ্ণ। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে) হায় একি! এ যে চন্দ্রাবলীকে অভিসার করিয়া লইয়া আসিল। যাহা হউক, বটুর বাক্যই এখন স্থাপন করি (এই বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) বন্ধুজনানুরাগিণী চন্দ্রাবলীকে অনায়াসেই প্রাপ্ত হইলাম ॥

চন্দ্রাবলী। সলজ্জে কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চ বর্ণ পুষ্প নির্ম্মিত জানু পর্য্যন্ত লম্বিতমালা অর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দং।

একং প্রযাতি পরিচর্য্য চকোররাজী
চন্দ্রাং প্রিয়ে নিজমনোরথ পূরপূর্ত্তিং।
চন্দ্রাবলী কিমু মমাক্ষি চকোরয়ো স্তং
প্রীতিং দ্বয়োরপি নধাস্যসি সেব্যমানা॥ ২৭॥

মধুমঙ্গলঃ। সগর্ব্বং। ভো বঅস্স দিট্ঠা তুএ মজ্ঝ বিলক্খণা বিঅক্খণদা জো ক্খু অণন্ত গুণসালিণা বি

চকোররাজী একং চন্দ্রং পরিচর্য্য মনোরথ পূরাণাং পূর্ত্তিং প্রযাতি প্রপ্নোতি। ত্বন্তু চন্দ্রাবলী চন্দ্রশ্রেণী মমাক্ষি চকরৌ দ্বাবেব অতস্তয়োঃ প্রীতিং কথং ন ধাস্যসি অত্র নাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ॥ ২৭॥

মধু ভো বয়স্য দৃষ্টা মম বিলক্ষণা বিচক্ষণতা। যঃ খলু অনন্ত গুণশালি নাপি ত্বয়া মোচয়িতুং ন পারিতঃ প্রিয়সখ্যা মান গ্রন্থি র্নচ গুণধারিণা ময়া

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) প্রিয়ে! চকোর সমূহ এক মাত্র চন্দ্রকে আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমার চক্ষু রূপ চকোর দ্বয় বহু চন্দ্রময়ী তোমাকে সেবা করিতেছে, তথাপি তুমি তাহাদিগের প্রীতি বিধান করিতে পারিলা না, অর্থাৎ তাহারা তোমাকে যতই দেখিতেছে ততই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে॥ ২৭॥

মধুমঙ্গল। (গর্ব্বের সহিত) অহে বয়স্য! তুমি আমার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য দেখিলা ত?। তুমি অনন্তগুণশালি হইয়া যে প্রিয়সখীর মান গ্রন্থি মোচন

তুএ মো আইতুং ণ পারিদো সোপিঅসহীএ মাণগণ্ঠী ণঅ গুণধারিণা মএ মোআবিদো।

কৃষ্ণঃ। বয়স্য ত্বমুদ্দণ্ড কুসুমকোদণ্ড বিলাস ষাড়্গুণ্যে মহা-সান্ধি বিগ্রহিকোঽসি ॥ ২৮ ॥

পদ্মা। অজ্জ পুরো প্রফুল্লাইং পপ্ফুরন্তি তা এহি ইমাইং গেহ্ণ ইত্যুভৌ নিষ্ক্রান্তৌ ॥

মোচিতঃ। সন্ধি র্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয় ইতি ষড়্গুণাঃ। ষড়্গুণা এব ষাড়্গুণ্যং চাতুর্বর্ণ্যাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ষাড়্গুণ্যে ষড় গুণেষু মধ্যে সন্ধি বিগ্রহয়ো র্নিযুক্তঃ সান্ধিবিগ্রহিকঃ স চাসৌ মহাংশ্চেতি তথা ভবতা সন্ধিঃ কথং দুষ্করো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

তয়োর্বিলাসৌৎসুক্যমবধার্য্য মধুমঙ্গলং বিপ্রকর্ষয়ন্ত্যো পদ্মায়া ছলেন স্বয়ঞ্চ নিযুজ্যতে অজ্জ পুরো ইতি। আর্য্য পুরঃ প্রফুল্লানি মল্লিপুষ্পাণি প্রস্ফুরন্তি তদেহি ইমানি গৃহ্ণীব ইতি ॥ ২৯ ॥

করিতে পার নাই, আমি নবগুণ অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া তাহা মোচন করিলাম ॥

কৃষ্ণ। বয়স্য ! তুমি উদ্দণ্ড কুসুমধনু কন্দর্পের বিলাস ষড়্গুণের অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় রূপ ষড়্গুণের মধ্যে কেবল সন্ধি বিগ্রহতেই নিযুক্ত ॥ ২৮ ॥

পদ্মা। আর্য্য ! অগ্রে মল্লিকা পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া শোভা পাইতেছে, অতএব আইস ঐ গুলি গিয়া উত্তোলোন করি। (এই বলিয়া দুই জনে চলিয়া গেলেন)

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। কুঞ্জেঽস্মিন্নাগতমাত্রাং রাধাং তর্কয়ামি তদন্যতঃ প্রস্থাস্যে। প্রকাশং। প্রিয়ে পুরস্তান্নাতি দূরে নাগররঙ্গোচিতা নাগকেশরাটবী তদত্রৈবানুসরাব ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া সহ সং কথয়ন্তী রাধা।

রাধা। হলা পেক্খ পেক্খ অন্ধকারে হিং ঘোণিদং সব্ব দিশা মুহং।

ললিতা। পিঅসহি তিমিরাহিসারোচিদেহিং সামল পসাহণেহিং মণ্ডিদো কিং কৃখু তুএ অপ্পা।

রাধি সখি অন্ধকারৈ র্ঘোরিতং সর্ব্ব দিঙ্মুখং। ললিতা প্রিয়সখি তিমিরাভিসারোচিতৈঃ শ্যামল প্রসাধনৈ র্মণ্ডিত স্ত্বয়া কিং খলু আত্মা।

কৃষ্ণ। (মনে মনে) বোধ হয়, এই কুঞ্জে শ্রীরাধা আগত প্রায় হইয়াছেন, তবে আমি অন্যত্র গমন করি। (প্রকাশ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! কিঞ্চিদ্দূর অগ্রে নাগকেশর বন তথায় নাগর দিগের বিলাস সুসিদ্ধ হইয়া থাকে অতএব এস্থল হইতে তথায় গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ২৯ ॥

(অনন্তর ললিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সখি! দেখ দেখ, সকল দিকেই ঘোর অন্ধকার।

ললিতা। প্রিয়সখি! অন্ধকারাভিসারের উপযুক্ত শ্যাম বর্ণ ভূষণ দ্বারা আপনার শরীর ত ভূষিত করিয়াছ?।

রাধিকা। অথ ইং।

ললিতা। বিলোক্য সস্মিতং সংস্কৃতেন।

ধম্মিল্লো পরিনীলরত্ন রচিতোহারস্ত্বয়ারোপিতো
বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে কল্পিতমঞ্জনং বিনিহিতা কস্তূরিকা নেত্রয়োঃ

রাধি অথ কিং। ধাম্মিল্লো পরীতি কুচকুম্ভয়োরুচিত ইত্যর্থঃ। অঙ্গে ইতি

শ্রীরাধা। হাঁ তাহাই করিয়াছি।

ললিতা। (অবলোকন করিয়া সহাস্যে সংস্কৃত ভাষায়)

এই স্থলে অভিসারিকা *

সখি! এ কি? নীলরত্ন বিরচিত হার যাহা কুচকুম্ভের উপরি অর্পণ করা উপযুক্ত তাহা যে তুমি ধম্মিল্লে অর্থাৎ খোঁপায় ধারণ করিয়াছ, এবং গর্ভক হার যাহা ধম্মিলে দেওয়া উচিত তাহা যে স্তন মণ্ডলে পরিধান করিয়াছ, অপর লোচনের অঞ্জন অঙ্গে ও অঙ্গের কস্তুরী নেত্রে

---

* যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহা যায়। কিন্তু ঐ অভিসারিকা জ্যোৎস্না এবং অন্ধকার গমন যোগ্য বেশ দ্বারা জ্যোৎস্নী ও তামসী ভেদে দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ শুক্লপক্ষে শুভ্র বর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক গমনকারিণীকে জ্যোৎস্নাভিসারিকা আর কৃষ্ণ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক গমনকারিণীকে তমোহভিসারিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যৎকালীন অভিসারিকার কান্ত সমীপে গমন হয়, তখন লজ্জা বশত স্বীয় অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ গোপন, ভূষণ সকলের নিঃশব্দ ও অবগুণ্ঠন করিয়া একটী মাত্র সখী সঙ্গে থাকে ॥

কংসারেরভিসারসংভ্রমভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতং ॥ ৩০ ॥

রাধিকা। হলা মুঞ্চেহি পরিহাসং। তুরিদং উদ্দেসেহি কেসর কুড়ঙ্গ মগ্‌গং।

ললিতা। ইদো ইদো পিঅসহী ইতি পরিক্রামন্তী সশঙ্কং সংস্কৃতেন।

নেত্রয়ো রুচিত ইত্যর্থঃ। নেত্রয়োরিতি অঙ্গে উচিতা ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

রাধিকা। সখি মুঞ্চেহি পরিহাসং-ত্বরিতমুদ্দিশ কেশরকুঞ্জমার্গং।

ললিতা। ইতঃ ইতঃ।

প্রদান করিয়াছ, হায়! কংসারির অভিসার সম্ভ্রমাতিশয়ে তুমি যে জগদ্বিস্মৃত হইয়া গেলে॥ ৩০॥

যথা রাগ॥

কেশের বরণ, ভ্রমর গঞ্জন, সহজে তিমির যেন। তাহে নীলমণি, রতন গাথনী হার রচিয়াছ কেন॥ সখি হে হরি অভিসার কাযে। জানিল সকল, ভুবন ভুলল, তেজিয়া ধরম লাজে॥ ধ্রু॥ নয়ান অঞ্জন, শরীরে রঞ্জন, কুস্তুরী রচিলা আঁখি। উলটা বসন, চরণে কঙ্কণ, করেতে মঞ্জীর দেখি॥ দেখ কুবলয়, দোলয়ে হৃদয়, উলটা অকল সাজে। এ যদু নন্দন, কহয়ে এমন, অতি হরিষের কাজে॥ ৩০॥

শ্রীরাধা। সখি! পরিহাস ত্যাগ কর, শীঘ্র কেশরকুঞ্জের পথ উপদেশ দাও॥

ললিতা। প্রিয়সখি! এই দিকে এই দিকে (এই বলিয়া

তিমিরমসিভিসম্বীতাঙ্গ্যঃ কদম্ববনান্তরে
সখি মধুরিপুং পুণ্যাত্মানঃ স্মরন্ত্যভিসারিকাঃ।
তবতু পরিতো বিদ্যুদ্বর্ণা স্তনদ্যুতি সূচয়ো
হরি হরি ঘনধ্বান্তান্যেতাঃ স্ববৈরিণি ভিন্দতে ॥

রাধিকা। অলং ইমিণা উবালম্ভেণ পেক্খ পচ্চাসণ্ণো বউল কুড়ঙ্গো। ইতি সংভ্রমাদুপসৃত্য সপরামর্ষং সংস্কৃতেন।

প্রিয়সখীতি তিমিরমিব মসিলেখন যোগ্যং দলিতাঞ্জনং তে সম্বীতাঙ্গ্যঃ সরন্তি ব্রজন্তি তবতু বৈপরীত্যমিত্যাহ। তনুদ্যুতয় এব সূচয়ঃ ঘন ধ্বান্তাঃ ভিন্দতে স্ফুটয়ন্তি তেন তনুদ্যুতীনাং নীলাম্বর বৃতত্বেঽপি তন্তুপ্রান্ত সূক্ষ্মরন্ধ্রেভ্যো নিগ্রস্থীনামপ্যত্যোজ্জ্বলং ধ্বান্তানামপি সূচিবেধ যোগ্যত্বেনাতিগাঢ়ত্বং হে স্ববৈরিণি স্বস্যাত্মনো বৈরিণী স্বয়মেব ত্বং। এতাস্তু ন তথা ইতি ব্যাজস্তুত্যা সর্ব্বতোঽবিলক্ষণং সৌন্দর্য্যং বর্ণিতমিতি ॥ ৩১ ॥

প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সভয়ে সংস্কৃত ভাষায়)। হে সখি! তিমির নীলিমায় অঙ্গ আবরণ করিয়া যে সকল অভিসারিকা গোপনারী কদম্বকাননে মধুরিপুর নিকট গমন করে তাহারাই অতিশয় পুণ্যবতী। হরি হরি তুমি আপনিই আপনার বৈরিণী হইলা, দেখ তোমার বিদ্যুৎবর্ণ স্তন দ্যুতিরূপ সূচি সকল গাঢ় তিমিরকে ভেদ করিয়া দিতেছে, তবে তুমি কি রূপে গমন করিবা॥

শ্রীরাধা। আর এই তিরস্কার বাক্যের প্রয়োজন নাই, দেখ বকুল কুঞ্জ নিকটবর্ত্তী হইল। (এই বলিয়া সম্ভ্রমে গমন করত বিতর্কের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি! কই দূর

বিদূরান্ন ঘ্রাণং মদয়তি মুরারেঃ পরিমলো

ন কুঞ্জোঽয়ং তস্য স্ফুরতি নখরদ্যোতনিকরৈঃ।

ততঃ শঙ্কে কস্মিন্নপি রহসি বল্লীবলয়িতে

পরীহাসাকাঙ্ক্ষী প্রিয়সখী নিলীনস্তব সখা॥ ৩১॥

ললিতা। হলা এহি বামদো কলম্ব কুঞ্জং বিইণুহ্ম॥

রাধিকা। তথা কুর্ব্বতী। অই ছল্ল দিট্‌ঠোঽসি কীস অঙ্গেহিং অঙ্গাইং সঙ্গোবেসি ইতি সমন্তান্মৃগ্যতি॥

ললিতা সখি এহি বামতঃ কদম্বকুঞ্জং বিচিন্মঃ রাধিকা অয়ি ছইল্ল বিদগ্ধ দৃষ্টোঽসি দৃষ্টোঽসি কস্মাৎ অঙ্গৈরঙ্গানি সংগোপয়সি।

হইতে ত মুরারির অঙ্গ পরিমল নাসাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেনা এবং কুঞ্জকেও ত তাঁহার নখ নিকরের দ্যুতিদ্বারা সুশোভিত দেখিতেছি না, অতএব অনুমান হয়, তোমার প্রিয়সখা পরিহাস অভিলাষ করিয়া কোন নির্জন লতা জালে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবেন॥ ৩১॥

ললিতা। সখি! আইস বামদিকস্থ কদম্ব কুঞ্জে অন্বেষণ করিগা॥

শ্রীরাধা। (কদম্ব কুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্বেষণ করত অনুরাগে বন সমূহকে কৃষ্ণময় দেখিয়া কহিলেন)

অহে বিদগ্ধ নাগর! তোমাকে দেখিয়াছি দেখিয়াছি, তবে কেন আর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ গোপন করিতেছ। এই বলিতে বলিতে সমস্ত বন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন॥

ললিতা। সহি মুঞ্চ মগ্গণগ্গহং এহি কেলিকুঞ্জকপ্পণং কুণম্ম॥

রাধিকা। সংস্কৃতেন।

রচয় বকুলপুষ্পৈ স্তোরণং কেলিকুঞ্জে
কুরু বরমরবিন্দৈ স্তল্পমিন্দীবরাক্ষি।
উপনয় শয়নান্তং সাধু মাধ্বীকপাত্রং
সহচরি হরিরদ্য শ্লাঘতাং কৌশলং তে॥

ললিতা। সখি মুঞ্চমার্গণাগ্রহং। কেলিকুঞ্জকল্পনং কুর্ম্মঃ

ললিতা। সখি অন্বেষণ বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ কর, আইস আমরা ক্রীড়াকুঞ্জ রচনা করিগা॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়)

এই স্থানে বাসক সজ্জা ভাব উপস্থিত *

হে নীলোৎপল নয়নে! তুমি বকুল পুষ্প দ্বারা ক্রীড়াকুঞ্জের বহির্দ্বার রচনা কর, কমল দ্বারা উৎকৃষ্ট শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখ এবং শয্যার প্রান্তদেশে মধুপাত্র সকল আনয়ন করিয়া সংস্থাপন কর, হে সহচরি! আজ হরি যেন তোমার শিল্প কৌশল দেখিয়া প্রশংসা করেন?॥

* যে স্ত্রী ভর্ত্তার আগমন নিশ্চয় জানিয়া অঙ্গের ভূষা ও রতি গৃহের সজ্জা করত দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তাহাকে বাসক সজ্জা বলে। এই বাসকসজ্জিকা নায়িকার স্মর ক্রীড়া সংকল্প, কান্ত পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদ বার্ত্তা এবং মুহুর্মুহুঃ দূতীর প্রতি অবলোকন ইত্যাদি বিবিধ প্রকার চেষ্টা॥

ললিতা। তথা কৃত্বা হলা পেকৃখ কহ্নো বিলম্বেদি। তা কুঞ্জং পরিঅণং পড়িবালেহ্ম ॥ ৩২ ॥

ললিতা। সখি কৃষ্ণো বিলম্বতে। তৎ কুঞ্জং প্রবিশ্য এনং প্রতিপালয়াবঃ প্রতীক্ষাবহি ইতি ॥ ৩২ ॥

বিহগড়া রাগ ॥

বকুল কুসুম, তুলিয়া সুশম, কুঞ্জের বাহিরে ধনি। নবীন কমল, অতি পরিমল, রাখহ চৌদিকে ধরি ॥ কি ফল চন্দন, হৃদয়ে লেপন, হিয়ার পরশ সাধে। কি কাজ ভুষণ, নূপুর কঙ্কন, কিঙ্কিনী করয়ে নাদে ॥ সে তনু পরসে, অধিক হরিষে, পুলক ভরয়ে জানি। এ লাগি পরাণ, চমকে সঘন, কহিতে রোধয়ে বাণী ॥ এ নব মোহন, ভ্রমরা গুঞ্জন, এ নব কোকিলা গান। হরি কোরে সব, রজনী বঞ্চিব, অমৃতে করিয়া স্নান ॥ কি লাগি বিলম্ব, করয়ে মাধব, না জানি কি আজি হয়। এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, দেখিতে লাগয়ে ভয় ॥

ললিতা। (আদেশানুজায়ি কার্য্য করিয়া) সখি! দেখ কৃষ্ণ বিলম্ব করিতেছেন, তবে আইস কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া শয্যা রক্ষা করিগা ॥ ৩২ ॥

এই স্থলে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। *

নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সমাগত না হইলে বিবহ বশতঃ যে নায়িকা অত্যর্থ উৎসুক চিত্ত হয় রসজ্ঞেরা তাহাকে উৎকণ্ঠিতা কহেন। ইহাতে হৃত্তাপ, গাত্র কম্পন, কারণের প্রতি বিতর্ক, অস্বাস্থ্য, বাষ্প মোচন এবং আপনার অবস্থাদি কথন এই সমস্ত উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা।

রাধিকা। পরিক্রম্যোদ্বেগং নাটয়ন্তী সংস্কৃতেন ॥

রুদ্ধঃ কাপি সখীহিতার্থ পরয়া শঙ্কে হরিঃ পদ্ময়া
প্রাপ্তঃ কুঞ্জগৃহং যদেষ ন তমীযামে প্যতিক্রামতি।
পৌলোমীরতিবন্ধু দিঙ্মুখমসৌ হা হন্ত সন্তর্পয়
ন্নু ন্মীলত্যভিসারলুব্ধ রমণীগোত্রস্য শত্রুঃ শশী ॥

তমী যামেপ্যতি ক্রামতীতি তেন বৈশাখ পৌর্ণমাস্যা অনন্তরা চতুর্থীরিয়মিতি গম্যতে। পৌলোমী শচী তস্যা রতিবন্ধুরিন্দ্রস্তস্যাদিশঃ পূর্ব্বস্যা মুখং সম্যক্ প্রকারেণ তর্পয়ন্ স্বদর্শন স্বকর লালনাদিভিরিতি ভাবঃ। স্বয়মিন্দ্রনায়িকাং পূর্ব্বাং দিশমভিসরতি অথচ অন্যাসামভিসারিকানাং শত্রুরিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরাধা। (প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উদ্বেগ অভিনয় করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

এই স্থলে বিপ্রলব্ধা। *

সখি! বোধ হয়, সখীহিতৈষিণী পদ্মা কৃষ্ণকে কোন স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা না হইলে, এখনওত তিনি এই অন্ধকারময় প্রথম যামে কুঞ্জে আসিলেন না, হায়! অভিসার লুব্ধা রমণীগণের পরম শত্রু শশী পূর্ব্ব দিকের মুখ উজ্জ্বল করিয়া উদিত হইতে লাগিলেন ॥

গুজ্জরী রাগ ॥

নবীন কেশর কুঞ্জ, ঝঙ্কার ভ্রমর পুঞ্জ, পরিমলে ভুবন

---

* সঙ্কেত করিয়া যদি প্রাণনাথ অনাগত হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথাকুল হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা কহেন। ইহাতে নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা ॥

ভরিল। শেফালিকা পুষ্প যত, খসিয়া পড়িল কত, তভু কৃষ্ণ এথা না আইল॥ সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি। কোন সখীহিতগণ, ভুরু পাশে সুবন্ধন, করিয়া রাখিল কৃষ্ণকরি॥ ধ্রু॥ কেন আইনু এত দূর, লঙ্ঘিয়া আপন কুল, ধিক্ জিউ কুলের কামিনী। কেনে বানাইনু বেশ, কুসুমে রচিয়া কেশ, কেন কৈনু ভূষণ সাজনি॥ সন্দেশ পাইয়া সার, না গণিলাঙ সারাৎসার, ভাল মন্দ বিচার হৃদয়। এ ঘোর রজনীকালে, বিষধর গণ খেলে, তাহারে ঠেলিয়া আইল পায়॥ মনোরথ কত শত, করিয়া আইল যত, সকলি হইল মোর আন। বিধি বৈরী হইল মোরে,মিলিতে না দিল তারে, ধিক্ রহু বিধির বিধান॥ কৃষ্ণের অসঙ্গ দেখি, ত্যাগ কৈল নিদ্রা সখি, এত দোষ গুণগণ মিতে। রজনী চলিয়া গেল, আশা মোর না তেজিল, ঘূরে মন তাহারে মিলিতে॥ ক্ষীণ হইল সব দেহ, ভাবিতে নবীন নেহ, অনুরাগ তভু না ছাড়য়। অতেব জানিল কাজ, কি আর করিলে লাজ, শুন সখি মনে যেই লয়॥ সাজহ কুসুম শেয, তাহাতে আনল ভেজ, হরণ করহ মলয়জে। কৃষ্ণ নাম মন্ত্ররাজ, পড়হ পাবন কাজ, দেহ দিব সে অনল মাঝে॥ যাতে কৃষ্ণ গুণ গান, কি জানি করিছে প্রাণ, করিব যমুনা পরবেশ। দাস যদুনন্দন, কহে ধৈর্য্য কর মন, মিলিবে শ্যাম নাগরেশ॥

ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে ॥ ৩৩ ॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সমন্তাদালোক্য ॥

আসঙ্গঃ কুমুদা করেষু শিথিলো ভৃঙ্গাবলী নামভূ
দ্বীক্ষ্যন্তে নিজকোটরাঙ্কিতমমী ক্ষৌণীরুহং কৌশিকাঃ।
সঙ্কোচোন্মুখতাং প্রযাতি শনকৈরৌত্তানপাদে দ্যু্যতিঃ
কিং ভানুর্নু পূর্ব্ব পর্ব্বত তটীমারোঢুমুৎকণ্ঠতে ॥ ৩৪ ॥

ইতি পরিক্রম্য।

ন জানে নবীন বিপ্রলম্ভেন সংভৃত নির্ভর সংরম্ভা কিং

কৌশিকা পেচকা ঔত্তানপাদে ধ্রুবস্য নক্ষত্রাকারস্য ॥ ৩৪ ॥

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন প্রথম বিয়োগেন সম্ভৃত সংরম্ভ নির্ভর সংরম্ভা ধৃতা-

---

এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ ॥

কৃষ্ণ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করতঃ)

ভ্রমর নিকরের কুমুদ বনের প্রতি ক্রমশঃ আশক্তি শিথিল দেখিতেছি, পেচকগণ স্ব স্ব কোটরান্বিত বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতেছে এবং অল্পে অল্পে ধ্রুব নক্ষত্রের জ্যোতিঃ প্রকাশ হীন হইতেছে, তবে কি ভানু পূর্ব্ব পর্ব্বত তটে অধিরোহণ করিতে উৎকণ্ঠিত হইতে-ছেন ? ॥ ৩৪ ॥

(প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া)

হায়! জানিতে পারিলাম না, নবীন বিচ্ছেদে অতি-

নাম প্রতিপৎস্মতেহদ্য রাধা। বিমৃশ্য ভবতু কেশরেণ নাগ
কেশরং প্রতিপাদয়িষ্যে তদমূনি নাগকেশরাণি বিচুন-
য়ামীতি তথা কৃত্বা পুরোঽনুসর্পন্।
কপটী সো লতাকুটীমিমাং সখি নাগাদধুনাপি মাধবঃ।
ইতি জল্পপরীতয়া তয়া ক্লমদীর্ঘা গমিতা কথং তমী॥
পরিক্রম্য বকুলকুঞ্জং পশ্যন্ সবিসাদং॥ ৩৫॥
তাম্বূলং ঘনসার সংস্কৃতমদঃ ক্ষিপ্তং পুরো রাধয়া

তিশয় কোপা॥ ৩৫॥

ঘনসারেণ কর্পূরেণ সংস্কৃতং হারী মনোহারী হরিণ্মণিভি স্তবকিতো গুচ্ছী

শয় কোপবতী হইয়া শ্রীরাধা আজ কি করিবেন।
(বিতর্ক করিয়া) যাহা হউক অদ্য প্রিয়াকে কেশরের
সহিত নাগকেশর পুষ্প প্রদান করিব, তবে গিয়া এই
পুষ্পগুলি চয়ন করি। (এই বলিয়া নাগকেশর পুষ্প
চয়ন করত অগ্রে গমন করিতে করিতে) সখি! মাধব
অত্যন্ত কপটাশালী, এ যাবৎ কৈ তিনি ত আগমন করি-
লেন না, এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা দুঃখ জনিত দীর্ঘতমা
রজনী কি রূপে যাপন করিলেন॥

(অনন্তর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বকুল কুঞ্জ দেখিতে
দেখিতে বিষাদের সহিত)॥ ৩৫॥

এই যে শ্রীরাধা কর্পূর রস সংস্কৃত তাম্বূল ভূমিতে
নিক্ষেপ করিয়াছেন, পরে কতক দূর অগ্রে গিয়া দেখেন
নীলকান্তিমণি গুচ্ছহার ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, ক-

হারী হন্ত হরিণ্মণি স্তবকিতো হারো হ্যয়মুৎসারিতঃ ।
পৌষ্পী চেয়মুদার সৌরভময়ী চূড়া নখৈঃ খণ্ডিতা
তস্যাঃ শংসতি বিপ্রলম্ভ জনিতং কুঞ্জো হ্যয়মন্তঃ ক্লমং ॥৩৬

ইত্যগ্রতো গত্বা ইয়মেব রাধায়াঃ সূর্য্যারাধনবেদিকা তদস্যা পার্শ্বমাসাদয়ামীতি পরিক্রামতি ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যা মনুগম্যমানা রাধা পুরো বিলোক্য হলা ললিদে পেক্খ বেইআ ণিদ্দিট্‌ঠে সো তুজ্‌ঝ ছইল্লো ॥

ললিতা। কঞ্চণ পড়িমেব্ব কঠোরা হোহি।

কৃতো হারঃ। কুঞ্জ ইতি এতাদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥
রাধিকা। সখি ললিতে পশ্য বেদিকা নেদিষ্ঠে স তব বিদগ্ধঃ।
ললিতা। সখি কাঞ্চনপ্রতিমেব কঠোরা ভব।

কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া দেখিতে পাইলেন, মনোহর সৌরভ ময় পুষ্প নির্ম্মিত চূড়া নখ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, যাহা হউক এই সকল দ্বারা এই বকুল কুঞ্জ প্রিয়তমার অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

(আর কতক দূর গিয়া) এইত শ্রীরাধার সূর্য্য পূজার বেদি, তবে ইহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করি (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন) ॥

(অনন্তর ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি ললিতে! ঐ দেখ নিকটে তোমার সেই বিদগ্ধ নাগর ॥

[illegible]। কাঞ্চন প্রতিমার ন্যায় কঠোরা হও ॥

কৃষ্ণঃ। পুরস্তাদেষা স পরিবারা প্রিয়া তদিদমুট্টঙ্কয়ামীত্যু-
পস্থত্য ললিদে সাধু সাধু দৃষ্টং তব গরিষ্ঠমত্র দুর্ম্মন্ত্র তন্ত্র
চর্য্যায়ামাচার্য্যকং যদদ্য ভবতা কেশরনিকুঞ্জ বেদ্যামহ
মুজ্জাগর ব্রতদীক্ষাং পরিগ্রাহিতোঽস্মি॥

ললিতা। সসংরম্ভং সংস্কৃতেন। অহো বৈপরীত্যং বৈপরীত্যং।
কেশর নিকুঞ্জ কুহরে কুহক বসন্তী সখী ত্বয়া রহিতে।
শ্রিত নব পল্লবতল্পা ত্রুটিমপি কল্পাধিকাং মেনে॥ ৩৭॥

কৃষ্ণঃ। কপটেনাটোপং নাটয়ন্। অহো দম্ভ ভরারম্ভেষু

দুষ্টা মন্ত্রা যেষু এবং ভূতং যত্তন্ত্রং তস্য চর্য্যায়াং আচার্য্যকং আচার্য্যত্বং উপদেশাতিকর্ত্তা ত্বমিত্যর্থঃ মনোজ্ঞাদিত্বাদ্বুঞ্॥ ৩৭॥

আটোপমিতি প্রতিভাং অরতিং খেদং॥ ৩৮॥

কৃষ্ণ। অহো! সম্মুখে যে পরিবারবর্গের সহিত প্রিয়তমা।
(তবে আমি ইহাই প্রকাশ করি এই বলিয়া নিকটে গমন
করত) ললিতে। ভাল ভাল তোমার দুষ্ট মন্ত্রণা ময়
তন্ত্রাচারণে গুরুতর আচার্য্যত্ব দেখিলাম, যে হেতু আজ
তুমি আমাকে কেশর কুঞ্জ বেদিকায় জাগরণ ব্রতে দীক্ষিত
করিয়াছ॥

ললিতা। (ক্রোধের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হায়। কি
বিপরীত, অহে কুহক। সখী যে তোমা বিরহিত কেশর
কুঞ্জে অবস্থিত হইয়া নব পল্লব শয্যায় শয়ন করত, ত্রুটি
মাত্র কালকেও কল্পাধিক করিয়া মানিয়াছেন॥ ৩৭॥

কৃষ্ণ। (কপট সহকারে অহঙ্কার প্রকাশ পূর্ব্বক) অহো

গাম্ভীর্য্যমস্যাঃ। ইতি নাগকেশরান্যুদঘাট্য দর্শয়ন্।
অরতিং মম নিশি পশ্যন্ন ক্লাম্যন্নাগকেশরোপ্যসকৃৎ।
বিগলন্মধুভিঃ কুসুমৈরেভির্নৈত্রৈরিবোদস্রৈঃ॥ ৩৮॥

ললিতা। অম্মহে ধূত্তত্তণং জং বউল বাইণা কেশরেণ দাণিং নাগকেশরো বিক্খাবীঅদি।

কৃষ্ণঃ। সব্যাজ নির্ব্বেদং। ললিতে বিশ্রাম্যতু তবেয়ং

ললিতা অহো ধূর্ত্তত্বং যদ্বকুল বাচিনা কেশরেণ ইদানীং নাগকেশরো বিখ্যাপ্যতে। সঙ্কেতস্তু কেশরকুঞ্জে সচ কেশর শব্দো বকুলবাচী। অথ কেশরে বকুল ইত্যভিধান সিদ্ধেঃ। নাগকেশরেতু প্রসিদ্ধাভাবাদিতি ললিতাভিপ্রায়ঃ। শব্দার্থস্তু চেতি চাম্পেয়ঃ কেশরো নাগকেশরঃ কাঞ্চনাহ্বয় ইত্যভিধানেন স্বরূপ বৈরূপ্যাভাবেনৈব বৃত্তে স্তথা ভীমো ভীমসেন সত্যা সত্যভামা ইতি ন্যায়েন কেশর শব্দস্যার্থো নাগকেশর এব তৎ কুঞ্জ এব ময়াভিপ্রেতঃ ভবত্যাতু বকুল কুঞ্জ ইত্যন্যথার্থ কল্পনেন মদ্বঞ্চনং প্রতারণমেব ক্রিয়তে তেনৈব ত্বং খ্যাতাসীত্যর্থঃ। তেন বিত্তশচঞ্চলাবিতি চঞ্চুল প্রত্যয়ঃ॥ ৩৯॥

ইহার দম্ভাতিশয় কার্য্যে কি গাম্ভীর্য্য। (এই বলিয়া উদঘাটন পূর্ব্বক নাগকেশর পুষ্পগুলি দেখাইয়া) হায়! নিশি জাগরণে আমার ক্লেশাতিশয় দেখিয়া নাগকেশরও নিরন্তর মধু ক্ষরণ শীল কুসুম রূপ নয়ন সমূহ দ্বারা অশ্রু মোচন করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে॥ ৩৮॥

ললিতা। অহো! তোমার আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততা, বকুল বাচি ...ব পুষ্পে নাগকেশর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ!॥

...র্ব্বক আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া)
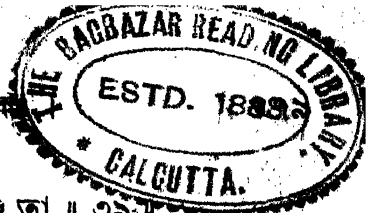
শব্দার্থস্যান্যথা কল্পনেন বচন চঞ্চুতা ॥ ৩৯ ॥

অথবা কস্তে দোষঃ। দৃষ্টদোষাভিরপি গৌরাঙ্গীভিঃ সৌহার্দ্দমভিলস্যতা ময়ৈবাপরাদ্ধং।

বিশাখা। কো কৃখু গৌরাঙ্গীণাং দিট্ঠো তুএ দোসো।

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য।

নব রসধারিণি মধুরে ধরণীসন্তাপহারি বিস্ফুরণে।

বিশাখা। কঃ খলু গৌরাঙ্গীণাং দৃষ্ট স্ত্বয়া দোষঃ। নবরস ধারিণি অভিনব জলধারিণি পক্ষে শান্তোঽপি নবমো রস ইতি রীত্যা শৃঙ্গারাদি নব রসাশ্রয়ে কৃষ্ণবর্ণে মুদিরে মেঘে পক্ষে কৃষ্ণোঽয়ং মুদির ইবেতি ব্যাঘ্রাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষণরোচিষো বিদ্যুতঃ পক্ষে ক্ষণমাত্রা রোচিঃ কান্তির্যাসাং তদানী-

---

ললিতে! তোমার শব্দার্থের অন্যথা কল্পনা দ্বারা বাক্ পটুতা বিশ্রাম করুক ॥ ৩৯ ॥

অথবা তোমারই বা দোষ কি! গৌরাঙ্গীদিগের দোষ দেখিয়া যখন আমি তাহাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়াছি তখন এ আমারই অপরাধ ॥

বিশাখা। অহে! তুমি গৌরাঙ্গীদিগের কি দোষ দেখিলা ॥

কৃষ্ণ। দেখ দেখ, ধরণী সন্তাপহারি নব রস (জল) ধারি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদিত হইলে গৌরবর্ণা ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ কখন স্থৈর্য্য অবলম্বন করে না ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। ধরণীসন্তাপহারি শৃঙ্গারাদি নব রস ধারি মেঘকান্তি কৃষ্ণ আগমন করায় ক্ষণমাত্র কান্তি গৌরাঙ্গীগণ কোন ক্রমেই স্থিরতা অবলম্বন ক[illegible]

বিদধতি ন কৃষ্ণমুদিরে গৌর্য্যঃ ক্ষণরোচিষঃ স্থৈর্য্যং ॥ ৪০ ॥

বিশাখা। তস্মিং কুলিসকুড় কঠোর চিট্‌ঠিদে তাণং কোমলাণং জুত্তা জ্জেব্ব তধা পউত্তী ॥

ললিতা। বিসাহে সুণাহি কিম্পিগাহং ইতি ভৃঙ্গং দর্শয়ন্তী ॥ ৪১ ॥

চম্পঅলদং সিলিদ্ধং ণঅ কঞ্চণ কান্তি কুসুম গোৌরাঙ্গীং।

মুক্কিঅ ধাবই ভ্রমরো চবলাবিঅ সামলা হোন্তি ॥ ৪২ ॥

মেব রমণানুরাগ স্তদানীমেব বিরাগেণ বৈপরীত্যমিতি ভাবঃ। অত্র গৌর্য্য ইতি বিশেষণ পদং ॥ ৪০ ॥

বিশাখা। তস্মিন্ কুলিশ কুট কঠোর চেষ্টিতে তাসাং কোমলানাং যুক্তৈব তথা প্রকৃতিঃ।

ললিতা। বিশাখে শৃণু কমপি গানং ॥ ৪১ ॥

চম্পকলতাং স্নিগ্ধাং নবকাঞ্চনদ্যুতি কুসুম গৌরাঙ্গীং ত্যক্ত্বা ধাবতি ভ্রমরশ্চপলা ইব শ্যামলা ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

অর্থাৎ তখনই রমণানুরাগ এবং তখনই মান ভরে বিবর্ণা হইয়া বিরাগ প্রকাশ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

বিশাখা। সেই বজ্র অপেক্ষা কঠোর চেষ্টাশালিতে সুকুমারী দিগের ঐ প্রকার হওয়া উপযুক্ত বটে ॥

ললিতা। বিশাখে! কোন একটী গান শুন। (এই বলিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া) স্নিগ্ধ স্বভাবা নবকাঞ্চন কান্তি সদৃশী কুসুম গৌরাঙ্গী চম্পকলতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমর ধাবমান হইতেছে, চপলা জন সকলই শ্যাম বর্ণা হয় ॥ ৪২

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা সত্যং বাগ্মিনামসি রাজ্ঞী ।

ললিতা । অপবার্য্য । হলা সুট্ঠু ণীসঙ্কেণ বঅণাডোবেণ অণবরদ্ধং জ্জেব্ব ণং তক্কেম ।

কৃষ্ণঃ । বাম্যান্তবেন্ন বিরতি নবযৌবনানাং
বামভ্রুবামিতি জনশ্রুতিরব্যলীকা ।
চাটূনি কর্ত্তুমুচিতানি বিমুচ্য খিন্নং
মাং প্রত্যুতাদ্য যদমূরপবঞ্চয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । অববার্য্য হলা সচ্চং উজ্জাঅর খিণ্ণো কহ্নো তা

ললিতা । সুষ্ঠু নিঃশঙ্কেন বচনাটোপেন অনপরাদ্ধ মেনং তর্কয়ামি । কর্ত্তুমুচিতানি চাটূনিত্যুক্তা প্রত্যুত মা' অপরঞ্জয়ন্তি দুঃখয়ন্তি কটু বদন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । সত্য মুজ্জাগর খিন্নঃ কৃষ্ণঃ তৎ প্রসীদ ।

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সত্যই তুমি বাচালদিগের রাজ্ঞী হইয়াছ ॥

ললিতা । (হস্তাবরণ করিয়া) সখি ! শোভন সদর্প বচনে ইহাঁকে নিরপরাধি বলিয়া বিবেচনা করি ॥

কৃষ্ণ । শোভন ভ্রূ নবযৌবনাদিগের কুটিলতা হইতে কখনই বিরতি হয় না, এই যে জনশ্রুতি ইহা মিথ্যা বোধ হইতেছে না, যে হেতু এই সকল গৌরাঙ্গী কথন যোগ্য মিষ্ট বাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অননুরাগী করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । (হস্তাবরণ দিয়া) সখি ।

পসীদ পসীদ।

রাধিকা। কৃষ্ণমপাঙ্গেনাবলোক্য মুদ্ধাণং বঞ্চণকলা বিঅ-ড্ঢোহসি॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দং ফুল্লকেশর কলাপেনামুনা ধম্মিল্ল শ্রীস্তবালং ক্রিয়তাং বন্ধ্যতাং মা বিন্দতু মম প্রয়াসঃ। ইতি পুটিকামুদ্ঘাট্য প্রিয়ে পশ্যামূনিঃ সুগন্ধিনামগ্রেসরাণি কেশরাণি যৈরহং সদ্য সুবাসিতোহস্মি॥

রাধিকা। স নর্ম্মস্মিতং ণূণং চন্দাঅলী পরিমলেণ বাসিদোসি তুমং॥

রাধিকা। মুগ্ধানাং বঞ্চন কলা বিদগ্ধোসি। সনর্ম্মেতি মিথ্যা দোষারোপণাৎ নূনং চন্দ্রাবলী পরিমলেন বাসিতোহসি ত্বং।

ব্রতে খিন্ন হইয়াছেন, অতএব প্রসন্ন হও॥

শ্রীরাধা। (অপাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া অহে। তুমি মুগ্ধা রমণীদিগের বঞ্চনা বিষয়ে অতিশয় সুপণ্ডিত॥

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) কেশর কুসুম দ্বারা ধম্মিল্ল শ্রী তোমাকে অলঙ্কৃত করুক, আমার চেষ্টা যেন বিফলতা প্রাপ্ত না হয়। (এই বলিয়া পুটিকা অর্থাৎ আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করত) প্রিয়ে! সুগন্ধি সকলে অগ্রসর এই কেশর কুসুমগুলি অবলোকন কর, ইহারই দ্বারা আজ আমি সৌরভশালী হইয়াছি।

শ্রীরাধা। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহে নিশ্চয় তুমি চন্দ্রাবলীর সৌরভে সুবাসিত হইয়াছ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে পরিহাসিকান্যপি তে বচাংসি ন কদাচিদপি ব্যভিচরন্তি। যদদ্য মদঙ্গতশ্চন্দ্রাবলী সৌরভ্যমুদঞ্চতি॥

রাধিকা। সের্ষং পরাবৃত্য ললিদে কিং মুদ্দিদকণ্ণাসি॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা প্রিয়ে কথমক্ষর সাম্যাদক্ষমাসি যদদ্য কর্পূরাবলিং বর্ণয়ামি॥

রাধিকা। সস্মিতং। সমপ্পেহি পুপ্ফাইং ইতি পটাঞ্চলং প্রসারয়তি॥

কৃষ্ণঃ। রাধামুখং প্রেক্ষ্য স্বগতং। হন্ত বিভ্রম মণ্ডিতস্য চিল্লিকোদণ্ডস্য তাণ্ডবকলা॥ ৪৪॥

ললিতে কিং মুদ্রিত কর্ণাসি সমর্পয় পুষ্পাণি। চিল্লিকোদণ্ড ভ্রূধনুষঃ॥৪৪

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার পরিহাস বাক্য সকলও কখন মিথ্যা হয় না, যে হেতু আজ আমার অঙ্গ হইতে চন্দ্রাবলীর সৌরভ উদ্গত হইতেছে॥

শ্রীরাধা। (ঈর্ষ্যার সহিত মুখ ফিরাইয়া) ললিতে! তুমি কি বধির হইয়াছ ?।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়ে! অক্ষরের সমতা প্রযুক্ত কেন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছ, যেহেতু আমি কর্পূর সমূহের বর্ণন করিয়াছি॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) পুষ্প প্রদান কর। (এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল বিস্তৃত করিলেন)॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে) বিভ্রম ভূষিত ভ্রূ ধনুকের কি কৌশল॥ ৪৪॥

বিশাখা। জনান্তিকং। ললিতে পেক্খ পেক্খ। সম্মোহণ রাহিএ কড়ক্খ বাণেণ লক্খীকিদো পুপ্ফুপুড়িআএ সদ্ধং অঞ্চলে দিণ্ণং রি বেণুং ণ জাণাদি কহ্নো॥

ললিতা। সংস্কৃতেন॥

নিদ্রাগমেঽপি সখি নন্দসুতস্য হর্ত্তুং
যা শক্নুবন্তি ন পরাঃ পশুপালবালাঃ।
ধন্যা কটাক্ষ কলয়া কিল মোহয়ন্তী
তাং রাধিকাদ্য পুরতো মুরলীং জহার॥

বিশাখা। ললিতে পশ্য পশ্য। সংমোহনেন রাধায়াঃ কটাক্ষ বাণেন লক্ষীকৃতঃ বুদ্ধিঃ পুষ্প পুটিকয়া সার্দ্ধং অঞ্চলে দত্তমপি বেণুং ন জানাতি কৃষ্ণঃ দৃষ্টো যুষ্মাভিঃ প্রিয়বয়স্যঃ।

বিশাখা। (হস্তাবরণ দিয়া সঙ্গোপনে) ললিতে! দেখ দেখ শ্রীরাধার সম্মোহন রূপ কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ পুষ্পপুটিকার সহিত মুরলীও অঞ্চলে প্রদান করিয়াছেন কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! অন্য গোপকুমারী সকল নন্দতনয়ের নিদ্রিতাবস্থাতেও যে মুরলী হরণ করিতে সমর্থ হয় না, ধন্য রাধিকা কটাক্ষ বাণে কৃষ্ণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সেই মুরলী হরণ করিয়া লইলেন॥

বিভাষ।

নিদ্দের আবেশে, রহয়ে হরিষে, বেণু করে ধরি হরি।

রাধিকা। অপবার্য্য সংস্কৃতেন।

যা নির্ম্মাতি নিকেত কর্ম্মরচনারম্ভে করস্তম্ভনং
রাত্রৌ হন্ত করোতি কর্ষণবিধিং যা পত্যুরঙ্কাদপি।
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরো যা নীবি বিধ্বংসনং
ধূর্ত্তা গোকুল মঙ্গলস্য মুরলী সেয়ং মমাভূদ্বশা॥

নেপথ্যে। অরে কুরঙ্গও দিট্‌ঠো তুম্মোহিং পিঅবঅস্‌স॥

গোপাঙ্গনা গণে, কতেক সন্ধানে, না পারে করিতে চুরি॥
ধনি ধনি দেখ রাধিকা কটাক্ষ খেলা। সে বেণু হরিলা,
গোবিন্দ মোহিলা, কি জানি মোহিনী দিলা॥ ধ্রু॥

শ্রীরাধা। (হস্তাবরণ দিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি! গৃহ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে করস্তম্ভ করিয়া দেয়, রাত্রিতে পতিক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে যে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইসে এবং যে গুরুজন সমক্ষে গৌরাঙ্গীদিগের নীবিমোচন করিয়া দেয়,সেই গোকুলানন্দের ধূর্ত্তা মুরলী আজ আমার বশতাপন্ন হইয়াছে॥

বিভাষ॥

ব্রজনারী কর, যেই করে জড়, করিতে গৃহের কাজ।
আগে গুরুজন, এ নিবী বন্ধন, ছিড়িয়া যে দেয় লাজ॥
রজনী সময়ে, আপন আলয়ে, পতি কোলে থাকে নারী।
তারে যে হরিল, সে বেণু পাইল, যতনে রাখহ ধরি॥
যে বেণু সঘন, করে বিড়ম্বন, খসায় কুন্তল পাশ। হরয়ে
যুবতি, গণের যে মতি, পাশরায়ে গৃহ বাস॥ হরিণী

কৃষ্ণঃ। কথং মিলত্যেষ মধুমঙ্গলঃ।

প্রবিশ্য মাল্যহস্তো মধুমঙ্গলঃ।

সুদং মএ সুঅলমুহাদো জং অজ্জ ণিউঞ্জ মজ্ঝে রাহিআ জাঅরিদাআসি তা গদুঅ ণং পোচ্ছাহইস্সং ইত্যুপসৃত্য সংস্কৃতেন॥ ৪৫॥

মধু শ্রুতং সুবল মুখতঃ যদদ্য নিকুঞ্জ মধ্যে রাধিকা জাগরিতাসীৎ তদ্গত্বা এনাং প্রোৎসাহয়িষ্যামি॥ ৪৫॥

সকল, মুখের কবল, খাইতে না দেয় যেই। নদীগণ জল, যে করে পাথর, শীলা করে জলময়॥ যাহার ধ্বনিতে নারীগণ চিতে, করয়ে মদন জ্বালা। ধৈরজ ধরম, করিয়া ভরম, হরয়ে কুলের বালা॥ সে বেণু পাইলা, মঙ্গল হইলা, অমঙ্গল দূরে গেলা। এ যদু নন্দন দাস তহি ভণ, সতী কুল বহি গেলা॥

নেপথ্যে॥

অহে কুরঙ্গ সকল! তোমরা কি প্রিয়বয়স্য কৃষ্ণকে দেখিয়াছ॥

কৃষ্ণ। এ মধুমঙ্গল আসিল না কি?॥

(মাল্যহস্তে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। আমি সুবলের মুখে শুনিয়াছি, আজ নিকুঞ্জ মধ্যে শ্রীরাধা জাগরিত ছিলেন, তবে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করি। (এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়)॥ ৪৫॥

অবিরল বনমালালঙ্কৃত স্নিগ্ধমূর্ত্তিঃ
স্ফুরতি কটককান্তি র্ধাতুভির্ম্মণ্ডিতাঙ্গঃ।
অখিল ভুবন তুঙ্গো নেত্রভঙ্গ্যা বিকৃষ্টঃ
কথমিব সখি রাধে কৃষ্ণশৈল স্ত্বয়াভূৎ ॥ ৪৬ ॥

রাধিকা। বিস্ময়তে।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে বেত্তি মে তমস্তমীসম্ভবং বয়স্যোঽয়ং।

রাধিকা। অজ্জ দংসিদং অজ্জ সিণেহ দাক্‌খিণ্ণং যং কান্তার

বিরলয়া বনমালয়া বনশ্রেণ্যাচ অলঙ্কৃতা স্নিগ্ধ মূর্ত্তি র্যস্য সঃ। কটকানাং বলয়ানাং নিতম্বানাঞ্চ কটকং বলয়োঽস্ত্রিয়াং কটকোঽস্ত্রী নিতম্বোঽদ্রে রিত্যমরঃ। ধাতুভির্গৈরিকাদ্যৈঃ ॥ ৪৬ ॥

তমি সংভবতমঃ রাত্রাবুদ্ভূতং দুঃখং।

রাধি আর্য্য দর্শিতমদ্য স্নেহ দাক্ষিণ্যং যৎকান্তার সিন্ধু সন্তার কৌশলানি

সখি রাধে! যিনি নিবিড় বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যাঁহাতে বলয়া সকলের কান্তি স্ফুর্ত্তি পাইতেছে, যাঁহার অঙ্গ গৈরিক ধাতুতে ভূষিত, সেই নিখিল জগতের উপরি বিরাজমান কৃষ্ণ-শৈলকে কি রূপে তুমি কটাক্ষ দ্বারা আকর্ষণ করিলা ॥ ৪৬

শ্রীরাধা। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এই বয়স্যই আমার রাত্রি জনিত ক্লেশ অবগত আছে ॥

শ্রীরাধা। আর্য্য! আজ ভাল স্নেহের সরলতা প্রদর্শিত হইল, যে হেতু দুর্গম সমুদ্র সন্তরণের কৌশল সকল

সিন্ধু সন্তার কোসলাইং সিক্খাবিদক্মি।

মধুমঙ্গলঃ। সহি সাহু অম্মো উবালহিজ্জম্ম জেহিং চলন্তীং বি বল্লীং তুমং তক্কিঅ বণে বসন্তেহিং সাদঙ্কং জাগরিদং। তুম্মে কৃখু সলাঘইজ্জই জাহিং পিঅবঅস্‌স সণাহং বি কুঞ্জং অণিবন্ধেণ সুণ্ণং মণ্ণিঅ ঘরে পবিসন্তীহিং ণিরাতঙ্কং সুত্তং। ৪৭॥

রাধিকা। অজ্জ কিং এব্বং ভণাসি ইতি সংস্কৃতেন॥

নিকুঞ্জং কংসারের্বত নখর চন্দ্রাবলিরুচি

শিক্ষিতানি।

মধু সখি সাধু বয়ং উপালভ্যামহে যৈরস্মাভিশ্চলন্তীমপি বল্লীং ত্বাং তর্কয়িত্বা বনে [illegible]দ্ভিঃ সাতঙ্কং জাগরিতং যূয়ং শ্লাঘ্যধ্বে যাভিঃ প্রিয়বয়স্য সনাথমপি কুঞ্জমনির্বন্ধেন শূন্যং মত্বা গৃহে প্রবিশন্তীভি নিরাতঙ্কং সুপ্তং॥ ৪৭॥

রাধি আর্য্য কিলমেবং ভণসি। নখরা এব চন্দ্রা স্তেষামাবলিঃ পঙ্‌ক্তি

শিক্ষা করাইলে॥

মধুমঙ্গল। সখি! তোমারা ভাল রূপে আমাদিগকে তিরস্কার করিলা, আমরা বনে অবস্থিত থাকিয়া বায়ুবেগে লতা বিচলিত হইলে তোমাকে অনুমান করত সাতঙ্কে জাগরণ করিয়াছি, এখন তোমরা সাধু হইতেছে, প্রিয় বয়স্য কুঞ্জে থাকিতেও তোমরা ঐ কুঞ্জকে শূন্য জ্ঞান করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক নিরাতঙ্কে শয়ন করিয়াছিলে॥ ৪৭●

শ্রীরাধা। এ রূপ বলিতেছ কেন? (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হা কষ্ট! আমি যখন বারম্বার নিরীক্ষণ করি-

ছটাগ্রস্তং নাগ্রে মুহুরপি যদা প্রেক্ষিতমভূৎ।
তদা সদ্যঃ প্রোদ্যোদ্বিধুহতকবিক্রান্তিহতয়া
ময়া লব্ধারণ্যে ক্লমনিবহ পূর্ত্তা পরিণতিঃ ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। স্বগতং। অহো কধং কুড়ঙ্গ সঙ্গদা চন্দাঅলি বি রাহিআএ দিট্টাথি তা বঞ্চণং মুক্কিঅ ণং উক্করিসইস্সং।

প্রকাশং সংস্কৃতেন ॥

ক্লান্তেন তে বদন চন্দ্রমনাকলয্য

স্বস্যাঃ রুচি চ্ছটাভিঃ কান্তিচ্ছটাভি গ্রস্তং মুহুরপি নিকুঞ্জং প্রেক্ষিতং দৃষ্টং নাভূৎ ॥ ৪৮ ॥

খরা ক্রুরা যা চন্দ্রাবলি স্বস্যাঃ রুচি ছটাগ্রস্তং কংসারে[illegible]ং মুহুরপি বারম্বারমপি যদা প্রেক্ষিতং নাভূৎ অপি প্রেক্ষিতমে[illegible]ত্যেবমর্থং নির্দ্ধার্য্য স্বগতং পরামৃশতি অহো ইত্যাদি। কুঞ্জ সঙ্গতা চন্দ্রাবল্যাপি রাধিকয়া দৃষ্টাস্তি। তদবঞ্চনং ত্যক্ত্বা এনাং উৎকর্ষয়িষ্যামি। ক্লান্তেনেতি চন্দ্রা-

---

য়াও কংসনাশনের নখরচন্দ্রের চন্দ্রিকায় নিকুঞ্জকে অলোকময় দেখিলাম না, তখনি সদ্যঃ উদিত হত চন্দ্রের রশ্মি দ্বারা আহত হইয়া অরণ্য মধ্যে এই ক্লেশ সমূহের পরিণতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গল। (মনে মনে) হায়! কুঞ্জ মিলিতা চন্দ্রাবলীকেও শ্রীরাধা দেখিয়াছেন, তবে এক্ষণে বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁর প্রশংসা করি। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

হে কল্যাণি! গোকুলেন্দ্র নন্দন তোমার বদনচন্দ্র

কল্যাণি গোকুলপুরন্দর নন্দনেন।

চন্দ্রাবলীত্যর্দ্ধোক্তে ॥

কৃষ্ণঃ। ভ্রূ ভঙ্গতয়া নিবারয়তি।

সর্ব্বাঃ। পরস্পরং সাকূতমালোকয়ন্তি।

মধুমঙ্গলঃ। স্বগতং। হন্ত হন্ত কিদং মএ বহ্মণ বডুওচিদং চাবলং।

কৃষ্ণঃ। বিভাব্য বিভাবরী ভবং মে বরীয়ঃ কষ্টং বাস্পরুদ্ধ-কণ্ঠোঽয়ং সংবৃত্তঃ তদহমেব বাক্যং সমাপয়ামীতি স্মিত্বা।

বলী যা অলন্তি সাপ্যাতি দুঃখায়ৈব অস্ত অভূদিতি উত্তরার্দ্ধে বিবক্ষিতং। কৃতং ম[illegible]ব্রাহ্মণ বটূচিতং চাপলং। বিভাবরীভব্যং রাত্রিভবং বরীয়ঃ অতিশয়ি[illegible]ং মম বিভাব্য বিচিন্ত্য চন্দ্রাবলীন নয়নান্ত তয়েতি আদিতঃ পঠিতব্যং। চন্দ্রে অবলীলো নয়নান্ত তয়েতি আদিতঃ পঠিতব্যং। চন্দ্রে

না দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রাবলী এই পর্য্যন্ত বলিলে কৃষ্ণ অমনি ভ্রূ সঙ্কেত দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥

সকলে। (অভিলাষের সহিত) পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥

মধুমঙ্গল। (মনে মনে) হায়! আমি ব্রাহ্মণবালকোচিত চপলতা প্রকাশ করিলাম ॥

কৃষ্ণ। আমার রজনী জনিত গুরুতর কষ্ট মনে করিয়া বয়স্যের কণ্ঠ বাস্প রুদ্ধ হইল, যাহা হউক আমিই বটু বাক্য সমাপন করি।

(এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) বদনের সাদৃশ্য হেতু

চন্দ্রাবলীন নয়নান্ত তয়া কিলাস্য
সাদৃশ্যতঃ কথমপি ক্ষপিতা ক্ষপেয়ং ॥ ৪৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅয়স্‌স সব্বণ্ণোসি কিত্তি মহ হিঅঅট্‌ঠিদং পজ্জদ্ধং ণ;জাণিস্‌সসি।

ললিতা। রাহে অজ্জবি সণ্ণিদ্ধাসি পেক্‌খ পেক্‌খ রত্তিবিলাস পিসুণাইং ণাঅরস্‌স চঙ্গাইং ইতি সের্ষং সংস্কৃতেন ॥ ৫০

বালে বল্লব যৌবত স্তনতটী দত্তার্দ্ধনেত্রাদিতঃ

অবলীনো নয়নান্তো যস্য তস্য ভাব স্তত্তয়া অস্যতে বদন চন্দ্রস্য ক্ষপিতা যাপিতা ॥ ৪৯ ॥

মধু প্রিয়বয়স্য সর্ব্বজ্ঞোহসি কিমিতি মম হৃদয় স্থিতং পদ্যার্দ্ধং এনং জ্ঞাস্যসি।

ললিতা রাধে অদ্যাপি সন্দিগ্ধাসি। পশ্য রতি বিলাস পিশুনানি নাগরস্য চঙ্গানি অঙ্গানি। লঙ্গ চঙ্গৌ মনোহর ইত্যভিধানং ॥ ৫০ ॥

চন্দ্রে অবলীন (অর্পিত) নয়ন প্রান্ত হইয়া কষ্ট সৃষ্টে যামিনী যাপন করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, নতু বা কিরূপে আমার মনোগত পদ্যার্দ্ধ জানিতে পারি লা ॥

ললিতা। রাধে ! তুমি কি এখনও সন্দেহ করিতেছ, দেখ দেখ, নাগরের মনোহর অঙ্গে রতি বিলাস চিহ্ন সকল স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫০ ॥

(এই বলিয়া ঈর্ষার সহিত সংস্কৃত ভাষায়)

হে বালে ! যিনি গোপযুবতিগণের স্তন তটে নেত্রার্দ্ধ

কামং শ্যামশিলা বিলাসি হৃদয়াচ্চেতঃ পরাবর্ত্তয়।
বিদ্মঃ কিং নহি যদ্বিকৃষ্য কুলজাঃ কেলিভিরেষ স্ত্রিয়ো
ধূর্ত্তঃ সংকুলয়ন্ কলঙ্ক ততিভি নিঃশঙ্কমুন্মুঞ্চতি॥

রাধিকা। হদ্ধী হদ্ধী সুঠ্‌ঠু বিড়ম্বিদম্হি।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে মৃধৈব মাং দূয়যসি॥

শ্রীরাধা। সোপালম্ভং সংস্কৃতেন॥

মুক্তান্ত র্নিমিষং মদীয় পদবীমালোকমানস্য তে
জানে কেশর রেণুভি র্নিপতিতৈঃ শোণীকৃতে লোচনে।

শ্যাম শিলেব বিলাসি হৃদয়ং যস্য কলঙ্ক সমূহৈঃ সংকূলয়ন্ ব্যাপয়ন্। রাধিকা হা ধিক্ হা ধিক্ সুষ্টু বিড়ম্বিতাস্মি। মুক্তং ত্যক্তং অন্তর্মধ্যে নেত্রেপি

অর্পণ করিয়া থাকেন, যাঁহার হৃদয় শ্যামশিলার ন্যায় সুকঠিন, যথেষ্ট রূপে সেই কৃষ্ণ হইতে চিত্ত প্রতি নিবৃত্ত কর। আমরা কি জানি না! ঐ ধূর্ত্ত ক্রীড়াচ্ছলে কুলকামিনীগণকে আকর্ষণ করিয়া পরে তাহাদিগের কলঙ্ক বিস্তার পূর্ব্বক আকূলিত করিয়া নিঃশঙ্কে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥

শ্রীরাধা। হা ধিক্, হা ধিক্! ভাল বিড়ম্বিত হইলাম॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আমাকে মিথ্যা দোষ দিতেছ।

শ্রীরাধা। (তিরস্কারের সহিত সংস্কৃত ভাষায়)।

কৃষ্ণ! আমার পথের প্রতি অনিমিষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া পুষ্প রেণু সকল পতিত হইয়াছিল তাহাতেই তোমার লোচন রক্তবর্ণ দেখিতেছি, এবং বন মধ্যে

শীতৈঃ কানন বায়ুভি র্বিরচিতো বিম্বাধরেচ ব্রণঃ
সঙ্কোচং ত্যজ দৈবহতয়া ন ত্বং ময়া দূষ্যসে ॥ ৫১ ॥

নিমিষং এবং যথাস্যাৎ কেশর রেণুভিরেব নতু সংভোগ জাগরৈঃ ব্রণ ইতি প্রিয়াদন্তাঘাতৈরিতি ॥ ৫১ ॥

ভ্রমণ করিতে করিতে শীতল বায়ুর সংসর্গে বিম্বাধর ক্ষত হইয়া গিয়াছে অতএব তুমি সঙ্কোচ করিতেছ কেন? এ মন্দ ভাগিনী ত তোমাকে দোষ দিতেছে না ॥ ৫১ ॥

এই স্থলে খণ্ডিতা নায়িকা ॥ * ॥

বিভাষ ॥

কি দোষ তোমার, সুনহ সুন্দর, দূর দিনে কিবা নহে। একে করে আন, দুরবিধি কাম, কাহা হৈতে কিবা হয়ে ॥ মাধব কি কাজ বিচারে আর। তোমার আমার, এক কলেবর, অভেদ জানিল তার ॥ ধ্রু ॥ মোর আগমন, পথেতে নয়ন, থুইয়া আছিলে তুমি। তাহাতে পুলক, না ছিল তিলেক, কারণ জানিল আমি ॥ কেশর কুসুম, রেণু অনুপম, ভরিল নয়ান যুগে। তেঞিং সে নয়ন, ভৈগেল অরুণ, কিম্বা প্রতি অনুরাগে ॥ বনের ভিতর অতি সুশীতল, পবন বহিল জানি। অলসে দশন, লাগে

---

* পূর্ব্বে সঙ্কেতিত কাল ব্যত্যয় করিয়া যাহার প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীর সহিত নিশি যাপন করিয়া তদীয় ভোগ চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক যদি প্রাতঃকালে সমাগত হয়েন, তদ্দর্শনে পূর্ব্ব নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে তবাধীনস্য মে সঙ্কোচোপ্যলঙ্কারায়ৈব।

রাধিকা। সাহীনো সব্বলোঅ বিক্‌খাদোহসি কধং মমাহীণো হুবিস্‌সসি ॥

রাধিকা স্বাধীনঃ সর্ব্বলোক বিখ্যাতোসি কথং মমাধীনো ভবিষ্যসি ॥ ৫২ ॥

তে কারণ, ক্ষতাধর অনুমানি ॥ তোমার নয়ন, কাজর ভরম, অঞ্জন ভাজন লঞা। চুম্বন করিতে, অধরবিম্বেতে রহি গেল সে লাগিঞা ॥ সোনার বরণ, বাসিত কঙ্কুম, লেপন সুগন্ধ লাগি। আমারে মারিয়া, তারে কোলে লঞা, আছিলা রজনী জাগি ॥ সেই যে কুঙ্কুম, হৃদয়ে লেপন, দেখি এই পরতেক। অতেব কি ফল, বিনয়ে কেবল, জীউ তুয়া হাম এক ॥ আমার বিরহে, আকুল হৃদয়ে, ধেয়ানে আমারে লঞা। সিন্দুর রচিলে, আপন কপালে, এ মোর ললাট করিয়া ॥ এ মোর অধীন, হইয়া সেবন, করিতে চরণ তলে। ভরমে যাবক, ভরিয়া অলক, আপনা আপনি দিলে ॥ বলয় কঙ্কন, চিহ্ন মনোরম, সে যে দেখি কেন পিঠে। সিন্দুর অধর, সুরাগ তাম্বুল, কেন বা যুগল দিঠে ॥ নীল উতপল, জিনিঞা সুন্দর, বরণ মাঝার ভেল। এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, মদনে বেদনা দিল ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আমি তোমার অধীন, সুতরাং সঙ্কোচও আমার অলঙ্কার স্বরূপ ॥

শ্রীরাধা। তুমি যে, সকল লোকে স্বাধীন বলিয়া বিখ্যাত,

কৃষ্ণঃ ।　রাধে তবাধীনো নাহমেব কেবলোস্মি কিন্তু তে মে দশাবতারাশ্চ ॥ ৫২ ॥

তথাহি ॥

চঞ্চন্মীন বিলোচনাসি কমঠোৎ কৃষ্টস্তনী সঙ্গতা
ক্রোড়েন স্ফুরতা তবায়মধরঃ প্রহ্লাদসম্বর্দ্ধনঃ ।
মধ্যোঽহসৌ বলিবন্ধনো মুখরুচা রামাস্ত্বয়ানির্জ্জিতা

ক্রোড়েন ক্রোড়দেশেন শব্দ শ্লেষেণ ক্রোড়ো বরাহঃ। প্রকর্ষং হ্লাদমানন্দং পক্ষে প্রহ্লাদং সম্বর্দ্ধয়তীতি নৃসিংহঃ। বলিং বধ্নাতীতি বলিবন্ধনো বামনঃ। বলিভি স্ত্রিবলি বন্ধনং যস্মেতিচ রামা রমণ্যঃ শব্দ শ্লেষেণ ত্রয়োরামাশ্চ শ্রিয়া কান্ত্যা ঘনতা নিবিড়িতাচ ত্বয়া লেভে শ্রীঘনো বুদ্ধশ্চ মনসি কল্কিতা মালিন্যং ইদানীং মানাবসরে ক্রোর্য্যমিত্যর্থঃ। কল্কীচ অস্মিযোঽবতারঃ ॥ ৫৩ ॥

তবে আমার অধীন হইবে কেন ? ॥

কৃষ্ণ ।　রাধে ! কেবল আমিই যে তোমার অধীন এমত নহে, আমার দশটী অবতারও তোমার অধীন ॥ ৫২ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ ।

মানিনি ! তোমার লোচন চঞ্চল মীন সদৃশ, কমঠ পৃষ্ঠ অপেক্ষাও তোমার স্তন সুকঠিন, দীপ্তিশালি ক্রোড় দেশে মিলিতা হইয়াছ, তোমার অধরবিম্ব প্রহ্লাদকে (আনন্দকে) সম্বর্দ্ধন করিতেছে, মধ্য দেশে বলিবন্ধন অর্থাৎ ত্রিবলি রেখায় সুশোভিত, মুখ কান্তি দ্বারা রামা গণকে জয় করিয়াছ, তোমার অঙ্গে নিবিড় শোভা ধৃত হইয়াছে এবং তুমি মনোমধ্যে কল্কিকে অর্থাৎ কলহকে

লেভে শ্রীঘনতাদ্য মানিনি মনস্যঙ্গীকৃতা কল্কিতা ॥ ৫৩ ॥

রাধিকা। হলা ললিদে আঅপ্নিদং তুএ।

ললিতা। কহ্নু তুহ ওদারাও হন্মি জ্জেব্ব সন্তি।

জং এদাণং চিহ্নাইং দীসন্তি ইতি সংস্কৃতেন।

বন্যান্ত গুরুচাপলং কঠিনতা গোসঙ্গতিঃ পাণিজ

রাধি সখি ললিতে আকর্ণিতং ত্বয়া।

ললি। কৃষ্ণ তবাবতারা ত্বয্যেব সন্তি। যদেতেষাং চিহ্নানি দৃশ্যন্তে। বন্যা বন সমূহো জন সমূহশ্চ তন্মধ্যে গুরুচাপলমিতি মৎস্য লক্ষণং কঠিনতা কূর্ম্ম লক্ষণং। গোসঙ্গতিরিতি বরাহ লক্ষণং গো পৃথ্বী পক্ষে স্পষ্টং। পাণিজানাং নখানাং ক্রৌর্য্যং স্ত্রীণাং হিরণ্যকশিপোশ্চ বক্ষো বিদারণেনেতি নৃসিংহ লক্ষণং। দম্ভে কাপট্যহেতৌ রুচির্যস্তেতি বাম লক্ষণং সুষ্ঠু চণ্ডিম্নো ধূর্ভারঃ ঋক্‌পূরব্দঃ পথামালক্ষ ইত্যকার সমাসান্তাট্টাপ্ সুচণ্ডি মধুরা ইতি পরশুরাম লক্ষণং তস্যোগ্র্যং প্রাধান্যত্বাৎ অলমতিশয়েন কেশানাং বিধ্বংসন

অঙ্গীকার করিয়া বিরাজ করিতেছ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! তুমি শুনিলা ত? ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! তোমার অবতার সকল তোমাতেই আছে, কারণ ঐ সকলের চিহ্ন তোমাতে দেখিতেছি ॥

(এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

তোমার অরণ্য মধ্যে চাঞ্চল্যই মীনাবতার, কঠিনতাই কূর্ম্মাবতার, গো সঙ্গতি বরাহাবতার, নখরের ক্রূরতাই নৃসিংহাবতার, কপটতাই বামনাবতার, প্রচণ্ড মাধুর্য্যই

ক্রৌর্য্যং দন্তরুচিঃ সুচণ্ডি মধুরা লঙ্কেশ বিধ্বংসনং।
অশ্রান্তোন্মদ লৌল্যমিষ্ট কদনং নিস্ত্রিংশ লীলোন্নতি
মীনেন্দ্রাদ্যবতারতঃ স্ফুটমমী ভ্রাজন্তি ভাগাস্ত্বয়ি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ। সখে পশ্য পশ্য।

ললিতাঽজনি দুর্ল্ললিতা বভূব রাধা দুরারাধা।
তপ্তে ময়ি ন চ্ছায়াং শশাক কর্ত্তুং বিশাখেয়ং ॥

মাকর্ষণং অর্থাৎ স্ত্রীণাং লঙ্কেশো রাবণ তস্য বিধ্বংসনং চেতি রাম লক্ষণং অশ্রান্ত মবিরতং উৎকটেন মদেন অহঙ্কারেণ মদিরাদি জনিতমত্ত তয়াচ লৌল্যং চাঞ্চল্যমিতি বলরাম লক্ষণং। ইষ্টানাং সুহৃদামস্মাকং কদনং দুঃখ দায়িত্বং ইষ্টং যজ্ঞশ্চ তস্য কদনং বিনাশনং চেতি বুদ্ধ লক্ষণং নিস্ত্রিংশস্য খড়্গস্যেব তীক্ষ্ণয়া লীলয়া উন্নতি র্যস্য পক্ষে খড়্গধারিত্বেন কল্কি লক্ষণং ॥ ৫৪

বিশাখেতি। বিগতা শাখা যস্যাঃ ইতিচ ॥ ৫৫ ॥

পরশুরামাবতার, স্ত্রীগণের কেশাকর্ষণই রাবণ বিধ্বংসন অর্থাৎ রামাবতার, অবিরত উৎকট অহঙ্কার ও মদিরাদি জনিত মত্ততা নিবন্ধন চপলতাই বলরামাবতার, সুহৃদ্গণ আমাদের অথবা যজ্ঞ বিধ্বংসনই বুদ্ধাবতার এবং খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ লীলাই কল্কী অবতার, এই রূপে মৎস্যাদি দশ অবতারের অংশ স্পষ্ট রূপে তোমাতেই বিরাজমান ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ। সখে! দেখ দেখ। ললিতা এখন দুর্ল্ললিতা অর্থাৎ দুর্জ্জন হইল, যিনি রাধা তিনিও এখন দুরারাধ্যা অর্থাৎ ক্রুদ্ধা হইলেন,এবং আমি উত্তপ্ত হইয়াছি, শাখাশূন্য বিশা-

ইতি বটোঃ করান্মল্লীদাম গৃহীত্বা স চাটু প্রণামং ॥ ৫৫ ॥

স্রগিয়মুরুগুণা তে চিত্তবীথীব রাধে
শুচিরতি সুকুমারী কামমামোদিনীচ।
নখ পদ শশিরেখা ধাম্নি পুষ্ণাতু কান্তিং
তব কুচ শিবমূর্দ্ধ্নি স্বর্ধুনী বিভ্রমেণ ॥ ৫৬ ॥

ইতি ভ্রূসংজ্ঞয়া বিশাখামনুকূলয়ন্মাল্যং সমর্পয়তি।

বিশাখা। মাল্যং নিবেদয়ন্তী সংস্কৃতেন।

যস্মিন্নেত্র সরোরুহাঙ্গনভুবঃ প্রাপ্তে বিদূরং মনাক্

স্বর্ধুনী গঙ্গা ॥ ৫৬ ॥

হে তন্বঙ্গি এবম্ভূতে তস্মিন্ কাকু পরায়ণে বাম্যানি বামত্বানি তে তব

খাও আমাকে ছায়া প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে না. (এই বলিয়া বটুর হস্ত হইতে মল্লীপুষ্পের মালা গ্রহণ করিয়া চাটু বাক্য ও প্রণামের সহিত) ॥ ৫৫ ॥

হে রাধে! মহৎ গুণশালিনী এই মালা তোমার চিত্ত শ্রেণীর ন্যায় নির্ম্মল, সুকোমল ও যথেষ্ট রূপে আমোদ প্রদায়িনী হইয়াছে অতএব এ তোমার কুচরূপ শম্ভুশিরে গঙ্গাধারার ন্যায় সুশোভন নখ চিহ্ন রূপ চন্দ্র রেখার লাবণ্য সমূহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তোমার কান্তি পোষণ করুক ॥ ৫৬ ॥

(এই বলিয়া ভ্রূ সংকেত দ্বারা বিশাখাকে অনুকূল করত মাল্য সমর্পণ করিলেন)

বিশাখা। (মাল্য নিবেদন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে

সদ্যস্তে নিমিষোঽপি যাতি তুলনাং তন্বঙ্গি মন্বন্তরৈঃ।
বৃন্দারণ্য কদম্ব মণ্ডপতট ক্রীড়াভরাখণ্ডলে
অস্মিন্ কাকুপরায়ণে তব কথং কাম্যানি বাম্যান্যপি ॥৫৭

রাধিকা। সাভ্যসূয়ং। অবেহি নিব্বুদ্ধিএ অবেহি।

কৃষ্ণঃ। ধূলি ধূষরিত চন্দ্রকাঞ্চলশ্চন্দ্রকান্তমুখি বল্লভোজনঃ।
অর্পয়ন্মুহুরয়ং নমস্ক্রিয়াং ক্ষিভতে তব কটাক্ষ মাধুরীং ॥

কাম্যানি ইচ্ছাস্পদানি ভবন্তি অর্থাৎ নৈবেতি শেষঃ। তত্র কারণমাহ যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ নেত্র সরোরুহাঙ্গনস্থ ভূমের্নাক্ ঈষদপি বিদূরং প্রাপ্তে নিমিষোঽপি মন্বন্তরৈ স্তুলনাং যাতি প্রাপ্নোতি। পুনঃ কীদৃশে বৃন্দারণ্য কদম্ব মণ্ডলস্য তটে যঃ ক্রীড়াভরঃ ক্রীড়াতিশয় স্তস্য আখণ্ডলে ইন্দ্রে স্বচ্ছন্দ বিহারিত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥
অবেহি অপগচ্ছ নির্ব্বুদ্ধে।

কৃশাঙ্গি! যিনি তোমার নয়ন পদ্ম রূপ প্রাঙ্গন ভূমির ঈষৎ দূরগামী হইলে তুমি নিমেষ কালকেও মন্বন্তর জ্ঞান করিয়া থাক, যিনি বৃন্দারণ্যস্থ কদম্ব মণ্ডপ তটে বিহারার্থ ইন্দ্র স্বরূপ, সেই কৃষ্ণ আজ তোমাকে চাটু বচনে স্তব করিতেছেন অতএব হে রাধে। তোমার কি তাঁহার প্রতি ইচ্ছা পূর্ব্বক বাম্য ধারণ করা উচিত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীরাধা (অসূয়ার সহিত) অরে নির্ব্বুদ্ধিকে। দূর হ, দূর হ ॥

কৃষ্ণ। হে চন্দ্রকান্ত মুখি! তোমার এই প্রিয়জন মস্তকস্থ চূড়ার ময়ূর চন্দ্রকের অঞ্চল ধূলি ধূষরিত করত প্রণাম করিয়া তোমার কটাক্ষ মাধুরী ভিক্ষা করিতেছে ॥

বিভাষ॥

তোমার অধীন, আমি সর্ব্বক্ষণ, এত রোষ কেন মোরে। মোর মুখ হেরি, কুটিলতা ছারি, প্রকাশহ দিঠি জোরে॥ শুনহ সুন্দরি ধনি রাই। তোমার বিরহে হৃদয় বিশেষে, মদন বেদন পাই॥ ধ্রু॥ এ তুয়া নয়ন, খঞ্জন সমান, নাচয়ে আনন্দাবেশে। তারে কি লাগিয়া, রাখিলে বান্ধিয়া, ভুরু ভুজঙ্গিনী পাশে॥ বদন বিমল, জিনিঞা কোমল, তাহা যে মৈলান দেখি। আমার নয়ান, ভ্রমর সমান, পাইয়া ফিরয়ে দুঃখী॥ তোমা বিনু আমি, আর নাহি জানি, এ তনু বচন মনে। তুয়া মধু বাণী, মন্দ হাস্য খানি, আমার জীবন ধনে॥ তোমায় বিরস, দেখিয়া অবশ, হইল আমার তনু। নদী জল বিনে, করয়ে মৈলানে, নীল উতপল জনু॥ হিয়া কুমুদিনী, চান্দের চান্দনী, কেবল আমার তুমি। আমার জীবন, চাতকের ঘন, তুমি সে জানিয়ে আমি॥ আমার পরাণ, মহাজন সম, তাহার বিহার কাজে। সুখ সরো-বর, তুমি সে সকল, তোহে কি কহিতে লাজে॥ দেখ তুয়া পায়ে, এখন লোটায়ে, চূড়ায় চন্দ্রক মোর। নয়ন কটাক্ষ, করি মোরে দেখ, পায়ে নিবেদিনু তোর॥ করিয়া প্রণাম, মাগি এই দান, দেখহ প্রসন্ন আঁখি। এ যদুনন্দন, কহে ধনি শুন, কাতরে পীড়ন কি॥

ললিতা। রাহে ঝত্তি কন্দরং পরাবট্টেহি পুট্‌ঠদো আআরেদি অজ্জিআ॥

রাধিকা। তথা করোতি॥ ৫৮॥

প্রবিশ্য মুখরা। কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্কৃতেন।

বনাসক্তং চেতঃ প্রণয়তি গৃহাদেযা বিরময়ন্
বরেণ্যং বন্ধূনাং প্রণয়মপি বিস্মারয়তি যঃ।
মহাধূর্ত্ত শ্রেণী গুণগরিম বিস্তারণ গুরোঃ
করোৎসঙ্গে তস্য ত্বমপি সরলে পুত্রি পতিতা॥ ৫৯॥

মধুমঙ্গলঃ। জনান্তিকং। ভো বঅস্‌স মারুদ বাআলী কিদ

চন্দ্রাদপি কান্তং মুখং যস্যাঃ হে তথা বিধে।

ললিতা। ঝটিতি কন্ধরাং পরাবর্ত্তয়ঃ পৃষ্ঠতঃ আকারয়তি আহ্বয়তি॥ ৫৮

গৃহাদ্বিরময়ন্ গৃহাদ্বিরতং কৃত্বা বনাসক্তং চেতঃ করোতীত্যর্থঃ। ধূর্ত্ত শ্রেণী গুণানাং গরিমা আধিক্যং তস্য বিস্তারণে প্রকাশনে পটোর্দক্ষস্য॥ ৫৯॥

ললিতা। রাধে! শীঘ্র পশ্চাদ্দিকে আপনার কন্ধর পরাবর্ত্তিত কর, আর্য্যা মুখরা ডাকিতেছে॥

শ্রীরাধা। তাহাই করিলেন॥ ৫৮॥

মুখরা। (প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে দেখিয়া সংস্কৃত ভাষায়) পুত্রি! যে গৃহ হইতে চিত্তকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া বনে আসক্ত করায়, যে বন্ধুজনের গুরুতর প্রণয়কেও বিস্মরণ করিয়া দেয় এবং যে ধূর্ত্তশ্রেণীর গুণ গরিমা বিস্তার বিষয়ে গুরু, হে সরলে! তুমিও সেই কৃষ্ণের হস্তমধ্যে পতিত হইয়াছ॥ ৫৯॥

মধুমঙ্গল। (হস্তাবরণ করিয়া) বয়স্য! বায়ুবেগে বাচালমুখী

মুহী তুজ্ঝ বংসীব্ব বুড্‌ঢিআপত্তা তা এত্থ কিং বিলম্বসি।

কৃষ্ণঃ। সখি ক্ক মে বংশী।

মধুমঙ্গলঃ। সঅং জেব্ব জাণাসি কহিং ত্তি।

কৃষ্ণঃ। স্ফুটং রাধিকয়ৈব হৃতেয়ং তদেনাং বিনা কথং প্রস্থানমুচিতং॥

মধুমঙ্গলঃ। সপরিহাসং। ভো ইদং কৃখু অম্মাণং গুরুঅং ভাঅধেয়ং জং ইমাহিং মোহিনীহিং তুমং চোরিঅ ণ সঙ্গোবিদোসি। তা চিট্‌ঠদু বরাগী মুরলিআ অত্তাণং

মধু। বয়স্য মারুত বাচালীকৃত মুখী তব বংশীব বৃদ্ধা প্রাপ্তা। তদত্র কিং বিলম্বসে।

মধু। স্বয়মেব জানাসি কুত্রেতি। ভো ইদং খলু অস্মাকং গরিষ্ঠং ভাগধেয়ং। যদেতাভি মোহিনীভিঃ ত্বং চোরয়িত্বা ন সংগোপিতোসি তত্তিষ্ঠতু বরাকী মুরলিকা আত্মানং গৃহীত্বা পলায়ামঃ॥ ৬০॥

বংশীর ন্যায় বৃদ্ধা মুখরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তবে আর এখানে বিলম্ব করিতেছ কেন ?॥

কৃষ্ণ। সখে! আমার বংশী কোথায় ?॥

মধুমঙ্গল। কোথা আছে তা তুমিই জান॥

কৃষ্ণ। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি শ্রীরাধাই হরণ করিয়াছেন, তবে মুরলী ব্যতিরেকে কি প্রকারে গমন উচিত হয়॥

মধুমঙ্গল। সখে! এ আমাদের পরম ভাগ্য, যে হেতু এই মোহিনীগণ তোমাকে চুরি করিয়া কখনই গোপন রাখিতে পারিবে না, তবে বরাকী বংশী থাকুক, আমরা আপনা

ঘেত্তূণ পলাআম্ম ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং রে বাচাট তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি পরিক্রম্য ॥ ৬০ ॥

সুন্দরি বিন্দুচ্যুতকে তব নৈপুণ্যং বভূব পুণ্যেন।

শশিমুখি বশীকৃতাভূদ্বংশী মম যত্ত্বয়া ত্বরয়া ॥

রাধিকা। সভ্রূভঙ্গং। মুঞ্চেহি ণং ভঙ্গীএ কলঙ্কারোবণং

কা জাণাদি তুহ্ম বংসিঅং ॥ ৬১ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

ন কাচিদ্গোপীনাং ভবতি পরবিত্ত প্রণয়িনী

বিন্দুচ্যুতকে অলঙ্কার বিশেষে তব নৈপুণ্যং অভ্যাসঃ। বংশী বশীকৃতা অপনীতা। পক্ষে বিন্দু বিশিষ্টা বংশী বিন্দুঃ লুপ্তা বশীকৃতা ইতি বিন্দুচ্যুতকালঙ্কারঃ।

রাধি মুঞ্চ ভঙ্গ্যা কলঙ্কারোপণং কা জানাতি তব বংশীকাং ॥ ৬১ ॥

লইয়া পলায়ন করি ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) অরে বাচাল! থাক্ থাক্। (এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া) ॥ ৬০ ॥

সুন্দরি! পুণ্য বলেই বিন্দুচ্যুত অলঙ্কার বিশেষে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। হে শশিমুখি! তুমি আমার বংশীকে বশীভূত করিয়াছ ॥

শ্রীরাধা। (ভ্রূ ভঙ্গের সহিত) ভঙ্গী দ্বারা কলঙ্কারোপণ পরিত্যাগ কর, কে জানে তোমার বংশী কোথায় ॥ ৬১ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ! গোপীদিগের মধ্যে কখন কেহ পরবিত্ত হরণ করে নাই, আমরা সতী স্ত্রী

সতীনামস্মাকং ন বদ পরিবাদং নন্বু মুধা।

ইত্যর্দ্ধোক্তে ॥

কৃষ্ণঃ। সখি ললিতে প্রসীদ প্রসীদ দর্শয় সখ্যো দাক্ষিণ্যং ॥

ললিতা। অলং জল্পৈরেভি ব্রজ নিজ নিকেতং দ্রুতমিতো বয়ং কিং সংবৃত্তা স্তব কিতব বেণোঃ প্রতিভুবঃ ॥ ৬২ ॥

রাধিকা। বুদ্ধামাসাদ্য অজ্জে দিট্ঠং তুএ অত্তণ ণত্তুণো চরিত্তং জং এসো অম্মাণং চোরিআ পরিবাদং দেদি ॥

মুখরা। সসংরম্ভং। রে কহ্নুড় সব্বং মএ বিণ্ণাদং জং

সখ্যো ময়ি কিতব ধূর্ত্ত প্রতিভুবো নগ্নকাঃ ॥ ৬২ ॥

রাধি আর্য্যে দৃষ্টং ত্বয়া আত্মনঃ নপ্তুশ্চরিত্রং। যদেষ অস্মাকং চোরিকা পরিবাদং দদাতি। মুখরে কৃষ্ণ সত্যং ময়া বিজ্ঞাতং যন্নপ্ত্রীং মম বিড়ম্বিতুং

আমাদিগকে মিথ্যাপবাদ প্রদান করিও না। (এই অর্দ্ধোক্তির পর) ॥

কৃষ্ণ। সখি ললিতে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, বন্ধুজনে সরলতা প্রদর্শন কর ॥

ললিতা। আর বৃথা কথার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এখান হইতে নিজ গৃহে গমন কর, হে ধূর্ত্ত! আমরা কি তোমার বেণুর প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন হইয়াছি না কি! ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাধা। (বৃদ্ধার নিকট গমন করিয়া) বৃদ্ধে! আপনার নপ্তার অর্থাৎ নাতির চরিত্র দেখিলেন ত? এ আমাদিগকে চৌরাপবাদ প্রদান করিল ॥

মুখরা। (সক্রোধে) অরে কৃষ্ণ! আমি সত্যই জানিলাম, তুমি

নত্তিঅং মহ তুমং বিড়ম্বেদুং লদ্ধোসি ॥

মধুমঙ্গলঃ। অই নিট্‌ঠুর সংসিণি ণিব্বংসিঅং হরিঅ তুজ্ঝ ণত্তিণী তুমং দুগ্‌গং লদ্ধা ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে মুখরে সত্যমাহ বয়স্যঃ।

মুখরা। অই রাহি অবি কিং সুব্বং এদং।

রাধিকা। অজ্জ বুন্দাবণে ইন্ধণাণাং কিং মহগ্‌ঘদা জাদা জং হত্থমেত্তা বংস কট্‌ঠিআ অম্হেহিং হরিদব্বা।

লদ্ধোসি।

মধু অয়ি নিষ্ঠুর শংসিনি মিথ্যা ভাবিণি নির্ব্বংশিকে বংশিকাং হৃত্বা তব নপ্ত্রী ত্বাং দুর্গং লব্ধা ॥ ৬৩ ॥

মুখ অয়ি রাধে অপি কিং সত্যমিদং।

রাধি আর্য্যে বৃন্দাবনে ইন্ধনানাং মহার্ঘতা জাতা যৎ হস্তমাত্রা বংশী কাষ্ঠিকামস্মাভির্হর্ত্তব্যা।

আমার নপ্ত্রীকে (নাতিনীকে) বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছ ॥

মধুমঙ্গল। অয়ি নিষ্ঠুর ভাষিণি, নির্ব্বংশিকে! তোমার নপ্ত্রীই (নাতিনীই) বংশী চুরি করিয়া দুর্গরূপ তোমাতে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরে! বয়স্য সত্য বলিয়াছে ॥

মুখরা। অয়ি রাধে! একি সত্য বটে? ॥

শ্রীরাধা। আর্য্যে! বৃন্দাবনে কি কাষ্ঠ দুর্মূল্য হইয়াছে, যে আমরা হস্ত মাত্র কাষ্ঠ বংশী অপহরণ করিব ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা হন্ত পীতে প্রচণ্ডদেবি যদি বেণুং নজহর্থ ততঃ কথং তদ্বার্ত্তায়াং স্মিত কুট্মলোল্লাসাদুৎফুল্ল কপোলা দোলায়িত দৃগন্তাসি।

মুখরা। সাক্রোশং। চঞ্চল অহিমণ্ণুণো সধম্মিণী তুজ্ঝ বন্দণিজ্জা তহবি পরিহসিজ্জই ॥ ৬৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। মুহরে এসো জণ্ণোপবীদস্স সবামি দিট্ঠং মএ পুহবী বিলগ্গসেহরেণ অজ্জ রাহিআ বন্দিতাপি অব-

---

মুখ চঞ্চল অভিমন্যোঃ সহধর্ম্মিণী পত্নী তব বন্দনীয়া বন্দনযোগ্যা। ব্রজেশ্বরী মাতুল পুত্র ভার্য্যাত্বেন মাতুলানী সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। তদপি পরিহস্যসে ॥ ৬৪ ॥

মধু মুখরে এষ যজ্ঞোপবীতায় শপামি। দৃষ্টং ময়া পৃথিবী বিলগ্ন শেখরেণ অদ্য রাধিকা বন্দিতা প্রিয়বয়স্তেন।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহো ! গৌরাঙ্গি প্রচণ্ডদেবি ! যদি বেণুই না হরণ করিয়া থাকিবা তবে কেন মুরলীর কথায় ঈষৎ হাস্য নিবন্ধন তোমার কপোল দেশ উৎফুল্ল ও লোচনাঞ্চল দোলায়িত হইতেছে ॥

মুখরা। (আক্রোশের সহিত) চঞ্চল ! অভিমন্যু পত্নী তোমার বন্দন যোগ্যা অর্থাৎ ব্রজেশ্বরীর মাতুল পুত্র ভার্য্যা প্রযুক্ত তোমার মাতুলানী হয়, তবে কেন তুমি ইহার সহিত পরিহাস করিতেছ ॥ ৬৪ ॥

মধুমঙ্গল। মুখরে ! এই যজ্ঞোপবীতের শপথ, আজ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রিয়বয়স্য ভূমিসংলগ্ন মস্তকে শ্রীরাধাকে

অস্সেণ ॥

মুখরা। সানন্দং তদো ইমস্স ধম্মো বড্ঢিস্সদি ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বে। স্মিতং কুর্ব্বন্তি।

মুখরা। কহ্ণড় ইমিণা তুজ্ঝ চাবলেণ খিজ্জিস্সদি বল্লইন্দো। ণন্দো তা গচ্ছুঅ গোমণ্ডলং সম্ভালেহি।

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে বিনা বেণুং বিপ্রকৃষ্টায়া ধবলাবলেরাকৃষ্টি দুর্ঘটা।

ললিতা। কহ্ণ অবলা বলিণোত্তি কীস উজ্জুঅং ণ কধেসি।

মুখ ততোঽস্য ধর্ম্মো বর্দ্ধিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

মুখ কৃষ্ণ অনেন তব চাপলেন খিদ্যস্ততি খেদং প্রাপ্নোতি বল্লবেন্দ্রো নন্দঃ তদগত্বা গোমণ্ডলং সম্ভালয়।

ললি কৃষ্ণ অবলাবলেরিতি কস্মাৎ ঋজুং ন কথয়সি।

প্রণাম করিয়াছেন।

মুখরা। (আনন্দের সহিত) তবে ইহার ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে ॥৬৫

সকলে। হাস্য করিতে লাগিলেন ॥

মুখরা। কৃষ্ণ! তোমার এই চাপল্যে গোপরাজ নন্দ দুঃখিত হইবেন, অতএব তুমি গিয়া গো সকল রক্ষা কর ॥

কৃষ্ণ। আর্য্যে! বেণু ব্যতিরেকে ইতস্ততঃ পলায়িত ধবলা সকলের আকর্ষণ দুর্ঘট ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! অবলা সকলের এই সরল কথা না বলিতেছ কেন? ॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে বৃদ্ধয়াদ্য সবলা যূয়ং ততঃ কথমিদং কথয়িষ্যামি।

মুখরা। সরোষং সংস্কৃতেন।

নবীনাগ্রে নপ্ত্রী চটুল নহি ধর্ম্মাত্তব ভয়ং
নমে দৃষ্টির্মধ্যে দিনমপি জরত্যাঃ পটুরিয়ং।
অলিন্দাত্ত্বং নন্দাত্মজ ন যদি রে যাসি তরসা
তদাহং নির্দ্দোষা পথি কিয়তি হংহো মধুপুরী॥

মধুমঙ্গলঃ। সরোষং। দুম্মুহি বুড্‌ঢিএ তুজ্‌ঝ কংসাদো

মধ্যে দিনং দিনস্ত মধ্যেপি। পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেতি সমাসঃ। কিয়তি পথি নিকটে এবেতি ভাবঃ। তেন মথুরাং গত্বা সর্ব্বং কংসায় নিবেদ্য শাস্তিং কারয়ামীতি ভীষয়তি।

মধু দুর্ম্মুখি বৃদ্ধে তব কংসতঃ কিং ভয়ং বিভীমঃ যন্মধুপুরং আসন্নং কথয়সি।

কৃষ্ণ। ললিতে! আজ তোমরা মুখরার সহিত সবলা অর্থাৎ বলিষ্ঠা, তবে তোমাদিগকে কিরূপে অবলা বলিব॥

মুখরা। (সক্রোধে সংস্কৃত ভাষায়) হে চঞ্চল! আমার অগ্রে নবীন নপ্ত্রী (নাতিনী) তোমার ধর্ম্ম ভয় নাই, আমি বৃদ্ধা, মধ্যদিনেও আমার চক্ষুতে ভাল রূপে দৃষ্টি হয় না, অতএব হে নন্দপুত্র! তুমি যদি আমার অলিন্দ অর্থাৎ ছাঁইচ হইতে শীঘ্র না যাও তবে আমিত নির্দ্দোষা, অহো মধুপুরীর পথই বা কত দূর অর্থাৎ কংসরাজকে সমুদায় নিবেদন করিয়া তোমার শাস্তি করাইব॥

মধুমঙ্গল। দুর্ম্মখি বৃদ্ধে! আমরা কি তোমার কংসরাজের

কিং অম্হে ভাএম্হ জং মহুপুরং আসন্নং কহেসি ।

মুখরা। সব্যাজং। অরে চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ এসাহং ণত্তিণিঅং ঘেত্তূণ রাঅসহং পত্থিদোম্হি। ইতি রাধাদিভিরনুগম্যমানা নিষ্ক্রান্তাঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে সমাগচ্ছ কালিন্দী কচ্ছমুপেত্য গবামুদ্দেশং করবাবেতি। পরিক্রম্য বলিত গ্রীবং পশ্যন্ সোচ্ছ্বাসং।
মুদ্রাং ধৈর্য্যময়ীং ক্ষণং বিতনুতে তারুণ্য লক্ষ্মীং ক্ষণং সোপেক্ষাঃ ক্ষণমানোতি ভণতীরৌৎসুক্যভাজঃ ক্ষণং ॥ শুদ্ধাং দৃষ্টিমিতঃ ক্ষণং প্রণয়তি প্রেঙ্খৎ কটাক্ষাং ক্ষণং রোষেণ প্রণয়েণ চাকুলিতধী রাধা দ্বিধা ভিদ্যতে ॥

মুখ তিষ্ঠ তিষ্ঠ এষাহং নপ্‌ত্রীং গৃহীত্বা রাজসভাং প্রস্থিতাস্মি ॥ ৬৬ ॥

ভয়ে ভীত, যে নিকটবর্ত্তি মথুরা বলিতেছ ? ॥

মুখরা। (ছল পূর্ব্বক) অহে! থাক থাক, নপ্‌ত্রীকে লইয়া এই আমি রাজ সভায় চলিলাম, (এই বলিয়া শ্রীরাধাদির সহিত প্রস্থান) ॥

কৃষ্ণ। সখে! আইস, আমরা কালিন্দী কুলে গো সকল অন্বেষণ করি। (এই বলিয়া পশ্চাৎদিকে গ্রীবা বক্র করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) অহো! শ্রীরাধা ক্ষণকাল ধৈর্য্যময়ী মুদ্রা, ক্ষণকাল বা তারুণ্য লক্ষ্মী, ক্ষণকাল উপেক্ষা, ক্ষণকাল বা ঔৎসুক্য বচন, ক্ষণকাল বিশুদ্ধ দৃষ্টি এবং ক্ষণকাল বা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোষ ও প্রণয় বশত আকুলিত বুদ্ধিতে দ্বিধা হইতেছেন ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে বেণুহরণ নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ *

॥ * ॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ-মাধব নাটকে বেণুহরণ নাম চতুর্থ অঙ্ক ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসী। স্নেহং শোককৃষাণো বিনোদ সদনং সদেতি নাতথ্যং। স্নিগ্ধাদ্য রাধিকায়াং যদহং তেনাশু দগ্ধাস্মি।
পুরোঽবলোক্য কেয়ং মধুমঙ্গলসঙ্গিনী বর্ত্ততে।
পুন র্নির্ভাল্য ॥
অজনিত শাসনভঙ্গা স্থিরজঙ্গম মণ্ডলৈঃ স্ববনে।

বৈশাখ পূর্ণিমাতঃ পঞ্চম্যাঃ তিথেঃ প্রাতস্তনী মান বেণু হরণাদি লীলাং বর্ণয়িত্বা ইদানীং তদ্দিনস্যৈবাপরাহ্ন পর্য্যন্তং বৃদ্ধা প্রতারণ মানভঞ্জন বন বিহরণাদি লীলাং প্রকাশয়িতুং পঞ্চম মঙ্কমারভতে। ততঃ প্রবিশতীত্যাদিনা। স্নেহঃ প্রেম তিলাদি রসশ্চ কৃশানুরগ্নিঃ ॥ ১ ॥

বৈশাখী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথির প্রাতঃ কালীন মান ও বেণু হরণাদি লীলা বর্ণন করিয়া ঐ দিবসেরই অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধা প্রতারণা, মান ভঞ্জন ও বন বিহারাদি লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পঞ্চমাঙ্ক আরম্ভ হইতেছে ॥

(অনন্তর পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। স্নেহ সর্ব্বদাই শোকাগ্নির বিলাস স্থান, এ কথা মিথ্যা নহে, যে হেতু আমি শ্রীরাধাতে স্নেহ করিয়া আজ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) মধুমঙ্গল সঙ্গিনী এ কে আমার দিকে আসিতেছে। (পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া) বৃন্দাবন মধ্যে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি কেহই যাহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, এবং যে, সকল প্রাণির শব্দ বুঝিতে পারে সেই বৃন্দা

নিখিল প্রাণেরুতজ্ঞা বিন্দতি পুরতঃ কথং বৃন্দা ॥

প্রবিশ্য বৃন্দা মধুমঙ্গলশ্চ। অম্ব বন্দে ॥

পৌর্ণমাসী। স্বস্তি যুবাভ্যাং।

বৃন্দা। ভগবতি কথং শোচন্ত্যসি ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে বিদগ্ধ পুঙ্গবস্থ সঙ্গম লক্ষ্মাণি রাধিকায়া মভিলক্ষ্য মন্যুমানভিমন্যুঃ সম্প্রতি মধুপুর্য্যাং সকুটম্ব বস্তুমুৎকণ্ঠতে ॥ ১ ॥

তত্রাপি তদম্বা তদীর্ষা জম্বালাবলী জৃম্ভায়াং কাদম্বিনী

তদম্বা জটিলা তস্যাং রাধায়াং যা ঈর্ষা সম্ভোগ চিহ্নাদি দর্শনেন অক্ষান্তিঃ সৈব জম্বালাবলী পঙ্ক সমূহঃ তস্য জৃম্ভায়াং আবির্ভাব নিমিত্তে কাদম্বিনীভাবং মেঘমালাত্বং আলম্ব্য রাধৈব হংসী তামুদ্বেজয়তি ॥ ২ ॥

কেন আজ আমার অগ্রে আসিতেছে ॥

বৃন্দা ও মধুমঙ্গল। (প্রবেশ পূর্ব্বক) মাতঃ! বন্দনা করি।

পৌর্ণমাসী। তোমাদের মঙ্গল হউক,

বৃন্দা। ভগবতি! আপনি কেন শোকাকুল হইয়াছেন ?।

পৌর্ণমাসী। বাছা! শ্রীরাধায় রসিক নাগরের সঙ্গম চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া. ক্রোধ পরায়ণ অভিমন্যু সম্প্রতি সকুটম্বে মধুপুরীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ॥ ১ ॥

তাহাতে আবার তাহার মাতা জটিলা কৃষ্ণসম্ভোগ জনিত চিহ্নাদি দর্শনে ঈর্ষা রূপ পঙ্কে মেঘমালা ভাব অবলম্বন করিয়া রাধা নাম্নী হংসীকে উদ্বেগ প্রদান করি-

ভাব মালম্ব্য রাধামরালীমুদ্বেজয়তি। তেনাদ্য শোচামি।

বৃন্দা। পৌর্ণমাসী শুভাশীশ্চন্দ্রিকৈব বিঘ্নান্ধকার সংহারিণী ॥ ২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অজ্জে কহং তুজ্‌ঝ রাহোবরি বরিট্‌ঠং পেম্মং।

পৌর্ণমাসী। বৎস সত্যমপি ভূরিণি প্রেমোদয় কারণে তস্যামনন্যাপেক্ষি মমেদং প্রেম।

বৃন্দা। যুক্তমিদং। যতঃ।

জগতি কিল বিচিত্রে কুত্রচিন্নিশ্চলাত্মা

ভবতি নিরভিসন্ধিঃ কস্যচিৎ প্রেমবন্ধঃ।

মধু আর্য্যে কথং তব রাধোপরি বরিষ্ঠং প্রেম। নিরভিসন্ধিঃ উপাধি শূন্যঃ কুম্ভজে সমুদীর্ণে অগস্ত্যে উদয়তি সতি খঞ্জন সমূহো বিলসতি। তথা হুস্তং গতবতি নাশমদর্শনং ॥ ৩ ॥

তেছে, সেই কারণে শোক করিতেছি॥

বৃন্দা। পৌর্মাসীর শুভাশীর্ব্বাদ চন্দ্রিকাই বিঘ্নান্ধকার সংহার করিবে॥ ২ ॥

মধুঙ্গল। আর্য্যে! কি প্রকারে শ্রীরাধার প্রতি আপনার এরূপ গুরুতর প্রেম॥

পৌর্ণমাসী। বাছা! সত্যই শ্রীরাধার প্রতি প্রেমের বহুতর কারণ থাকিলেও, তাঁহার প্রতি আমার এ অনন্যাপেক্ষি প্রেম॥

বৃন্দা। ইহা উপযুক্ত বটে। কেন না এই বিচিত্র জগতে কোন বিষয়ে কাহারও অভিসন্ধিশূন্য নিশ্চল প্রেম হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অগস্ত্য উদয় হইলে

বিলসতি সমুদীর্ণে কুম্ভজে খঞ্জনালী
কলিত বতি তথাস্তং হন্ত নাশং প্রযাতি ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। কেরিসং ণিরহিসন্ধিণো পেম্মস্স চিহ্নং।

পৌর্ণমাসী। স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তেব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস শ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

মধুমঙ্গলঃ। এব্বং রূপং কৃখু দোণ্ণং রাহামাহবাণং পেম্মং।

মধু কীদৃশং নিরভিসন্ধেঃ প্রেমস্য লক্ষণং। দোষেণ ক্ষয়িতামিতি কমপি গুণাদিকমুপাধিমালম্ব্য জায়তে চেৎ তদা দোষ দর্শনে ন ক্ষীণো ভবতি গুণদর্শনে ন বৃদ্ধো ভবতি। নিরুপাধিস্তু দোষ গুণো নাপেক্ষতে। যথা অজ্ঞানিনঃ স্বদেহে প্রেম।

মধু এবং রূপং খলু দ্বয়োঃ রাধা মাধবয়োঃ প্রেম ॥ ৪ ॥

খঞ্জন পক্ষী সকল সর্ব্বত্র বিরাজ করে এবং অগস্ত্য অস্ত হইলে সেই খঞ্জন সকলও পুনরায় অদর্শন হয়, তদ্রূপ ॥ ৩

মধুমঙ্গল। নিরভিসন্ধি প্রেমের লক্ষণ কি প্রকার ?।

পৌর্ণমাসী। যাহাতে প্রশংসা করিলে ঐ প্রশংসা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া মনো বেদনা উৎপাদন করে এবং যাহাতে নিন্দা করিলে ঐ নিন্দাও পরিহাস রূপে পরিনত হইয়া মনের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, অপর দোষে যাহার অল্পতা ও গুণে যাহার অধিকতা হয় না, তাহাকেই নৈসর্গিক প্রেম কহে ॥

মধুমঙ্গল। নিশ্চয় রাধা মাধবের এই প্রকারই প্রেম ॥

পৌর্ণমাসী। বৎস কিমুচ্যতে। মাধুর্য্য সংসর্গিণো নৈসর্গিকস্তু পরস্পর বল্লভানাং বিদগ্ধ মিথুনানাং প্রেম শৃঙ্খলা বন্ধনস্য পরমোৎকর্ষ রেখায়াং দৃষ্টান্তঃ কিল রাধামাধবয়ো র্ভাবামৃত ভূমা ॥ ৪ ॥

বৃন্দা। ভগবতি শ্রূয়তাং ॥

যষ্টিং বষ্টি ন পাণিনা কলয়িতুং শৃঙ্গেণ সংজ্ঞার্থিতাং
ধত্তে ধাতুভিরঙ্গমণ্ডনময়ীং নাঙ্গীকরোতি ক্রিয়াং।
পর্ণং বাদয়তে ন ঘূর্ণিতমনা স্তীরে কৃতাস্তস্বস্তঃ
কিন্তু ক্লাম্যতি মুক্তবিভ্রমগুণগ্রামোদ্য দামোদরঃ ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী। সখেদং কথমিদং ॥

যষ্টিং পাণিনা কলয়িতুং বষ্টি ন কাময়তে শৃঙ্গে সংজ্ঞার্থিতাং ন ধত্তে ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী। বাছা! কি বলিব, পরস্পর বল্লভ রসিক মিথুন সকলের মাধুর্য্য সংসর্গি নৈসর্গিক প্রেম শৃঙ্খল বন্ধনের পরম উৎকর্ষ পক্ষে রাধা মাধবের ভাবামৃত রাশিই দৃষ্টান্ত স্থল ॥ ৪ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! শ্রবণ করুন। আজ দামোদর হস্ত দ্বারা যষ্টি ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা কাহাকেও সঙ্কেত করিতেছেন না, গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা অঙ্গ ভূষণ ময়ী ক্রিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন না এবং ঘূর্ণিত মনে পত্রও বাদ্য করিতেছেন না, অধিক কি বলিব তিনি যমুনাতীরে বিলাস শূন্য হইয়া কেবল মাত্র ক্লান্ত হইতেছেন ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী। (খেদের সহিত) এ রূপ হইল কেন? ॥

মধুমঙ্গলঃ। ললিতা কোড়িল্লেণ।

পৌর্ণমাসী। নূনং ললিতয়া হঠাদনুবর্ত্ত্যমানা বর্ত্ততে রাধিকা॥

বৃন্দা। অথ কিং।

পৌর্ণমাসী। ন জানে ক্ব খল্বদ্য ললিতাদয়ঃ।

বৃন্দা। তাসামুদ্দেশায় ময়া সুবলং প্রেষিতোঽস্তি॥

প্রবিশ্য সুবলঃ। অজ্জে বন্দেমি॥

পৌর্ণমাসী। সুবল ক্ব দৃষ্টা রাধাদয়ঃ।

সুবলঃ। মুহরা ঘরোবান্ত বট্টিণো রসালস্য মূলে।

পৌর্ণমাসী। বৎস মধুমঙ্গল তূর্ণমনুসৃত্য রাধিকামভিসারয়ন্ত্যস্মি তদেতয়া সূক্তিশ্চন্দ্রিকয়া ত্বমানন্দয় মুকুন্দং॥

ললিতা কৌটিল্যেন। সুব আর্য্যে বন্দামি। মুখরা গৃহোপান্ত বর্ত্তিনঃ রসালস্ত মূলে।

মধুমঙ্গল। ললিতার কুটিলতায়॥

পৌর্ণমাসী। নিশ্চয় শ্রীরাধা ললিতার ছলনায় পড়িয়াছেন।

বৃন্দা। তাহাই বটে।

পৌর্ণমাসী। আজ ললিতাদি কোথায় তাহা ত জানিনা।

বৃন্দা। আমি তাহাদের উদ্দেশের নিমিত্ত সুবলকে প্রেরণ করিয়াছি॥

সুবল। (প্রবেশ পূর্ব্বক) আর্য্যে! প্রণাম করি।

পৌর্ণমাসী। সুবল! শ্রীরাধা প্রভৃতিকে কোথায় দেখিয়াছ?।

সুবল। মুখরার গৃহ সমীপ বর্ত্তি আম্র মূলে।

পৌর্ণমাসী। আমি শীঘ্র গিয়া শ্রীরাধাকে অভিসার করাই, তুমি এই সুমিষ্ট বাক্য চন্দ্রিকা দ্বারা মুকুন্দকে আনন্দিত

মধুমঙ্গলঃ। সহর্ষং নিষ্ক্রান্তঃ।

বৃন্দা। জনান্তিকং। সুবল ময়া সমর্পিতং পদ্যং নাম কিং ত্বয়া বিশাখায়াং সঞ্চারিতং ॥

সুবলঃ। অথ ইং।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে যাবৎ প্রাসাদ্য প্রসাধ্যচ রাধাং সঞ্চারয়ামি তাবদয়ু্বাভ্যাং পুরঃ কদম্ব নিকুঞ্জে বিশ্রাম্যতাং ॥৬

বৃন্দা। সুবলেন সহ নিষ্ক্রান্তা।

পৌর্ণমাসী। পরিক্রম্য কথং ললিতেয়মায়াতি ॥

অথ কিং। প্রসাধ্য অলঙ্কৃত্য ॥ ৬ ॥

কর গা ॥

মধুমঙ্গল। (সহর্ষে) গমন করিলেন ॥

বৃন্দা। (হস্তাবরণ করিয়া) সুবল! আমি যে তোমাকে পদ্যটী সমর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি বিশাখাকে প্রদান করিয়াছ? ॥

সুবল। হাঁ দিয়াছি।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! যাবৎ শ্রীরাধাকে প্রসন্ন এবং অলঙ্কৃত করিয়া এখানে আনয়ন না করি, তাবৎ তোমরা অগ্রবর্ত্তি কদম্ব কুঞ্জে বিশ্রাম করগা ॥ ৬ ॥

বৃন্দা। সুবলের সহিত গমন করিলেন।

পৌর্ণমাসী। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) এ কি ললিতা আসিতেছে?।

প্রবিশ্য ললিতা। ভঅবদি তুহ্ম সআসং গচ্ছন্তী ম্হি।

পৌর্ণমাসী। কিমর্থং।

ললিতা। অজ্জে তিণ্ণা ধূত্তেণ পুণো পুণো অবরঞ্জিদাবি পিয় সহী লাহবং অমণ্ণিঅ সুট্ঠু উক্কণ্ঠেদি তা কিং করিস্সং॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে মুঞ্চ মুধা কালুষ্যং নাপরাধ্যতি মাধবঃ। কিন্তু মধুমঙ্গল প্রমাদিতৈব বঃ খেদায় বভূব॥

ললিতা। স্বগতং। মমাবি এদং ণন্দীমুহীএ কধিদং।

প্রকাশং। অজ্জে পেক্খ এসা রাহী রসালস্স মূলে কম্পন্তী

ললি ভগবতি তব সকাশং গচ্ছন্ত্যস্মি। ললি আর্য্যে তেন ধূর্ত্তেন পুনঃ পুনঃ অব রঞ্জিতা অপমানিতাপি প্রিয়সখী লাঘবং অমত্বা সুষ্ঠু উৎকণ্ঠতে। তৎ কিং করিষ্যামি। ললি মমাপি ইদং নান্দীমুখ্যা কথিতং আর্য্যে পশ্য রসালাস্য মূলে

ললিতা। (প্রবেশ করিয়া) ভগবতি! আপনার নিকটেই যাইতেছি।

পৌর্ণমাসী। কি জন্য ?।

ললিতা। আর্য্যে! প্রিয়সখী রাধা সেই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অপমানিতা হইয়াও স্বীয় লঘুতা স্বীকার না করিয়া আবার তাহার নিমিত্তই উৎকণ্ঠিতা হইতেছেন, তবে আমি কি করিব॥

পৌর্ণমাসী। বৎস! বৃথা মালিন্য পরিত্যাগ কর, মাধব অপরাধি নহেন কিন্তু মধুমঙ্গলের অনবধানতাই তোমাদের খেদের নিমিত্ত হইয়াছে।

ললিতা। (মনে মনে) অমাকে নান্দীমুখীও এ কথা বলিয়াছেন। (প্রকাশ পূর্ব্বক) আর্য্যে! দেখুন দেখুন আম্র

কিম্পি জপ্পদি ।

ততঃ প্রবিশতি রাধা সানুতাপং সংস্কৃতেন ॥ ৭ ॥

কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তি রচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
মল্লীদাম নিকাম পথ্য বচসে সখ্যৈ রুষঃ কল্পিতাঃ ।
ক্ষৌণীলগ্ন শিখণ্ড শেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে ॥

কম্পতী এষা রাধিকা কিমপি জল্পতি ॥ ৭ ॥

অভ্যর্থয়ন্নিতি অর্থ যাচন ইত্যস্যাত্মনে পদিত্বেহপি পরস্মৈ পদঃ। দন্দহ্যতে অতিশয়েন দহ্যতে ॥ ৮ ॥

মূলে শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে কি বলিতেছেন ।

(অনন্তর শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা । (অনুতাপের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭ ॥

(এই স্থানে কলহান্তরিতা *)

হায় ! আমি প্রিয়োক্তি সকল কর্ণে করি নাই, মল্লিকা মালাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, সখীগণ আমাকে ভাল কথা বলিলেও আমি তাহার প্রতি কোপ করিয়াছি। অধিক কি শিখণ্ডশেখর কৃষ্ণ ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই, অতএব সেই সকল কারণেই আজ আমার অন্তঃকরণ খদিরাঙ্গারে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছে ॥

---

* যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহা যায়। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার চেষ্টা ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি প্রচ্ছন্নমুপস্থৃত্য শৃণুবঃ প্রেম বিলাস মিত্যুভে তথা স্থিতে ॥

রাধিকা। সচাপলং পুনঃ সংস্কৃতেন ॥ ৮ ॥

যথা রাগ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়বাণী, অমৃত দমনী, না কৈল শ্রবণ অন্তে। এবে পিক কল, শবদে জারিল, শ্রুতি মন পরমন্তে ॥ হায় হায় কেন বা করিনু মান। নবীন পিরিতি, নিরসলুঁ অতি, তাপিত করিলু প্রাণ ॥ ধ্রু ॥ সে কর কমল, রচিত বিমল, উপেখলুঁ মল্লিমালা। সহচরী গণ, সহিত বচন, অহিত সমান ভেলা ॥ সে হরি শিখণ্ড, শেখর অখণ্ড ধরণী লোটাইয়া কত। মিনতি করিল, তাহা না দেখিল, এ মোর নয়ান পথ ॥ খদির অঙ্গার, ধরি নিজ কর, আপন হৃদয়ে দিলুঁ। এ সব ভাবিতে, ভাবিতে এ রীতে, পুড়িঞা পুড়িঞা মইলু ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! চল আমরা প্রচ্ছন্ন ভাবে গিয়া শ্রীরাধার প্রেম বিলাস শ্রবণ করি।

যথা রাগ।

ভগবতী শুনি, এ সব কাহিনী, ললিতারে কহে পুতা। এখানে তিলেক, কথা পরতেক, শুনি পিরিতের কথা ॥ পুন রাই হিয়া, চপলা হইয়া, কহয়ে মরম বাণী। এ যদু নন্দন, দাস তহি ভণ, ধৈর্য্য করহ প্রাণী ॥

(এই বলিয়া দুইজনে তদ্রূপ অবস্থিত হইলে)

শ্রীরাধা। (চপলতার সহিত পুনরায় সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৮ ॥

ধন্যাস্তা হরিণীদৃশঃ স রমতে যাভির্নবীনো যুবা।

পুনঃ সশঙ্কং। স্বৈরং চাপলমাকলয্য ললিতা মাং হন্ত নিন্দিষ্যতি।

পুনঃ সৌৎসুক্যং॥

গোবিন্দং পরিরব্ধুমিন্দুবদনং হা চিত্তমুৎকণ্ঠতে।

পুনঃ সামর্ষং॥

ধিগ্বামং বিধিমস্তু যেন গরলং মানাভিধং নির্ম্মমে॥

ললিতা। স্বগতং। অদক্খিণে চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ জ্জেব্ব কহ্নং

ধন্যা স্তা ইতি চাপল্যাদীনাং সঞ্চারিভাবানাং শাবল্যং।

ললি অদক্খিণে তিষ্ঠ স্বয়মেব কৃষ্ণং নিরাকৃত্য ভঙ্গ্যা মাং দূষয়সি॥ ৯॥

সেই নবীন যুবা যে সকল হরিণাক্ষীদিগের সহিত বিহার করিতেছে তাহারাই ধন্য॥

(পুনর্ব্বার শঙ্কার সহিত)

হায়! ললিতা যদি চপলতা জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে নিন্দা করিবে॥

(পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত)

হায়! চন্দ্রবদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিতে আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥

(পুনরায় সক্রোধে)

যিনি মানরূপ গরল নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই প্রতিকূলাচারি বিধাতাকে ধিক্॥

ললিতা। (মনে মনে) হে বক্রে! থাক থাক, স্বয়ং কৃষ্ণকে

নিরাকদুঅ ভঙ্গীএ মং দূসাসি ॥ ৯ ॥

রাধিকা। ভৃঙ্গীমবেক্ষ্য সংস্কৃতেন।

ক্রমিরপি নমিতাত্মা হন্ত বৃন্দাবনেঽস্মিন্
কলয়তি নিজমৌলৌ বর্হমৌলে র্নিদেশং।
অনুনয়তি মুহুর্মাং নেতুকামা নিলীয়ং
যদমল মধুরোক্তি স্তস্য দৃষ্টিং শঠস্য ॥

পৌর্ণমাসী। সনর্ম্ম স্মিতং। নিখিলমেব বৃন্দাটবী প্রাণিবৃন্দং দূতীভূতমিয়ং মন্যতে মহামানিনী ॥

রাধিকা। প্রেমাবেশং নাটয়ন্তী সচমৎকারং। কধং এসো

রাধি কথং এষ মাং মোট্টিঅং বলাৎকারেণ পরিরব্ধুং আলিঙ্গিতুং উপসন্নঃ কৃষ্ণঃ।

পরিত্যাগ করিয়া ভঙ্গি দ্বারা আমাকে দূষিত করিতেছে ? ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধা। (ভৃঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) এই বৃন্দাবনে কৃমিও নত শরীরে শিখণ্ড শেখরের নিদেশ স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া থাকে, যে হেতু ভৃঙ্গীও মধুরোক্তি দ্বারা সেইশঠের দৃষ্টিপথে লইয়া যাইতে আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিতেছে ! ॥

পৌর্ণমাসী। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই মহামানময়ী শ্রীরাধা বৃন্দাবনস্থ সমস্ত প্রাণিকেই আপনার দূতী করিয়া মানিতেছেন ॥

শ্রীরাধা। (প্রেমাবেশ অভিনয় করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত)

মং মোট্টিঅং পরিরন্ধুং উবসপ্পো কহ্নো ॥

পৌর্ণমাসী। গভীরানুরাগ বিবর্ত্তোয়ং যদস্যাং মাধবস্য বিস্ফুরণং।

রাধিকা। সহুঙ্কারং পরাবৃত্য হন্ত ভো বঙ্ককলাশালি চন্দ্রাঅলী কোড় চিরাসঙ্গ ভঙ্গুর কুরঙ্গ অবেহি অবেহি এসো পরিভবিজ্জসি। ইতি কর্ণোৎপলং ক্ষিপন্তী সংস্কৃতেন ॥

যমুনাতীর কদম্বাঃ সম্প্রতি মম হন্ত সাক্ষিণো যূয়ং।
এষ বলান্মামবলাং গোকুলধূর্ত্তঃ কদর্থয়তি ॥ ১০ ॥

ভো বক্রকলাশালি চন্দ্রাবলী ক্রোড় চিরাসঙ্গ ভঙ্গুর অপেহি অপেহি অপগচ্ছ অপগচ্ছ এষ ত্বং পরিভূয়সে ॥ ১০ ॥

এ কি! কৃষ্ণ যে বল পূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিতে উপস্থিত হইলেন।

পৌর্ণমাসী। এই গভীর অনুরাগের পরাকাষ্ঠা, যে হেতু ইহাঁতে মাধবের স্ফূর্ত্তি দেখিতেছি।

শ্রীরাধা। (হুঙ্কারের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) অহে বক্রকলাশালিন্! তুমি বহুকাল যাবৎ চন্দ্রাবলীর ক্রোড়ে ক্রীড়ামৃগ হইয়া অবস্থিত ছিলা অতএব দূর হও, দূর হও; এই তোমার প্রতি তিরস্কার করিতেছি। (এই বলিয়া কর্ণোৎপল নিক্ষেপ করত সংস্কৃত ভাষায়)

অহে যমুনাতীরস্থ কদম্ব বৃক্ষ সকল! সম্প্রতি তোমরা আমার সাক্ষী থাক, এই গোকুলধূর্ত্ত বলপূর্ব্বক আমি যে অবলা আমাকে কলঙ্কিত করিতেছে ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। ললিতে পরাং কোটিমারূঢ়া রাধিকোৎকণ্ঠা তদিয়ং ত্বরিতমভিসার্য্যতাং।

ললিতা। পরিক্রম্য হলা রাহি এক্কা জ্জেব্ব কিং মন্তেসি।

রাধিকা। ললিতামালোক্য স্বগতং। কথং সচ্চং জ্জেব্ব একম্মি জং কহ্ণো ণ দীসই ॥ ১১ ॥

ইতি সৌৎসুক্যং হলা ললিদে।

পরতণুপবেশ বিজ্জা কধমিহ সামেণ কমিণা পঢিদা।

মহ হিঅএ মাণগ্গী পবিসিঅ ণিব্বারিদো জেণ ॥ ১২ ॥

পরাং কোটিং পরমুৎকর্ষং। ললি সখি রাধিকে এষা এব কিং মন্ত্রয়সি। রাধি কথং সত্যমেব একাস্মি যৎ কৃষ্ণো ন দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

সখি ললিতে পরতনু প্রবেশ বিদ্যা কথমিহ শ্যামেন কামিনা পঠিতা। মম হৃদয়ে মানাগ্নিঃ প্রবিশ্য নির্ব্বাপিতো যেন ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। ললিতে! শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা চরম সীমায় আরোকরিয়াছে অতএব শীঘ্র ইহাঁকে অভিসার করাও ॥

ললিতা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) সখি রাধে! একাকিনী কি মন্ত্রণা করিতেছ ? ॥

শ্রীরাধা। (ললিতাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে) সত্য একাকিনীইত আছি, কৃষ্ণকেত কৈ দেখিতেছি না ॥ ১১ ॥

(এই বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) সখি ললিতে! পরতনু প্রবেশ বিদ্যা কামি শ্যাম কি অধ্যয়ন করিয়াছেন? যে হেতু আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উদ্দীপ্ত মানাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥

প্রবিশ্য বিশাখা। হলা সুঅল হত্থাদো লদ্ধা ইঅং পত্তিআ ॥

ললিতা। গৃহীত্বা বাচয়তি ॥ ১৩ ॥

মেধ্যোঽপি মাধবিকয়া মধুপো যদেষ
ক্ষিপ্তঃ স্বয়ং প্রচলতা নব পল্লবেন।
তস্যাঃ খলু ক্ষিতিরিয়ং সুষমাক্ষয়েণ
নন্দত্ত্বয়ন্তু বিরুবন্নরবিন্দিনীষু ॥ ১৪ ॥

রাধিকা। সবিষাদং সংস্কৃতেন ॥

বিশাখা সখি সুবলহস্তাল্লব্ধোঽয়ং পত্রিকা। বৃন্দয়া প্রেষিতেতি শেষঃ ॥১৩ মেধ্যঃ পবিত্রঃ দোষ রহিতঃ তাং বিনা অন্যত্রাসঞ্চরন্নিতি যাবৎ। নব পল্লবেন কর স্থানীয়েন। নন্দত্যয়মিতি মধুপং বিনা মাধব্যাঃ শোভৈব নভবতি মধুপস্তু মাধবীং বিনাপি অরবিন্দিনীষু পরমানন্দো ভবত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বিশাখা। (প্রবেশ করিয়া) সখি ! সুবলের হস্তে আমি এই পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥

ললিতা। গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

মাধবী স্বয়ং প্রচলিত নব পল্লব-রূপ কর দ্বারা নির্দ্দোষ মধুকরকে দূরীকৃত করিলে, ইহাতে মাধবীরই হানি, যে হেতু ভ্রমর না বসিলে মাধবীর শোভা হয় না, সুতরাং শোভা ক্ষয় হইলে ভ্রমরও তাহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মিনীতে গিয়া আনন্দানুভব করিবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধা। (বিষাদের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে পদ্মাক্ষি !

অজনি বিমুখঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহাক্ষি বিচক্ষণো
ময়ি মধুরিপুর্দোষ শ্রেণীবিহার বনশ্রিয়াং।
অকলিত রসঃ সূচীবিদ্ধো রজঃ প্রসরান্ধধী
ন মধুপ যুবা কিং কেতক্যাং বিরক্তিমুপৈষ্যতি॥
ইতি বৈক্লব্যং নাটয়তি॥ ১৫॥

পৌর্ণমাসী। নহি চন্দ্রেণ চন্দ্রিকায়া মোক্ষঃ কদাপি সম্ভবতি।

বিশাখা। হলা সমস্সস সমস্সস তুহ উক্কণ্ঠিঅং তক্কিঅ

ময়ি কথং ভূতায়াং দোষ শ্রেণীনাং বিহার সম্পত্তি রূপায়াং দোষ শ্রেণ্যো বিহরন্তি অবকাশং লভন্তে ইতি যাবৎ এতদেবার্থান্তরোপন্যাসেনাহ অব কলিত রস ইত্যাদি॥ ১৫॥

বিশাখা সখি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি তব উৎকণ্ঠিতাং তর্ক্য ময়া কৃষ্ণ

আমি দোষ শ্রেণীর বিহার ভূমি স্বরূপ, আমাতে সর্ব্ব রসজ্ঞ মধুরিপু কি বিমুখ হইলেন? সখি! এ তাঁহার উচিত হয় না, দেখ যুবা মধুকর যদিচ কেতকীতে রস প্রাপ্ত না হয় অথচ তাহার কণ্ঠক বিদ্ধ এবং পুষ্পরেণুতে অন্ধ হইয়া পড়ে তথাপি সে ঐ কেতকীতে কি কখন বিরক্তি প্রকাশ করে!॥

(এই বলিয়া ব্যাকুলতা অভিনয় করিলেন)॥ ১৫॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রের সহিত কখন চন্দ্রিকার বিয়োগ সম্ভব হয় না॥

বিশাখা। সখি! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও, তোমাকে উৎক-ণ্ঠিতা মনে করিয়া আমি কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে

মএ কহ্ন পউত্তিং বিণ্ণাতুং ণন্দীমুহী পেসিদত্থি ॥

প্রবিশ্য নান্দীমুখী সংস্কৃতেন।

মৃদুরপি নিসর্গতস্ত্বং কথমার্দ্রে মাধবে কঠোরাসি।

অথবা নব নবনীতপুটী হিমদ্রবে কক্‌খটা প্রেক্ষি ॥ ১৬ ॥

রাধিকা। হলা অবিণাম স্নহং বড্‌ঢদি মাহবো ॥

নান্দীমুখী। সংস্কৃতেন।

ক্ষণমপি ন সুহৃদ্ভি র্নর্ম্মগোষ্ঠীং বিধত্তে

রচয়তি নচ চূড়াং চম্পকানাং চয়েন।

পরমিহ মুরবৈরী যোগীবন্মুক্ত ভোগ

স্তব সখি মুখচন্দ্রং চিন্তয়ন্নির্ব্বৃণোতি ॥

প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নান্দীমুখী প্রেষিতাস্তি। কক্‌খটা কঠিনা ॥ ১৬ ॥

রাধি সখি অপি নাম সুখং বর্ত্ততে মাধবঃ। নির্ব্বৃণোতি সুখং প্রাপ্নোতি।

নান্দীমুখীকে প্রেরণ করিয়াছি ॥

নান্দীমুখী। (প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) রাধে! তুমি স্বভাবতঃ মৃদুলা, তবে কেন আর্দ্র স্বভাব মাধবের প্রতি কঠিনা হইতেতেছ। অথবা তোমার কোন দোষ নাই দেখিয়াছি হিম দ্রবে নবনীত স্বয়ং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধা। সখি! মাধব ত সুখে আছেন? ॥

নান্দীমুখী। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও সুহৃদগণের সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন না এবং চম্পক পুষ্প দ্বারাও চূড়া বন্ধন করিতেছেন না, কেবল যোগির ন্যায় ভোগাশা বিসর্জন দিয়া তোমার মুখচন্দ্র মাত্র চিন্তা করিতে করিতে সুখানুভব করিতেছেন ॥

রাধিকা। বিশাখাং পরিষ্বজ্য সংস্কৃতেন ॥

ভূয়োভূয়ঃ কলি বিলসিতৈঃ সাপরাধাপি রাধা
শ্লাঘ্যেনাহং যদঘরিপুণা বাঢ়মঙ্গীকৃতাস্মি।
তত্র ক্ষামোদরি কিমপরং কারণং বঃ সখীনাং
দত্তামোদাং প্রগুণ করুণামঞ্জরী মন্তরেণ ॥ ১৭ ॥

নেপথ্যে ॥

গর্ব্বোদগ্রাঃ কলমবিকলং তন্বতামন্যপুষ্টা
নিষ্প্রত্যূহং মৃগযুবতয়ঃ শষ্পমাস্বাদয়ন্তু।

কলিবিলসিতৈঃ কলহ বিলাসৈ র্হেতুভিঃ সাপরাধা অতএব রাধ্যতীতি রাধা বো যুষ্মাকং সখীনাং প্রগুণ করুণামন্তরেণ বিনা কিমপরং কারণমস্তি কথভূতাং দত্তামোদাং ॥ ১৭ ॥

গর্ব্বোদগ্রা উচ্চতরাঃ সন্তঃ অন্য পুষ্টাঃ কোকিলাঃ নিষ্প্রত্যূহং নির্ব্বিঘ্নং

শ্রীরাধা। (বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে কৃশোদরি! এই রাধা বারম্বার কলহ লীলা দ্বারা অপরাধ করিলেও শ্লাঘ্যতম অঘরিপু যখন আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তোমরা যে আমোদ প্রদায়িনী সখী তোমাদের প্রচুর করুণা ব্যতিরেকে এ বিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই ॥

(বেশ গৃহে)

অহে মত্ত কোকিলগণ! তোমরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে কুহুরব করিতে প্রবৃত্ত হও, মৃগ নিকর! তোমরাও এখন নির্ব্বিঘ্নে তৃণ ভোজন কর, অহে কুলস্ত্রী সকল! তোমরাও

সীমন্তিন্যো গৃহনয়ময়ীং শীলয়ন্তু প্রণালীং
ধূর্ত্তো বেণু র্বিহরতি করেণাদ্য পীতাম্বরস্য ॥ ১৮ ॥

রাধা। বংশীমুদ্ঘাট্য সোপালম্ভং সংস্কৃতেন ॥

সদ্বংশত স্তবজনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতি র্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরো র্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৯ ॥

বিশাখা। হলা স্তুচ্চরিআ ইঅং বংশী জং মারুদাহিমুহী কিদা সঅং সদ্দাএদি ॥

শষ্পং ঘাসং সীমন্তিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ। গৃহ নীতিময়ীং প্রণালীং শীলয়ন্তু ॥ ১৮ ॥
কস্মাদ্‌গুরোঃ শকাসাদ্দীক্ষা গৃহীতা। কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বা ॥ ১৯ ॥
বিশা সখি আশ্চর্য্যেয়ং বংশী যৎ মারুতাভিমুখীকৃতা স্বয়ং শব্দায়তে ॥

সম্প্রতি গৃহ ধর্ম্মের নীতিময়ী প্রণালী অনুশীলন করিতে থাক, যে হেতু এযাবৎ পীতাম্বরেব করে ধূর্ত্ত বেণু বিহার করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধা। (বংশী উদ্ঘাটন করিয়া তিরস্কারের সহিত) মুরলিকে! তোমার সদ্বংশে জন্ম, তুমি সর্ব্বদা পুরুষোত্তমের করে অবস্থিতি করিয়া থাক এবং তোমার জাতিও সরলা, হায়! তবে কেন তুমি গুরু সমীপে গোপাঙ্গনাগণ বিমোহনকারি বিষম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলা ॥ ১৯ ॥

বিশাখা। সখি! এই বংশীর বড় আশ্চর্য্য গুণ, যে হেতু ইহাকে বায়ু মুখে রাখিলে এ স্বয়ং শব্দ করিতে থাকে ॥

রাধিকা। সহি পরিক্‌খিস্‌সং। ইতি তথা করোতি।

বিশাখা। সুণিজ্জঙ মহুরা কাঅলী॥

ললিতা। সম্বরেহি সম্বরেহি মাস্সুণাদু কহ্ণস্‌স পরিবারো॥

প্রবিশ্য প্রচ্ছন্নং বৃন্দা ভগবতি ন কদাপি বংশী দেয়েতি শ্রুতং ময়া ললিতা দুর্ম্মন্ত্রিতং॥ ২০॥

পৌর্ণমাসী। যুক্তিমায়ত্যাং করিষ্যামি॥

প্রবিশ্য জটিলা। ণূণং ইধ কহ্ণেণ মিলিদং। জং মুবলী বাদিতা। বিলোক্য অম্মো কহং বারিসহাণই হথে

রাধি সখি পরিক্ষিষ্যামি। বিশা শ্রূয়তে মধুরা কাকলী।

ললি সম্বর সম্বর মা শৃণোতু কৃষ্ণস্য পরিবারঃ॥ ২০॥

আয়ত্যামুত্তরকালে উত্তরকালঃ আয়তিরিত্যমরঃ।

জটি নূনমত্র কৃষ্ণেন মিলিতং যন্মুরলী বাদিতা। অহ্ম বিস্ময়ে বার্ষভানবী

শ্রীরাধা। সখি! পরীক্ষা করিব! (এই বলিয়া) বায়ুমুখে ধরিলেন।

বিশাখা। মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে।

ললিতা। সম্বরণ কর, সম্বরণ কর, কৃষ্ণের পরিবারবর্গ যেন শুনিতে না পায়॥

বৃন্দা। (প্রবেশ পূর্ব্বক গোপন ভাবে) ভগবতি। আমি ললিতার এই রূপ দুর্ম্মন্ত্রণা শুনিয়াছি যে, তাহারা কখনই মুরলী প্রদান করিবে না॥ ২০॥

পৌর্ণমাসী। বাছা! যুক্তি পরে করিব॥

জটিলা (প্রবেশ করিয়া) যখন মুরলী বাদ্য হইল, তখন অবশ্যই এখানে কৃষ্ণ অবস্থিতি করিতেছেন॥

কহ্নস্স বংশী তা ণিহ্নুদং গদুঅ ণং গেহ্নিস্সং ইতি সহসো-
পসৃত্য সামর্ষং দুব্বিণীদ গোআল পুত্তিএ মুঞ্চেহি মুর-
লিঅং ইত্যাকৃষ্য গৃহ্নাতি।

ললিতা। অপবার্য্য হদ্ধী হদ্ধী পমাদো পমাদো কধং বুড়্ঢি-
আএ অতক্কিদং মুরলী আঅড়্ঢিদা।

জটিলা। ণং কৃখু ভঅবদীএ পৌণ্ণমাসীএ দংসইস্সং।
জা মজ্ঝ ভণিদং ণ পত্তিআএদি॥

হস্তে কৃষ্ণস্য বংশী। তন্নিহ্নুতং গত্বা এনাং গ্রহিষ্যামি। দুর্ব্বিনীতি গোপাল
পুত্রিকে মুঞ্চ মুরলিকাং।

ললি হা ধিক্ হা ধিক্ প্রমাদঃ প্রমাদঃ কথং বৃদ্ধয়া অতর্কিতং মুরলী আক-
র্ষিতা। জটিলা এনাং ভগবত্যা পৌর্ণমাস্যাঃ দর্শয়িষ্যামি যা মম ভণিতং ন
প্রত্যেতি॥

(দৃষ্টিপাত করিয়া) ও মা! এ কি, বৃষভানুকুমারীর হস্তে
যে কৃষ্ণের মুরলী দেখিতেছি, তবে গিয়া মুরলী কাড়িয়া
লই। (এই বলিয়া সহসা গমন করত ক্রোধের সহিত)
অরে দুর্ব্বিনীত গোপপুত্রিকে! মুরলী, ছাড়, (এই
বলিয়া কাড়িয়া লইল)॥

ললিতা (আবরণ করিয়া) হা কষ্ট, হা কষ্ট, কি প্রমাদ!
কেমন করে গোপন ভাবে জটিলা আসিয়া মুরলী কাড়িয়া
লইল॥

জটিলা। ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই মুরলী দেখাইব, তিনি
আমার কথায় প্রত্যয় করেন না।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে গহনং কষ্টমাপতিতং। পশ্য জটিলা মন্মোটজ দিশং প্রযাতি ॥

বৃন্দা। ভগবতি মা চিন্তয়। ক্ষিপ্রমসৌ মুরলীং লুণ্টয়ামীতি নিষ্ক্রান্তা ॥

ললিতা। সভয়মনুসৃত্য অজ্জে কীস অলিঅং সঙ্কসি জং এসা কালিন্দী কুলম্মি অম্মেহিং লদ্ধা ॥ ২১ ॥

জটিলা। সরোষং চপলে তুম্মন্তিণি চিট্ঠ চিট্ট।

প্রবিশ্য সুবলঃ। অজ্জে জডিলে পেক্খ দহিলম্পডা মক্কডী

ললিতা আর্য্যে কথং অলীকং শঙ্কসে। যদেষা কালিন্দী কূলে অস্মাভি র্লব্ধা ॥ ২১ ॥

জটি চপলে দুর্ম্মন্ত্রিণি তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

সুবলঃ আর্য্যে জটিলে পশ্য পশ্য দধিলম্পটা মর্কটী তব গৃহং প্রবিশতি।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে! মহাকষ্ট উপস্থিত, ঐ দেখ জটিলা আমার পত্র কুটীরের দিকে যাইতেছে ॥

বৃন্দা। ভগবতি! চিন্তা করিবেন না, শীঘ্র আমি মুরলী কাড়িয়া আনিতেছি ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)

ললিতা (সভয়ে জটিলার নিকটে গিয়া) আর্য্যে! আপনি বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আমরা এই মুরলী কালিন্দীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২১ ॥

জটিলা। (সক্রোধে) চপলে দুর্ম্মন্ত্রিণি! থাক থাক ॥

সুবল। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্যে জটিলে! দেখুন দেখুন,

তুজ্ঝ ঘরং পবিসই।

জটিলা। সাচি গ্রীবমবলোক্য সুঅল সচ্চং কহেসি মক্খণ চোরিণী এসা মক্কডী ইতি পরাবৃত্য ধাবন্তী নিষ্ক্রান্তা ॥

পৌর্ণমাসী। নূনং বৃন্দয়া প্রতারিতাস্তি কক্খটী নাম অরম্মর্কটীয়ং ॥ ২২ ॥

সুবলঃ। ণান্দীমুহি পেক্খ পেক্খ পক্খিত্তেণ বেণুণা মূঢ় জড়িলাএ মক্কডী তাড়ীদা।

পৌর্ণমাসী। সহর্ষং। দিষ্ট্যা মুরলীমাদায় কক্খটীয়ং কদম্বমধিরূঢ়া।

সর্ব্বা। প্রহর্ষং নাটয়ন্তি।

জটি সত্যং কথয়সি নবনীতচৌরী খলু এষা মর্কটী ॥ ২২ ॥

সুবলঃ নান্দীমুখী পশ্য পশ্য প্রক্ষিপ্তেন বেণুনা মূঢ় জটিলয়া মর্কটী তাড়িতা।

একটা দধিলম্পট বানরী আপনার গৃহে প্রবেশ করিতেছে ॥

জটিলা! (বক্র গ্রীবায় দৃষ্টিপাত করত) সুবল সত্য বলিয়াছ, এই বানরীটা নবনীত চুরি করিয়া থাকে (এই বলিয়া পশ্চাৎ দিকে ধাবমানা হইল)।

পৌর্ণমাসী। নিশ্চয় বৃন্দা এই বানরীকে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ২২

সুবল। নান্দীমুখি! দেখ দেখ, মূঢ় বুদ্ধি জটিলা বেণু নিক্ষেপ করিয়া বানরীকে তাড়াইয়া দিল।

পৌর্ণমাসী। (হর্ষের সহিত) কি সৌভাগ্য, বানরী মুরলী লইয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ॥

সকলে। হর্ষাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥

জটিলা। (প্রবেশ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, বাছা সুবল!

প্রবিশ্য জটিলা। হদ্ধী হদ্ধী বৎস সুবল হথাদো মে মুরলী গদা তা তুজ্ঝ ণিম্মজ্জণং জামি সমপ্পেহি বংশীঅং।

সুবলঃ। অজ্জে জহথ ণামা এসা কক্কডী কেবলং তুজ্ঝ বহিণী পুত্তাদো বিসালাদো ভাএদি তা গোঅড্ঢণ সিঙ্গে খেলন্তং ণং গতুঅ অত্তথেহি।

জটিলা। নিক্রান্তা॥ ২৩॥

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা ব্যাজেন জরতীং দূরমপসার্য্য ধূর্ত্তো-হয়ং ভ্রূবিভ্রমেণ ললিতাং ত্বরয়তি।

জটিলা হা ধিক্ হা ধিক্ বৎস সুবল হস্তান্মুরলীগতা তত্তব নির্ম্মঞ্ছনং যামি সমর্পয় বংশিকাং।

সুবলঃ আর্য্যে যথার্থনামা এষা কক্খটী কেবলং তব ভগিনী পুত্রা দ্বিশালাৎ বিভেতি তদ্গোবর্দ্ধন শৃঙ্গে খেলন্তং এনং গত্বা প্রার্থয়স্ব॥ ২৩॥

হাতে হইতে মুরলী গিয়াছে, তোমার বালাই যাই, আমাকে ঐ বংশী আনিয়া দাও॥

সুবল। আর্য্যে। আমি যথার্থ বলিতেছি, এই বানরী আপনার ভগিনী পুত্র বিশালকে দেখিয়া ভয় করে এক্ষণে ঐ বিশাল গোবর্দ্ধনে খেলা করিতেছে অতএব আপনি গিয়া তাহাকে বলুন গা।

জটিলা। (এই কথা শুনিয়া) প্রস্থান করিল॥ ২৩॥

পৌর্ণমাসী। কি সৌভাগ্য! ছল পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে তাড়াইয়া দিয়া এই ধূর্ত্ত ভ্রূভঙ্গ দ্বারা ললিতাকে সত্বর করিতেছে॥

ললিতা। নেত্রান্তং কূণয়ন্তী হলা রাহি এহি বেণুং মগ্গহ্ম।

রাধিকা। স্বগতং। দিট্ঠিয়া অহিসারেদি মং।

প্রবিশ্যাহ্নপটীক্ষেপেণ মুখরা।

মুখরা। বিসাহে অহিমণ্ণু সন্দিসই অজ্জ জোইসিআণং উবদেসেণ মএ গোমঙ্গলা নাম চণ্ডীপূঅণিজ্জা তা পূঅণো-বহারং ঘেত্তূণ তুমং চেচ্চ বুক্খস্সতলে রাহিঅং লম্ভেহি ত্তি॥

ললি সখি রাধিকে এহি বেণুং মৃগয়াবঃ।

রাধি দিষ্ট্যা ভাগ্যেন অভিসারয়তি মাং।

মুখ বিশাখে অভিমন্যুঃ সন্দিশতি অদ্যো জ্যোতিবিকাণাং নিদেশেন ময়া গোমঙ্গলা নাম চণ্ডী পূজনীয়া। তৎ পূজনোপহারং গৃহীত্বা ত্বং চৈত্য বৃক্ষস্য তলে রাধিকাং প্রাপয় ইতি।

ললিতা। (নেত্র কোণ সঙ্কোচ করিয়া) সখি রাধে! আইস বেণু অন্বেষণ করি গা॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) কি সৌভাগ্য, আমাকে অভিসার করাইতেছে॥

(হঠাৎ মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। বিশাখে! অভিমন্যু আদেশ করিয়াছে, আজ জ্যোতির্বিদ্‌গণের নিদেশানুসারে আমি গোমঙ্গলা নাম্নী চণ্ডীর পূজা করিব অতএব তুমি পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে চৈত্য বৃক্ষের তলে শ্রীরাধাকে লইয়া আইস॥

রাধিকা। সখেদমপবার্য্য। হন্ত হন্ত দুদ্দেবস্‌স পাডিউল্লং ইতি ললিতা মুখমীক্ষ্যতে ॥ ২৪ ॥

ললিতা। সচ্চ নামা এসো অহিমণ্ণু তা গদুঅ পূঅণোবহারং সম্বাদেহ্ম ইতি সর্ব্বা নিষ্ক্রান্তাঃ ॥

পৌর্ণমাসী। সুবলমনুসৃত্য সব্যথং। বৎস দুঃসমাধানেয়ং গতিরুপস্থিতা তদদ্য বৃন্দয়া সহ গত্বা সমাশ্বস্যতাং ত্বয়া পাটবেন পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

ময়া তু প্রমাণিক পুরন্ধ্রীণাং গোষ্ঠীমাসাদ্য জটিলা

রাধি দুর্দ্দৈবস্য প্রাতিকূল্যং ॥ ২৪ ॥

ললি সখি সত্যনামা এষা অভিমন্যুর্যস্মাৎ স তথা তদ্গত্বা পূজনোপহারং সম্পাদয়াবঃ ॥

শ্রীরাধা। (সখেদে আবরণ করিয়া) হায়! দুর্দ্দৈবের কি প্রতিকূলতা। (এই বলিয়া ললিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন) ॥ ২৪ ॥

ললিতা। সখি! সত্যই নাম অভিমন্যু অর্থাৎ ক্রোধময়, অতএব আমরা গিয়া পূজোপকরণ সম্পাদন করিগা। (এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥

পৌর্ণমাসী। (সুবলের নিকট গমন করিয়া ব্যথার সহিত) বৎস! দুঃসমাধান কার্য্য উপস্থিত, অতএব তুমি এখন বৃন্দার সহিত গমন করিয়া বাক্য কৌশল দ্বারা কৃষ্ণকে আশ্বাস প্রদান কর এবং আমিও বৃদ্ধা পুরস্ত্রীগণের সভায় গিয়া জটিলার কৌটীল্য বর্ণন করিব। (এই বলিয়া

কৌটিল্যং বর্ণয়িষ্যতে। ইতি নিষ্ক্রান্তা।

সুবলঃ। পরিক্রম্য এসা তমালতলে ডাহিণ হৃত্থ গহিদ বংশি-
আ বুন্দা চিট্‌ঠই ॥ ২৫ ॥

প্রবিশ্য বৃন্দা। ভো সুবল বিলোকিত সর্ব্বার্থাস্মি তদলং
তদ্বার্ত্তয়া।

সুবলঃ। বুন্দে তুরিঅং এহি বেণুং জ্জেবব উবহরম্হ।
ইত্যুভৌ পরিক্রামতঃ।

সুবলঃ। বুন্দে মহুমঙ্গলেণ বড্‌ঢিদুক্কণ্ঠো পিঅবঅস্‌সো
মগ্‌গং চেঅ পেক্‌খন্তো চিট্‌ঠই তা ণ জাণে অকিদত্থাণং

সুব এবা দক্ষিণ হস্ত গৃহীত বংশিকা বৃন্দা তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥

বৃন্দে ত্বরিতং এহি বেণুমেবোপহরাবঃ। মধুমঙ্গলেন বর্দ্ধিতোৎকণ্ঠ প্রিয় বয়স্যঃ মার্গমেব প্রেক্ষমাণঃ তিষ্ঠতি তন্ন জানে অকৃতার্থানামস্মাকং তত্র গমনে

প্রস্থান করিলেন) ॥

সুবল। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) এই যে তমাল তলে দক্ষিণ
হস্তে মুরলী গ্রহণ করিয়া বৃন্দা দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন ॥২৫

বৃন্দা। (প্রবেশ করিয়া) সুবল! স্বয়ং সকল বিষয়ই
দেখিয়াছি, তবে সে কথার আর প্রয়োজন কি? ॥

সুবল। বৃন্দে! শীঘ্র আইস, কৃষ্ণকে এই বেণু উপহার
প্রদান করিব। (এই বলিয়া দুইজনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন)

সুবল। বৃন্দে! মধুমঙ্গলের সহিত প্রিয়বয়স্য পথের প্রতি
দৃষ্টিপাত করত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অতএব বলিতে
পারি না আমরা অকৃতার্থ হইয়া গমন করিলে উহাঁর কি

অহ্মাণং তথ্থ গমনে তস্‌স কা দশা ভবে।

বৃন্দা। সুবল সত্যং ব্রবীষি। পশ্যায়ং পুন্নাগতরোরুপকণ্ঠে সমুৎকণ্ঠতে কংসারিঃ ॥ ২৬ ॥

সুবলঃ। বুন্দে তদো ভণামি চিন্তেহি জুত্তিং।

বৃন্দা। বিমৃষ্য। সুবল গোবিন্দস্য ক্ষণং বিনোদায় চিন্তিতো পায়াস্মি। তদেহি তন্নিষ্পত্তয়ে ত্বরাং ভজাবেতি নিস্ক্রান্তৌ ॥

ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সৌৎসুক্যং।

কা দশা তস্স ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

সুব বৃন্দে ততো ভণামি চিন্তয় যুক্তিং।

দশা হইবে ॥

বৃন্দা। সুবল! সত্য বলিতেছ, ঐ দেখ পুন্নাগতরু মূলে কংসারি উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৬॥

সুবল। বৃন্দে! এই জন্যই বলিতেছি যুক্তি চিন্তা কর ॥

বৃন্দা। (বিবেচনা করিয়া) সুবল! গোবিন্দের ক্ষণকাল আমোদের জন্য উপায় চিন্তা করিয়াছি। তবে আইস তাহা সম্পাদনের নিমিত্ত ত্বরান্বিত হই। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)॥

অনন্তর মধুমঙ্গল কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (ঔৎসুক্যের সহিত) আমার অগ্রে রাধা, পশ্চাতে
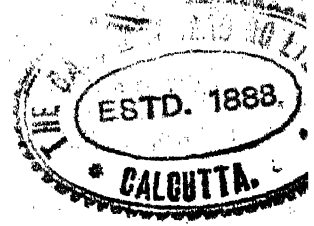
রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগণেচ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবয়স্স ভঅবদীএ অহিসারিদং দাণিং জ্জেব্ব পেক্‌খিস্‌সসি রাহিঅং।

কৃষ্ণঃ। করেণাস্তু স্তুষ্ট্যা সুললিতমবষ্টভ্য ললিতা

মধু প্রিয়বয়স্ত ভগবত্যাভিসারিতাং ইদানী মেব প্রেক্ষিষ্যসে রাধিকাং। নির্ম্মাস্যতি করিষ্যতি।

রাধা, এবং গগণ মণ্ডলে রাধা বিরাজ করিতেছেন, হায়! আমার সম্বন্ধে ত্রিলোকী রাধাময় হইল কেন?॥

যথারাগ॥

নয়ন পুতলী রাধা মোর। মনো মাঝে রাধিকা উজোর॥
ক্ষিতি তলে দেখি রাধাময়। গগণেহ রাধিকা উদয়॥
রাধাময়ী ভেল ত্রিভুবন। তবে আমি করিব কেমন॥
কোথা সেই রাধিকা সুন্দরী। না দেখি ধৈরজ হইতে নারি॥ এযদুনন্দন মনে যাগ। কি না করে নব অনুরাগ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভি-সার করাইতেছেন, তুমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে॥

কৃষ্ণ। হায়! শ্রীরাধা অন্তরে সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কর দ্বারা

করাঙ্গুষ্ঠং রাধা ভৃশমভিসরন্তী সরভসং।
কিমদ্য স্মেরাক্ষী স্মরপরিমলোল্লাসি বলয়
ধ্বনির্মাং নির্ম্মাস্যত্যনুপম চমৎকার চটুলং॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো মা উত্তম্ম কঙ্কণ ঝণক্কারো সুব্বই॥ ২৭॥

নেপথ্যে॥

হলা ললিদে পেক্‌খ সো এসো পুণ্ণাঅ বুক্‌খো দীসই।

মধু মা উত্তাম্যস্ব কঙ্কণ ঝণৎকারঃ শ্রূয়তে॥ ২৭॥

ললিতার সুললিত করাঙ্গুষ্ঠ অবলম্বন করিয়া সকৌতুকে অভিসার করত হাস্যান্বিত লোচনে কন্দর্প সৌরভোল্লাসি বলয় ধ্বনি দ্বারা আজ আমার অনুপম চমৎকারাতিশয় কি নির্ম্মাণ করিবেন॥

যথারাগ॥

কহে হরি কেন হবে মোরে। এ নয়নে দেখিব রাইরে॥
ধ্রু॥ ললিতা অঙ্গুলি করে ধরি। অভিসার করিবে সুন্দরী॥
সে বদন চান্দের মাধুরী। সেই হাসি বচন চাতুরী॥
সে নয়ন কোণের চাহনি। মৃদু হাসি মুখ মোড়ায়নী॥
বলয় কিঙ্কিনী ধ্বনি শুনি। মদনের লাগয়ে মোহিনী॥
আমায় চমক লাগাইবে। এ যদু নন্দন কহে হবে॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য! উৎকণ্ঠিত হইও না, ঐ যে শ্রীরাধার কর কঙ্কনের ঝণৎকার শুনা যাইতেছে॥ ২৭॥

(বেশ গৃহে)

সখি ললিতে! অবলোকন কর, সেই এই পুন্নাগ তরু

পুনস্তত্রৈব সহি রাহে ধিট্‌ঠ ভমরঝম্পিদং পেক্‌খ ণং তা কৃখণং ইধ জ্জেব চিট্‌ঠম্হ।

মধুমঙ্গলঃ। সচাপলং। ভো পিঅবঅস্‌স বামদো কিং ণ পেচ্ছসি এসা ললিদাএ সঙ্গং রাহিআ সমাঅদা ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সোৎকণ্ঠং দিষ্ট্যা সাক্ষাদদ্য মদীক্ষণয়োঃ সৌখ্যং বিস্তার্য্যতে সখ্যা ॥ ২৯ ॥

সখি ললিতে পশ্য স এব পুন্নাগ বৃক্ষো দৃশ্যতে।

সখি রাধে ধৃষ্ট ভ্রমর জল্লিতং পশ্যৈতৎ তৎ ক্ষণমত্রৈব তিষ্ঠাবঃ।

মধু বয়স্য বামতঃ কিং নপশ্যসি এষা ললিতয়া সার্দ্ধং রাধিকা সমাগতা ॥২৮

সখ্যা রাধয়া ইতি কৃষ্ণে বিবক্ষিতং। বস্তু তস্তু সখ্যা সুবলেন শ্রীকৃষ্ণ বাক্যস্যান্যথা প্রয়োগাসংভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

দেখা যাইতেছে॥

(পুনরায় বেশ গৃহে)

সখি রাধে! এই ধৃষ্ট ভ্রমরাচ্ছাদিত পুন্নাগবৃক্ষ অবলোকন কর, অতএব ক্ষণকাল আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করি॥

মধুমঙ্গল। (চপলতার সহিত) বয়স্য! বাম দিকে কি দেখিতেছ না! এই যে ললিতার সহিত শ্রীরাধা আগমন করিয়াছেন॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সহিত) কি শুভাদৃষ্ট, আজ সাক্ষাৎ শ্রীরাধা আমার লোচনদ্বয়ের সুখ বিস্তার করিতেছেন ॥২৯

মধুমঙ্গলঃ। সগর্ব্বং ভো কীস ণ বিত্থারিদব্বং জত্থ অহং বিঅড্ঢো দূদম্হি।

কৃষ্ণঃ। সখে পুরঃস্থয়োরপি মৎপ্রিয়য়োর্নির্ব্যলীকতা নাদ্যাপ্যবধারিতা যদাভ্যাং ন সন্নিধীয়তে॥ ৩০॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স সুট্ঠু পসণ্ণং রাহিঅং জাণীহি জং সাডি অঞ্চল ঝম্পিদা মুরলী ঝলক্কই॥

কৃষ্ণঃ। সস্নেহং।

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত সর্ব্বরীমুখে।

মধু কস্মান্ন বিস্তারয়িতব্যঃ যত্রাহং বিদগ্ধো দূতোঽস্মি।

মৎপ্রিয়য়ো রাধা ললিতয়ো র্বস্তু তস্তু বৃন্দা সুবলয়োরব্যলীকতা প্রীতিঃ। বস্তু তস্তু সত্যত্বং ব্যলীকং ত্বপ্রিয়েঽনৃতে ইত্যমরঃ॥ ৩০॥

মধু প্রিয়বয়স্য সুষ্ঠু প্রসন্নাং রাধিকাং জানিহি। যৎ সাটিকাঞ্চলাচ্ছাদিতা মুরলী রাজতে।

মধুমঙ্গল। (সগর্ব্বে) বয়স্য! কেননা সুখ বিস্তার হইবে, যেখানে আমি পরম বিচক্ষণ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছি॥

কৃষ্ণ। সখে! অগ্রবর্ত্তি প্রিয়াদ্বয়ের অর্থাৎ শ্রীরাধা ললিতার এতাবৎ নির্ব্যবলীকতা (সত্যত্ব) অবধারিত হয় নাই, যে পর্য্যন্ত উহাঁরা আমার নিকটে না আসিয়াছেন॥ ৩০॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! শ্রীরাধাকে সুপ্রসন্না জানিও, যেহেতু ইহাঁর সাট্যঞ্চলে আচ্ছাদিত হইয়া মুরলী শোভাতিশয় বিস্তার করিতেছে॥

কৃষ্ণ। (স্নেহের সহিত) হায়! চন্দ্র ত দিবসে বিরূপতা

ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং ॥

ইতি সকৌতুকমনুসর্পতি ॥

নেপথ্যে ॥

বারিসহাণঈ লচ্ছী ইয়ং পুরো রাইণী সমুগ্‌গমই ।

চন্দাঅলী কুডুম্ব চওর মাহব সুপ্পসহং ॥ ৩১ ॥

বার্ষভানবী লক্ষ্মীরিয়ং পুরো রাগিণী সমুদ্গচ্ছতি। চন্দ্রাবলী কুটুম্ব চকোর মাধব সুপ্রসভং। বার্ষভানবী লক্ষ্মীঃ বৃষভানু সম্বন্ধিনী শোভা বৃষভানো কন্যায়াশ্চ শোভা রাগিণী রক্তিম যুক্তা রাগঃ ক্রোধ স্তদ্যুক্তাচ বস্তু তস্ত অনুরাগবতীচ। চন্দ্রাবল্যা কুটুম্ব চকোর রূপঃ কৃষ্ণঃ বলাৎকারেণ তত্র ধাবনং তব দুঃখদমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

প্রাপ্ত হন্, পদ্মও রজনী মুখে মুখ সঙ্কোচ করিয়া থাকে, তবে সর্ব্বদা শোভা সম্পন্ন রাধাবদন কাহার সহিত তুলনা প্রাপ্ত হইবে ॥

যথা রাগ ॥

গগণের চান্দে কি বা কহি। দিবসে বিরূপ হয়ে সেই॥ কমল উপমা কিয়ে দিয়ে। মৈলান রজনী কেনে হয়ে॥ রাধা মুখ সদাই উজোর। তুলনা দিবার নাহি ওর॥ ইহা কহি কৌতুক হৃদয়। এ যদু নন্দন মনে কয়॥

(বেশ গৃহে)

বৃষ রাশিস্থ ভানু সম্বন্ধিনী শোভা রক্ত বর্ণ হইয়া অগ্রে উদয় হইতেছে, অহে চন্দ্রশ্রেণীর কুটুম্ব চকোর! বল

মধুমঙ্গলঃ। ললিদে ভমিদাসি ণ কখু চওরো পেক্খ এসো রহঙ্গীরমণো জেণ বারিসহাণঈ লচ্ছী কামিজ্জই।

নেপথ্যে পুনরন্যতঃ। ভো কহ্ণ ণ সুণাহি।

মধুমঙ্গলঃ। বিলোক্য সশঙ্কং। এসা ডাহিণে বিসালস্স বহিণী সারঙ্গী নাম বালিআ।

মধু ললিতে ভ্রান্তাসি ন খলু চকোরঃ পশ্য এষ রথাঙ্গী রমণশ্চক্রবাকঃ। পক্ষে রথাঙ্গং চক্রং এবঞ্চ পদদ্বয়ং যেন বার্ষভানবী লক্ষ্মীঃ কাম্যতে শ্লেষার্থঃ পূর্ব্ববৎ॥

ভো কৃষ্ণ ন শৃণু। মধু এষা দক্ষিণে বিশালস্য ভগিনী সারঙ্গী নামা বালিকা।

প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবমান হইও না।

অর্থান্তর। অনুরাগবতী বৃষভানুনন্দিনী সম্বন্ধিনী শোভা অগ্রে উদয়শীল হইতেছে, চন্দ্রাবলী কুটুম্ব চকোর! তুমি বলাৎকার জন্য ধাবমান হইও না॥ ৩১॥

মধুমঙ্গল। ললিতে! তুমি ভ্রান্তা হইয়াছ, দেখ চকোর নয় এ চক্রবাক, বৃষ রাশিস্থ ভানু সম্বন্ধিনী শোভা কামনা করিতেছে। পক্ষান্তরে ইনি কৃষ্ণ, বৃষভানু পুত্রী সম্বন্ধিনী শোভা অভিলাষ করিতেছেন॥

(বেশ গৃহে পুনরায় অন্য দিকে)

অহে কৃষ্ণ! শ্রবণ করিও না।

মধুমঙ্গল। (অবলোকন করিয়া শঙ্কার সহিত) এই যে দক্ষিণদিকে বিশালের ভগিনী সারঙ্গী নাম্নী বালিকা॥

কৃষ্ণঃ। সখে মাশঙ্কিষ্ঠাঃ সুষ্ঠু বালিকেয়ং।

প্রবিশ্য সারঙ্গী। ভো কহ্ণ ণ সুণাহি বুড্‌ঢিআ মুহরা ভণাদি ॥ ৩২ ॥

কীস তুএ মহ ণত্তিণী অলিঅং দূসিজ্জই জং তুজ্ঝ বংশীআ অম্হেহিং কক্‌খডিআ হত্থে দিট্‌ঠা তা মগ্‌গেহি ণং ত্তি ॥

কৃষ্ণঃ। সারঙ্গীকে বিজ্ঞাপয় মুখরাং যদহং লব্ধ মুরলিকো- ঽস্মি ॥ ৩৩ ॥

নেপথ্যে। হলা পচ্ছণ্ণা হোহি পচ্ছণ্ণা হোহি।

সারঙ্গী। ভো কৃষ্ণ ন শৃণু বৃদ্ধা মুখরা ভণতি ॥ ৩২ ॥

কস্মাৎ মম নপত্রী অলীকং দূষ্যতে। যত্তব বংশী অস্মাভিঃ কক্‌খটিকাহস্তে দৃষ্টা তন্মার্গস্ব এনামিতি। জটিলয়া সহ অস্যাঃ সম্বাদস্তদা নাভূদিতি গম্যতে ॥৩৩

সখি প্রচ্ছন্না ভব প্রচ্ছন্না ভব।

কৃষ্ণ। সখে! শঙ্কা করিও না, এ যথার্থই বালিকা।

সারঙ্গী। (প্রবেশ করিয়া) অহে কৃষ্ণ! শ্রবণ কর, বৃদ্ধা মুখরা বলিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

কেন আমার নপ্‌ত্রীকে অলীক দোষারোপণ করিলা, তোমার বংশী কক্‌খটীর হস্তে দেখিয়াছি অতএব আপনার বংশী গিয়া অন্বেষণ কর ॥

কৃষ্ণ। সারঙ্গিকে! মুখরাকে গিয়া জানাও যে, আমি মুরলী পাইয়াছি ॥ ৩৩ ॥

(বেশ গৃহে)

সখি! প্রচ্ছন্না হও, প্রচ্ছন্না হও ॥

সারঙ্গী। নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য সের্ষং। হলা রাহিএ চেচ্চবুক্কস্স তলে তুমং আআরেদি মে ভাদুও তা তত্থ কিত্তি ণ গদাসি॥

নেপথ্যে।

হদাসে সাহা সারঙ্গমুহি সারঙ্গিএ তুমং বি দুদিআ জডিলা সংবুত্তা তা বুড্ঢ সদ্দূলস্স তুণ্ডকোডরে পডেহি॥

সারঙ্গী। সামর্ষং। ললিদে ওল্লট্টিঅ মং জ্জেব্ব তুমং

সারঙ্গী। রাহিএ রাধিকে বালক স্বভাবোক্তিরিয়ং চৈত্য বৃক্ষস্য তলে ত্বাং আকারয়তি মম ভ্রাতা অভিমন্যুরিত্যর্থঃ। তত্তত্র কিমিতি ন গতাসি। হতাশে শাখা সারঙ্গ বানর স্তস্য মুখমিব মুখং যস্যা হে তথা ভূতে সারঙ্গিকে ত্বমপি দ্বিতীয়া জটিলা সংবৃত্তা তদ্বৃদ্ধ শার্দ্দূলস্য তুণ্ড কোটরে পত।

সারঙ্গী। ললিতে উলট্টিঅ ইতি অপরাধং কৃতবতী ত্বং তদপি মাং

সারঙ্গী। (বেশ গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈর্ষার সহিত) হালো রাধে! আমার ভ্রাতা অভিমন্যু চৈত্য বৃক্ষের মূলে তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছেন, কি জন্যে তুমি সেখানে যাও নাই॥

(বেশ গৃহে)

হতভাগি বানর মুখি সারঙ্গিকে! তুই যে দ্বিতীয় জটিলা হইলি, বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মুখে গিয়া পড়॥

সারঙ্গী। (সক্রোধে) ললিতে। তুমি যে আমাকে উল্টা তর্জ্জন করিতেছ, অতএব থাক আমি গিয়া মাসী জটি-

তজ্জসি তা অহং গদুঅ মাউসিআএ জড়িলাএ বিণ্ণ-
বিস্সং। ইতি নিষ্ক্রান্তা॥

মধুমঙ্গলঃ। সারঙ্গী জাদু ণাম বালিআপলাবে কস্স বীসম্ভোঃ॥

নেপথ্যে॥

সহি রাধে মুঞ্চ মুঞ্চ।

মধুমঙ্গলঃ। ভো সুণাহি সংক্কিএণ কিং ভণাদি ললিদা॥

পুনর্নেপথ্যে।

কিং তস্করীং যুবতিমানধনস্য বংশী
মঙ্কে করোষি বিকির ত্বরয়া বিদুরে।
এষা প্রযাতু বনিতাম্বর তস্করায়

তর্জ্জসীত্যর্থঃ। তদহং গত্বা মাতৃসগ্রে জটিলায়ৈ বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

মধু। যাতু নাম সম্ভাবনায়াং বালিকা প্রলাপে কস্য বিস্রম্ভঃ বিশ্বাসঃ।
মধু শৃণু সংস্কৃতেন কিং ভণতি ললিতা। বিকির ক্ষিপ॥৩৪।

লাকে বলিয়া দিচ্ছি। (এই বলিয়া প্রস্থান)

মধুমঙ্গল। যাউক, বালিকার প্রলাপে কাহার বিশ্বাস হইবে।

(বেশ গৃহে)

সখি রাধে! ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।

মধুমঙ্গল। অহে! শ্রবণ কর, ললিতা সংস্কৃত ভাষায় কি বলিতেছে॥

যুবতিগণের মানধন অপহরণকারিণী বংশীকে ক্রোড়ে করিতেছ কেন! শীঘ্র দূরে নিক্ষেপ কর। এ স্ত্রীগণের বস্ত্রচোরের নিকট গমন করুক, যোগ্য বস্তু যোগ্য বস্তুর সহিত সঙ্গত হউক গা॥

যোগ্যেন সঙ্গমিহ গচ্ছতু বস্তু যোগ্যং ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা। সখে পশ্যেয়মঞ্চলাদ্বংশীং বলাদিবাকৃষ্য পুরস্তাচ্চিক্ষেপ। তদিমাং গৃহাণ ॥

মধুমঙ্গলঃ। তথা করোতি ॥ ৩৪ ॥

নেপথ্যে দূরতঃ। অম্মো সারঙ্গীএ অসচ্চং ণ ভণিদং।

কৃষ্ণঃ। সব্যথং। সখে পশ্য পুরো নিষ্ঠুরেয়মুপস্থিতা জরতী।

মধুমঙ্গলঃ। হন্ত সাঅণ কহ্ণ ভুঅঙ্গীব্ব কূরমুহী এসা রোসা-বেসেণ জট্‌ঠিং খিপন্তী পুরুষং গজ্জই জডিলা ॥ ৩৫ ॥

অম্মো ইতি স্ত্রীণাং বিস্ময়োক্তিঃ সারঙ্গ্যা অসত্যং ন ভণিতং।

মধু। শ্রাবণ কৃষ্ণ ভুজঙ্গীব ক্রূরমুখী এষা রোষা বেশেন যষ্টীং ক্ষিপন্তী পরুষং গর্জতি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখে! ঐ দেখ অঞ্চল হইতে বল পূর্ব্বক বংশী আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল অতএব তুমি গিয়া কুড়াইয়া লইয়া আইস ॥

মধুমঙ্গল। তাহাই করিলেন ॥ ৩৪ ॥

(বেশ গৃহে)

ও মা! সারঙ্গী যে মিথ্যা কথা বলিল না।

কৃষ্ণ। (ব্যথার সহিত) সখে! দেখ দেখ, অগ্রে নিষ্ঠুরা জটিলা উপস্থিত।

মধুমঙ্গল। হায়! শ্রাবণ মাসীয় কৃষ্ণ ভজঙ্গীর ন্যায় ক্রূরমুখী জটিলা রোষাবেশে যষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নিষ্ঠুর গর্জন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

নেপথ্যে।

ভো দুক্কুলাঙ্গার ধূমলেহে পচ্চহং বঞ্চেসি দাণিং কা পউত্তী।

মধুমঙ্গলঃ। হদ্ধী হদ্ধী কঅলীব্ব কম্পই রাহিআ ॥ ৩৬ ॥

নেপথ্যে। অজ্জে পসীদ পসীদ ণ কৃখু অম্হে অবরজ্ঝাম্হ।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স পেক্‌খ রাহিঅং হত্থে ঘেত্তূণ ললিদাএ সমং পত্থিদা বুড়্‌ঢি।

কৃষ্ণঃ। সখেদং ন জানে কিমদ্য প্রতিপদ্যতে কঠোরেয়ং জটিলা তদুপসৃত্য তত্ত্বমবধার্য্যতাং।

জটি। দুষ্কুলাঙ্গার ধূমলেখে প্রত্যহং বঞ্চসি ইদানীং কা প্রবৃত্তিঃ।

মধু। হা ধিক্ হা ধিক্ কদলীব কম্পতে রাধা ॥ ৩৬ ॥

আর্য্যে প্রসীদ প্রসীদ ন খলু বয়ং অপরাধ্যামঃ।

মধু পশ্য রাধিকাং হস্তে গৃহীত্বা ললিতয়া সমং প্রস্থিতা বৃদ্ধা।

(বেশ গৃহে)

রে দুষ্ট কুলাঙ্গার কলঙ্কিনি। প্রত্যহই আমাকে বঞ্চনা কর, এখন এ কি প্রবৃত্তি।

মধুমঙ্গল। হা ধিক্ হা ধিক্, শ্রীরাধা যে কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

(বেশ গৃহে)

আর্য্যে! প্রসন্ন হউন, আমরা কোন অপরাধ করি নাই ॥

মধুমঙ্গল। অহে বয়স্য! ঐ দেখ শ্রীরাধার হস্ত ধরিয়া ললিতার সহিত বৃদ্ধা জটিলা চলিয়া যাইতেছে ॥

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত) সখে! না জানি আজ কি হইবে, জটিলা অতি কঠোরা, অতএব নিকটে গিয়া বৃত্তান্ত জান॥

মধুমঙ্গলঃ। নিষ্ক্রান্তঃ।

কৃষ্ণঃ। নিশ্বস্য।

ব্যক্তিং গতে মম রহস্য বিনোদবৃত্তে
রুষ্টো লঘিষ্ঠ হৃদয় স্তরসাভিমন্যুঃ।
রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগূহতে বা
হা হন্ত লম্ভয়তি বা যদুরাজধানীং॥ ৩৭॥

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ণূণং

সদনে গৃহে নিরুদ্ধ্য বিনি গূহতে সংবৃণোতি। যদুরাজধানীং মথুরাং॥৩৭

মধুমঙ্গল। প্রস্থান করিলেন॥

কৃষ্ণ। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হায়! আমার রহস্য কেলি প্রকাশ পাইলে লঘু হৃদয় অভিমন্যু অতিশয় রুষ্ট হইয়া হয় ত শ্রীরাধাকে নিরোধ করিয়া গোপনভাবে গৃহে রাখিবে, না হয় যদুরাজধানী মধুপুরীতেই বা লইয়া যাইবে॥ ৩৭॥

যথা রাগ॥

হাহা রাধে তোমার লগিয়া। নিরবধি পোড়ে মোর হিয়া॥ ধ্রু॥ না জানি কি জানি হয়ে আজ। বেকত বা হয় সব কাজ॥ তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা। গোকুলে বেকত ভৈগেলা॥ অভিমন্যু লখিব আশয়। বান্ধিয়া ব রাখে নিজালয়॥ কি বা তোমা লুকাইয়া রাখে তবে আমি দেখিব কাহাকে॥ কিবা সে মুখরা লইঞে যায়। তবে আমি কি করি উপায়॥ এ যদুনন্দন দা কহে। না ভাবিহ মঙ্গল আছয়ে॥ ৩৭॥

মধুমঙ্গল। (প্রবেশ করিয়া) প্রিয়বয়স্য! আশ্চর্য্য আশ্চর্য

রাহিআ কম্পি বিজ্জাং জাণই।

কৃষ্ণঃ। কথ্যতাং কীদৃশী বিদ্যা দৃষ্টা।

মধুমঙ্গলঃ। ভো কুল বুড্ঢাহীরীমণ্ডলে ণিবিট্ঠাএ ভঅবদীএ অগ্‌গদো বিক্কোসন্তী জডিলা রাহিঅং ণীদা॥

কৃষ্ণঃ। ততস্ততঃ।

মধুমঙ্গলঃ। তদো দিট্ঠং মএ সিণেহেণ বিক্খোহিদাসু সব্বাসু সা রাহিআ ওগ্‌গুণ্ঠণং উচ্ছারিঅ হসন্তো সুবলো সম্বুত্তো।

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা ততস্ততঃ।

মধু প্রিয়বয়স্য আশ্চর্য্যং নূনং রাধিকা কামপি বিদ্যাং জানাতি। ভো কুল বৃদ্ধাভীরী মণ্ডলে নিবিষ্টায়াঃ ভগবত্যাঃ অগ্রতো বিক্রোশন্তী জটিলা রাধিকাং নীতা। ততো দৃষ্টং ময়া স্নেহেন বিক্ষিক্ষুভিতাসু সর্ব্বাসু সা রাধিকা অবগুণ্ঠনং উৎক্ষিপ্য ত্যক্ত্বা হসন্ সুবলঃ সংবৃত্তঃ।

নিশ্চয় শ্রীরাধা কোন বিদ্যা জানেন॥

কৃষ্ণ। বল দেখি, কি বিদ্যা দেখিয়াছ॥

মধুমঙ্গল। কুলবৃদ্ধা-আভীরীমণ্ডলে ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রবেশ করিলে তাঁহার সমীপে জটিলা তিরস্কার করিতে করিতে শ্রীরাধাকে লইয়া গেল॥

কৃষ্ণ। তাহার পর, তাহার পর।

মধুমঙ্গল। তাহার পর দেখিলাম, স্নেহ সহকারে সকলে ক্ষুভিত হইলে শ্রীরাধা অবগুণ্ঠন উদ্ঘাটন করিয়া হাসিতে হাসিতে সুবল হইলেন॥

কৃষ্ণ। (হাস্য পূর্ব্বক) তাহার পর, তাহার পর।

মধুমঙ্গলঃ। তদো হাসকোলাহলে উবরদে রুট্ঠাহিং সব্বাহিং নিব্ভচ্ছিদা লজ্জাএ ণদমুহী জডিলা পলাইদা ॥৩৮

কৃষ্ণঃ। কথ্যতাং তয়োর্দ্বিতীয়া কথমভূৎ।

মধুমঙ্গলঃ। রাহিআএ কণ্ণে পডিদেণ কেণ বি মন্তেণ পডমং জ্জেবব সা বুন্দাকিদা।

কৃষ্ণঃ। সখে ন রাধিকায়াঃ খল্বিয়ং বিদ্যা। কিন্তু তামভিমন্যুনা সমাহূতামবধার্য্য মদ্বিনোদায় বৃন্দয়া প্রণীতমিদং কৌতূহলং ॥

ততো হাস কোলাহলে উপরতে রুষ্টাভিঃ সর্ব্বাভির্নির্ভৎসিতা লজ্জয়াবনতমুখী জটিলা পলায়িতা ॥ ৩৮ ॥

রাধিকয়া কর্ণে পঠিতেন কেনাপি মন্ত্রেণ প্রথমমেব বৃন্দা কৃতা ॥

মধুমঙ্গল। তাহার পর হাস্য কোলাহল উপরত হইলে সকলেই ক্রোধভরে জটিলাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, সুতরাং তখন সে লজ্জায় অবনত বদন হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ। বল দেখি ঐ দুইজনার মধ্যে দ্বিতীয়া ললিতার কি হইল ॥

মধুমঙ্গল। শ্রীরাধা তাঁহার কর্ণে কোন মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্রেই তাঁহাকে বৃন্দা করিয়াছিলেন ॥

কৃষ্ণ। সখে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ শ্রীরাধার বিদ্যা নয়, কিন্তু অভিমন্যু তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে মনে করিয়া আমার কৌতূহলের নিমিত্ত বৃন্দা এই কার্য্য করিয়াছেন।

মধুমঙ্গলঃ। সাট্টহাসং। ভো পিয়বয়স্‌স সচ্চং বিঅ কহেসি দিট্‌ঠং মএ পুণোবি বুন্দাএ ণিম্মিদো রাহাবেসো সুঅলো মুহরাঘরে পহিদো ॥ ৩৯ ॥

নেপথ্যে। দধানা মধ্যাহ্ন জ্বলদরুণকান্ত প্রতিময়া
বপুস্তুল্যং গণ্ডস্থল তুলিত কারণ্ডব রুচিঃ।
কৃশাঙ্গীয়ং নিদ্রা পরিমল দরিদ্রাক্ষি কমলা
সখী রাধাং বাধা হরিবিরহখিন্না প্রথয়তি ॥

মধু ভো সত্যমিব কথয়সি দৃষ্টং ময়া পুনরপি বৃন্দয়া নির্ম্মিত রাধাবেশঃ সুবলঃ মুখরা গৃহে প্রবিশতি ॥ ৩৯ ॥

রাধা হরিবিরহ খিন্না সতী বাধাং পীড়াং প্রথয়তি। কথম্ভূতা মধ্যাহ্নে জলন্তী যা অরুণ কান্ত প্রতিমা সূর্য্য কান্ত ময়ী প্রতিমা তয়া তুল্যং বপু র্দধানা গণ্ডস্থলে তুলিতা কারণ্ডবো বকভেদঃ ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গল। (অতিশয় শব্দযুক্ত হাস্যের সহিত) বয়স্য! সত্যই বলিয়াছ, আমি পুনরায় দেখিয়াছি, সুবল বৃন্দা নির্ম্মিত রাধাবেশ ধারণ করিয়া মুখরার গৃহে গিয়া প্রবেশ করিল ॥ ৩৯ ॥

(বেশ গৃহে)

কৃশাঙ্গী শ্রীরাধা হরিবিরহে খিন্না হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন প্রজ্বলিত সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় অরুণ বর্ণ বপুঃ এবং কারণ্ডব পক্ষী তুল্য অর্থাৎ বকের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের রুচি ধারণ করত নিদ্রা বেশে মুদ্রিত নয়নকমলে দুঃখাতিশয় বিস্তার করিতেছেন ॥

যথারাগ ॥

সখি হে মাধব বিরহে রাধিকা। তনু মন ক্ষীণ ভেলা

কৃষ্ণঃ। সদৃষ্টিক্ষেপং। সখে দিষ্ট্যা কীরেণামুনা সমাশ্বাসিতোঽস্মি ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ণূণং বুন্দা ভাসিদং অণুকরেদি কীরো।

কৃষ্ণঃ। সখে দ্রষ্টুমিচ্ছামি তাদৃশৌ বৃন্দা সুবলৌ তত ত্বর্য্যতাং।

মধুমঙ্গলঃ। বংশীং কৃষ্ণকরে নিক্ষিপ্য পরিক্রামতি।

কৃষ্ণঃ। সুবিচ্যুতাং বংশীমুপলব্ধোঽস্মি তদেনাং পূরয়ামীতি।

মধু। নূনং বৃন্দা ভাষিতমনুকরোতি কীরঃ।

ধিকা ॥ ধ্রু ॥ কাঁচা সোনা যাতে করে গিনি। সে বরণ দুপর তরণি ॥ যে গণ্ড যুগল শশী শোভা। সে যে হাসে রতি মনো লোভা ॥ সহজেই কৃশ ধনী মাঝ। ভাঙ্গি পড়ে হেন ভেল লাজ ॥ নয়ন কমল যুগ নিদ। পরিমলে ভেগেল দরিদ ॥ এ যদুনন্দন দাস কহে। কি বা নাহি করয়ে বিরহে ॥

কৃষ্ণ। (দৃষ্টি নিক্ষেপের সহিত) সখে। কি সৌভাগ্যের বিষয়, এই শুকপক্ষী আমাকে আশ্বাস প্রদান করিল ॥৪০

মধুমঙ্গল। নিশ্চয় শুক পক্ষী বৃন্দার বাক্যের অনুকরণ করিতেছে ॥

কৃষ্ণ। সখে। আমি সেই রূপ বৃন্দা ও সুবলকে দেখিতে ইচ্ছা করি অতএব তুমি ত্বরান্বিত হও ॥

মধুমঙ্গল। কৃষ্ণকরে বংশী সমর্পণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥

কৃষ্ণ। বহু দিন হস্তচ্যুত বংশীকে পুনরায় আজ লাভ করি-

তথা করোতি ॥

মধুমঙ্গলঃ। ক্ষণমুৎকর্ণো ভবন্ সংস্কৃতেন।

মনোহারী কোঽপি প্রতিমুখ বিসারী মৃদুতয়া
বিরাবোঽয়ং বর্য্যাং শ্রবণপরিচর্য্যাং রচয়তি।
ততো কর্ণোত্তংশী কৃত চটুলবংশী কলরুতি
নিরাতঙ্কা শঙ্কে মিলতি কলবিঙ্কাবলিরিতঃ ॥ ৪১ ॥

পুনর্ব্বিলোক্য হীহী সদ্দ সাধম্মেণ পদারিদোম্হি জং কঙ্কণ

প্রতিমুখং সর্ব্বাসু দিক্ষু বিসর্ত্তুং বিশেষেণ গন্তুং শীলমস্য তথা ভূতো বিরাবঃ শ্রবণয়োঃ সৌখ্যং করোতি। অতএব হেতোঃ কলবিঙ্কাবলিঃ চটক সমূহঃ ইতো মীলতীতি শঙ্কে। কর্ণোত্তংসী কৃতা চটুলা বংশীরুতি র্যয়া তথাভূতা সতী ॥ ৪১ ॥

হীহী আশ্চর্য্যে শব্দ সাধর্ম্ম্যেণ প্রতারিতোঽস্মি। যৎ কঙ্কণ সিঞ্জিতং খল্বিদং ॥

লাম, তবে ইহাকে একবার বাদ্য করি, এই বলিয়া বাজাইতে লাগিলেন ॥

মধুমঙ্গল। (ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদিকে কর্ণকরিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সকল দিকে গমনশীল মনোহর এই মৃদুরব অতিশয় রূপে কর্ণ রসায়ন করিতেছে এই কারণে বোধ হয় চটক সকল কর্ণ উত্তোলন পূর্ব্বক মনোহর বংশীরব শ্রবণে আসিয়া মিলিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! শব্দ সাধর্ম্ম্যে প্রতারিত হইলাম, এ যে নিশ্চয় কঙ্কনের

সিঞ্চিদং কৃখু এদং।

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা রাধা।

রাধাঃ। অমিঅং পিঅসি সুমহুরং বমসি
রুঅং বিস্‌সমোহণং বিসমং।
তুজ্‌ঝ ণ দূষণমধবা মুরলি
জদো দারুণাসি কিদা॥

রাধা। অমৃতং পিবসি মধুরং বমসি রুতং বিশ্বমোহনং বিষমং। তব ন দূষণ মথবা মুরলী যতো দারুণাসি কৃতা দারুণা কৃপাহীনা পক্ষে দারুণা কাষ্ঠেন কৃতা।

শব্দ॥

(অনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। অহে মুরলি! তুমি যে সুমধুর অমৃত পান করিয়া বিশ্ববিমোহন বিষম শব্দে উদ্গার কর, ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, যে হেতু কঠিন কাষ্ঠ দ্বারা তোমার নির্ম্মাণ হইয়াছে॥

যথারাগ॥

শুন্ তোরে কি বলিব বাঁশী। সতীকুল সকল বিনাশি॥
পিঞা পিঞা মাতাইয়া যশ। অবলারে করসি অবশ॥
বমন করসি যবে তারে। জগৎ মোহসি মৃদুস্বরে॥
অথবা কি তুমি অতি দুষী। বাশিনী বাঁসের যাতে বাঁশী॥
দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ। কেবল দারুণময় গেহ॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে। কি করে সে সুকঠিন মনে॥

ললিতা। হলা পুরদো পুণ্ণাঅস্‌স মূলে কহ্নো রেহই।

মধুমঙ্গলঃ। বিলোক্য সহর্ষং। দূরে মগগণিজ্জো অত্থো কহং সঅং জ্জেব্ব হত্থে উবথিদো ইতি পরাবৃত্য পিঅ-বঅস্‌স পেক্‌খ বুন্দাএ সদ্ধং সুঅলো তুজ্‌ঝ সণ্ণিহিং লদ্ধো॥ ৪২॥

কৃষ্ণঃ। সস্নেহমালোক্য হন্ত প্রিয়ে সখ্যৌ প্রবিষ্টা মে দৃষ্টিঃ প্রকামমামোদতে ইতি পরিক্রম্য ভোঃ সখীনাং শিখা-মণে তরসা সন্নিধীয়তাং।

ললিতা। সখি পুরতঃ পুন্নাগস্য মূলে কৃষ্ণো রাজতে।

মধু। দূরে মার্গনীয়োঽর্থঃ কথং স্বয়মেবোপস্থিতঃ। প্রিয়বয়স্য পশ্য বৃন্দয়া সার্দ্ধং সুবল স্তব সন্নিধিং লব্ধঃ॥ ৪২॥

প্রিয়ে সখ্যৌ সুবলে প্রবৃষ্টা দৃষ্টিঃ বস্তু তস্তু প্রিয়ে সখ্যৌ পূর্ব্বং প্রবিষ্টা যা দৃষ্টিঃ ইদানীমামোদতে। সখীনাং শিখামণে ইত্যুভয়থাপি সারূপ্যং

ললিতা। সখি! অগ্রবর্ত্তি পুন্নাগ বৃক্ষমূলে কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন॥

মধুমঙ্গল। (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ কি দূরে অন্বেষণীয় বস্তু যে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত) প্রিয়বয়স্য! দেখ বৃন্দার সহিত সুবল তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ৪২॥

কৃষ্ণ। (সস্নেহ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! প্রিয় সখা সুবলের প্রতি আমার দৃষ্টি প্রবিষ্ট হইয়া পরম সুখা-নুভব করিতেছে। (এই বলিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক) অহে সখীসকলের শিখামণি! শীঘ্র নিকটে আইস॥

রাধি। সস্মিত মপবার্য্য হলা মং কৃখু সুঅলং ত্তেজব্ব জাণাদি দে বঅস্‌সো॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল পশ্য সন্বিধানকস্য কিমপি সৌষ্ঠবং যদসৌ সাক্ষাদগ্রতো রাধিকেব সবয়স্যো প্রতিভাতি॥

ললিতা। হলা রাহে অপরিফুল্লো এসো সুরবল্লহো॥ ৪৩॥

মধুমঙ্গলঃ। সের্ষং ঠগ্‌গিণি বুন্দে অজ্জবি কিত্তি অম্মাণং পুরদো রাহি ত্তি ভণাসি সুঅল ত্তি উজ্জুঅং কহেসি॥

কৃষ্ণঃ। সখে মা ত্বমেবং ব্রবীঃ প্রকামং রাধাভিধানং

সংবিধানকস্য শিল্পস্য। সুরবল্লভঃ পুন্নাগঃ পক্ষে ভঙ্গ্যা কৃষ্ণশ্চ॥ ৪৩॥

মধু ঠগ্‌গিনি ধূর্ত্তে বৃন্দে অদ্যাপি কিমিতি অস্মাকং পুরতঃ রাধা রাধেতি ভণ্যসে সুবলমিতি ঋজুং কথয়। ধিনোতি প্রীণয়তি। আমন্ত্রয়িষ্যে সম্বো-

---

শ্রীরাধা। (সহাস্যে হস্তাবরণ দিয়া) সখি ললিতে! তোমার সখা আমাকে সুবল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন॥

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! অবলোকন কর, শিল্পের কি আশ্চর্য্য সৌষ্ঠব, যে হেতু আমার অগ্রে এই সুবল সাক্ষাৎ সবয়স্যা রাধার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে॥

ললিতা। সখি রাধে! এই সুরবল্লভ অর্থাৎ পুন্নাগ প্রফুল্ল হয় নাই॥ ৪৩॥

মধুমঙ্গল। ঠগ্‌গিনি বৃন্দে! এখনও আমাদের অগ্রে রাধা এই কথা বলিতেছ, সুবল এই সরল কথা বলিতেছ না কেন?॥

কৃষ্ণ। সখে! তুমি এরূপ বলিও না, আমাকে রাধা নাম

ধিনোত্তি মাং তদনেনাহমপ্যামন্ত্রয়িষ্য ইতি সন্নিধায় সখি রাধে পরিস্বজস্ব মাং ক্ষণমহং তদেব প্রিয়াভিমর্ষ সৌখ্যমনুভাবামি।

ললিতা। রাধাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ণাঅর তত্থ গদুঅ সুঅলং জ্জেব্ব আলিঙ্গেহি অলং ইমিণা দন্ত মুদ্দা পওএণ॥

মধুমঙ্গলঃ। সরোষং। বুন্দে তুমং পইদীএ বি ণূণং ললিদা সম্বুত্তা জং পজ্জুস্সুঅং পিঅবঅস সং বারেসি।

প্রবিশ্য বৃন্দা। সখি রাধে ত্বদ্ভুজ বল্লরী স্পার্শ কামুকোহয়ং

ধয়িষ্যামি।

ললি। নাগর তত্র গত্বা সুবলমেবালিঙ্গয়ঃ। অলমনেন দন্তমুদ্রা প্রক্ষেপেণ।

মধু। বৃন্দে ত্বং প্রকৃত্যাপি নূনং ললিতা সংবৃত্তা। যৎ পর্য্যুৎসুকং প্রিয়-বয়স্তং বারয়সি। কুরু আনন্দয়চ॥ ৪৪॥

অনেক রূপে প্রীতি প্রদান করিতেছে অতএব রাধা নামেই আমি সম্বোধন করিব। (এই বলিয়া নিকটে গিয়া) সখি রাধে! আমাকে আলিঙ্গন কর, ক্ষণকাল আমি সেই প্রিয়ালিঙ্গন জনিত সুখ অনুভব করি॥

ললিতা। (শ্রীরাধাকে পৃষ্ঠদেশে করিয়া) নাগর! সেই খানে গিয়া সুবলকেই আলিঙ্গন কর, এখানে দন্তমুদ্রা প্রয়োগের প্রয়োজন নাই॥

মধুমঙ্গল। (ক্রোধের সহিত) বৃন্দে! তুমি যে যথার্থই ললি-তার মত হইলা, যে হেতু উৎকণ্ঠিত প্রিয়বয়স্যকে নিবা-রণ করিতেছ?॥

বৃন্দা। (প্রবেশ করিয়া) সখি রাধে অগ্রবর্ত্তী এই পুন্নাগ

পুরস্তাৎ পুন্নাগঃ তদেনং দোহদ দানেনোৎফুল্লয় ॥ ৪৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সবিস্ময়ং। বয়স্স দিট্‌ঠং বুন্দাএ ইন্দজালং। ইতি সকৌতুকমবেক্ষ্য। ইন্দজালিণি বুন্দে ঘণাইদী বি ধুমলেহা বিঅড্‌ঢ সারঙ্গং কড্‌ঢিদুং ণারিহদি ॥

বৃন্দা। আর্য্য তড়িদ্দাম কণ্ঠীয়ং কাদম্বিনী প্রতীয়তাং।

মধু বয়স্য দৃষ্টং বৃন্দয়া ইন্দ্রজালং। ইন্দ্রজালিনি বৃন্দে ঘনাকৃতিরপি ধূমলেখা বিদগ্ধ সারঙ্গং আক্রুষ্টং নার্হতি। সারঙ্গশ্চাতকঃ। কাদম্বিনী মেঘ মালা। তেন তং আক্রুষ্টং যোগ্যেবেয়ং ইত্যর্থঃ। নায়ং সুবলঃ সত্যেব রাধেতি ভাবঃ।

তোমার ভুজ লতা স্পর্শ কামনা করিতেছে অতএব দোহদ অর্থাৎ পুষ্পোৎপত্তির নিমিত্ত ঔষধ বিশেষ দ্বারা ইহাকে প্রফুল্লিত কর ॥

পক্ষান্তরে। সখি রাধে! অগ্রবর্ত্তি এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তোমার ভুজলতা স্পর্শ কামনা করিতেছেন অতএব অভীষ্ট দান দ্বারা ইহাকে আনন্দিত কর ॥ ৪৪ ॥

মধুমঙ্গল। (বিস্ময়ের সহিত) বয়স্য! বৃন্দার ইন্দ্রজাল দেখিলা (এই বলিয়া সকৌতুকে দৃষ্টিপাত করত) ইন্দ্র জালিনি বৃন্দে! তুমি ধূম রাশিতে মেঘ প্রতীতি করাইয়া বিদগ্ধ চাতককে আকর্ষণ করিতে পারিবা না ॥

বৃন্দা। আর্য্য! এই মেঘমালার কণ্ঠে বিদ্যুৎমালা আছে নিশ্চয় জানিও, অতএব অবশ্য আকর্ষণ করিতে শক্তি আছে অর্থাৎ এ সুবল নয়, সত্যই রাধা, তড়িদ্দাম কণ্ঠী

কৃষ্ণঃ। নিভাল্য সবিস্ময়ং। কথং সত্যমেবানয়া রঙ্গণ মালিকয়া ভুস্ত্যক্ত কণ্ঠীয়ং প্রিয়া মে বার্ষভানবী।

মধুমঙ্গলঃ। অই বুন্দে দেই পসীদ পসীদ মা কৃখু বুদ্ধিং মোহেহি জং রাহা চেচ্চ বুকৃখতলে পখিদা।

বৃন্দা। আর্য্য রঙ্গণ মালিকা স্পর্শানভিজ্ঞ কণ্ঠী কৃত্রিমৈব রাধিকা বিশাখয়া সার্দ্ধং তত্র গতা॥ ৪৫॥

তড়িদ্দাম কণ্ঠীত্বাসাধারণ লক্ষণেন কৃষ্ণঃ পরিচিণোতি সত্যমিতি কৃত্রিমৈব রাধা সুবলঃ॥

মধু অয়ি বৃন্দে দেবি প্রসীদ প্রসীদ মা খলু বুদ্ধিং মোহয়। যৎ রাধা চৈত্য বৃক্ষতলে প্রস্থিতা। কৃত্রিমৈব রাধা সুবলঃ অতএব তত্রোক্তং পুণো বুন্দএ ণিম্মিদ রাহাবেসো সুঅলো মুহুরাঘরে পহিদ ইতি॥ ৪৫॥

এই অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা কৃষ্ণই ইহাঁর সত্যত্ব পরিচয় পাইবেন॥

কৃষ্ণ। (অবলোকন করিয়া বিস্ময়ের সহিত) সত্যই যে এই রঙ্গণ মালিকা দ্বারা কণ্ঠ বিভূষিত করিয়া বৃষভানু তনয়া প্রিয়তমা আসিলেন না কি ?।

মধুমঙ্গল। অয়ি দেবি বৃন্দে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আর বুদ্ধি বিমোহিত করিও না, শ্রীরাধা ত চৈত্য বৃক্ষতলে প্রস্থান করিয়াছেন॥

বৃন্দা। আর্য্য! যাহার কণ্ঠে রঙ্গণ মালা স্পর্শ হয় নাই সেই কৃত্রিম রাধা, বিশাখার সহিত চৈত্য বৃক্ষমূলে গমন করিয়াছে, বস্তুত ইনিই যথার্থ রাধা॥ ৪৫॥

কৃষ্ণঃ। রাধামবলোক্য।

তবানুকারাৎ সুবলং দিদৃক্ষুণা
ময়া ত্বমাপ্তা পরতঃ সুদুর্ল্লভা।
সা দৃশ্যতঃ কাচমিবাভিলষ্যতা
প্রেমাগ্র ভূমি র্বণিজা হরিণ্মণিঃ॥ ৪৬॥

রাধিকা। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ বিণ্ণাদোহসি।

ললিতা। জলই সহী মহ রাহী মন্দা জং হোই নীলিনী রাআ।

অনুকারাৎ সাদৃশ্যাদ্ধেতোঃ। হরিণ্মণি মরকতং॥ ৪৬॥
রাধা তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিজ্ঞাতোহসি॥
ললি জ্বলতি সখী মম রাধা মন্দা যত্তবতি নিলীনী রাগা।

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে! যেমন কাচাভিলাষী বণিক্ কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মুখস্থ ভূমিতে সাদৃশ্য বশত মরকত মণি লাভ করে, তদ্রূপ আমিও ত্বৎ সদৃশ বেশধারি সুবলকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া প্রেমময় ভূমি সুদুর্ল্লভা তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম॥ ৪৬॥

শ্রীরাধা। থাক থাক, জানা গিয়াছে॥

ললিতা। কৃষ্ণ! আমার প্রিয়সখী নীলীরাগময়ী * বলিয়া অতিশয় মন্দভাগিনী সুতরাং নিরন্তর দগ্ধ হইতেছেন কিন্তু

---

* নীল দ্রব্য ঘর্ষণে যে বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহার নাম নীলী। যেমন নীলরঞ্জিত বস্ত্রকে সহস্রবার প্রক্ষালন করিলেও তাহার নীলিমার হ্রাস হয় না প্রত্যুত শোভাতিশয় বিস্তার করে, তদ্রূপ রাগকে নীলীরাগ বলে॥

কহ্নং তুমং ণন্দসি জং ধণ্ণো হালিদ্দ রাওসি ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণঃ। রোহিণ্যাধর শোভয়া বিহরসে জ্যেষ্ঠাসি বামভ্রুবাং
বাণ্যা রাজসি চিত্রয়া পরিজনেম্বার্দ্রাং ধিয়ং যচ্ছসি।
রাধে ত্বং শ্রবণোত্তরেতি পরিতস্তারোদয়োল্লাসিনী

কৃষ্ণ ত্বং নন্দসি যৎ ধন্যো হারিদ্র রাগোঽসি। হরিদ্র রাগস্য গ্রহণে ত্যাগেচ সুকরত্বাৎ তব রাধা বিষয়ে দুঃখং নোৎপদ্যতে নীলীরাগস্য ত্যাগে দুঃশকত্বাৎ। ত্বদ্বিষয়ে দুঃখমেব প্রাপ্নোতি মে সখীতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

অধর শোভয়া ত্বং রোহিণী লোহিত বর্ণা পক্ষে শব্দ শ্লেষেণ রোহিণী নক্ষত্রং। জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা পক্ষে তন্নাম নক্ষত্রং। চিত্রয়া মনোহরয়া বাণ্যা রাজসি পক্ষে পূর্ব্ববৎ। আর্দ্রাং সুখদাং। শ্রবণাভ্যাং কর্ণাভ্যাং উত্তরা

কৃষ্ণ! তুমি হারিদ্র রাগ প্রযুক্ত সর্ব্বদা আনন্দানুভব করিতেছ অতএব তুমি ধন্য, অর্থাৎ হরিদ্রাময় রাগ গ্রহণ এবং ত্যাগ অনায়াস সাধ্য বলিয়া তোমার রাধা বিষয়ে কোন দুঃখ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নীলীরাগের ত্যাগ দুষ্কর প্রযুক্ত আমার প্রিয়সখী তোমার বিষয়ে নিরন্তর দুঃখানুভবই করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ। রাধে! তুমি লোহিত বর্ণ অধর শোভায় সুশোভিত হইতেছ বলিয়া সুন্দরী গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, বিচিত্র বাক্যে বিরাজিত হইতেছে বলিয়া পরিজন বর্গ সকলে

* যে অতিশয় শোভা প্রকাশ করে না অথচ শীঘ্র বিনষ্ট হয় তাহাকে হারিদ্র রাগ বলে। যেমন হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্র অতিশয় শোভিত হয় না, অথচ শীঘ্র বিনষ্ট হয় তদ্রূপ।

নাশ্লেষার্পণ দীক্ষিতে ময়ি কথং দাক্ষিণ্যমাতিষ্ঠসি ॥

বৃন্দা। মুধা মানোল্লাহাদ্‌গ্লপয়সি কিমঙ্গানি কঠিনে
ক্রুধং ধৎসে কিম্বা প্রিয়পরিজনাভ্যর্থন বিধৌ।
প্রকামং তে কুঞ্জালয় গৃহপতিস্তাম্যতি পুরঃ
কৃপালক্ষ্মীবন্তং চটুলয় দৃগন্তং ক্ষণমিহ ॥

শ্রেষ্ঠা। পক্ষে শ্রবণা চাসৌ উত্তরা চেতি সা। তারাণাং মুক্তানাং নক্ষত্রাণাং চ উদয়ে উল্লাসিনী ইতি শব্দ হেতৌ অতএব অশ্লেষা নক্ষত্রং তস্যা অর্পণে পক্ষে আশ্লেষ আলিঙ্গনং দাক্ষিণ্যং আনুকূল্যং। ইহ কৃষ্ণে দৃগন্তং কটাক্ষং চটুলয় কীদৃশং দৃগন্তং কৃপালক্ষ্মীবন্তং ॥ ৪৮ ॥

সুখদ বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া থাক, তোমার সদৃশ কর্ণদ্বয় কাহারও নাই, তুমি মুক্তামালাতেই উল্লাস প্রকাশ করিতেছ, তবে কেন আমাতে আলিঙ্গন বিষয়ে আনুকূল্য অবলম্বন করিতেছ না ? ॥

বৃন্দা। হে কঠিনে! বৃথা মান ভরে অঙ্গ সকলকে ক্লেশ দিতেছ কেন? কেনই বা প্রিয়পরিবারবর্গের প্রার্থনা বিষয়ে ক্রোধ ধারণ করিতেছ, এই দেখ তোমার অগ্রবর্ত্তি কুঞ্জালয়ের গ্রহপতি যথেষ্টরূপে ক্লিষ্ট হইতেছেন, অতএব ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাঁর প্রতি কৃপা শোভাশালি নয়নাঞ্চল নিক্ষেপ কর ॥

যথারাগ ॥

পরিজন সুধাময় বাণী। না শুনসি কানে অগেআনি ॥
রাড়াওসি কাহে অতিরোষ। না শুনসি হরি গুণ দোষ ॥

কৃষ্ণঃ। নিষ্ঠুরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে।
অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥ ৪৮॥
রাধিকা। সচ্চং মায়িণং বি তুমং বিমোহণোসি।
ইতি সশব্দং ক্রন্দতি॥
ললিতা। সংস্কৃতেন।
ধারা রাস্পময়ী নযাতি বিরতিং লোকস্য নির্মিৎসতঃ
প্রেমাস্মিন্নিতি নন্দনন্দন রতং লোভাম্মনো মাকৃথাঃ।
ইত্থং ভূরি নিবারিতাপি তরলে মদ্বাচি সাচীকৃত

রাধি সত্যং মায়িনামপি ত্বং বিমোহনোঽসি।

মিছাই মান দহ নাই। কাহে তনু সুতাপসি তাই॥
তোহে লাগি সুতাপিত কান। অতএ তেজহ তুয়া মান॥
হৃদয়ে করুণা উপজাই। দিঠি কোণে নিরখি কানাই॥
অতি কাতর রসরাজ। এ যদু নন্দন কহে কায॥
কৃষ্ণ। রাধে! কঠোরা হও বা মৃদ্বীই হও কিন্তু তুমিই আমার প্রাণ, যেমন চন্দ্রলেখা ব্যতিরেকে চকোরের অন্য গতি নাই,তদ্রূপ তোমা ভিন্ন আমার জীবনে অন্য উপায় নাই॥
শ্রীরাধা। সত্যই তুমি মায়াবিদিগের বিমোহন কারি (এই বলিয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন)॥
ললিতা। সংস্কৃত ভাষায়) সুন্দরি! তোমাকে বলিয়াছিলাম যে ব্যক্তি নন্দনন্দন নিষ্ঠ প্রেম নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কখন অশ্রু ধারার বিরাম হয় না, অতএব তুমি লোভ বশতঃ ঐ প্রেমে মন সংযোগ করিও না, হে তরলে

ভ্রূদ্বন্দ্বা নহি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাদ্য রোদিষ্যসি ॥

কৃষ্ণঃ। করারবিন্দেন রাধিকাশ্রু বিন্দূনপসারয়তি।

রাধিকা। মুদ্ধ জণে বি বঙ্কং ববহরন্তো কীস ণ লজ্জসি।

কৃষ্ণঃ। স্মরক্রীড়া লুব্ধঃ পশুপরমণীষু স্ফুটমহং

তথাপ্যক্ষ্ণোর্বর্ত্তি স্ত্বমসি মম দিব্যাঞ্জনময়ী।

মুগ্ধ জনেপি বক্রং ব্যবহরন্ কস্মাৎ ন লজ্জসে। তপাদ্যা নিদাঘাদ্যা ঋতু লক্ষ্মী স্তত্তত্তব পুষ্পাদীনি ভৃঙ্গঃ কিং ন ভজতি তদপি মধু শ্রীঃ বসন্ত শ্রীঃ রসো-

এই প্রকার বারম্বার নিবারণ করিলেও তুমি আমার বাক্যে ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়াছিলে, আদর প্রকাশ কর নাই, তবে কেন আজ রোদন না করিবা ॥

যথারাগ ॥

হরি সঙ্গে যে করে পীরিতি। দিঠি জল না হয়ে বিরতি।
ইথে নাহি তাহে পুনঃ পুনঃ। নিষেধ করলু হাম হুন ॥
ব্রজপতি নন্দনের সাথ। পিরিতি জানিয়ে উপজাত ॥
এই সেই প্রেম তরুবরে। সেচয়ে আপন দিঠি জলে ॥
এ যদুনন্দন দাস কহে। পিরিতি হইতে কিবা নহে ॥

কৃষ্ণ। শ্রীরাধার অশ্রু বিন্দুসকল মার্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা। মুগ্ধজনে বক্র ব্যবহার করিতে কি লজ্জা বোধ করিতেছ না!।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! যদিচ আমি স্পষ্টরূপে গোপরমণী সকলে কন্দর্পকেলি লুব্ধ হইয়াছি সত্য, তথাপি তুমি আমার এই নেত্রদ্বন্দ্বের দিব্যাঞ্জন স্বরূপ, দেখ গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু জনিত

তপাদ্যাঃ কিং ভৃঙ্গঃ পৃথুলমৃতুলক্ষ্মী র্নভজতে
রসোল্লাসাদেনং তদপিহি মধুশ্রী র্মদয়তি ॥

বৃন্দা। সখি যথার্থং বক্তি বনমালী।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ত্বয়া সহচর্য্যা বনবিহারচর্য্যামঙ্গীকর্ত্তু মিচ্ছামি।

বৃন্দা। তেনাহং সখীবৃন্দমবধাপয়ামীতি পরিতঃ পশ্যন্তী।

স্মিতং বিতনু মাধবি প্রথয় মল্লিহাসোদ্গমং
মুদা বিকস পাটলে পুরট যূথি নিদ্রাং ত্যজ।
প্রসীদ শতপত্রিকে ভজ লবঙ্গবল্লি শ্রিয়ং
দধার সহ রাধয়া হরিরয়ং বিহার স্পৃহাং ॥

ল্লাসাদ্ধেতোরেনং ভ্রমরং মদয়তি অন্য ঋতু শোভাসেবিত্বপি ভ্রমরে সর্ব্বতঃ পরমোৎকৃষ্টাপি বসন্তশ্রী র্নোদাস্তে প্রত্যুত আনন্দয়ত্যেব যথা ত্বমপি তথাভূতা ভবেতি ভাবঃ। পাটলা পাডব ইতি খ্যাতা শতপত্রিকে যূতীতি খ্যাতা।

পুষ্প সকলে মধুকর কি রমণ করে না তথাপি বসন্ত শ্রী রসাতিশয় প্রযুক্ত ঐ ভ্রমরকে আমোদিত করিয়া থাকে ॥

বৃন্দা। সখি! বনমালী সত্য কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমোর সহিত বন বিহারের আচরণ অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করি ॥

বৃন্দা। তবে আমি সখীসকলকে অবগত করাই। (এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) মাধবি! হাস্য বিস্তার কর, মল্লিকে! হাস্যোদ্গম প্রকাশ কর, পাটলে! আনন্দ সহকারে প্রফুল্লা হও, স্বর্ণ যুথিকে! নিদ্রা পরিত্যাগ কর, আজ শ্রীরাধার সহিত মাধব বিহার স্পৃহা অবলম্বন করুন

মধুমঙ্গলঃ। হী হী কহং কান্তার জক্‌খিণীএ বাআমেত্তণ উফুল্লীকিঅং বল্লিমণ্ডলং ॥

কৃষ্ণঃ। সখে চিত্তমামোদয়ন্তি পুষ্পামোদবত্যো মে বীরুধঃ।

মধুমঙ্গলঃ। বয়স্‌স তুম্হাণং সব্বাও চিত্তং আমোদেন্তি লদাও মম উণ এক্কা হেম জুহী জ্জেব্ব জং গোউলেসরীএ সক্কিঅং গব্ব ঘিঅং ৰিঅ থবঅং ধারেহি ॥ ৪৯ ॥

ললিতা। স্মিত্বা। অজ্জ তদো কৃখু পঅড়াদে রসণ্ণদা।

মধুমঙ্গলঃ। সের্ষং বঅস্‌স পেক্‌খ পেক্‌খ ইমাও রত্তাও বি

মধু বিহস্ত কথং কান্তার যক্ষিণ্যা বাচা মাত্রেণ উৎফুল্লীকৃতং বল্লীমণ্ডলং। বয়স্ত যুষ্মাকং সর্ব্বাশ্চিত্তমামোদয়ন্তি লতাঃ। মম পুনর্হেমযূথী এব যা গোকুলেশ্বর্য্যা সংস্কৃতং গব্যঘৃতমিব স্তবকং ধারয়তি ॥ ৪৯ ॥

ললি। আর্য্য ততঃ খলু প্রকটা তে রসজ্ঞতা।

মধু বয়স্ত পশ্ঠ এতাঃ রক্তাঃ অপি বক্রাঃ কিংশুক কলিকা গোপিকা ইব

মধুমঙ্গল। (হীহী রবে উচ্চহাস্য করিয়া) কি আশ্চর্য্য! বন যক্ষিণী বৃন্দা কি রূপে বাক্য মাত্রে লতাসকলকে প্রফুল্লিত করিল!।

কৃষ্ণ। সখে! পুষ্প গন্ধ শালিনী এই সকল লতা আমার চিত্তকে আমোদিত করিতেছে সত্য কিন্তু গোকুলেশ্বরীর সংস্কৃত গব্য ঘৃতের ন্যায় স্তবক ধারিণী এই স্বর্ণ যূথীই কেবল আমার চিত্ত সন্তোষ করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর্য্য! এই কারণেই তোমার রসজ্ঞতা বিখ্যাত আছে ॥

মধুমঙ্গল। (ঈর্ষার সহিত) এই সকল রক্তবর্ণ হইলেও বক্র

বঙ্কাও কিংসুঅ কলিআও গোইআও বিঅ মং ণ সুহা-
বেন্তি ॥ ৫০ ॥

ললিতা। বুন্দে এদে বল্লআবিঅ পেক্‌খীঅন্ত জবাথবআ জে
ক্‌খু লোঅণ লোহণিজ্জা বি ণামোদং বিত্থারেন্তি ॥ ৫১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সরোষং। জাণেম্ম তুম্মাণং গোইণং কম্মং

মাং ন সুখয়ন্তি। কিংশুকঃ পলাশঃ। অত্র প্রেমবতীম্বপি গোপীষু বাম্য লক্ষণং বক্রত্বমিত্যাক্ষেপঃ ॥ ৫০ ॥

ললি বৃন্দে এতে বল্লবা প্রেক্ষ্যন্তাং জবাস্তবকাঃ। যে খলু লোচন লোভ-নীয়া অপি নামোদং বিস্তারয়ন্তি। অত্র কৃষ্ণাদিষু বহিঃ সৌন্দর্য্যমাত্রং লক্ষ্যন্তে প্রেম গন্ধোঽপি নাস্তীত্যাক্ষেপঃ ॥ ৫১ ॥

মধু জানীমঃ যুষ্মাকং গোপীনাং কর্ম্ম যা রস কুম্ভমপি দৃঢ়ং নির্ম্মথ্য স্নেহং কর্ষন্তি। অয়ং ভাবঃ। যুষ্মদ্ধস্ত পাতেন স্নেহময়োঽপি দুগ্ধ দধ্যাদি কুম্ভ বিলোড়নতো নবনীতোৎক্রমেণ স্নেহ রহিতো ভবতি কুতঃ পুনর্যুষ্মাসু স্নেহ সম্বন্ধঃ। স্নেহময় ময়ি কৃষ্ণং তদ্গুণোৎ ক্রমেণ স্নেহ হীনং ভবত্যো বদন্তীতি

পলাস কলিকা সকল গোপিকার ন্যায় আমাকে সুখ
প্রদান করিতেছে না ॥ ৫০ ॥

ললিতা। বৃন্দে! গোপগণের ন্যায় জবা স্তবক সকল অবলো-
কন কর, এগুলি দেখিতে মাত্রই সুন্দর, গন্ধ প্রকাশ দ্বারা
চিত্ত আমোদিত করিতে পারে না, অর্থাৎ কৃষ্ণে বহিঃ
সৌন্দর্য্য মাত্র আছে, প্রেম গন্ধও নাই ॥ ৫১ ॥

মধুমঙ্গল। জানি তোমাদের গোপিকা সকলের কর্ম্ম, তোমরা
রস কুম্ভকে দৃঢ়তর নির্ম্মন্থন করিয়া স্নেহ আকর্ষণ কর

জাতু রসকুম্ভং বি দিটং ণিম্মহি সিণেহং কড্ঢন্তি ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। স্মিত্বা সখি ললিতে।

যে দণ্ডপাশভাজঃ স্ফুটং বহন্তঃ মনঃ শিলাকল্পং।

কান্তারমাশ্রয়ন্তে তেভ্যো বঃ ক্ষেমমুল্লসতু ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা। বৃন্দে জ্ঞাতং জ্ঞাতং বুদ্ধিং মূর্চ্ছয়ন্তা

ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

দণ্ডপাশৌ লোকমারণার্থং গবাং কলিলাদার্থঞ্চ ভজন্তে। নির্দ্দয়ত্বেন শিলাকল্পং মনোবহন্তঃ মনঃশিলা ধাতু বিশেষ স্তেন আকল্পং বেশং চ। কান্তারং দুর্গমং বর্ত্ম আশ্রয়ন্তে বর্ত্মপাতিন ইতি ভাবঃ। পক্ষে গোচারণার্থং বনমার্গং কৃষ্ণাদয় ইতি বর্ত্মপাতিনঃ। শস্ত্র প্রহরণ প্রেমচ্ছেদনাদিভিঃ প্রাণ-হরণত্বেন তুল্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

কূর্চ্চিকা ক্ষীরবিকারঃ।

অর্থাৎ তোমাদের হস্ত স্পর্শে স্নেহময় দধি দুগ্ধাদি কুম্ভ বিলোড়ন হেতু নবনীত উত্থিত হইয়া স্নেহ রহিত হয়, সুতরাং তোমাদের স্নেহ সম্বন্ধ কোথায় ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি ললিতে। যাহারা স্পষ্ট রূপে পাষাণ তুল্য মন বহন পূর্ব্বক দণ্ড ও রজ্জু ধারণ করিয়া দুর্গম পথ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তি হইতে তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বৃন্দে! জানিলাম জানিলাম, ক্ষীর খণ্ডের লোভে উৎকোচ খাইয়া তোমার বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে, এই কারণেই গোপিকার পক্ষপাতিনী হইয়াছ॥

কুচ্চি'কা লোভেন গোপিকাঞ্চল গ্রাহিণী ত্বং কৃতাসি ॥

নেপথ্যে ॥

কস্তূরিকেব দুরবচ্ছদ সঙ্গমেয়ং
গোপীততি র্মদময়ী কিল পিচ্ছিলাচ।
দাক্ষিণ্যত স্তনুভৃতামনুরঞ্জনোঽয়ং
বাসন্তবায়ু রিব হন্ত মুরান্তকারী ॥

কৃষ্ণঃ। পৃষ্ঠতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্ সাধু ভোঃ কীররাজ সাধু সাধু ॥ ৫৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বিহঙ্গ পুঙ্গঅ চউদ্দহ বিজ্জাবিঅক্খণো দীহাউ হোহি ॥

দুরবচ্ছদঃ দুঃখেনাবচ্ছন্নঃ সঙ্গমো যস্যা এবং চ কস্তূরিকায়াঃ দুষ্প্রাপকত্ব-মাদকত্ব পিচ্ছিলত্বানি ইতি ত্রয়োদোষাঃ। দাক্ষিণ্যতঃ দক্ষিণ দেশোদ্ভবত্বাৎ আনুকূল্যাচ্চ সর্ব্ব সুলভত্বং অনুরঞ্জকত্বঞ্চেতি বাসন্ত বায়ো গু'ণদ্বয়ং ॥ ৫৪ ॥

মধু চতুর্দ্দশ বিদ্যা বিচক্ষণো দীর্ঘায়ু র্ভব।

(বেশ গৃহে শুকের উক্তি)

গোপীমণ্ডলী কস্তূরিকার ন্যায় দুর্ল্লভ, মাদকজনিকা ও পিচ্ছলময়ী। কিন্তু দাক্ষিণ্য বশতঃ বসন্ত বায়ুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব প্রাণির সুলভ ও সকলের সুখ প্রদ ॥

কৃষ্ণ। (পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সাধু ভো শুক শ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু ॥ ৫৪ ॥

মধুমঙ্গল। অহে বিহঙ্গ রাজ! তুমি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় বিশারদ অতএব দীর্ঘজীবী হও ॥

ললিতা। হণ্ডে চণ্ডাল কীর পঅণ্ড সসাঅণতুণ্ড রাহুণো পাহুণো হোহু দে পিণ্ড সরী।

কৃষ্ণঃ। সখে তূর্ণমস্মৈ সমর্পয় পাকিমাণি দাড়িমী বীজাণি।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বুন্দাবণ বিহাপ্পএ দাড়িমী বীএহিন্তো বি সুষ্ঠু কন্তং ললিদাএ দন্তপন্তিং দেদাইসসং॥ ৫৫॥

পুনর্নেপথ্যে।

চঞ্চল সঞ্ঝঘণোবিঅ মুহুত্ত রাঅং তণোদি দে সামী।

হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানং নীচং চেটীং সখীং প্রতীত্যমরঃ। চণ্ডালশ্চাসৌ কীরশ্চেতি প্রচণ্ড শশাদনঃ শ্যেনঃ প্রাঘুণোঽতিথিঃ॥

ভো বৃন্দাবন বৃহস্পতে দাড়িমী বীজেভ্যোঽপি সুষ্ঠু কান্তাং ললিতায়াং দন্ত পঙক্তিং তে দাস্যামি॥ ৫৫॥

চঞ্চল সান্ধ্য ঘন ইব মুহূর্ত্ত রাগং তনোতি তে স্বামী। বহতি স্নেহং রাধা

ললিতা। অরে চণ্ডাল শুক। প্রচণ্ড শ্যেনপক্ষির চঞ্চুরূপ রাহুতে তোর শরীর শশী গিয়া অতিথি হউক, অর্থাৎ তুই বাজের মুখে গিয়া পড়্॥

কৃষ্ণ। সখে! শীঘ্র এই শুককে পক্ক দাড়িমী বীজ সকল অর্পণ কর॥

মধুমঙ্গল। সখে। তুমি বৃন্দাবনের বৃহস্পতি, দাড়িমী বীজ অপেক্ষাও তোমাকে সুন্দর কান্তি শালি ললিতার দন্ত পুঙক্তি আনিয়া দিব॥ ৫৫॥

(পুনরায় বেশ গৃহে শারী কহিল)

অহে চঞ্চল শুক। তোমার স্বামী কৃষ্ণ রক্তসন্ধ্যার ন্যায়

বহুই সিণেহং রাহী ণব্ব ণঅনীঅ পুত্তীব্ব ॥

ললিতা। সানন্দং। সহি সারিএ সোহগ্‌গবদী হোহ্য জং পচ্চুত্তরেণ ণিজ্জিদো তুএ দুম্মুহো কীরো ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। ধ্রুবং বৃন্দয়েদমধ্যাপিতং কৌশলং বিহঙ্গময়োর্দ্বন্দ্বং ॥

মধুমঙ্গলঃ। সক্রোধং। হঞ্জে ভঞ্জেমি দে তীক্‌খ জপ্পিণং চঞ্চুপুড়ং। ইতি ব্যাজং দণ্ডং ক্ষিপতি।

রাধিকা। হন্ত কথমুড্ডীণং বাবদূঅং বিহঙ্গমিহুণং ॥ ৫৭ ॥

কেবলং নব নবনীত পুত্তলীব।

ললিতা সখি রাধিকে সৌভাগ্যবতী ভব। যৎ প্রত্যুত্তরেণ নির্জ্জিত ত্বয়া দুর্ম্মুখঃ কীরঃ ॥ ৫৬ ॥

মধু হঞ্জে হে চেটি ভঞ্জয়ামি তে তীক্ষ্ণ জল্পিনং চঞ্চুপুটং। বাবদূঅ বাব

মুহূর্ত্ত মাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীরাধা নব নবনীত পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদা স্নেহ বহন করেন ॥

ললিতা। (আনন্দের সহিত) সখি শারিকে ! সৌভাগ্যবতী হও, যে হেতু আজ প্রত্যুত্তর দ্বারা দুর্ম্মুখ শুককে পরাজিত করিলা ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) নিশ্চয় বৃন্দাই পক্ষীদ্বয়কে এই কৌশল শিক্ষা করাইয়াছে ॥

মধুমঙ্গল। (ক্রোধের সহিত) অরে চেটি। তোর কটু বাক্য উল্লেখ কারি চঞ্চুপুট ভাঙ্গিয়া দিচ্ছি। (এই বলিয়া ছল পূর্ব্বক দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন) ॥

শ্রীরাধা। হায় ! মিষ্টভাষী পক্ষিদ্বয় উড়িয়া গেল কেন ? ॥ ৫৭

কৃষ্ণঃ। রাধামবেক্ষ্য ॥

সেবন্তে তরুগেহিনঃ সুমনসাং বৃন্দৈর্মধুস্যন্দিভি
র্যত্রোৎফুল্ললতা বধূভিরভিতঃ সঙ্গত্য ভৃঙ্গাতিথীন্।
সম্বীতা পশুভি স্তথা খগকুলৈঃ খেলদ্ভিরব্যাহতং
ন স্যাৎ কস্য সুকণ্ঠি সেয়মধিকানন্দায় বৃন্দাটবী ॥ ৫৮ ॥

অথবা। হরিণী র্বিড়ম্বয়সি নেত্রলেখয়া

ভৃকং ॥ ৫৭ ॥

সুমনসাং পুষ্পাণাং যত্র যস্যাং বৃন্দাটব্যাং উৎফুল্ল লতা বধূভিঃ সহ সংগত্য উৎফুল্লেতি তস্যামপ্যতিথি সেবায়া মৌৎসুক্যং ধ্বনিতং। অব্যাহতং যথা স্যাত্তথা খেলদ্ভিঃ। সুকণ্ঠীতি তরুলতাদীনাং ভৃঙ্গগান প্রিয়ত্বং ত্বয়া অবগম্যত এব ইতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

তে তব পুরতো বন শোভায়া মে কিমিব বন শোভা বর্ণনেন মম কিং কার্য্যং ততোপ্যধিং শোভা ভবতীতি ভাবঃ। তদেবাহ হরিণী বিড়ম্বয়

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) হে সুকণ্ঠি! যে বৃন্দাবনে তরুরূপ গ্রহস্থগণ লতা বধূর সহিত মিলিত হইয়া পুষ্প সকলের ক্ষরিত মকরন্দ দ্বারা ভৃঙ্গ স্বরূপ অতিথিগণকে সেবা করিতেছে এবং যাহাতে স্বচ্ছন্দ ক্রীড়ারত পশু পক্ষী সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই বৃন্দাবন কাহার না আনন্দের নিমিত্ত হয় ॥ ৫৮ ॥

অথবা তোমার অগ্রে বন শোভা বর্ণনে কোন প্রয়োজন নাই দেখ, তুমি নেত্র দ্বারা হরিণী গণকে বিড়ম্বিত করি-

ললিতৈর্লতাঃ পিককুলং কলোক্তিভিঃ।
শিখিনশ্চ কুন্তল কলাপবিভ্রমৈ
রিতি তে পুরঃ কিমিব মে বনশ্রিয়া ॥ ৫৯ ॥

বৃন্দা। পশ্য পশ্য ॥

বিরতোর্ম্মিরিয়ং সুনীরজা
ধৃত শুদ্ধোজ্বল সত্ব সন্ততিঃ।
স্ফুট কৃষ্ণ রুচি র্যমাদৃতা
মুনিগোষ্ঠীব চকাস্তি ভানুজা ॥ ৬০ ॥

লীত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

বিরতা উপগতা উর্ম্ময় স্তরঙ্গাঃ কাম ক্রোধাদ্যাশ্চ যস্যাঃ সুষ্ঠু নীরজানি কমলানি যস্যাং রাজোগুণ রহিতাচ। সত্ব সন্ততি জীব সমূহঃ সত্বগুণ শ্রেণীচ। স্ফুটং কৃষ্ণা শ্যামা কৃষ্ণেচ রুচি র্যস্যাঃ। যমেন স্ব ভ্রাত্রা বৈবস্বতেন যমৈশ্চ অহিংসাদিভি রাদৃতা সংমানিতা ॥ ৬০ ॥

তেছ, তোমার মনোহর অঙ্গ দেখিয়া লতাশ্রেণী পরাজিত হইতেছে, তোমার সুমিষ্ট বাক্য সকল কোকিল কুলকে লজ্জিত করিতেছে এবং ময়ূরগণ তোমার কেশ কলাপের সৌষ্ঠব দেখিয়া আপনাকে হীন বোধ করিতেছে অতএব হে সখে! তুমি স্বীয় শোভা দ্বারা কাহার শোভা না বিনষ্ট করিতেছ ॥ ৫৯ ॥

বৃন্দা। দেখ দেখ, সম্প্রতি ভানুতনয়া যমভগিনী যমুনার তরঙ্গ নাই, ইনি পদ্মশ্রেণীতে অতিশয় শোভিত হইয়াছেন তথা শুদ্ধ সত্ব উজ্বল শ্রী এবং কৃষ্ণবর্ণ কান্তি ধারণ করিয়া মুনি গোষ্ঠীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে পশ্য পশ্য।

স্মিত রুচি বিরাজিতং তে মুখমিব নীরাজয়ত্যধিরাক্ষি।

নীরজ বান্ধব দুহিতু নীরজ রাজীমরুদ্ভ্রমিতা॥

বৃন্দা। পরিক্রম্য নীরজান্যাহৃত্যচ।

পুণ্ডরীকাক্ষ স্তোকোৎফুল্লমিদং গৃহাণ লীলাপুণ্ডরীকং।

তথাবতংসোচিতঞ্চ কোকনদ দ্বন্দ্বং॥

কৃষ্ণঃ। সহর্ষমাদায়। বৃন্দে রক্তোৎপলে রাধা

কর্ণয়ো রাধানেন শ্রিয়ং লভেতামিতি তথা কৃত্বা

সকৌতুকং হন্ত পুণ্ডরীককোষে চঞ্চরীকো বর্ত্ততে॥ ৬১॥

মরুদ্ভ্রমিতা নীরজরাজী তে মুখং নীরাজয়তী বেত্যুৎপ্রেক্ষা॥ ৬১॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ।

হে চঞ্চলাক্ষি! অরবিন্দবন্ধু নন্দিনীর নীরজ শ্রেণী বায়ু-বেগে ঘূর্ণিত হইয়া তোমার স্মিত বিরাজিত মুখ মণ্ডলকেই যেন নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে॥

বৃন্দা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কতকগুলি পদ্ম আনয়ন করিয়া) হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই ঈষৎ প্রফুল্ল শ্বেতবর্ণ লীলাকমল তথা কর্ণ ভূষণ যোগ্য এই রক্তোৎপল যুগল গ্রহণ কর॥

কৃষ্ণ। (সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) বৃন্দে! এই রক্তোৎপল দুইটী শ্রীরাধার কর্ণে গিয়া শোভা বিস্তার করুক, (এই বলিয়া শ্রীরাধার কর্ণে অর্পণ পূর্ব্বক কৌতুকের সহিত) কি আশ্চর্য্য শুক্লাম্ভোজ মধ্যে ভ্রমর অবস্থিতি করিতেছে॥৬১

বৃন্দা। মধুপঃ কমলেন সার্দ্ধমুদ্যন্মকরন্দেন
মুকুন্দমাসসাদ। সরসেষু বিনির্ম্মিতো
বিহঙ্গঃ পরমানন্দ ভরোন্নতিং তনোতি ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে পশ্য পশ্য।
অস্মিন্ মদীয় করসঙ্গিনি পুণ্ডরীক
কোষে ক্ষণং কিল বিলম্ব্য শিলীমুখোঽয়ং।
কর্ণাবলম্বি তব কোকনদং প্রপেদে
কিম্বা বলান্নহি হরত্যনুরাগ লক্ষ্মীঃ ॥

রাধিকা। সসম্ভ্রমং নাটয়ন্তি ভুজলতাং ক্ষিপন্তি ॥ ৬২ ॥

রক্তোৎপলং কোকনদমিত্যমরঃ। কমলেন সার্দ্ধং বসন্ মধুপ ইত্যর্থঃ। শিলীমুখঃ ভ্রমরঃ। অলিবাণৌ শিলীমুখাবিত্যমরঃ। অনুরাগ লক্ষ্মীঃ পক্ষে কোকনদস্থসা রক্তিমা শোভা। কং বেতি অস্মান্নেব হরতীতি ন বক্তব্য মিতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

বৃন্দা। মকরন্দ বিশিষ্ট পদ্মের সহিত মধুকর আজ মুকুন্দকে প্রাপ্ত হইয়াছে, যে হেতু রসশালি বস্তুতে সঙ্গ নির্ম্মিত হইলে, ঐ সঙ্গ পরমানন্দাতিশয়ের উন্নতি বিস্তার করে ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ। আমার করস্থ শুক্লপদ্ম কলিকায় এই ভ্রমর কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্ব করিয়া পরে আবার তোমার কর্ণ ভূষণ রক্তোৎপলে গিয়া উপস্থিত হইল, অতএব অনুরাগ লক্ষ্মী বলপূর্ব্বক কাহাকেও না আকর্ষণ করে? ॥

শ্রীরাধা। (সংভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক) ভুজলতা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণঃ। স্ফুটং বিহস্য।

কর্ণোত্তংসিত রক্তপঙ্কজ জুষোভৃঙ্গীপতে ঝঙ্কিয়া
ক্লান্তেনাদ্য দৃগঞ্চলেন দধতি ভৃঙ্গাবলী বিভ্রমং।
ত্রাসান্দোলিত দোর্লতাদ্য বিচলচ্চূড়া ঝনৎকারিণী
রাধে ব্যাকুলতাং গতাপি ভবতী মোদং মমাধাস্যতি॥ ৬৩

রাধিকা। সত্রাসং চেলাঞ্চল মুদঞ্চয়ন্তী অজ্জবি কধং ন চলতি ধিট্‌ঠো॥

কৃষ্ণঃ। মধুরাক্ষি মুধাদ্য সংভ্রমেণ

হে রাধে ব্যাকুলতাং গতাপি ভবতী মম মোদমাধাস্যতি। তব ব্যাকুলত্বেনাপি মমানন্দ এব অধ্যাস্তে ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশী ভবতী কর্ণোৎপল সেবিনো ভ্রমরস্য ঝঙ্কারৈ র্ভ্রান্তেন ইতস্ততশ্চকিত চকিতং প্রসরতা দৃগঞ্চলেন ভৃঙ্গ সমূহ বিভ্রমং দধতী। ত্রাসেনান্দোলিতয়ো র্দোর্লতয়ো রস্তে বিচলন্তীনাং চূড়ানাং ঝনৎকারবতী॥ ৬৩॥

রাধি। কথমদ্যাপি ন চলতি ধৃষ্টঃ নির্লজ্জঃ ভৃঙ্গঃ।

কৃষ্ণ। (উচ্চ হাস্য করিয়া) রাধে! তুমি আজ কর্ণ ভূষণ স্থানীয় রক্তপঙ্কজ সেবী ভৃঙ্গবরের ঝঙ্কৃতিতে ভ্রান্ত নয়নাঞ্চল দ্বারা ভৃঙ্গশ্রেণীর বিভ্রম ধারণ করিয়াছ এবং ত্রাস বশতঃ ভুজলতাস্থ চূড়িকার শব্দ করত ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়াও আমার আনন্দ বিস্তার করিতেছ॥ ৬৩॥

শ্রীরাধা। (সত্রাসে বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ করিতে করিতে) কেন এযাবৎ ধূর্ত্ত ভৃঙ্গ পলায়ন করিতেছে না॥

কৃষ্ণ। হে মধুরাক্ষি কৃশাঙ্গি! তুমি ভয়ে আর বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ

ক্ষিপ চেলাঞ্চলমঞ্জসা ন ভূয়ঃ ।
পিবতু শ্রবণোৎপলোদ্গতং তে
মধুপোঽয়ং মধুমঙ্গলং কৃশাঙ্গি ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো বঅস্স কীস ব্রহ্মণং মং মহুঅবেণ পিবা এসি ইতি দণ্ডেন ভ্রমরং তাড়য়তি ॥

রাধিকা । সশ্লাঘং । অজ্জ পিঅঙ্করো মহ্মাসি সংবুত্তো ॥

মধুমঙ্গলঃ । কহং মহুসূঅণো তক্কালং জ্জেব্ব তিরোহিদো

হে কৃশাঙ্গি মঙ্গলং মধু পিবতু ।

মধু ভো বয়স্য কস্মাদ্ব্রাহ্মণং মাং মধুপেন পায়য়সি খাদয়সীত্যর্থঃ পূর্ব্বপদাস্ত মধুমঙ্গলেন অয়মর্থঃ কৃতঃ । শ্রবণোৎপলাৎ উদ্গতংসৎ চেলাঞ্চলং ভূয়ো মাক্ষিপ অয়ং মধুপঃ মধুমঙ্গলং তন্নাম বিপ্রং পিবতু খাদতু ইতি ॥

রাধি আর্য্য প্রিয়ঙ্করো মমাসি সংবৃত্তঃ ।

মধু কথং মধুসূদনো ভ্রমর স্তৎকালং শীঘ্রমেব তিরোহিতঃ যৎ কুতোপি

করিও না এই মধুকর স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ণোৎপলস্থ মঙ্গলময় মধুপান করুক ।

মধুমঙ্গল । ভো বয়স্য ! আমি ব্রহ্মাণ, ভ্রমর দিয়া আমাকে খাওয়াইতেছ কেন ? । [এই বলিয়া দণ্ড দ্বারা ভ্রমরকে প্রহার করিতে লাগিলেন] ॥

শ্রীরাধা । (গৌরবের সহিত) আর্য্য ! তুমি আমারও প্রিয়-পাত্র হইলা ॥

মধুমঙ্গল । একি ? মধুসূদন (ভ্রমর) যে শীঘ্র তিরোহিত

জং কুদো বি ণ লক্‌খিজ্জই ॥

রাধিকা। সব্যামোহং। হদ্ধী হদ্ধী কহিং গদো মহুমুহণো ইতি সংস্কৃতেন ॥ ৬৪ ॥

সমজনি দবাদ্বিত্রস্তানাং কিমার্ত্তরবো গবাং
ময়ি কিমভবদ্বৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতং।
ব্যরচি নিভৃতং কিম্বাহূতি কয়াচিদভীষ্টয়া
যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্বনে বনজেক্ষণঃ ॥

ন লক্ষ্যতে।

রাধি সব্যামোহঃ হা ধিক্ হা ধিক্ কুত্র গতো মধুমথনঃ ইত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তং মধুসূদন শব্দস্থার্থং কৃষ্ণমভিপ্রেত্য বিচ্ছেদেন খিদ্যন্ত্যা শুন্ত্যা জাতং প্রেম বৈচিত্ত্যং বর্ণয়তি মধুসূদনঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৬৪ ॥

হূতিরাহ্বানং অভীষ্টয়া কয়াচিৎ বনিতয়া। দবো বনবহ্নিঃ। অন্ধং করণীতি আঢ্য সুভগেত্যাদিনা খ্যুন্ প্রত্যয়ান্তঃ।

হইল, আর ত কোথাও দেখা যাইতেছে না ॥

শ্রীরাধা। (ভ্রমের সহিত) হা ধিক্ হা ধিক্, মধুসূদন কোথায় গমন করিলেন। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৬৪ ॥

দাবানলে বিত্রস্ত গো সকলের কি আর্ত্ত রব হইয়াছে! অথবা আমাতেই কোন নিরঙ্কুশ বৈগুণ্য অবলোকন করিয়াছেন! কিম্বা কোন প্রিয়তমাই বা সঙ্কেত করিয়া নির্জনে লইয়া গেল, নতুবা পদ্মলোচন সহসা এই বনে * কেন আমায় পরিত্যাগ করিবেন? ॥

---

* প্রেমের উৎকর্ষা বশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তৎ সহ বিচ্ছেদ ভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য ॥

কৃষ্ণঃ। সংজ্ঞয়া সর্ব্বান্নিবার্য্য স্মিতং করোতি॥

শ্রীরাধা। হন্ত হন্ত সংস্কৃতেন।

বাসন্তীভিরয়ং ন মে কচভরঃ কংসারিণোত্তংসিত
স্তস্যোরঃ স্থলচুম্বি চম্পকচয়ৈর্নাগুম্ফি মাল্যং ময়া।
মল্লীভিশ্চ নিরর্গলং পরিহসন্নায়ং বলাত্তাড়িতঃ
প্রারম্ভেঽদ্য বনোৎসবস্য বিরহচ্ছদ্মাদ্দবঃ প্রোদগাৎ॥

বৃন্দা। অপবার্য্য কামমন্ধং করণীয়ং প্রেমবন্ধকন্দলী যা খলু বিস্পষ্টমপি নানুসন্ধাপয়তি॥

রাধি। সখি বৃন্দে রক্ষ মাং॥ ৬৫॥

কৃষ্ণ। সঙ্কেত দ্বারা সকলকে নিবারণ করিয়া হাস্যকরিতে লাগিলেন॥

শ্রীরাধা। (সখেদে সংস্কৃত ভাষায়) হায়! কংসারি মাধবীকুসুম দ্বারা আমার কেশপাশ বিভূষিত করিলেন না, আমিও চম্পক সমূহ দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল চুম্বি মালা গ্রন্থন করিলাম না এবং অনর্গল পরিহাস করিতে করিতে বলপূর্ব্বক মল্লীপুষ্প দ্বারাও তাঁহাকে প্রহার করিলাম না। হা কষ্ট! আজ বনবিহার আরম্ভ না হইতে হইতেই বিরহ চ্ছলে দাবানল আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃন্দা। (হস্তারণ দিয়া) প্রেম বন্ধের অঙ্কুর যথেষ্টরূপে অন্ধ করিয়া দেয়, যে হেতু স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান বস্তুকেও দেখিতে দেয় না॥

শ্রীরাধা। পুরোবিলোক্য। সহি বুন্দে রক্খেহি মং ইতি
ত্রাসং নাটয়ন্তী ॥ ৬৫ ॥
সপ্পী সপ্পই ভিঙ্গপন্তি মিষদো কালী রসলাঙ্কুরে
রত্তাসোঅসিরে বিরেহই তধা পুপ্ফচ্ছলাদো সিহী।
সিঙ্গে কিংসুঅসাহিণোচ কলিআদম্ভেণ সম্ভেদিণী
মং ভেতুং কুসুমাউহস্স বলই কুরাদ্ধ চন্দাঅলী ॥ ৬৬ ॥

সর্পী সর্পতি ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তি মিষতঃ কালী রসালাঙ্কুরে রক্তাশোক শিরসি বিরা-জতি তথা পুষ্পছলাৎ শিখী। শৃঙ্গে কিংশুকশাখিনশ্চ কলিকা দম্ভেন সংভেদনী মাং ভেত্তুংকুসুমায়ুধস্য বলতে ক্রূরার্দ্ধ চন্দ্রাবলী। কালী শ্যামবর্ণা শিখী অগ্নিঃ শিখিনৌ বহ্নিবর্হিণৌ ইত্যমরঃ কিংশুকশাখিনঃ পলাসবৃক্ষস্য অর্দ্ধচন্দ্র নাম অস্ত্রভেদঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীরাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি বৃন্দে! আমাকে
রক্ষা কর। (এই বলিয়া ত্রাসপ্রকাশ পূর্ব্বক) ॥ ৬৫ ॥
ঐ দেখ কালভুজঙ্গিনী ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তি ছলে আম্র মুকুলে গমন করিতেছে, অগ্নি পুষ্প ছলে অশোকবৃক্ষের নব-পল্লবোপরি বিরাজ করিতেছে এবং পলাশ বৃক্ষের কলিকাচ্ছলে কন্দর্পের মর্ম্মভেদকারি ক্রূর অর্দ্ধচন্দ্রাবলী নামক অস্ত্র বিশেষ আমাকে ভেদ করিবার নিমিত্ত দম্ভ-সহকারে বলপ্রকাশ করিতেছে ॥ ৬৬ ॥

যথা রাগ।

দেখ সখি রসাল মুকুলে। ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর বুলে ॥ কালভুজঙ্গিনী এই ছলে। কবল করিতে ধায় বলে ॥ রক্তবর্ণ অশোকের দলে। তাহার কুসুম-

ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। সম্ভ্রমাদভ্যুপেত্য পাণিং গৃহ্নন্নুচ্চৈঃ। সুকুমারি কিম কাণ্ডে কাতরাসি যতঃ ॥

ত্বন্মুখচন্দ্র লক্ষ্মীগ্লপিতা চন্দ্রাবলিরিহ বিভেতি পূর্ণাপি।
প্রণয়াঙ্কে তব কর্ত্তুং কিমর্দ্ধং চন্দ্রাবলী ক্ষমতে ॥

শ্রীরাধা। সধৈর্য্যং লজ্জাং নাটয়ন্তী স্বগতং। কথং অচ্ছি

চন্দ্রাবলী পক্ষে তন্নাম্নী যূথেশ্বরী।

স্নাদি। কথং অক্ষিলগ্নমেব হারিতং মন্যমানা খিন্নাস্মি।

গণ বুলে ॥ শিখা কিবা উঠিল অনলে। যাহাতে জীবন মোর জলে ॥ কিংশুকের কলিকার জালে। মদন কি অর্দ্ধচন্দ্র থুইলে ॥ দেখি মোরে অর্দ্ধেক নয়নে। বিন্ধিতে আইসে নিজ মনে ॥ এ যতুনন্দন দাস বলে। বিরহে নাহিক দুঃখ দিলে ॥ ৬৬ ॥

(এই বলিয়া বিবশতা প্রকাশ করিলেন।)

কৃষ্ণ। (সম্ভ্রম সহকারে নিকটে আসিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) সুকুমারি। তুমি অকারণে কেন কাতরা হইতেছ ?। যখন তোমার মুখ শোভা সন্দর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্রাবলীও (চন্দ্রশ্রেণী) ও গ্লানি যুক্ত হয়, তখন হে প্রণয়াঙ্কে! অর্দ্ধচন্দ্রাবলী তোমার কি করিতে পারিবে ॥

শ্রীরাধা। (ধৈর্য্যসহকারে লজ্জা প্রকাশপূর্ব্বক মনে মনে) হায়! চক্ষু সংলগ্ন বস্তু হারাইয়াছে মনে করিয়া কেন

লগ্গং চে অহারিদং মগ্নন্তী খিণ্ণম্হি ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে পশ্য পশ্য।

পরিণত বরবীজ স্পর্দ্ধিদন্তোরুভাসঃ
কুসুমমুপহসন্ত্যা স্তম্বি দন্তচ্ছদেন।
ফলবিজয়ি কুচায়া স্তদ্ভয়াদ্দাড়িমীয়ং
মৃদুল পবনদোলাদম্ভতঃ কম্পতেঽদ্য ॥

বৃন্দা। সখি রাধে নির্ব্বর্ণয় তব কর্ণিকোচিত কোরকং কর্ণি-
কারমমুং ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা। ণঅকণ্ণিআর কুসুমে ভমরো রসলোহ ণিচ্চলো

পরিণতানাং বরপক্কানাং বরবীজানাং উরুভাসঃ শ্রেষ্ঠকান্তয়ো যস্তাঃ তস্যাঃ দন্তচ্ছদেন অধরেণ মৃদুল পবনান্দোলন ছলেন ॥ ৬৭ ॥

রাধি। নবকর্ণিকার কুসুমেন ভ্রমরঃ রসলোভে নিশ্চলো ভাতি ॥

খিন্ন হইতেছি ॥

কৃষ্ণ। হে প্রিয়ে কৃশাঙ্গি! দেখ দেখ। তোমার দন্ত পঙক্তির শোভা পরিপক্ক বীজ সকলের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে দেখিয়া অধরৌষ্ঠ কর্ত্তৃক কুসুমের প্রতি উপহাস বিবেচনা করিয়া তথা স্বীয় ফল জয়ি কুচ যুগলের শোভা সন্দর্শন করিয়া এই দাড়িমী মৃদুপবনের আন্দোলন ছলে ভয় বশতই যেন সদন্তে আজ কম্পিত হইতেছে ॥

বৃন্দা। সখি রাধে! তোমার কর্ণভূষণ যোগ্য কোরক (কলিকা) শালী এই কর্ণিকার বৃক্ষ অবলোকন কর ॥৬৭

শ্রীরাধা। নবকর্ণিকার কুসুমে রসলোভী ভ্রমর নিশ্চলরূপে

ভাদি ॥

কৃষ্ণঃ। কাঞ্চন মঞ্চনিবিষ্টো রসরাজোঽয়ং শরীরীব ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধা। পেক্‌খ পেক্‌খ।

উদ্ধুর মরন্দমত্তা রুদ্ধে সারেণ গন্ধবিসারেণ।

ইহ মঞ্জুল মল্লিগণে রোলম্বা হন্ত গুঞ্জন্তি ॥

কৃষ্ণঃ। উদ্ধুর মরন্দেত্যাদি পঠতি ॥

বৃন্দা। পীতাতি সূক্ষ্মশিখরা চম্পককলিকেয়মায়তা ভাতি।

কাঞ্চনেত্যাদিনা নব কর্ণিকার কুসুম ইত্যস্যোত্তরার্দ্ধং পূরয়ন্নাত্মনো দ্রুতকারিত্বং ব্যনক্তি কৃষ্ণঃ রসরাজ শৃঙ্গার স্তস্য শ্যাম বর্ণত্বাদুৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৮ ॥

উদ্ধুর মকরন্দ মত্তা রুদ্ধে সারেণ গন্ধবিসারেণ। ইহ সুন্দর মল্লিগণে রোলম্বা ভ্রমরা হন্ত গুঞ্জন্তি। ততশ্চ কৃষ্ণস্য পুনঃ পঠনং আত্মনঃ শ্রুতিধরত্ব ব্যঞ্জনায় ॥

প্রকাশ পাইতেছে।

কৃষ্ণ। কাঞ্চন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট এই রসরাজ যেন শরীরির ন্যায় হইয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধা। দেখ দেখ, গন্ধাতিশয় বিস্তার দ্বারা রোধকারি মনোহর মল্লিপুষ্প সকলে মকরন্দমত্ত মধুকরগণ গুঞ্জনরব করিতেছে ॥

কৃষ্ণ। 'উদ্ধুর মরন্দ, এই পদ্যটী বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন ॥

বৃন্দা। পীত এবং সূক্ষ্মাগ্রভাগ বিশিষ্ট এই চম্পক কলিকা বিস্তার রূপে শোভা পাইতেছে ॥

কৃষ্ণঃ। মানবতী হৃন্মথনী কামস্স শক্তিরিব॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্‌স এসা কামস্‌স সত্তী ণ হোই॥ ৬৯॥
পেক্‌খ জড়িলা ক্‌খিত্তা সা হরিআল গোরী লউড়িআ

প্রবিশ্য জটিলা। অরে জিম্হ বম্হণ এত্থ লউড়ীমএ বিস্সুমরিদা।

শ্রীরাধা। অপবার্য্য সভয়ং। সহি পরিত্তাহি পরিত্তাহি এসা
কালরত্তীব্ব দারুণী বুড্‌টিআ মং দিট্‌ঠবদী ইতি ললিতা
বৃন্দাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা॥

মধু। বয়স্য এষা কামস্য শক্তি র্ন ভবতি॥ ৬৯॥
পশ্য জটিলা ক্ষিপ্তা সা হরিতাল গৌরী লকুটিকা। পূর্ব্বং লট্‌ঠীং ক্ষিপন্তী
কন্নুবং গণ্ডই ইত্যুক্তত্বাৎ।
জটি। অরে কুটিল ব্রাহ্মণ অত্র ময়া লকুটী বিস্মৃতা। রাধি। সখি পরিত্রাহি
কালরাত্রীব দারুণ বৃদ্ধা মাং দৃষ্টবতী॥ ৭০॥

কৃষ্ণ। মানবতী রমণীদিগের হৃদয় মন্থনকারিণী কন্দর্পের
শক্তির ন্যায়।

মধুমঙ্গল। অহে বয়স্য! এ কন্দর্পের শক্তি নয়॥ ৩৯॥
দেখ জটিলা কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্তা সেই হরিতাল গৌরী
লগুড়িকা অর্থাৎ যষ্টি॥

জটিলা। (প্রবেশ করিয়া) অরে কুটিল ব্রাহ্মণ! আমি এই
খানে লগুড়ী ভুলিয়া গিয়াছি॥

শ্রীরাধা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক সভয়ে) সখি! আমাকে
রক্ষা কর রক্ষা কর, এই কালরাত্রির ন্যায় দারুণ বৃদ্ধা
আমাকে দেখিয়াছে! (এই বলিয়া ললিতা ও বৃন্দার

কৃষ্ণঃ। অপবার্য্য। মম সঙ্গমামৃতরসং ন জিঘ্রতি নচ জিহাসতি প্রকটং। জটিলা ব্যাঘ্রী চকিতা তৃষিতা রাধা কুরঙ্গীয়ং ॥ ৭০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো সরমালঙ্গুল কুড়িলে ঘেপ্প অত্তণো লউট্ঠিং।

জটিলা। যষ্টিমাদায়। অরে সুঅলা কীস তুমং বহুড়িআ বেসেণ মং সদা বিড়ম্বেসি ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। দিষ্ট্যা সুবলতয়া জ্ঞাতমভূৎ। প্রকাশং সনর্ম্মস্মিতং। জটিলে গুরুভ্যঃ শপমানোঽস্মি রাধিকয়ৈব

মধু। ভো সরমালাঙ্গুল কুটিলে গৃহাণ আত্মনো লকুটীং। সরমা শুনী॥ জটি। অরে সুবল কস্মাত্ত্বং বধূটিকা বেশেন মাং সদা বিড়ম্বয়সি। সাধয়তি গচ্ছতি নাট্যোক্তৌ সাধয়তি গত্যর্থঃ।

সহিত শ্রীরাধা প্রস্থান করিলেন) ॥

কৃষ্ণ। (হস্তাবরণ দিয়া) জটিলা-রূপা ব্যাঘ্রী দর্শনে ভীত হইয়া তৃষ্ণাকুলা রাধাকুরঙ্গী স্পষ্টরূপে আমার সঙ্গমরূপ অমৃতরস না আঘ্রাণ করিতে পারিতেছেন, না ত্যাগ করিতেই পারিতেছেন ॥ ৭০ ॥

মধুমঙ্গল। অয়ি কুক্কুরলাঙ্গুলতুল্য কুটিলে ! এই আপনার লগুড়ী লাও ॥

জটিলা। (যষ্টি গ্রহণ করিয়া) অরে সুবল। কেন তুই সর্ব্বদা বধূবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বিড়ম্বিত করিস্ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) কি সৌভাগ্য ! এবারও ত শ্রীরাধায় সুবল বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। (প্রকাশ পূর্ব্বক

সাধয়তি ন খল্বসৌ সুবলঃ ॥

জটিলা। রে ধুর্ত্ত বিঅক্‌খণাহং সব্বং পরিক্‌খিদুং ক্‌খমম্হি। তা অলং এত্থ ঠগ্‌গত্তণেণ। ইতি নিষ্ক্রান্তা।

কৃষ্ণঃ। সখে সমাগচ্ছ গোকুলমেব প্রবিশাব ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে রাধাপ্রসাদনো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

জটি। অরে ধূর্ত্ত বিচক্ষণাহং সর্ব্বং পরীক্ষিতুং ক্ষমাস্মি তদলমত্র ধূর্ত্তেত্বেন ॥৭১॥

॥ * ॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

সপরিহাস হাস্য করিয়া) জটিলে। আমি গুরুবর্গের শপথ করিতেছি, শ্রীরাধাই যাইতেছেন, এ সুবল নয় ॥

জটিলা। অরে ধূর্ত্ত! আমি বিচক্ষণ, আমার সকল বিষয়ের পরীক্ষা করিতে ক্ষমতা আছে, আর ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিস্‌ না (এই বলিয়া প্রস্থান করিল)

কৃষ্ণ। সখে! আইস আমরা গোকুলে প্রবেশ করিগা ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধমাধব নাটকে রাধাপ্রসাদন নাম পঞ্চমাঙ্ক ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

——:o:——

ততঃ প্রবিশতি জটিলা ॥

জটিলা। সুদং মএ অজ্জ পীঅপডেণ কিদুত্তরীআ বহূ ঘরে চিট্‌ঠই তা গদুঅ জহত্থং নিদ্ধারইস্‌সং। ইতি পরিক্রম্য পশ্যন্তী।
কধং এসা বিসাহা ঘুম্মিঅ ঘুম্মিঅ অলিন্দে পড়ই তা সদ্দাইস্‌সং ইত্যুপসৃত্য। বিসাহে জাদো এক্ক পহরো তহবি ঘুম্মসি।

বাসন্ত ত্রি চতুর্দ্দিন লীলা দিগ্‌দর্শনং সমাপ্য সম্প্রতি শারদ লীলায়াং মহারাস বিলাসাদিভিরতি দুষ্পারত্বাৎ তদ্বর্ণনে গ্রন্থগৌরব মবধার্য্য তত্র চিত্ত প্রবেশার্থং দিনার্দ্ধ মাত্র লীলামুট্টঙ্কয়তি। ততঃ প্রবিশতি ইত্যাদিনা যাবৎ ষষ্ঠাঙ্কং সমাপ্তং। শ্রুতং ময়া অদ্য পীতপট্টেন কৃতোত্তরীয়া বধূ গৃহে তিষ্ঠতি তদ্গত্বা যথার্থং নির্দ্ধারয়িষ্যামি। শ্রবণন্তু পদ্মামুখাদিতি জ্ঞেয়ং। কথমেবং বিশাখা ঘূর্ম্মিত্বা ঘূর্ম্মিত্বা অলিন্দে গৃহস্য বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে পতিত। তচ্ছব্দায়িষ্যে। বিশাখে যাতঃ এক প্রহর স্তথাপি নিদ্রায়সি।

(অনন্তর জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। আজ পদ্মার নিকট শুনিয়াছি বধূ পীতপট্টবস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া গৃহে অবস্থিত আছে অতএব তথায় গিয়া সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করি। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীরাধার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল)। এ কি! বিশাখে যে ঘূরিয়া ঘূরিয়া গৃহের বহির্দ্বারে পড়িতেছে, তবে গিয়া একবার শব্দ করি। (নিকটেগিয়া) বিশাখে! এক প্রহর বেলা হইল তথাপি নিদ্রা যাইতেছ।

প্রবিশ্য বিশাখা। স্বগতং। সম্পদং রাসমহূসব গব্বাস্থু সব্বরীসু কুদো নিদ্দাগন্ধোবি অম্মাণং তা জুত্তং জ্জেবব ঘুম্মাণং ইতি হঠাদ্দৃশৌ বিকাশ্য প্রকাশং॥ ১॥

অজ্জে অজ্জ ভঅবদীএ নিদ্দেসেণ দেঅদা সদণে দীণ্ণ জাঅরন্ম॥

জটিলা। স্বগতং। অদো জ্জেবব পদোসে বহূএ সেজ্জা সুণ্ণা আসি। প্রকাশং। বিসাহে আআরেহি বহূঅং॥

বিশা। সাম্প্রতং রাসমহোৎসব গর্ভাসু সর্ব্বরীষু কুতো নিদ্রাগন্ধোঽপি অস্মাকং তদ্যুক্তমেব ঘূর্ণনং॥ ১॥

আর্য্যে অদ্য ভগবত্যা নিদেশেন দেবতা সদনে দত্তজাগরাঃ স্মঃ।

জটি। অতএব প্রদোষে নিশাদৌ নিশামুখে বধ্বাঃ শয্যা শূন্যাসীৎ। বিশাখে আকারয় আহ্বায় বধূং।

বিশাখা। (প্রবেশ পূর্ব্বক মনে মনে) সম্প্রতি রাসমহোৎসবগর্ভা রজনী সকলে কোথায় আমাদের নিদ্রাগন্ধ অতএব ঘূর্ণন উপযুক্তই বটে। (এই বলিয়া হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া)॥ ১॥

আর্য্যে! আজ আপনার আদেশানুসারে দেবগৃহে জাগরণ দিয়াছি॥

জটিলা। (মনে মনে) এই জন্যই আজ সন্ধ্যা কালে বধূর শয্যা শূন্য ছিল। (প্রকাশ করিয়া) বিশাখে! বধূকে আহ্বান কর॥

বিশাখা। হলা রাহে ইদো ইদো।

প্রবিশ্য রাধা। চক্ষুষী বিমৃজ্য সজৃম্ভং। বিসাহে বাঢ়ং ণিদ্দা উলস্মি ইতি দৃষ্টিং দরোদ্ঘাট্যং সশঙ্কং স্বগতং। কধং ইধ জ্জেবব অজ্জা॥

জটিলা। রাধাং নির্ব্বর্ণ্য স্বগতং। হদ্ধী হদ্ধী সচ্চং জ্জেবব এদং পীতাম্বরং।

রাধা। জনান্তিকং। হলা সুদং মএ সারঙ্গী মুহাদো জং ণিসীধে বুড্‌ঢিএ তস্মিং বিলাস পুলিণে গদং আসি তা.

বিশা। রাধে ইতঃ ইতঃ।

রাধে। বিশাখে বাঢং নিদ্রাকুলাস্মি। কথং ইত এব আর্য্যা।

জটিলা। হা ধিক্ হা ধিক্ সত্যমেব ইদং পীতাম্বরং।

রাধি। সখি শ্রুতং ময়া সারঙ্গীমুখতঃ যন্নিশিথে নিশার্দ্ধে রাত্রে বৃদ্ধয়া তস্মিন্ পুলিনে গতমাসীৎ তন্নূনং বয়ং তত্র দিষ্টাস্মঃ।

বিশাখা। সখি রাধে! এই খানে এই খানে।

শ্রীরাধা। (প্রবেশ পূর্ব্বক চক্ষু দ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে জৃম্ভার সহিত) বিশাখে! আমি অত্যন্ত নিদ্রাকুল হইয়াছি (এই বলিয়া ঈষৎ চক্ষু উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মনে মনে) এখানে আর্য্যা কেন?।

জটিলা। (শ্রীরাধাকে দেখিয়া মনে মনে) হাধিক্ হাধিক্ এই যে সত্যই পীতাম্বর॥

শ্রীরাধা। (হস্তাবরণ দিয়া) সখি! আমি সারঙ্গীর মুখে শুনিয়াছি বৃদ্ধা অর্দ্ধরাত্রে সেই ক্রীড়া পুলিনে গিয়াছিল

পুণং অহ্মে তথ দিট্ঠহ্মা।

বিশাখা। ণহু ণহু জং কধিদং বুন্দাএ তুমং ঘেত্তুণ তিরোহিদে কহ্নে তধা অহ্মেসু দোসু সহীসু সশঙ্কং তুহ উদ্দেস সস গদাসু এসা বুড্টী উবথিদা॥

রাধিকা। তদো কীস ইঅং কোঅ ভঅঙ্করীএ দিট্ঠীএ মং পেকখন্তী চিট্ঠদি॥

জটিলা। সের্ষং। মিচ্ছা জপ্পণি বিসাহে কিং ণাম অন্ধাসি তুমং॥

বিশা। নহি নহি যৎ কথিতং বৃন্দায়া ত্বাং গৃহীত্বা তিরোহিতে কৃষ্ণে তথা আবয়োর্দ্বয়োঃ সখ্যাশ্চ সশঙ্কং তবোদ্দেশায় গতয়োঃ সত্যাঃ এষা বৃদ্ধা উপস্থিতা।
রাধি। ততঃ কস্মাদিয়ং কোপ ভয়ঙ্কর্য্যা দৃষ্ট্যা মাং পশ্যন্তী তিষ্ঠতি॥
জটি। সের্ষং মিথ্যা জল্পিনি বিশাখে কিং নাম অন্ধাসি ত্বং।

অতএব বোধ হইতেছে নিশ্চয় আমাদিগকে দেখিয়াছে॥

বিশাখা। না না তাহা নয়, বৃন্দা যাহা বলিয়াছে তাহাই বটে, তোমাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলে, আমরা দুই জন এবং সখী গণ শঙ্কাকুল চিত্তে তোমার উদ্দেশে গমন করিলে পর বৃদ্ধা গিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল॥

শ্রীরাধা। তবে কেন বৃদ্ধা কোপ বিস্ফারিত লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে॥

জটিলা (ঈর্ষার সহিত) মিথ্যাবাদিনি বিশাখে। তুমি কি অন্ধা হইয়াছ?॥

বিশাখা। রাধাং বিলোক্য সখেদং জনান্তিকং। অই বিলাস বেব্ভলে কিং ক্খু এদং।

রাধা। স্বং বক্ষো নিরীক্ষ্য সসম্ভ্রমং। হলা তুমং জ্জেবব সরণং ॥ ২ ॥

বিশাখা। জটিলামবেক্ষ্য সংস্কৃতেন।

মুদা ক্ষিপ্তৈঃ পর্ব্বোত্তরল হৃদয়াভির্যুবতিভিঃ
পয়ঃ পুরৈঃ পীতীকৃতমতি হরিদ্রাদ্রবময়ৈঃ।
দুকূলং দোর্ম্মূলোপরি পরিদধানাং প্রিয়সখীং
কথং রাধামার্য্যে কুটিলিত দৃগন্তং কলয়সি ॥

বিশা। অয়ি বিহ্বলে কিং খল্বিদং।
রাধি। সখি ত্বমেব শরণং ॥ ২ ॥
যুবতিভিঃ ক্ষিপ্তৈঃ পয়ঃ পূরৈঃ পীতীকৃতং দুকূলং দাধানাং ক দোর্ম্মূলো পরি। কুটিলিত দৃগন্তং যথাস্যাত্তথা কিং পশ্যসি।

বিশাখা। (শ্রীরাধাকে অবলোকন পূর্ব্বক খেদের সহিত হস্তাবরণ দিয়া) অয়ি বিলাসবিহ্বলে! এ কি? ॥

শ্রীরাধা। (আপনার বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ের সহিত) সখি! এখন তুমিই আশ্রয় ॥ ২ ॥

বিশাখা। (জটিলাকে অবলোকন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আর্য্যে! পর্ব্বোপলক্ষে চঞ্চল হৃদয়া যুবতিগণ আমোদ সহকারে হরিদ্রা দ্রবময় জল সকল সেচন করিয়াছিল তাহাতেই ইহার বাহু মুলোপরি পীতবসন পরিধান দেখিতেছেন অতএব আপনি কেন এই প্রিয়সখীর প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন ॥

জটিলা। সবিশ্রম্ভং। বিসাহে তুএ জ্জেব্ব চঞ্চলাএ মম পুত্তঘরং বিণাসিদং জং জোবণান্ধাণং গোইণং মজ্ঝে বহূডিআ ণিজ্জই।

বিশাখা। অজ্জে কিত্তিমং তুমং উবলহেসি ণং উবসণ্ণং দীঅমালিআ পব্বলচ্ছীং উবালহেহি।

জাএ সব্বং অবাল বুড্‌ঢং গোউলং জ্জেব্ব উম্মাদিদং॥

জটিলা। বচ্ছে সচ্চং কহেসি অজ্জ রত্তিম্মি দিট্‌ঠ মএ সব্বাও গোউলকিসোরীও তথ পুলিণে উম্মত্তী ভবিঅ কিম্পি

জটি। বিশাখে ত্বয়ৈব চঞ্চলয়া মম পুত্রগৃহং বিনাশিতং যদ্যৌবনান্ধানাং গোপীনাং মধ্যে বধূটিকা নীয়তে।

বিশা। আর্য্যে কিমিতি মাং উপালভসে। এনাং উপসন্নাং দীপমালিকা পর্ব্ব লক্ষ্মীং উপালভস্ব। যয়া সর্ব্বং আবাল বৃদ্ধং গোকুলমেব উন্মাদিতং।

জটি। বৎসে সত্যং কথয়সি। অদ্য রাত্রৌ দৃষ্টং ময়া সর্ব্বা গোকুল কিশোর্য্য স্তত্র পুলিনে উন্মত্তী ভূত্বা কিমপি চেষ্টন্তি।

জটিলা। (বিশ্বাস পূর্ব্বক) বিশাখে! তুমি অতি চঞ্চলা, আমার পুত্রের ঘর তুমিই নষ্ট করিলা, কিজন্য যৌবনান্ধা গোপীগণের মধ্যে আমার বধূটীকে লইয়া যাও॥

বিশাখা। আর্য্যে। আমাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? এই দীপান্বিতা পর্ব্ব শোভাকে নিন্দা করুন, যাহাতে আবাল বৃদ্ধ সমুদায় গোকুল উন্মত্ত হইয়াছে॥

জটিলা। বাছা। সত্য বলিতেছ, আজ আমি রাত্রে দেখিয়াছি সকল গোকুল কিশোরিকাগণই উন্মত্ত হইয়া পুলিনে

চিট্ঠন্তি ॥

বিশাখা। সদৃগ্ভঙ্গং রাধামীক্ষতে ॥

জটিলা। সদৈন্যং অই বিসাহে পসীদ পসীদ এসা অঙ্গুলি সিহরং মুহে নিক্খিবিঅ অব্ভত্থেমি তাহ্ম একং অণুগ্গহং করেহি ॥

বিশাখা। সপ্রশ্রয়ং। অজ্জে কিত্তি এব্বং ভণাসি নিকামং আণবেহি।

জটিলা। বচ্ছে তুমং বিসুদ্ধাসি তা কহ্নস্স হত্থাদো রক্খেহি বহুড়িঅং ॥

অয়ি বিশাখে প্রসীদ প্রসীদ এষা অঙ্গুলি শিখরং মুখে নিক্ষিপ্য অভ্যর্থয়ামি তস্মৈকং অনুগ্রহং কুরু ॥

বিশা। আর্য্যে কিমিতি এবং ভণসি কামমাজ্ঞাপয়।

জটি। বিশুদ্ধাসি তৎ কৃষ্ণস্য হস্তাৎ রক্ষ বধূটিকাং।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ছিল ॥

বিশাখা। (নেত্র ভঙ্গীর সহিত) শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥

জটিলা। (দৈন্য সহকারে) বিশাখে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, এই আমি মুখে অঙ্গুল্যগ্র নিক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি অতএব আমার প্রতি একটী অনুগ্রহ কর ॥

বিশাখা। (মিনতির সহিত) আর্য্যে! একথা বলিতেছেন কেন, যাহা ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন ॥

জটিলা। বাছা! তুমি অতি বিশুদ্ধা, একারণ কৃষ্ণহস্ত হইতে আমার বধূটীকে রক্ষা কর ॥

বিশাখা। অজ্জে ণিচ্চিন্তা হোহি জং ললিদা কখু এত্থ দকখা বিঅকখণা অ ॥ ৩ ॥

জটিলা। কহিং গদা ললিদা।

বিশাখা। পেকৃখ পউমাএ সমং ইধ জ্জেব্ব এসা আঅচ্ছদি।

জটিলা। অহং উপ্পণিআ ণিপ্পাদণস্‌স গমিস্‌সং।

ইতি নিষ্ক্রান্তা।

প্রবিশ্য পদ্ময়া সহ ললিতা। সহি পউমে কুদো আঅচ্ছসি।

বিশা। আর্য্যে নিশ্চিন্তা ভব যল্ললিতা খল্বত্র দক্ষা চতুরা বিলক্ষণা সরসাধিকাচ ॥ ৩॥

জটি। কুত্র গতা ললিতা।

বিশা। পশ্য পদ্ময়া সমমিত এব এষা আগচ্ছতি।

জটি। অহং উৎপলিকা নিষ্পাদনায় গমিষ্যামি উৎপলিকা গোময় পিণ্ডিকা।

ললি। সখি পদ্মে কুত আগচ্ছসি।

বিশাখা। আর্য্যে! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, এ বিষয়ে ললিতা অতিশয় চতুরা ও বিচক্ষণা ॥

জটিলা। ললিতা কোথায় গেল।

বিশাখা। ঐ দেখুন পদ্মার সহিত ললিতা এই খানেই আসিতেছে ॥

জটিলা। আমি গোময় পিণ্ড প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। (এই বলিয়া প্রস্থান)

(পদ্মার সহিত ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। সখি পদ্মে! কোথা হইতে আসিতেছ? ॥

পদ্মা। হলা কহ্নস্স সআসাদো।

ললিতা। কহিং কহ্নো।

পদ্মা। মালদীবাডিআ পেরন্তে।

ললিতা। কিং কুণাদি।

পদ্মা। মহুমঙ্গল দুদিও বিহরদি॥

ললিতা। সপরিহাস স্মিতং। হলা কিং ণাম পূরিদা হিট্‌ঠাসি।

পদ্মা। বিহস্য। মা অণ্ণধা সম্ভাবেহি মএ মালদী সেহরো

পদ্মা। সখি কৃষ্ণস্য সকাশাৎ। ললি। কুত্র কৃষ্ণঃ। পদ্মা। মালতী-বাটিকাপ্রান্তে॥

ললি। কিং করোতি। পদ্মা। মধুমঙ্গল দ্বিতীয়ো বিহরতি।

ললি। সখি কিং নাম সংপূরিতাভীষ্টাসি ইতি রতং ব্যজ্যতে। অস্যাঃ প্রাতরেবাত্রাগমনং ললিতয়া সহ সম্বাদেচ্ছাচ জটিলা ক্রিয়মান তিরস্কার দুঃখদর্শনাভিলাষায়।

পদ্মা। মা অন্যথা সংভাবয়। ময়া মালতী শেখরঃ একো গ্রথিত্বা তস্য

পদ্মা। সখি! কৃষ্ণের নিকট হইতে॥

ললিতা। কৃষ্ণ কোথায়?।

পদ্মা। মালতী উদ্যানের প্রান্তে।

ললিতা। কি করিতেছেন?।

পদ্মা। মধুমঙ্গলের সহিত বিহার করিতেছেন।

ললিতা। (পরিহাস পূর্ব্বক হাস্যের সহিত) সখি! তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে?।

পদ্মা। (হাস্য করিয়া) অন্য কিছু মনে করিও না, আমি

এক্কো গণ্ঠিঅ তস্‌স উপহারি কিজো। ইতি স্মৃতিমভি-
নীয় হলা কধিতং মে কহ্নেণ। পউমে তুমং জধা সন্তদং
মালং সমপ্‌পেসি। এব্বং ললিদাবি মে বিচিত্ত ঢাউ
লচ্ছীং তা এসা মে লেহপত্তিআ তুএ তস্‌স হত্থে দেঅ
ত্তি ইতি পত্রিকামর্পয়তি ॥

ললিতা। গৃহীত্বা স্বগতং। তদা বি কহ্নস্‌স মএ ঢাউরাও
ণ সমপ্‌পিদোত্থি। তা এত্থ অবরেণ কেণাবি রহস্‌সেণ
হোদব্বং ॥ ৪ ॥

উপহারীকৃতঃ। সখি কথিতং কৃষ্ণেন পদ্মে তং যথা সন্ততং মালাং সম
র্পয়সি এবং ললিতা পি মে বিচিত্র ধাতুলক্ষ্মীং। তদেষা মে লেখপত্রিকা
ত্বয়া তস্যা হস্তে দেয়েতি।

ললিতা। কদাপি কৃষ্ণস্য ধাতুরাগো ময়া ন সমর্পিতোঽস্তি তদত্র অপরেণ
কেনাপি রহস্যেন ভবিতব্যং ॥ ৪ ॥

এক গাছ মালতীর মালা গাথিয়া তাঁহাকে উপহার
দিয়াছি। (এই বলিয়া স্মরণ পূর্ব্বক) সখি! কৃষ্ণ
আমাকে বলিয়াছেন পদ্মে! তুমি যেমন প্রত্যহ আমাকে
মালা অর্পণ কর, তদ্রূপ ললিতাও আমার গৈরিকাদি ধাতু
দ্বারা চিত্র বিচিত্র শোভা সম্পাদন করে, অতএব এই
আমার লিখিত পত্রিকা তাহার হস্তে সমর্পণ করিবা।
(এই বলিয়া ললিতার হস্তে পত্র সমর্পণ করিলেন)॥

ললিতা। (পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মনে মনে) আমি কখনই ত
কৃষ্ণের অঙ্গে ধাতুরাগ সমর্পণ করি নাই, তবে বোধ হয়,
এ কোন অন্য রহস্য হইবে ॥ ৪ ॥

প্রকাশং। পত্রিকাং বাচয়তি।

ত্বয়া মুক্তগিরিঃ পাণৌ মমাতুচ্ছ পদস্থিতিঃ।
* নিধীয়তামধীরাক্ষি রাগি ধাতু পরিচ্ছদঃ॥

ইতি ক্ষণং বিমৃশ্য স্বগতং। রাধা মম পাণৌ নিধীয়তাং এববং সঙ্কেদেণ ইমিণা আণত্তং। প্রকাশং। সখি তধা

বিমৃশ্যেতি অয়মত্র বিমর্শঃ। ত্বয়া মম পাণৌ রাগিধাতু পরিচ্ছদো নিধীয়তাং। কীদৃশঃ মুক্তগিরিঃ মুক্তো গিরেঃ সকাশাদিতি রাজদন্তাদিঃ যদ্বা মুক্তো গিরি র্যেন সঃ পর্ব্বতাদবচিত্যেত্যর্থঃ। অতুচ্ছপদ স্থিতিঃ ন তুচ্ছে পদে পর্ব্বতাধঃ প্রান্তাদৌ স্থিতির্যস্য শৃঙ্গস্থ ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রকটোঽর্থঃ পদ্মা প্রতারণায় গূঢ়স্তু রাগিধাতু পরিচ্ছদ ইত্যক্ষরাষ্ট রূপ শব্দঃ কীদৃশঃ। মুক্তৌ ত্যক্তৌ গিরী গিকার রিকারৌ যেন ন বিদ্যতে তুচ্ছ পদানাং তুকার ছকার পকার দকারাণাং স্থিতির্যত্র। ততশ্চ রাধা ইত্যক্ষর দ্বয়ং তিষ্ঠতি। বিপক্ষস্য দূত্য করন চাতুর্য্যং সৌভাগ্যাতিশয় নিধাপনার্থং। এবং সঙ্কেতেনানেনাজ্ঞপ্তং সখি তথা করিষ্যামি। তদগ্রেতো রাধিকামাপৃচ্ছ্য সাধয় গচ্ছ।

(প্রকাশ পূর্ব্বক) পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছেন হে চঞ্চলাক্ষি! পর্ব্বত বিচ্যুত শৃঙ্গস্থ রক্তবর্ণ ধাতু পরিচ্ছদ আমার হস্তে সমর্পণ কর॥

(পত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া মনে মনে) আমার হস্তে রাধা সমর্পণ কর, ইনিত সঙ্কেতে এই রূপ

* উক্ত পত্রিকার সঙ্গোপন অর্থ এই যে হে চঞ্চলাক্ষি! আমার হস্তে রাগিধাতু পরিচ্ছদ সমর্পণ কর, ইহাতে এই বুঝাইতেছে মুক্ত গিরি শব্দে গি, রি, ত্যাগ করিয়া যাহাতে তু, ছ, প, দ, নাই সেই রাধাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর॥

করিস্সং। তা অগ্গদো রাহিঅং আপুচ্ছিঅ সাহেহি।

পদ্মা। রাধিকামুপেত্য সনর্ম্ম স্মিতং। হলা রাহে দিট্ঠিআ ণিব্বিবাদং জাদং। জধা গোউলিন্দণন্দণেণ অহ্মাণং অংসুআইং অবহরিদাইং তথা তুহ্মেহিং বি তস্স এদং পীদংসুঅং॥ ৫॥

ললিতা। স্মিত্বা অই ণিল্লজ্জে কুঙ্কুম পঙ্ক পিঞ্জরিদং পিঅসহীএ উত্তরীঅং পেক্খিঅ কিত্তি অণত্থং আসঙ্কসি।

পদ্মা। সখি দিষ্ট্যা নির্ব্বিবাদং জাতং। যথা গোকুলেন্দ্র নন্দনেনাস্মাকমংশুকান্যপহৃতানি তথাস্মাভিরপি তস্যেদং পীতাংশুকং॥ ৫॥

ললি। অয়ি নির্লজ্জে কুঙ্কুম পঙ্কপীতি কৃতং প্রিয়সখ্যা উত্তরীয়ং দৃষ্ট্বা কিমিতি অনর্থং কৃষ্ণভোগাঙ্কং।

আজ্ঞা করিলেন। (প্রকাশ পূর্ব্বক) সখি পদ্মে! তাহাই করিতেছি, তুমি অগ্রে শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস॥

পদ্মা। (শ্রীরাধার নিকট গমন পূর্ব্বক সপরিহাস হাস্যের সহিত) সখি রাধে! অদৃষ্ট ক্রমে নির্ব্বিবাদ হইল, গোকুলেন্দ্রনন্দন যেমন আমাদের বস্ত্র সকল হরণ করিয়াছিলেন, তেমনি আজ আমাদের কর্তৃক তাঁহার পীত বসন অপহৃত হইল॥ ৫॥

অয়ি! নির্লজ্জে! প্রিয়সখীর কুঙ্কুম রঞ্জিত পীত বসন নিরীক্ষণ করিয়া কেন অনর্থ অর্থাৎ কৃষ্ণভোগচিহ্ন আশঙ্কা করিতেছ॥

পদ্মা। সস্মিতং হলা রাহে অণুজাণীহি মং তুরীঅং সহিত্থলীং গদুঅ কহ্ণস্‌স লীলং গাঅন্তীং পিঅসহীং চন্দ্রাবলিঅং সুহাবইস্‌সং॥

বিশাখা। বিহস্য। পউমে ধণ্ণাও তুম্হে জাহিং অদংসণেবি কহ্ণস্‌সবিলাস গীদিহিং পিঅসহি চন্দাঅলী সুহাবীঅদি॥

পদ্মা। বিসাহে তুম্হেহিং কীস তধা ণ কিজ্জই॥

পদ্মা। সখি অনুপজ্ঞাপয় মাং ত্বরিতং সখীস্থলীং গত্বা সখীস্থলী নাম সখীথরা ইতি গোবর্দ্ধন নিকটবর্ত্তি চন্দ্রাবল্যাঃ গ্রামস্তাং গত্বা কৃষ্ণস্য লীলাগায়ন্তী প্রিয়সখীঃ চন্দ্রাবলীং সুখাপয়িষ্যামি।

বিশা। পদ্মে ধন্যা যূয়ং যাভি রদর্শনেপি কৃষ্ণস্য বিলাস গীতৈর্নিজ সখী চন্দ্রাবলী সুখাপ্যতে।

পদ্মা। যুষ্মাভিঃ কস্মাৎ তথা ন ক্রিয়তে।

পদ্মা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি রাধে! আমাকে অনুমতি কর গোবর্দ্ধন সমীপবর্ত্তি সখীস্থলী গ্রামে গিয়া কৃষ্ণলীলা গান করত চন্দ্রাবলীকে সুখী করিগা॥

বিশাখা। (হাস্য করিয়া) সখি পদ্মে! তোমারাই ধন্য, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও তোমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিয়া চন্দ্রাবলীকে সুখী করিয়া থাক॥

পদ্মা। বিশাখে! তোমারাও কেন তাহা কর না।

বিশাখা। অয়ি! আমাদের এ প্রকার ভাগ্য কোথায়॥

পদ্মা। সখি! তোমাদের ওপ্রকার অদিষ্ট নাই কেন?॥

বিশাখা। অই কুদো অহ্মাণং ঈদিশং ভাঅধেঅং।

পদ্মা। হলা কধং ণত্থি।

বিশাখা। হলা মুদ্ধে কহ্নস্স ণাম মেত্তে পথুদে সহী রাহিআ বিক্খুব্ভদি।

পদ্মা। স্বগতং। স্ববক্খে পেম্মুক্করিসো ইমাএ বিখ্যাবিদো হোদু প্রকাশং। বিসাহে তুহ্মে জ্জেবব সুট্ঠু সুহিণীও অহ্মাণং ক্খু কা বি দুক্খ দসা অণুবট্টই।

ললিতা। পউমে ণক্খু তুহ্মাণং কিম্পি দুঃখং সম্ভাবীঅদি।

বিশা। অয়ি কুতোঽস্মাকং ঈদৃশং ভাগধেয়ং।

পদ্মা। সখী কথং নাস্তি।

বিশা। সখি মুগ্ধে কৃষ্ণস্য নামমাত্রে প্রস্তুতে সখী রাধিকা বিক্ষুভ্যতে। কুতো গীত শ্রবণসামর্থ্যং চন্দ্রাবল্যাস্তথা প্রেমাভাবাৎ তৎসম্ভবতীতি ভাবঃ।

পদ্মা। স্বপক্ষে প্রেমোৎকর্ষোঽনয়া বিখ্যাপিতঃ ভবতু। বিশাখে যূয়মেব সুষ্ঠু সুখিন্যঃ। অস্মাকং খলু কাপি দুঃখ দশা অনুবর্ত্ততে॥

ললিতা। পদ্মে ন খলু যুষ্মাকং কিমপি দুঃখং সংভাব্যতে।

বিশাখা। সখি মুগ্ধে! কৃষ্ণ নাম উপস্থিত হইলেই আমাদের প্রিয়সখী ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, গীত শ্রবণের শক্তি কোথায়?॥

পদ্মা। (মনে মনে) ইনি ত স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষই বর্ণন করিলেন (প্রকাশ করিয়া) বিশাখে! তোমরাই যথার্থ সুখী, আমাদের কোন দুঃখের দশা উপস্থিত হইয়াছে॥

ললিতা। পদ্মে! তোমাদের কোন দুঃখের সম্ভাবনা ত দেখিতেছি না॥

পদ্মা। হলা ললিদে মা এব্বং ভণ জং হারগণ্ঠণ কেস পসাহণ বিম্বাহর রঞ্জণ পহুদীহিং চন্দাঅলীএ ণেপচ্ছাইং সব্বদা কুণন্তীণং অম্হাণং দুক্খ জালস্স অন্তো ণত্থি॥ ৬

বিশাখা। বিহস্য হলা পউমে সচ্চং তুম্হাণং বহূইং দুক্খাইং

পদ্মা। ললিতে মৈবং ভণ। যৎ হারগ্রন্থন কেশপ্রসাধন বিম্বাধর রঞ্জন প্রভৃতিভিশ্চন্দ্রাবল্যা নেপথ্যানি। নেপথ্যং বেশঃ। আকল্প বেশৌ নেপথ্যমিত্যমরঃ। সর্ব্বদা কুর্ব্বন্তীনামস্মাকং দুঃখজালস্য অন্তো নাস্তি অয়ং ভাবঃ চন্দ্রাবল্যাঃ সৌভাগ্যাতিরেকাৎ একস্মিন্নপি দিনে বহুশঃ কৃষ্ণ সম্ভোগেন কদাচিদপি বেশকরণমিতি॥ ৬॥

বিশা। বিহস্যেতি ব্যঙ্গোর্থঃ তবায়মেব সতু অস্মাভিরপকৃষ্টত্বেন হস্যতে এবেতি ভাবঃ। পদ্মে সত্যং যুষ্মাকং বহূনি দুঃখানীতি। সদা চন্দ্রাবল্যাঃ কৃষ্ণসংভোগ ইতি ভবত্যা মিথ্যৈব বাচ্যতে যদ্যপি সত্যং স্যাদস্তু তদপি

পদ্মা। সখি ললিতে! একথা বলিও না, সর্ব্বদা চন্দ্রবলীর হার গ্রন্থন, কেশসংস্কার ও বিম্বাধর রঞ্জন প্রভৃতি করিতে করিতে আমাদের ক্লেশের অন্ত নাই অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত একদিনেই বহুবার কৃষ্ণের সহিত সঙ্গ হওয়াতে বারম্বার বেশ বচনা করিয়াদিতে হয়, কিন্তু তোমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধার তাদৃশ সৌভাগ্য নাই একারণ কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হয়েন, সুতরাং তোমাদিগকেও কদাচিৎ শ্রীরাধার বেশ নির্ম্মাণ করিতে হয় অতএব আমাদের দুঃখের পরিসীমা কি?॥ ৬॥

বিশাখা। (হাস্য করিয়া) সখি পদ্মে! সত্যই তোমাদের

উণ এক্কং জ্জেব্ব॥ ৭॥

পদ্মা। হলা কিং তং।

বিশাখা। পউমে জা কাবি মচ্চ দুল্লহা আগাসতারা পপ্‌ফুরদি॥ তত্থ জদাহিলাসস্‌স কস্‌স বি কালিন্দীকুলণন্দিণো সম

রাধিকা সৌভাগ্য ভানোরগ্রে সতু সৌভাগ্যাভাসঃ খদ্যোতায়ত ইতি ত্বয়া জ্ঞায়তামিত্যভিপ্রেত্যাহ অস্মাকং পুনরেকমেব॥ ৭॥

পদ্মা। সখি কিং তৎ। বিশাখা। পদ্মে যা কাপি মর্ত্ত্যদুর্ল্লভা আকাশ তারা প্রস্ফুরতি তত্র জাতাভিলাষস্য কস্যাপি কালিন্দীকুল নন্দীনঃ সমদস্য গন্ধকলভেন্দ্রস্য সর্ব্বদা অভ্যর্থনা কদর্থনং। সমদস্যেতি দুর্ল্লভা মমেয়মিতি পরামর্শাভাবাত্মকত্বমেব। গন্ধকলভেন্দ্রো দুর্ব্বারহস্তিশাবকঃ অয়ম্ভাবঃ। সুলভত্বেন চন্দ্রাবল্যাং ন সম্ভোগঃ স্যাদস্তু বা। অস্মাকং রাধায়াস্তু সম্ভোগ প্রার্থনাপি দুঃশকা কৃষ্ণস্যাতি দুর্ল্লভত্বাৎ। ততশ্চ অস্মাসু রাধাসখীষু

বহু দুঃখ বটে, কিন্তু আমাদের একটী মাত্র দুঃখ॥ ৭॥

পদ্মা। সখি! তাহা কি প্রকার?।

বিশাখা। সখি পদ্মে! মর্ত্ত্য দুর্ল্লভা যে একটী আকাশ তারা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, দেখিতেছ, কোন এক কালিন্দী কুলকৌতুকী দুর্ব্বার হস্তিশাবক তদ্‌গ্রহণে জাতাভিলাষ হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে অভ্যর্থনা রূপ কদর্থন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সুলভ প্রযুক্ত চন্দ্রাবলীতে সম্ভোগ হউক বা না হউক কিন্তু আমাদের শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ প্রার্থনাও দুর্ল্লভ একারণ আমরা যে শ্রীরাধার সখী, আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন সুতরাং

দস্‌স গন্ধকলহীন্দস্‌স সর্ব্বদা অব্‌ভত্থণা কদত্থণং ॥ ৮ ॥

ললিতা। স্মিত্বা। বিসাহে অগ্গবি এক্কং গরুঅং দুঃখং তুএ কধং বিস্সমরিদং ॥

বিশাখা। ললিদে কিং তং সুমরাবেহি।

ললিতা। অই উজ্জুএ রাহীএ পাঅপল্লঅম্মি জাবঅরা

সদা অভ্যর্থনা তস্ত ভবতি তামপি কদর্থনমস্মাভি র্মন্যতে ইতি ॥ ৮ ॥

ললিতা। স্মিত্বেতি। বিশা সুষ্ঠু প্রত্যুক্তং ভবত্যা ইতি ভাবঃ। অহমিতোঽপ্যুৎকর্ষ কোটি মাবিষ্কৃত্য বরাকীমিমাং নির্ব্বচনং করোমীত্যভিপ্রেত্যাহ অন্যমপি একং গুরুতরং দুঃখং কথং বিস্মারিতং।

বিশা। ললিতে কিং তৎ স্মারয়।

ললি। ঋজ্বা ঋজু স্বভাবত্বাৎ সূক্ষ্মমর্থং প্রকাশ্য নেমাং লজ্জয়সীতি ভাবঃ। রাধায়াঃ পাদপল্লবে ক্ষণে ক্ষণে যাবক রাগস্ত বিরচনং অয়ন্তাবঃ ততশ্চ সামদানাদিভি শ্চাটুপরেণ কৃষ্ণেন বশীকৃতাভিরস্মাভি রবকাশে দত্তে

তাঁহার ঐ প্রার্থনা আমরা কদর্থন করিয়া বোধ করি ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অন্য একটী গুরুতর দুঃখ কেন বিস্মৃত হইলা ॥

বিশাখা। ললিতে! কি তাহা, স্মরণ করাইয়া দাও।

ললিতা। অয়ি বিশাখে! ঋজু স্বভাবা শ্রীরাধার চরণতলে ক্ষণে ক্ষণে অলক্তক প্রদান রূপ দুঃখ। অর্থাৎ সামদানাদি চাটু পরায়ণ কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া নিরন্তর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া যে প্রণাম করেন তাহাতেই অলক্তক রাগ প্রোঞ্ছিত হইয়া যায়, সুতরাং

অস্‌স ক্‌খণে ক্‌খণে বিরঅণং ॥ ৯ ॥

বিশাখা। সহাসং। অলিআসঙ্কিণি ললিদে বিরমেহি বিরমেহি কহ্নস্‌স উত্তমঙ্গে ঢাউণং রাও ভ্জেব্ব রেহদি ণ ক্‌খু জাবআণং ॥ ১০ ॥

রাধিকা। সলজ্জং। হলা পউমে ইমাণং দুম্মুহীণং পলাবং

রাধিকায়াঃ পাদয়োঃ প্রণামেণ যাবকরাগঃ ক্ষণে ক্ষণেহপগতো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশা। সহাসমিতি অথাস্যাঃ প্রত্যুত্তরস্য কা গতির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অলিকাশঙ্কিণি বিরম বিরম কৃষ্ণস্যোত্তমাঙ্গে ধাতূনামেব রাগো রাজতে ন খলু যাবকানাং ইতি প্রকাশিতার্থস্য পুনঃ সংগোপনেনাধিকং সনির্দ্ধার সত্যত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ১০ ॥

রাধি। সলজ্জমিতি আত্মযশঃ শ্রবণেন অথেমাং নিরুত্তরাং ম্লানমুখীং দৃষ্ট্বাহ। সখি পদ্মে আসাং দুর্ম্মুখীনাং প্রলাপমনাকর্ণ্য তূর্ণং প্রিয়সখীং চন্দ্রাবলীমেব যাহি।

বারম্বার অলক্তক দ্বারা ঐ চরণতল রঞ্জিত করা আমাদের গুরুতর দুঃখ ॥ ৯ ॥

বিশাখা। (হাস্যের সহিত) অয়ি মিথ্যাশঙ্কিনি ললিতে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে ধাতুরাগ বিরাজ করিতেছে, ও অলক্তক নহে ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধা (সলজ্জে অর্থাৎ আত্ম যশ শ্রবণ অথবা পদ্মাকে ম্লান বদন দেখিয়া কহিলেন) সখি পদ্মে! এই সকল দুর্ম্মুখী দিগের প্রলাপ বাক্য শুনিও না, শীঘ্র প্রিয়সখী চন্দ্রা-

অণাঅম্নিঅ তুম্নং পিঅসহীং চন্দাঅলিঅং জ্জেবব জাহি ॥

পদ্মা। জধা দিসদি পিঅসহী ইতি নিক্রান্তা ॥

ললিতা। স্বগতং এহ্নিং কহ্নস্স আণ্ণং করিস্সং। প্রকাশং। হলা রাহে এহি পুপ্ফং অবচিণিঅ ভঅবন্তং সূরং পূঅম্হ।

রাধিকা। স্বগতং। দিট্ঠিয়া হিঅঅ ট্ঠিদো জ্জেবব মে কামো ইমাএ উবণীদো জং কহ্নস্স দংসণং এত্থ সম্ভবে। প্রকাশং। জধাহিরোঅদি পিঅসহীএ ইতি নিক্রান্তা ॥১১॥

পদ্মা। যথা দিশতি প্রিয়সখী। ললি। ইদানীং কৃষ্ণস্য আজ্ঞাং করিষ্যামি। সখি রাধে এহি পুষ্পং অবচিত্য ভগবন্তং সূর্য্যং পূজয়ামঃ ॥

রাধি। দিষ্ট্যা হৃদয়স্থিত এব কামোঽনয়া উপনীতঃ। যতঃ কৃষ্ণদর্শনমত্র সম্ভবেৎ। যথাভিরোচতে প্রিয়সখ্যাঃ ॥ ১১ ॥

বলীর নিকট গমন কর ॥

পদ্মা। যে আজ্ঞা প্রিয়সখি! (এই বলিয়া পদ্মার প্রস্থান) ॥

ললিতা। (মনে মনে) এক্ষণে কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন করি। (প্রকাশ করিয়া) সখি রাধে! আইস, পুষ্প চয়ন করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবের পূজা করিগা ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) কি সৌভাগ্য, ললিতা আমার মনোগত ভাবই উপস্থিত করিল, যে হেতু তথায় কৃষ্ণ দর্শন সম্ভব হইতে পারে। (প্রকাশ করিয়া) প্রিয়সখি! যাহা তোমার অভিরুচি হয়। (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥১১॥

ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। নব স্তবকবল্লরী চটুলগন্ধ বন্দীকৃত
ভ্রমদ্ভ্রমর ঝঙ্কৃতি প্লুতমুদগ্র গুঞ্জার্ব্বুদং।
শরৎ কৃশ কলিন্দজা পুলিনবৃন্দ সম্বর্দ্ধিতং
পরিস্ফুরতি চন্দ্রক স্থগিতমদ্য বৃন্দাবনং ॥ ১২ ॥
পুনর্নিরূপ্য সানন্দং ॥
শরদি মুখরিতাশা স্তার নাদাবলীভি
র্বলদবিচল নেত্রাঃ পশ্য বৃন্দাবনেঽদ্য।
বিদধতি রণরঙ্গং বাসিতা সঙ্গহেতোঃ

প্লুতং ব্যাপ্তং উদগ্রাণা উৎকৃষ্টানাং গুঞ্জানামর্ব্বুদং যত্র। চন্দ্রকৈঃ ময়ূর পিচ্ছৈঃ স্থগিতং সংবৃতং ॥ ১২ ॥

মুখরিতাঃ প্রতিনাদিতাঃ আশা দিশো যৈঃ বাসিতা পুষ্পিনী গৌঃ ॥ ১৩ ॥

(অনন্তর মধুমঙ্গল কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে! আজ বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য শোভা দেখ, নূতন পুষ্প গুচ্ছ বিশিষ্ট লতা সকলের মনোহর সৌরভে ভ্রান্ত ভ্রমরগণ বন্দীকৃত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গুঞ্জা সকল প্রকাশ পাইতেছে এবং শরৎ কালীন কৃশতা নিবন্ধন যমুনা স্বীয় পুলিনের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ১২ ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত)

সখে! শরৎ কালের আজ পূর্ব্বাহ্ণ সময়, বৃন্দাবনে বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ বৃষ সকল উচ্চনাদে দিঙ্মণ্ডল শব্দিত করত ঋতুমতী

সরভসমুরুশৃঙ্গৈঃ সঙ্গরে পুঙ্গবেন্দ্রাঃ ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সর্ব্বতো বিলোক্য।

তুহ সঙ্গমেণ ণূণং মুউন্দ বুন্দাড়ঈ ঘণচ্ছাআ।

উঅ দম্ভেণ কুরণ্ডঅ ভরস্‌স পীদম্বরং ধরই ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। কিমদ্য নিষ্টঙ্কিত সঙ্কেত লেখার্থয়া পূর্ণমনোরথী করিষ্যেঽহং ললিতয়া ॥ ১৪ ॥

হন্ত শারদ মাধুরী সন্দোহ সন্দলিতাপি বৃন্দাটবী কক্ষা খঞ্জনাক্ষ বিপ্রকর্ষাদানন্দ বিন্দুমপি ন মে সন্দধাতি।

মধু। তব সঙ্গমেন নূনং মুকুন্দ বৃন্দাটবী ঘনচ্ছায়া। পশ্য দম্ভেন কুরুকণ্টক ভরস্য পীতাম্বরং ধারয়তি। ঘনচ্ছায়া পক্ষে ত্বৎ সারূপ্য মেঘকান্তি ॥ ১৪ ॥ সন্দালিতা বদ্ধা শরদি যত্র কুত্রাপি খঞ্জন সঞ্চরং বিনা শোভেৰ নোৎ

গাভীর সঙ্গ নিমিত্ত স্থির চক্ষে উচ্চ শৃঙ্গ সকল দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে অবলোকন কর ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গল। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) মুকুন্দ! দৃষ্টিপাত কর, তোমার সঙ্গ নিমিত্ত এই ঘন ছায়া অর্থাৎ মেঘকান্তি এই বৃন্দাটবী দম্ভ সহকারে ঝিণ্টী পুষ্পচ্ছলে পীতাম্বর ধারণ করিয়াছে ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) ললিতা কি আজ সঙ্কেতার্থ পত্র অবগত হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিবে! ॥ ১৪ ॥

হায়। খঞ্জনাক্ষীর বিচ্ছেদ নিমিত্ত শরৎ মাধুর্য্য সমূহ পরিপূর্ণ বৃন্দাবনও আমার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আনন্দ প্রদান করিতে পারিতেছে না অতএব বেণু দ্বারা সঙ্কেত

তদ্বেণু সঙ্কেতং সঞ্চারয়ামীতি তথা কুর্ব্বন্।

দিব্যো রথাঙ্গি সময়ঃ সখি সঙ্গমস্য
জজ্ঞে বরাঙ্গি তরসা কুরু পক্ষপাতং।
অধ্বানমর্দ্ধনয়নেন বিলোক্যমানঃ
শোকাদয়ং সহচর স্তব রোরবীতি ॥

মধুমঙ্গলঃ। বিহস্য ভো বয়স্য কিং এদং অউরুব্বং বাদিতং ॥

কৃষ্ণঃ। সখে কুরঙ্গী-লোকনার্থং ময়ায়মুদ্যমঃ।

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং ক্খু কধিদং কিন্তু একং অক্খরং অণ্ণধা কিঅং ॥ ১৫ ॥

পদ্যান্তে। ইতি খঞ্জনাক্ষী পদৈকদেশ ব্যঙ্গং বস্তু। হে রথাঙ্গি চক্রবাকি ব্যপদেশেন রাধে। ভো বয়স্য কিমিদমপূর্ব্বং বাদিতং।
মধু। সত্যং কথিতং কিন্তু একমক্ষরমন্যথা কৃতং ॥ ১৫ ॥

করি। (এই বলিয়া বেণু বাদ্য করিলেন) যথা— হে সখি চক্রবাকি! সঙ্গমের এই উৎকৃষ্ট কাল উপস্থিত, হে বরাঙ্গি! শীঘ্র পক্ষপাত কর, শোক নিবন্ধন তোমার এই সহচর পথের প্রতি অর্দ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে ॥

মধুমঙ্গল। (হাস্য করিয়া) ভো বয়স্য! এ কি অপূর্ব্ব বাদ্য হইল ॥

কৃষ্ণ। সখে! কুরঙ্গী লোকনার্থ অর্থাৎ হরিণীকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত আমার উদ্যম ॥

মধুমঙ্গল। হাঁ সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু একটী অক্ষর কেবল অন্যথা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সাধু বিদিতং কুরঙ্গীলোচনার্থমেব ॥

নেপথ্যে ॥

পিবন্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলকৈঃ
পয়ঃ পূরা দূরাদ্দিশি দিশি তথা শুশ্রুবুরমী।
অকালে পুষ্প্যাদ্ভি স্তরুভি রভিতঃ শোভিতমিদং
যথা বৃন্দারণ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভূৎ ॥ ১৬ ॥

পয়ঃ প্রবাহা স্তথা শুশ্রুবু র্যথা অকালেঽপি পুষ্প্যদ্ভি স্তরুভিঃ শোভিতং সৎ বৃন্দারণ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভূৎ। অয়মর্থঃ বংশী শ্রবণেন গবাং দুগ্ধ-প্রবাহা স্তরূণাং পুষ্পাণিচ যুগপদভূবন্। ততশ্চ পুষ্পাণামম্লরস সংপর্কেণ দুগ্ধানি দধীনি বভূবু রিতি। পুষ্প বিকসনে ধাতুঃ ইত্যস্মাচ্ছতৃ দিবাদিত্বাৎ যন্ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ। সখে! যথার্থ অবগত হইয়াছ, কুরঙ্গীলোচনার নিমিত্তই এই বংশী ধ্বনি ॥

(বেশ গৃহে)

গাভীগণ দূর হইতে কর্ণরূপ পান পাত্র দ্বারা মুরলীরব শ্রবণ করায় তাহাদের সেই রূপে চতুর্দ্দিকে দুগ্ধ সকল শ্রাবিত হইয়াছিল, যাহাতে অকালে পুষ্পিত তরুনিকর দ্বারা বৃন্দাবন দধিময় দেবমাতৃক হয় ॥

অর্থাৎ বংশীরব শ্রবণে গাভীবৃন্দের দুগ্ধ প্রবাহ এবং বৃক্ষগণের অকালে পুষ্প এককালীন হইয়াছিল, তাহাতেই পুষ্প সমূহের অম্লরস সম্পর্কে দুগ্ধ সকল দধি হওয়াতে বৃন্দাবন দধিময় হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে দক্ষিণতঃ পশ্য।

তুঙ্গস্তাম্রোরুশৃঙ্গঃ স্ফুরদরুণখুরো রম্যপিঙ্গেক্ষণশ্রীঃ
কণ্ঠব্যালম্ব ঘণ্টো ধরণি বিলুঠিতোচ্চণ্ডলাঙ্গূল দণ্ডঃ।
সোঽয়ং কৈলাসপাণ্ডু দ্যুতিরতুল ককুন্মণ্ডলো নৈচিকীনাং
চক্রে ভাতি প্রিয়ো মে পরিমল তুলিতোৎফুল্লপদ্ম ককুদ্মী।

ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামনুগম্যমানা রাধা।

রাধা। স্বগতং। জদো দিসাদো বেণুসদ্দো আঅদো সা দিসা মোহিদাএ মএ ণ ভালিদা॥

পরিমল তুলিত ইতি পদ্মগন্ধ নামায়ং বৃষঃ তথা হ্যুক্তং পদ্মগন্ধঃ সুগন্ধশ্চ বলীবর্দ্ধাবতিপ্রিয়াবিতি।

রাধি। যতো দিশতো বেণুশব্দ আগতঃ সা দিশা মোহিতয়া ময়া ন ভালিতা।

কৃষ্ণ। সখে! দক্ষিণদিকে অবলোকন কর। যাহার তাম্র সদৃশ উচ্চ শৃঙ্গ, অরুণবর্ণ খুর, রমণীয় পিঙ্গল চক্ষু শ্রী, কণ্ঠে লম্বিত ঘণ্টা, ধরণি লুণ্ঠিত চঞ্চল লাঙ্গূল দণ্ড, কৈলাস সম তুল পাণ্ডুবর্ণ দ্যুতি, অতুল ককুদ (ঝুট) মণ্ডল এবং যে উত্তম গাভাগণ মধ্যে অবস্থিত আছে ঐ আমার প্রিয়তম পদ্মগন্ধ নামা বৃষ॥

(অনন্তর সখী দ্বয়ের সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (মনে মনে) যে দিক্ হইতে বেণুর শব্দ আসিয়াছে আমি তদ্দ্বারা মুগ্ধ হওয়াতে সেই দিক্ অবধারণ করিতে পারিলাম না॥

ললিতা। সোৎ প্রাসস্মিতং। হলা রাহিএ কীস অকাণ্ডে হরিণকণ্ণীব্ব তুমং জাদাসি॥

রাধিকা। ললিদে কিত্তি অপ্পণো ধর্ম্মং পরস্স অপ্পেসি সচ্চং তুমং জ্জেব্ব হরিণী জং কলসদ্দেণ হরিস্‌জ্জন্তী দীসসি।

ললিতা। রাহে তুমং কৃখু হরিণী জং এসা রঙ্গিণী ণাম হরিণী তুষ্ম সহী।

রাধিকা। স্বগতং। দিট্‌ঠিআ এসা কাবি সোরব্ভ ধারা পুরো বাড়িআদো দূদীব্ব মং আঅড্‌ঢদি। ইতি সব্যাজং পুরঃ

ললিতা। রাধে কস্মাদকাণ্ডে হকালে হরিণকর্ণীব ত্বং জাতাসি।

রাধা। ললিতে আত্মনো ধর্ম্মং পরস্মার্পয়সি। সত্যং ত্বমেব হরিণী যৎ কল শব্দেন হর্ষবতী দৃশ্যসে॥

ললি। রাধে ত্বং খলু হরিণী যদেষা রঙ্গিণী নামা হরিণী তব সখী।

রাধি। দিষ্ট্যা এষা কাপি সৌরভ্য ধারা পুরো বাটিকাতঃ দূতীব সমাকর্ষতি।

ললিতা। (উৎকণ্ঠার সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি রাধে! কেন তুমি অকালে হরিণকর্ণী হইলা॥

শ্রীরাধা। ললিতে! আপনার ধর্ম্ম পরের প্রতি অর্পণ করিতেছ, যথার্থ তুমিই হরিণী, যে হেতু মধুর শব্দে তোমাকে হর্ষবতী দেখিতেছি॥

ললিতা। রাধে! তুমিই যথার্থ হরিণী, যে হেতু রঙ্গিণী নামা হরিণীর সহিত তোমার সখীত্ব আছে॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) কি সৌভাগ্যের বিষয়, পুষ্পোদ্যান

প্রযাতি ॥

বিশাখা। স্মিত্বা। হলা রাহে কীস তুমং ভিঙ্গীব্ব কম্পি গন্ধং সপ্পসি ॥

রাধিকা। বিসাহে অগ্গদো ফুল্লাইং কুসুমাইং দীসন্তী তা এদাইং ঘেত্তুণ তং মিত্তং পূঅইস্সং ॥ ১৭ ॥

ললিতা। হলা সচ্চং মিত্তস্স অণুরাও তুমং তরলেদি সো দাব গহণ চরস্স জ্জেব্ব ণ ক্খু গঅণচরস্স।

বিশা। সখি রাধে কস্মাত্ত্বং ভৃঙ্গীব কমপি গন্ধং সমর্পসীত্যর্থঃ।

রাধি। বিশাখে অগ্রতঃ ফুল্লানি কুসুমানি দৃশ্যন্তে। তদেতানি গৃহীত্বা মিত্রং পূজয়িষ্যামি মিত্রং সূর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ললি। সখি সত্যং মিত্রস্যানুরাগস্ত্বাং তরলয়তি। স তাবদ্গহন চরস্যৈব ন খলু গগণচরস্য।

হইতে কোন সুগন্ধ ধারা দূতীর ন্যায় আমাকে আকর্ষণ করিতেছে।

(এই বলিয়া ছল পূর্ব্বক অগ্রে গমন করিলেন) ॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি রাধে! কেন তুমি ভৃঙ্গীর ন্যায় কোন গন্ধান্বেষণ করিতেছ ॥

শ্রীরাধা। বিশাখে! অগ্রে প্রফুল্ল কুসুম সকল দেখিতেছি অতএব ঐ গুলি লইয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিব ॥ ১৭ ॥

ললিতা। সখি! সত্যই মিত্রের অনুরাগ তোমাকে চঞ্চল করিয়াছে, এ বনচর মিত্র, গগণচর মিত্র (সূর্য্য) নহে ॥

রাধা। সপ্রণয় রোষং। অই অদক্খিণে কমলবন্ধুং কধেমি।

ললিতা। সহি কীস আআরং সংগোবেসি ॥ ১৮ ॥

বিশাখা। ললিদে সপত্তী ভাএণ ঈসা চ্চেঅ সংগোবেদি ণ উণ পিঅসহী ॥ ১৯ ॥

রাধা। সভ্রূভঙ্গং। অই বামে অত্তণো হিঅঅট্‌ঠিদং অত্থং পরমুণ্ডে কীস পাড়েসি তা তুরবেহি জং ণাদি দূরে জ্জেব্ব

রাধি। অদক্ষিণে কমলবন্ধুং কথয়ামি।

ললি। সখি কস্মাদাকারং ইঙ্গিতং সংগোপয়সি পক্ষে আ ইতি অক্ষরং সংগোপয়সি ন বদসি কমলাবন্ধু মিতি প্রকটং নবদসীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশা। ললিতে সপত্নী ভাবেন ঈর্ষৈব সংগোপয়তি। ন পুনঃ প্রিয়সখী। লক্ষ্ম্যা সহ সাপত্ন্যাদীর্ষ্যয়া তন্নামোচ্চারণাসংভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রাধি। অয়ি বামে আত্মনো হৃদয়স্থিতমর্থং পুরমুণ্ডে কস্মাৎ পাতয়সি।

শ্রীরাধা। (প্রণয় কোপের সহিত) অয়ি! আমি কমল বন্ধুর কথা বলিতেছি ॥

ললিতা। সখি! তুমি কেন আকার গোপন করিতেছ, অর্থাৎ কমলা বন্ধু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ না কেন? ॥১৮

বিশাখা। ললিতে! সপত্নী ভাব বশতঃ ঈর্ষাই গোপন করিতেছে অর্থাৎ লক্ষ্মী সপত্নী সুতরাং তাঁহার নামোচ্চারণ অকর্ত্তব্য এ কারণ কমলা বলিতেছেন না ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাধা। (ভ্রূ ভঙ্গের সহিত) অয়ি অসরলে! আপনার হৃদয়স্থ অভিপ্রায় কেন পরমুণ্ডে ফেলিতেছ, অতএব ত্বরা-

সো তুহ্মাণং বিম্বাহর কণ্ডুখণ্ডণো।

ললিতা। রাহে আকোমারং অহ্মাণং অকৃখলিদং কুলঙ্গণা ব্বদং॥

বৃন্দা। বুন্দাবণ লদাও জ্জেব্ব জাণে স্তু তা অত্তণো মুহেণ কিং কধইস্‌সহ্ম।

রাধিকা। বিহস্য অই পইব্বদে জাণেন্তি জাণেন্তি তদো জ্জেব্ব কল্লি তুহ ভুঅবল্লিণো অঙ্কে সঙ্কমিদং দিট্‌ঠং মএ মঅর কুণ্ডল লঞ্ছণং তধা জ্জেব্ব বিসাহাএ তপ্প তুলিওবরি

তত্ত্বরয় যন্নাতিদূরে এব স যুষ্মাকং বিম্বাধর কণ্ডূখণ্ডনঃ।

ললি। রাধে আকৌমারমস্মাকং অস্খলিতং কুলাঙ্গনা ব্রতং বৃন্দাবনলতা এব জানন্তি। তদাত্মনো মুখেন কিং কথয়িষ্যামঃ। রাধে পতিব্রতে জানন্তি জানন্তি। তত এব কল্লে প্রাতঃকালে তব ভুজবল্ল্যা অঙ্গে সংক্রান্তং দৃষ্টং ময়া মকর কুণ্ডল লাঞ্ছনং। তথৈব বিশাখায়া স্তল্প তুলিকোপরি

স্থিত হও, যে হেতু তোমাদের বিম্বাধরের কণ্ডু খণ্ডনকারি কৃষ্ণ অধিক দূরে নাই, নিকটেই রহিয়াছেন॥

ললিতা। রাধে! কৌমার কাল অবধি আমাদের অখণ্ডিত কুলাঙ্গনাব্রত, ইহা বৃন্দাবনস্থ লতা সকল বিদিত আছে, অতএব আপনার মুখে আর কি বলিব॥

শ্রীরাধা। (হাস্য করিয়া) অয়ি পতিব্রতে! জানা গিয়াছে, জানা গিয়াছে, এই কারণেই কল্য প্রাতঃকালে আমি তোমার ভুজলতার মধ্যে মকর কুণ্ডলের চিহ্ন দেখিয়াছিলাম তথা বিশাখার শয্যাস্থ তূলিকার উপর ময়ূরপুচ্ছের

পফুড়িদং সিহণ্ড কিরীডং ॥ ২০ ॥

ললিতা। স্মিত্বা। পরপরিবাদিনি অবেহি অবেহি।

বিশাখা। রাহে কিত্তিঅং ঝম্পিসস্সি ণ কৃখু চন্দালোএ চন্দকান্ত সিলা অপ্পসিন্না হোতুং পহবদি।

রাধিকা। পুরো দৃষ্ট্বা সচমৎকারং। ললিদে তুণ্ণং অণু জাণেহি পলাইসসং ইত্যুৎকম্পতে।

ললিতা। সশঙ্কং। রাহে কীস ভাএসি ॥

স্ফুটিতং শিখণ্ডকিরীটং ॥ ২০ ॥

ললি। পর পরিবাদিনি অপৈহি অপৈহি।

বিশা। রাধে কৃত্রিমং ঝম্পিষ্যসি আচ্ছাদয়িষ্যসি। ন খলু চন্দ্রালোকে চন্দ্রকান্ত শিলা অপ্রস্বিন্না ভবিতুং প্রভবতি।

রাধি। ললিতে তূর্ণমনুজ্ঞাপয় পলায়িষ্যামি।

ললি। কস্মাদ্বিভেসি।

কিরীট পতিত ছিল ॥ ২০ ॥

ললিতা। (ইষৎ হাস্য করিয়া) হে পরনিন্দাকারিণি! যাও যাও।

বিশাখা। রাধে! বৃথা কেন গোপন করিতেছ, চন্দ্রালোকে কি চন্দ্রকান্ত শিলা দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে॥

শ্রীরাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া চমৎকারের সহিত) ললিতে! অনুমতি কর, শীঘ্র পলায়ন করি। (এই বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)॥

ললিতা। (শঙ্কার সহিত) রাধে! কেন ভীতা হইতেছ॥

রাধিকা। সাভ্যসূয়ং। অই বঙ্কে অলং অলিএণ ইমিণা উজ্জ অত্তণেণ ণূণং ইমস্স লম্পড়স্স হত্থে পক্খেত্তুং মাং দূরং আণীদাসি॥

ললিতা। নিপুণং নিভাল্য স্বগতং। ণূণং দূরদো বিলোই জ্জন্তং তমালং জ্জেব্ব ইত্থং কহ্নং মণ্ণেদি। প্রকাশং। হুঁ দাণীং কধং পলাইস্সসি লদ্ধো মএ ওসরো ইতি রাধিকামাকর্ষতি ॥

রাধিকা। সকাতর্য্যং। সখি বিশাহে পরিত্তাহি পরিত্তাহি

রাধি। অয়ি বক্রে অলমলিকেনানেন ঋজুত্বেন নূনং অস্য লম্পটস্য হস্তে প্রক্ষিপ্তুং মাং দূরমানীতাসীৎ।

ললিতা। নূনং দূরতো বিলোক্যমানং তমালমেবেয়ং কৃষ্ণং মন্যতে। হুং ইদানীং কথং পলায়িষ্যাসি লব্ধো ময়াবসরঃ।

রাধি। সখি পরিত্রাহি পরিত্রাহি শরণাগতাস্মি।

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) অয়ি বক্রে! আর মিথ্যা সরলতা দেখাইবার প্রয়োজন নাই, নিশ্চয় তুমি এই লম্পটের হস্তে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আমাকে দূরে আনিয়াছ॥

ললিতা। (নিপুণতার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে) নিশ্চয় ইনি দূর হইতে তামাল বৃক্ষ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া মানিয়াছেন। (প্রকাশ পূর্ব্বক) হুঁ এখন কেমন করিয়া পলায়ন করিবা, আমি অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। (এই বলিয়া শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)॥

শ্রীরাধা। (সকাতরে) সখি বিশাখে! পরিত্রাণ কর

সরণা অদন্মি।

বিশাখা। অই পেন্মত্তমিদে কধং তিল্লোকং জ্জেব্ব দে কহ্না এদি। পেক্খ এসো পলাসী ণ ক্খু তুজ্ঝ বিলাসী ॥

কৃষ্ণঃ। কথং নেদানীমপি প্রত্যাসন্না তন্বঙ্গী। তন্মুরলীমিরয়া মীতি তথা কুর্ব্বন্।

অয়ি সুধাকর মণ্ডলি মণ্ডয় ভ্রমটবীং মৃদু পাদবিসর্পণৈঃ।
উদয়শৈলতটীবিহিতেক্ষণো ননু চকোর যুবা পরিতপ্যতে ॥

বিশা। অয়ি প্রেমোন্মত্তে কথং ত্রিলোকমেব তে কৃষ্ণায়ত। পশ্য এষ পলাসী বৃক্ষো ন খলু তব বিলাসী। সুধাকরমণ্ডলি হে চন্দ্রমণ্ডলি বিম্বোঽস্ত্রী মণ্ডলং ত্রিষু ইত্যমরঃ। পাদবিসর্পণৈঃ কিরণ প্রসারণৈঃ চরণ সঞ্চালনৈশ্চ।

পরিত্রাণ কর, আমি তোমার শরণ লইলাম ॥

বিশাখা। অয়ি! প্রমোদভ্রান্তে! কেন তোমার সম্বন্ধে ত্রিলোকী কৃষ্ণময় হইল, দেখ এটা বৃক্ষ, তোমার বিলাসী কৃষ্ণ নহেন ॥

কৃষ্ণ। কেন এ যাবৎ কৃশাঙ্গী রাধা আমার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন না, তবে আর একবার মুরলীবাদ্য করি। (এই বলিয়া মুরলী বাদ্য করিতে লাগিলেন) ॥

হে সুধাকরমণ্ডলি! মৃদু মৃদু পাদসঞ্চালন দ্বারা এই বন ভূমিকে অলঙ্কৃত কর, এই চকোর যুবা উদয় পর্ব্বত তটে নেত্র অর্পণ করিয়া কেবল পরিতপ্ত হইতেছে ॥

বিশাখা। স্বয়ং ধৈর্য্যমবষ্টভ্য হলা রাহি কীস তুমং ভম্মন্তী কলম্বং ওলম্বসি ॥ ২১ ॥

ললিতা। সহি বংসিএ বারং বারং তুমং বন্দেমি জং উদ্ঘা ড়িদ রহস্সা তুএ রাহীকিদা ॥

রাধিকা। সলজ্জমবহিত্থাং নাটয়তি ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

বিশস্তিঃ কর্ণান্তে তব বিস্ময়রৈ রদ্য মুরলী
কলৈরূরু স্তম্ভো গুরুরজনি রম্ভোরু তরসা।
বিলুপ্তা ভূদ্দৃষ্টি র্নয়নজলবৃষ্টি ব্যতিকরৈঃ

বিশা। কস্মাত্ত্বং ভ্রমন্তী কদম্বমবলম্বসে ॥ ২১ ॥
ললি। সখি বংশিকে বারং বারং ত্বাং বন্দয়ামি যতুদ্ঘাটিত রহস্যা ত্বয়া রাধা কৃতা।

বিশাখা। (ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মনে মনে) সখি রাধে! কেন তুমি ভ্রমণ করিতে করিতে কদম্ব বৃক্ষ অবলম্বন করিতেছ ॥ ২১ ॥

ললিতা। সখি বংশি! তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি, যেহেতু তুমি শ্রীরাধার বিষয় উদ্ঘাটন করিয়া দিলা ॥

শ্রীরাধা। (লজ্জার সহিত) আকার গোপন প্রকাশ করিলেন॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) হে রম্ভোরু! অদ্য তোমার কর্ণান্তে কোমল মুরলীরব প্রবেশ হওয়াতে শীঘ্র তোমার গুরুতর উরুস্তম্ভ সম্পাদন এবং নয়নজল বৃষ্টিতে দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে অতএব আর যত্নপূর্ব্বক অবহিত্থা বিস্তা-

প্রণীতাভির্যত্নাত্তিদলমবহিত্থা লহরিভিঃ ॥

বিশাখা। ললিদে কোদাণীং অবহিত্থাএ ওসরো।

ইতি সংস্কৃতেন ॥ ২২ ॥

ত্রপাভিচরণক্রমে পরম সিদ্ধিরাথর্ব্বণী

স্মরানল সমিন্ধনে সপদি সামধেনী ধ্বনিঃ।

তথাত্ম পরমাত্মনোরুপনিষন্ময়ী সঙ্গমে

বিশা। ললিতে ক ইদানীমবহিত্থা অবসরঃ ॥ ২২ ॥

ত্রপাভিচরে ক্রমে অথর্ব্ববেদোক্তা সিদ্ধিঃ। অথর্ব্ববেদস্যাভিচার প্রায়ত্বাৎ। স্মরানলস্য সমিন্ধনে জ্বালনে সামধেনী ধ্বনিঃ। সামধেনী মন্ত্র পাঠঃ। ঋক্ সামধেনী ধার্য্যাচ বাস্যাদগ্নি সমিন্ধনে ইত্যমরঃ। আত্ম পরমাত্মনোঃ সঙ্গমে একীকরণে উপনিষন্ময়ী তত্ত্বমসীতি বাক্যময়ী লজ্জাক্ষয়ং কামোদ্রেকং প্রেম মূর্চ্ছাঞ্চ করোতীত্যর্থঃ। বৈরায়তে বৈরং করোতীত্যর্থঃ। শব্দ বৈর কলহাভ্র কন্নমেঘেভ্যঃ করণে ইতি লিঙ্॥

রের প্রয়োজন নাই ॥

বিশাখা। ললিতে! এখন আর অবহিত্থার অবকাশ কোথায় ॥ ২২ ॥

(সংস্কৃত ভাষায়)

রাধে! মুরলীধ্বনি তোমার লজ্জারূপ অভিচার যজ্ঞে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র বিশেষ, কন্দর্পানল প্রজ্বলন বিষয়ে সামধেনী মন্ত্র পাঠ স্বরূপ, তথা আত্মা পরমাত্মার সঙ্গমে অর্থাৎ একীকরণে অর্থাৎ প্রেম মূর্চ্ছার্থ তত্ত্বমসী বাক্যময়ী উপনিষৎ বিশেষ অতএব এই মুরলীধ্বনি তোমার সম্বন্ধে বৈরতা বিধান

বিলাস মুরলীভরা বিরুতিরদ্য বৈরায়তে ॥

রাধিকা। সক্ষোভং। সহি সচ্চং কধেসি অহ্মাণং বৈরিণী বংসিআ তা উবালহিস্সং। ইতি সংস্কৃতেন ॥ ২৩ ॥

সুতিস্তে ধনুশ্চ বংশবরতো বন্দে তয়ো রন্তিমং
বিদ্ধো যেন জনস্তনুং বিরহয়ন্নান্ত শ্চিরং তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মারপত্রি বিষমৈধ্বর্ানৈযুভি নস্ত্বয়া
ক্রূরে বংশি ন জীবনং নচ মৃতির্ঘোরোবিরাসীদ্দশা ॥ ২৪ ॥

রাধি। সখি সত্যং কথয়সি অস্মাকং বৈরিণী সংবৃত্তা দারুণী বংশীকা তৎ উপালভিষ্যামি ॥ ২৩ ॥

অন্তিমং ধনুর্বন্দে যেন বিদ্ধঃ তনুং বিরহয়ন্ ত্যজন্ সন্ চিরং ন অশ্বস্তাম্যতি ত্বয়া বৃদ্ধানান্তু অস্মাকং ন জীবনং নচ মৃতিঃ কৈর্বদ্ধানাং ধ্বানৈঃ যুভিঃ ধ্বানা এব ইষব স্তৈঃ কীদৃশৈঃ মারপত্রিভ্যঃ কন্দর্পবাণেভ্যোঽপি বিষমৈঃ ॥ ২৪ ॥

করিতেছে ॥

শ্রীরাধা। (ক্ষোভের সহিত) সখি! সত্যই বলিতেছ দারুণ বংশীই আমাদের শত্রু, অতএব আমি তাহাকে তিরস্কার করি। (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ২৩ ॥

হে ক্রূরে! হে বংশি! তোমার এবং ধনুর এক বংশ হইতে জন্ম, কিন্তু ধনুকেই বন্দনা করি, যেহেতু ঐ ধনুতে যাহাদের শরীর বিদ্ধ হয়, তাহারা শরীর পরিত্যাগের আর যাতনা ভোগ করে না অন্তকালে সুস্থ হয়, কিন্তু তোমার ধ্বনিরূপ কন্দর্পবানে বিদ্ধ হৃদয় হওয়াতে আমাদের যে ঘোর দশা উপস্থিত হইয়াছে, না ইহাকে মরণ বলিতে পারি, না ইহাকে জীবন বলিতে পারি ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণঃ। পুরো বিলোক্য সানন্দং।

ভবিতা সবিধেঽত্র রাধিকা যদিয়ং রিঙ্গতি রঙ্গিণী পুরঃ।
মৃগলাঞ্ছন রেখয়েব যা মৃগমূর্ত্তির্ন কদাপি তয়া বিযুজ্যতে॥

পুনর্নিরূপ্য সখে জ্ঞাতং জ্ঞাতং নাসৌ রাধিকাশ্রুঙ্কুঃ যদয়ং নিরঙ্কো নেদীয়ানিন্দুরিতি বিস্ময়মভিনীয়॥

অঙ্কাৎ পরিত্যজ্য পুরঃ কুরঙ্গং শঙ্কে সুধাংশুর্ভুবমাসসাদ।

পুনর্নিভাল্যঃ। আঃ জ্ঞাতমুৎফুল্লবিলাস বৃন্দৈরানন্দি রাধাবদনং চকাস্তি। ইত্যগ্রে সরতি॥

যদীয়ং রঙ্গিণী রিঙ্গতি ততো রাধিকা সবিধে নিকটে ভবিতেত্যনুমানং। ত্বয়া রাধিকয়া রঙ্গণী ন বিযুজ্যতে। মৃগমূর্ত্তির্মৃগাকৃতি মৃগলাঞ্ছন লেখয়েব চন্দ্রলেখয়েব। শশঙ্কুর্হরিণী।

কৃষ্ণ। (অগ্রে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত) যখন রঙ্গিণী হরিণী অগ্রে গমন করিতেছে, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে শ্রীরাধা নিকটবর্ত্তিনী হইবেন সন্দেহ নাই, কারণ মৃগাঙ্করেখার অর্থাৎ চন্দ্রলেখার কখনই মৃগ-বিরহিতা সম্ভব হয় না॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া) সখে! জানিলাম জানিলাম, এ শ্রীরাধার হরিণী নহে, এ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রই আমার সমীপবর্ত্তি হইয়াছেন। (এই বলিয়া বিস্ময় অভিনয় পূর্ব্বক) বোধ করি অগ্রে ক্রোড় হইতে মৃগ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রই ভূমিতে আগমন করিয়াছেন। (পুনরায় অবলোকন করিয়া) আঃ স্মরণ হইল, প্রভুত বিলাস সমূহে রাধাবদনই প্রকাশ পাইতেছে। (এই বলিয়া অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন)॥

মধুমঙ্গলঃ। সপরিহাসং। ভো বঅস্‌স মাধব লহু লহু জাহি। অধবা তুমং কিত্তি দূষিজ্যসি জং ধূত্ত কিশোরীহিং দুট্‌ঠ মন্তেণ উন্মাদিদোসি তা ইমস্মিং জোগ্‌গে ওসরে তুমং নিবারিঅ সিণেহস্‌স ণিক্কিদং করিস্‌সং। ইতি পাণি মাদদাতি ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সাধু চেষ্টসে যদদ্য রাধিকোপসর্পণে কম্পেন কৃতবিঘ্নস্য মে দণ্ডহস্তাবলম্বোঽসি। ইতি পরিক্রম্য ॥২৫॥

ইয়মতিতৃষিতং বরানুরাগে।

মধু। বয়স্য মাধব লঘু লঘু যাসি। অথবা ত্বং কিমিতি দূষ্যসে যদ্ধূর্ত্ত কীশোরীভিঃ দুষ্টমন্ত্রেণোন্মাদিতোসি তৎ অস্মিন্‌ যোগ্যেঽবসরে ত্বাং নিবার্য্য স্নেহস্য নিষ্কৃতিং করিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

বরানুরাগেণোজ্জ্বলং প্রেমময়ং শোভনং মনো যস্যাঃ পক্ষে অনুগত রক্তিমা

মধুমঙ্গল। (পরিহাসের সহিত) অহে বয়স্য। দৌড়াইও না, ধীরে ধীরে যাও। অথবা তোমার দোষ কি, ধূর্ত্ত কিশোরিকাগণই দুষ্ট মন্ত্র দ্বারা তোমাকে উন্মত্ত করিয়াছে, অতএব এই উপযুক্ত অবসরে তোমাকে নিবারণ করিয়া স্নেহের নিষ্কৃতি করিব। (এই বলিয়া হস্তধারণ করিলেন) ॥

কৃষ্ণ। সখে! ভাল কাজ করিতেছ, যেহেতু আজ শ্রীরাধার নিকট গমন বিষয়ে কম্প দ্বারা কৃত বিঘ্ন আমার সম্বন্ধে হস্তাবলম্বন প্রদান করিলা। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ॥ ২৫ ॥

উৎকৃষ্ট নবানুরাগ বশতঃ যাঁহার শোভন মন, যিনি

জ্জ্বলসুমনাঃ কমনীয়পত্রলেখা ।
মম বরতনুরাচকর্ষ চিত্তং
মধুপমশোকলতেব পুষ্পিতাগ্রা ॥ ২৬ ॥

রাধিকা । কৃষ্ণমপাঙ্গেন বিলোক্য স্বগতং সংস্কৃতেন ॥
নব মনসিজলীলাভ্রান্ত নেত্রান্তভাজঃ
স্ফুট কিশলয় ভঙ্গী সঙ্গী কর্ণাঞ্চলস্য ।
মিলিত মৃদুল মৌলের্মালয়া মালতীনাং
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবস্য ॥

উজ্জ্বলানি সুমনাংসি যস্যাঃ । কামনীয়া পত্রলেখা পত্রভঙ্গো যস্যাঃ কমনীয়ানাং পত্রানাং লেখা শ্রেণী যস্যাঞ্চ ॥ ২৬ ॥

মেধাং ধারণাবতীং বুদ্ধিং মদয়তি । ধারণাবত্যা বুদ্ধের্মত্ত তয়া স্থিত্যা বিস্মর্ত্তুং শক্যা ন ভবিষ্যতি শোভেয়মিতি ভাবঃ ।

চিত্র বিচিত্র তিলক দ্বারা রঞ্জিত, সেই উত্তমাঙ্গী রাধা যেমন পুষ্পিতাগ্র অশোক লতা মধুকরকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ আমার অতি তৃষিত চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধা । (নেত্র কোণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া মনে মনে সংস্কৃত ভাষায়) যাঁহার নবকন্দর্প লীলা বশত নেত্রান্ত ভ্রান্ত হইয়াছে, যাঁহার কর্ণপ্রান্তে স্ফুট কিশলয়ের রচনা বিরাজ করিতেছে এবং যাঁহার মালতীমালা দ্বারা মৃদুল শিরোভূষণ শোভা পাইতেছে, সেই মাধব মাধুরী আমার বুদ্ধিকে মত্ত করিয়াছে ॥

যথা রাগ ॥

নব মনসিজ লীলে । ভুলে দেখ হরি নয়ন অঞ্চলে ॥ ফুল

বিশাখা। বিহস্য সংস্কৃতেন ॥

বশীচক্রে কৃষ্ণ স্তব পরিমলৈরেব বলিভি

র্বিলাসানাং বৃন্দং কথমিব মুধা কন্দলয়সি।

জয়ে পাণৌ দত্তে রণপটুভিরগ্রেসরভটৈঃ

স্বয়ং কো বিক্রান্তিং পুনরিহ জিগীষুঃ প্রণয়তি ॥ ২৭ ॥

রাধিকা। অই দুম্মুহি এত্তি অম্মি সংকডে মং আরোবিঅ অজ্জবি ণ বীসন্তাসি তা ণিক্কিব হিঅঅং তুমং উজ্ঝিঅ

বিলাসানাং বিব্বোক বিভ্রমাদীনাং বৃন্দং মুধা ব্যর্থং কন্দলয়সি প্রকাশয়সি ॥৭২

রাধি। অয়ি দুর্ম্মুখী এতাবতি সঙ্কটে মামারোপ্য অদ্যাপি ন বিশ্রান্তাঽসি।

কিশলয় ভঙ্গধরে। শ্রবণ অঞ্চলে সদা পড়ে॥ মৃদুল মালতী নবমালা। কুন্তল সহিতে করে খেলা॥ মাধব মাধুরী গণর। অতি মদ করয়ে উজর॥ এ যদুনন্দন হিয়ে জাগ। দোঁহু হিয়া ভিন্নু নহে রাগ॥

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে রাধে! তোমার বলবৎ অঙ্গ পরিমল সকল কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছে তবে কেন আর বৃথা বিব্বোক বিভ্রমাদি বিলাস সকল প্রকাশ করিতেছে, রণপটু সেনাগ্রভাগ যোদ্ধাগণ হস্তে জয় সমর্পণ করিলে কোন্ জয়েচ্ছু আর স্বয়ং বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাধা। অয়ি দুর্ম্মুখ! আমাকে এই সঙ্কটে নিক্ষেপ করিয়া অদ্যাপি ক্ষান্ত হইলা না, অতএব কৃপা শূন্য হৃদয় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধ স্বরূপ প্রিয়সখী ললি-

অহং সিণিদ্ধং পিঅসহীং ললিদং সরণং পবিসামি ইতি

তথা কৃত্বা সংস্কৃতেন।

অত্রায়ান্তং চলমপি হরিং লোকয়ন্তী বলিষ্ঠাং

তামালম্ব্য প্রিয়সখি ঘণেনাস্মি কুঞ্জেন লীনা॥

ললিতা। সনর্ম্ম স্মিতং।

অস্মান্মুগ্ধে হৃদয় নিহিতাদদ্য পীতাম্বরাত্তে

শক্তো নান্যঃ কুচ পরিচয়ে মৎ পুরো মা ব্যথিষ্ঠাঃ॥ ৪ ৭॥
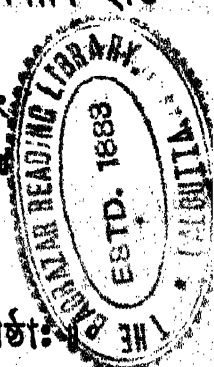
যন্নিক্‌প হৃদয়াং ত্বাং ত্যক্ত্বাহং স্নিগ্ধাং প্রিয়সখীং ললিতাং শরণং প্রবিশামি। ত্বাং প্রবিষ্টামালম্ব্য চঞ্চলং হরিং লোকয়ন্তী পশ্যন্ত্যাপি সতীত্যর্থঃ। হৃদয়ে নিহিতাৎ উপরি প্রকটং ভাবনয়াচ অর্পিতাৎ পীতাম্বরাৎ পীতবস্ত্রাৎ কৃষ্ণাচ্চ।

তার শরণাগত হই। (এই বলিয়া ললিতার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে প্রিয়সখি! পাছে এখানে চঞ্চল হরি আগমন করেন এই আশঙ্কায় তোমাকে বলবতী দেখিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এই কুঞ্জে লুক্কায়িত ভাবে রহিলাম॥

ললিতা। (পরিহাসপূর্ব্বক ঈষৎহাস্যের সহিত) হে মুগ্ধে! আজ তোমার হৃদয়ার্পিত পীতাম্বর হইতে অন্য কোন ব্যক্তি আমার অগ্রে ত্বদীয় কুচ পরিচয় বিষয়ে সমর্থ হইবে না, অতএব আর ভয় করিও না॥

শ্লেষার্থে তোমার হৃদয়স্থ এই পীতাম্বর কৃষ্ণ ভিন্ন আমার অগ্রে অন্য কোন্ ব্যক্তি তোমার কুচ পরিচয় বিষয়ে সমর্থ হইবে! অতএব ভয় কি॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দং। কল্যাণি কালে লব্ধাসীতি রাধামনু সর্পতি।

ললিতা। সাটোপং পরিক্রম্য কৃষ্ণং বারয়ন্তী। ছইল্ল ণহু ণহু এসা তুহ্ম পরিহাস জোগ্গা অহ্মাণং পিঅসহী তা অবেহি অবেহি।

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। ললিতে নেদং গোষ্ঠাঙ্গনং পশ্য বৃন্দাটবী কুক্ষিরসৌ তন্নেহ বঃ প্রভবিষ্ণুতা।

ললিতা। কহ্ণ অণ্ণাও তাও ক্খু মুদ্ধিআও জাও তুঅত্তো বিহ্নট্ঠি

নাগর নহি নহি এষা তব পরিহাস যোগ্যা অস্মাকং প্রিয়সখী তদপেহি।

ললি। কৃষ্ণ অন্যাস্তাঃ খলু মুগ্ধা যাস্ত্বত্তঃ সুষ্ঠু বিভ্যতি এষাস্মি প্রসিদ্ধা ললিতা।

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) কল্যাণি! আমি তোমাকে যথাযোগ্য কালে প্রাপ্ত হইয়াছি। (এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকট যাইতে লাগিলেন)॥

ললিতা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দর্পের সহিত কৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া) নাগর! না না, ইনি আমাদের প্রিয়সখী, তোমার পরিহাসের যোগ্য নহেন, অতএব তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর, প্রস্থান কর॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ললিতে! এ গোষ্ঠাঙ্গন নয়, দেখ এ বৃন্দাবনের অভ্যন্তর, ইহাতে তোমাদের কোন প্রভুত্ব নাই॥

ললিতা। কৃষ্ণ! যাহারা মুগ্ধা তাহারাই তোমা হইতে অতিশয় ভয় পায়, এই আমি প্রসিদ্ধ ললিতা অর্থাৎ

ভাএন্তি এসন্ধি পসিদ্ধা ললিদা ॥

রাধিকা। চপলাপাঙ্গেন কৃষ্ণং বিলোক্য কম্পং নাটয়তি ॥

ললিতা। রাহে কীস সজ্ঝসেণ কম্পসি জং এসা জীঅদি ললিদা ॥

রাধিকা। ললিদে গহিদাইং বন্ধুগ পুপ্ফাইং তা এহি কালিন্দী তীরং গচ্ছহ্ম ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। কঠোরে কথমাহৃত বন্ধুজীবা দূরং গন্তুমুদ্যতাসীতি পন্থানমাবৃন্বন্।

রাধে কস্মাৎ সাধ্বসেন কম্পসি। যদেষা জীবতি ললিতা।

রাধি। ললিতে গৃহীতানি বন্ধুকপুষ্পাণি তদেহি কালিন্দীতীরং গচ্ছামঃ ॥২৮॥

আহৃত বন্ধুজীবা যহৃদ্যানস্থ বন্দুজীব পুষ্পং হৃত্বা ইত্যর্থঃ। পক্ষে আহৃত বন্ধো র্মম জীব আত্মা তথা ভূতা ভূত্বা ইত্যর্থঃ। শৃঙ্গেণ পর্ব্বতাগ্রেণ বাদ্য

তোমাকে দেখিয়া ভয় করিবার নই ॥

শ্রীরাধা। চঞ্চল নেত্রকোণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥

ললিতা। রাধে! ভয়ে কাঁপিতেছ কেন? এই ত ললিতা জীবিত আছে ॥

শ্রীরাধা। ললিতে! বন্ধুকপুষ্প সকল গৃহীত হইয়াছে, তবে আইস কালিন্দীকুলে গমন করি ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। হে কঠোরে! তুমি বন্ধুজীব হরণ করিয়া কেনে দূরে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। পক্ষে আমি তোমার বন্ধু, আমার জীবন হরণ করিয়া কেন যাইতেছ।

পরীতং শৃঙ্গেণ স্ফুটতর শিলা শ্যামলরুচিং
চলদ্বেত্রং বংশ ব্যতিকর লসন্মেখলমমুং।
অতিক্রম্যোত্তুঙ্গং ধরণীধরমগ্রে কথমিত
স্ত্বয়া গন্তুং শক্যা তরণিদুহিতুস্তীরসরণী ॥ ২৯ ॥

রাধিকা। বক্তুং বিলোক্য হুং কুর্ব্বতী ণাঅর মহ দোসো

ভেদেনচ। শিলাভিঃ শিলেবচ শ্যামলা রুচির্যস্য চলন্তি বেত্রাণি চলৎচঞ্চলং বেত্রঞ্চ যস্য তং বংশ ব্যতিকরৈঃ বংশ বৃক্ষ সমূহৈঃ লসন্তী মেখলা যস্য বংশী সংমিলনেন লসন্তী মেখলা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা যস্যচ। ধরণিধরং পর্ব্বতং কৃষ্ণঞ্চ ॥২৯॥
রাধি। নাগর মম দোষো নাস্তি ইদানীমেষা গোকুলেশ্বরী মনুসরিষ্যামি।

(এই বলিয়া পথ রোধ করত) রাধে! যাহা শৃঙ্গ দ্বারা আবৃত, স্ফুটতর শিলা সমূহে শ্যামকান্তি, যাহাতে বেত্র সকল বিচলিত এবং বংশ বৃক্ষ সমূহ মেখলা রূপে শোভা প্রকাশ করিতেছে এমত অগ্রবর্ত্তি ধরণিধরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে তপনতনয়ার পথে গমন করিতে সমর্থ হইবা। পক্ষান্তরে যিনি বাদ্য বিশেষ শৃঙ্গ দ্বারা পরিবৃত, যাঁহার স্ফুটিত শিলার ন্যায় শ্যামবর্ণ কান্তি, চঞ্চল বেত্র, বংশী সম্মিলনে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা শোভা বিস্তার করিতেছেন, অগ্রবর্ত্তি সেই ধরণিধর অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে যমুনার পথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া) নাগর! আমার কোন দোষ নাই, এখন আমি

গখি দাণীং এসা গোউলেসরীং অণুসরিন্‌সং ॥

কৃষ্ণঃ। রাধে কিং বিভীষিকয়া কামং গম্যতাং ত্বদ্ভুজ মূলস্থং পীত দুকূলমেব মমানুকূলং। ইতি রাধাং দিধীর্ষতি ॥৩০

রাধিকা। ভ্রূ কুটিলমাবধ্য সংস্কৃতেন।

সাধ্বীনাং ধুরিধার্য্যা ললিতা সঙ্গেন গর্ব্বিতা চাস্মি।

অনুকূলমিতি মম পীতাম্বরমাচ্ছিদ্যাহনয়ানীতং মম দোষ ইতি ময়াপি তস্যা অগ্রতো নিবেদ্য পীতাম্বরমিদমাকৃষ্য গৃহ্নামি ততস্ত্বং নিরোত্তরীয়া যাতুং ন প্রভবিষ্যতীতি ভাবঃ। যদ্বা মদীয় পীতবস্ত্র যুক্তা লজ্জয়ৈব তত্র গমনে ন শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

সাধ্বীনাং পতিব্রতানাং সুন্দরীণাঞ্চ ধুরি চিন্তনে গণনে ইত্যর্থঃ ধার্য্যা গণনীয়া ললিতায়াঃ সঙ্গেন ললিতঃ শোভনো য আসঙ্গঃ আশক্তি স্তেনচ গর্ব্বিতাস্মি। অতএবাদ্য পথি ভুজঙ্গতাং কামুকতাং মা রচয়ঃ। পক্ষে মা মাং

গোকুলেশ্বরীর অনুবর্ত্তিনী হইব ॥

কৃষ্ণ। রাধে! বিভীষিকার প্রয়োজন কি, স্বচ্ছন্দে গমন কর, তোমার ভুজ মূলস্থ পীত বসনই আমার অনুকূল হইবে। (এই বলিয়া শ্রীরাধাকে ধরিতে ইচ্ছা করিলেন) ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা। (ভ্রূ কুটিল করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) মাধব। আমি সাধ্বীগণের অগ্রগণ্যা, ললিতার সঙ্গে থাকায় আমি গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছি, অতএব তোমাকে হিত বলি, তুমি আজ কামুকতা ভাব আচরণ করিও না ॥

পক্ষান্তরে 'মা ভুজঙ্গতা রচয়' অর্থাৎ আমাকে বাহু মধ্যে

হিতমালপামি মাধব পথি মাদ্য ভুজঙ্গতাং রচয় ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে কিমশ্রাবি বাগ্‌ভঙ্গিরস্যাঃ তদহং নাপরাধ্যা মীতি ভুজদণ্ডাবুদ্দণ্ডয়তি ॥

ললিতা। রাধাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কহ্ন সব্ব লোঅ সলহণিজ্জ গুণো তুমং গোউলিন্দস্‌স ণন্দণোহসি তা ণেদং দে দুল্লীলত্তণং অম্মেসু জ্জোগ্‌গং ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অই গব্বিদে কিন্তি বুন্দাবণং বিদ্ধংসিঅ তুম্মেহিং অহ্ম পিঅ বঅস্‌সস্‌স পুপ্‌ফাইং হরিজ্জন্তি ॥

ভুজঙ্গতাং হস্তগতাং রচয় কুরু। বাগ্‌ভঙ্গিঃ স্বয়ন্দৌত্যং ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বলোক শ্লাঘনীয় গুণস্ত্বং গোকুলেন্দ্রস্য নন্দনোসি তন্নেদং তে দুর্লীলত্বমস্মাসু যোগ্যং ॥ ৩২।

মধু। অয়ি গর্ব্বিতে কিমিতি বৃন্দাবনং বিদ্ধংস্য যুষ্মাভিরস্মৎ প্রিয়বয়স্যস্য পুষ্পাণি হ্রিয়ন্তে।

ধারণ কর ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পক্ষান্তরের অর্থ অবলম্বন করিয়া) ললিতে! শ্রীরাধার বাগ্‌ভঙ্গী শুনিলা ত, তবে আমার অপরাধ নাই (এই বলিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন করিলেন) ॥

ললিতা। (শ্রীরাধাকে পশ্চাৎ দিকে করিয়া) কৃষ্ণ! সকল লোকে তোমার গুণ প্রশংসা করিয়া থাকে, তুমি গোকুলেন্দ্র নন্দন, অতএব আমাদেরপ্রতি তোমার এরূপ দুর্নীত আচরণ উপযুক্ত নয় ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গল। অয়ি গর্ব্বিতে! তোমরা বৃন্দাবন বিধ্বংসন করিয়া আমার প্রিয়বয়স্যের পুষ্প সকল হরণ করিয়াছ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে তূর্ণ গণয়াসাং পুষ্পাণি যথা যৎ সংখ্যয়া কণ্ঠতো হারমণীনাহরামি ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স কিদং গণনং তা রত্তাণং পুপ্‌ফাণং পরিবট্টেণ পউম রাগাইং গেহ্ন পণ্ডুরাণং উণ হীর মোক্তি আইং।

কৃষ্ণঃ। সখে পর্য্যালোচয়ং নামূনি পুষ্পাতুল্য মুল্যানি রত্নানি ততঃ কথমেভিরের পর্য্যাপ্তিঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সকাকু প্রপঞ্চং। বঅস্‌স এসো অণুগদো বম্হণো অত্তথেদি তা ইমেহিং জ্জেবব সংতুট্‌ঠো হোহি ॥

প্রিয়বয়স্য কৃতং গণনং তত্তস্মাদ্রক্তানাং পুষ্পাণাং পরিবর্ত্তেন পদ্মরাগাণি গৃহাণ। পাণ্ডুরাণাং পুনর্হীরা মৌক্তিকানি। বয়স্য এষোঽনুগতো ব্রাহ্মণোঽভ্যর্থয়তি। তদেভিরেব সন্তুষ্টো ভব।

কৃষ্ণ। সখে! শীঘ্র ইহাদের আহৃত পুষ্প সকল গণনা কর, ইহারা যতগুলি পুষ্প হরণ করিয়াছে, ইহাদের কণ্ঠস্থ হার হইতে তত গুলি মণি গ্রহণ করিব ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বস্য! গণনা করিয়াছি, অতএব রক্তবর্ণ পুষ্পের পরিবর্ত্তে পদ্মরাগমণি এবং পাণ্ডুর বর্ণ পুষ্পের পরিবর্ত্তে হীরক ও মৌক্তিক সকল গ্রহণ কর ॥

কৃষ্ণ। সখে! পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এই সকল রত্ন আমার পুষ্প সকলের তুল্য মুল্য নহে, তবে ইহাতে কি রূপে পর্য্যাপ্ত হইবে ॥

মধুমঙ্গল। (কাকু বাক্যের সহিত) বয়স্য! এই অনুগত ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিতেছে, এই গুলি লইয়াই সন্তুষ্ট হও ॥

কৃষ্ণঃ। যথা ব্রবীষি বয়স্য।

ললিতা। বিহস্য। অজ্জ সামিণো জোগ্‌গো জ্জেব্ব অম চ্চোসি॥ ৩৩॥

বিশাখা। সালীক সম্ভ্রমং। কহ্ন দূরে চিট্‌ঠেহি চিট্‌ঠেহি॥

কৃষ্ণঃ। কুটিলে কিম্মিতি॥

বিশাখা। পেক্‌খ সংরম্ভেণ সঙ্গ রঙ্গমিদা চন্দহাসং উল্লাসেদি

ললি। আর্য্য স্বামিনো যোগ্য এব আমাত্যোসি॥ ৩৩॥

বিশা। কৃষ্ণ দূরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ। পশ্য সংরম্ভেণ সঙ্গ রঙ্গমিতা চন্দ্রহাসং প্রকাশয়তি অস্মৎ সখি রাধা। সংরম্ভেণ কোপাবেশেন রসাবেশেন হেতু কর্ত্তরি করণেচ তৃতীয়া সঙ্গমং যুদ্ধং গমিত্বা প্রাপিতা সঙ্গরঙ্গঃ সঙ্গে রঙ্গে নিমিত্তে রঙ্গমৌৎসুক্যং ইতা প্রাপ্তা ইতি চ। চন্দ্রহাসং খড়্গং চন্দ্রতুল্যহাসঞ্চ। উল্লাসয়তি উৎ ক্রাময়তি প্রকাশয়তি চ।

কৃষ্ণ। সখে! যা বলিলা তাহাই হউক॥

ললিতা। (হাস্য করিয়া) আর্য্য! তুমি স্বামির উপযুক্ত অমাত্য বট॥ ৩৩॥

বিশাখা। (অলীক সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া) কৃষ্ণ! দূরে থাক, দূরে থাক।

কৃষ্ণ। কুটিলে! কি জন্য?।

বিশাখা। দেখ আমাদের প্রিয়সখী কোপাবেশে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া চন্দ্রহাস (খড়্গ) প্রকাশ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে আমাদের প্রিয়সখী রসাবেশে তোমার সহিত সঙ্গ নিমিত্ত ঔৎসুক্য সহকারে চন্দ্রতুল্য হাস্য

অহ্ম পিঅসহী রাহা ।

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা । মুগ্ধে ! পশ্যাহঞ্চ প্রপঞ্চিত গাঢ় রোমাঞ্চ কঞ্চুকোস্মি তদযত্নং রামারত্নং হরিষ্যামীতি রাধামনু সর্পতি ॥

ললিতা । সংরম্ভমভিনীয় কহ্ণ পেক্‌খামি দে সাহসং রাহীএ ছাঅম্পি তুমং প্‌ফংসেহি ।

কৃষ্ণঃ । সখে নূনং ললিতা রূপেণ মহা ভৈরবীয়ং প্রাদুর্ভূতা ॥ ৩৪ ॥

রাধিকা । হলা কল্লাণী হোহী ইতি ললিতাং সাকূতমালি

কঞ্চুকং কবচং রামায়াঃ রত্নং রামা রূপ রত্নং চ ॥

ললি । কৃষ্ণ পশ্যামি তে সাহসং রাধিকায়াশ্ছায়ামপি ত্বং স্পৃশ ।

ভৈরবীতি অস্যাঃ পতিম্মন্যো ভৈরব ইতি পরিহাসঃ ॥ ৩৪ ॥

রাধি । সখি কল্যাণী ভব ।

প্রকাশ করিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুগ্ধে ! এই দেখ আমিও বিস্তৃত লোমাঞ্চ জালে কবচ ধারণ করিয়াছি, এখন বিনা যত্নে রামারত্ন হরণ করিব । (এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকট যাইতে লাগিলেন) ॥

ললিতা । (কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক) কৃষ্ণ ! দেখি তোমার সাহস, তুমি ত একবার শ্রীরাধার ছায়াও স্পর্শ কর ॥

কৃষ্ণ । সখে ! নিশ্চয়ই ললিতা রূপে মহাভৈরবী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধা । সখি ! কল্যাণ যুক্তা হও । (এই বলিয়া অভিলাষের

ঙ্গতি।

কৃষ্ণঃ। জনান্তিকং ললিতে বিমুঞ্চ কাঠিন্যং।

ললিতা। উক্কোঅং মে দেহি।

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা ললিতে সত্যং ব্রবীমি তে রাধামপি বিপ্রলভ্য সায়মনঙ্গ সঙ্গরে ত্বামেব প্রতিবীরয়িষ্যে॥ ৩৫॥

ললিতা। সরোষং পরাবৃত্ত্য অবেহি বিদূসঅ অবেহি।

কৃষ্ণঃ। কথয়োৎকোচং যত্র তে তুষ্টিঃ।

ললি। উৎকোচং মে দেহি। প্রতিবীরয়িষ্যে প্রতি যোদ্ধ্রীং করিষ্যে॥ ৩৫॥
ললি। অপৈহি বিদূষক অপৈহি॥

সহিত) ললিতাকে আলিঙ্গন করিলেন॥

কৃষ্ণ। (হস্তাবরণ দিয়া) ললিতে! কঠিনতা পরিত্যাগ কর॥

ললিতা। আমাকে কিছু উৎকোচ দাও॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে! তোমাকে সত্য বলিতেছি, শ্রীরাধাকেও বঞ্চনা করিয়া সন্ধ্যাকালে অনঙ্গ যুদ্ধে তোমাকে প্রতিযোদ্ধ্রী করিব অর্থাৎ তোমাতে সঙ্গত হইব॥ ৩৫॥

ললিতা। (রোষের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) দূরে গমন কর, বিদুষক! দুরে গমন কর॥

কৃষ্ণ। কি উৎকোচ দিব, যাহাতে তোমার তুষ্টি হইতে পারে॥

ললিতা। ণাঅর পুপ্ ফমগ্ গণ রঙ্গেণ বুন্দাবণং ভম্মন্তী দূএদি মে পিঅসহী। তা দিব্ব পুপ্ ফেহিং ণং অলং কদুঅ সুহা বেহি।

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা যথাভিরোচতে তুভ্যমিতি পরিক্রম্য দর্পারভটীং নাটয়ন্ ললিতে বাঢং বিক্রুষ্যতাং ন ত্বাং তৃণায় মন্যে ইতি রাধিকাহারমাকষ্টু্ং করং প্রসারয়তি ॥

ললিতা। বামং বিলোক্য সস্মিতং। ছইল্ল সুরদেঅ পূআকিদে কিদসিণাণং পিঅসহীং অকিদ সিণাণো ক্খু তুমং মা

নাগর পুষ্পাণাং মার্গণ রঙ্গেণ অন্বেষণাভিলাষেণ পুষ্পমার্গণঃ কন্দর্প স্তস্য রঙ্গেণচ বৃন্দাবনং ভ্রমন্তী দুয়তে মম সখী তদ্দীব্য পুষ্পৈরলং কৃত্বা সুখাপয়। বাঢং বিক্রুশ্যতামিতি রাধিকামাকষ্টু্ং করং প্রসারয়তি ॥

ললিতা। নাগর সূর্য্যদেব পূজাকৃতে কৃতস্নানাং প্রিয়সখীং অকৃতস্নানঃ খলু ত্বং

ললিতা। নাগর! পুষ্পান্বেষণ অভিলাষে বৃন্দাবন ভ্রমণ করিতে ২ আমাদের প্রিয়সখী ক্লিষ্ট হইতেছেন অতএব দিব্য পুষ্প দ্বারা ইহাঁকে অলঙ্কৃত করিয়া সুখী কর।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমার যাহা অভিরুচি হয়। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দর্পাতিশয় প্রকাশ করিয়া) ললিতে! তুমি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ কর, আমি তোমাকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিনা। (এই বলিয়া শ্রীরাধার হার আকর্ষণ নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন)॥

ললিতা। (কুটিল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত) নাগর! সূর্য্যদেবের পূজার নিমিত্ত প্রিয়সখী স্নান করি-

পফ্ফং সেহি ॥

কৃষ্ণঃ। অয়ি মদান্ধে সমন্তাদুল্লাসিনি প্রস্বেদাম্বুপূরে মামপি কথং কৃত মহাভিষেকং ন পশ্যসি ॥ ৩৬ ॥

ললিতা। রাধামন্তরয়ন্তী সগাম্ভীর্য্যং। হলা উদ্দণ্ড কাল তমাল মণ্ডল ঘোলেণ বন খণ্ডেন ইমস্‌স পঅণ্ডদা দূসহা কিদা তা অম্হে হারং রক্‌খিদুং কৃখণং সোম্মাহোম্ম ॥

বিশাখা। কীদিশং সোম্মাহোম্ম ॥

মধুমঙ্গলঃ। হী হী ণিজ্জিদাও গব্বিদ গোইদাও ইতি

মা স্পৃশ ॥ ৩৬ ॥

সখি উদ্দণ্ড কালতমাল ঘোরেণ বনষণ্ডেন অস্য প্রচণ্ডতা দুঃসহা কৃতা। তদ্বয়ং হারং রক্ষিতুং ক্ষণং সোম্যা ভবামঃ।

বিশা। কীদৃশং সৌম্যা ভবাম।

মধু। বিহস্য নির্জ্জিতা গর্ব্বিত গোপিকাঃ।

য়াছে তুমি অস্নাত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিও না ॥

কৃষ্ণ। অয়ি! মদান্ধে! ঘর্ম্ম জলে আমার অঙ্গ সকল উল্লসিত হইয়াছে তবে আমাকেও কেন কৃত মহাভিষেক দেখিতেছ না ॥ ৩৬ ॥

ললিতা। (শ্রীরাধাকে আবরণ করিয়া মন্থরতার সহিত) সখি! উদ্দণ্ড কাল তামাল বৃক্ষাচ্ছন্ন নিবিড় বন সমূহে শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ডতা অতিশয় দুঃসহ, অতএব আমরা হার রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল সমর্থ হইব ॥

বিশাখা। কি প্রকারে সমর্থ হইব।

মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) গর্ব্বিত গোপিকা সকল

নৃত্যতি।

রাধিকা। অয়ি মুদ্ধে ললিদে ভঅবন্তস্স উবাসণং তুএ অজ্জ কিং বিস্সুমরিদং॥

মধুমঙ্গলঃ। দেই রাহিএ কেবলং তুম্মে জ্জেব্ব উবাসণং করেধত্তি মা গব্বাএধ জং অম্মে বি উবাসণং করেম্ম।

বিশাখা। অজ্জ কীদিশং॥ ৩৭॥

মধুমঙ্গলঃ। ভঅবদি বিসাহে সুণাহি। গন্ধপুপ্ফ পুরোসরং ণিউঞ্জবেদিআ মজ্ঝে উজ্জাঅরণং ভুইট্ঠং তদেক্কগ্গ

রাধি। অয়ি মুগ্ধে ললিতে ভগবতস্ত উপাসনং ত্বয়াদ্য কিং বিস্মৃতং।
মধু। দেবি রাধিকে কেবলং যূয়মেবোপাসনং কুরুথেতি মাগর্ব্বায়ধ যদ্বয়মপি উপাসনং কুর্ম্মঃ। আর্য্য কীদৃশং তং॥ ৩৭॥
ভগবতি বিশাখে শৃণু গন্ধপুষ্প পুরঃসরং নিকুঞ্জ বেদিকা মধ্যে উজ্জাগরণং

পরাজিত হইল। (এই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন)॥

শ্রীরাধা। অয়ি মুগ্ধে ললিতে! তুমি কি আজ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা বিস্মৃত হইলে?॥

মধুমঙ্গল। দেবি রাধিকে! তোমরাই যে কেবল উপাসনা কর এ বলিয়া গর্ব্ব করিও না, আমরাও উপাসনা করিয়া থাকি॥

বিশাখা। আর্য্য! তাহা কি প্রকার?॥ ৩৭॥

মধুমঙ্গল। ভগবতি বিশাখে! শ্রবণ কর, গন্ধ পুষ্প পুরঃসর নিকুঞ্জ বেদিকা মধ্যে গুরুতর জাগরণ করিয়া কঙ্কণ নূপু-

চিন্তদাএ কঙ্কণ ণেউরাণং সদ্দোবাসণং।

সর্ব্বাঃ। স্মযন্তে॥ ৩৮॥

মধুমঙ্গলঃ। সশ্লাঘং সংস্কৃতেন।

আড়ম্বরোজ্জ্বল গতির্ব্বর কুঞ্জরক্তঃ

স্বৈরী পরিস্ফুরিত পুষ্কর চারুহস্তঃ।

ধন্যাসি সুন্দরি যয়া মৃদুলং হসন্ত্যা

বন্দীকৃত স্তরল বল্লব কুঞ্জরোহয়ং॥ ৩৯॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে।

রুচির সহচরীণাং বীথিভিঃ সেব্যমানা

ভূয়িষ্ঠং তদেকাগ্রচিত্ত তয়া কঙ্কণ নূপুরাণাং শব্দোপাসনং॥ ৩৮॥

আড়ম্বরেণ আটোপেন গর্জ্জনেন উজ্জ্বলা গতির্যস্য পরিস্ফুরিতং পুষ্করং শুণ্ডমেব চারু হস্তো যস্য। পরিস্ফুরিতেন পুষ্করেণ লীলাকমলেন চারুঃ শোভিতো হস্তো যস্য ইতিচ। বন্দীকৃতঃ স্তাবকীকৃতঃ বন্ধঃ কৃতশ্চ প্রগ্রহো গ্রহো বন্দ্যামিত্যমরঃ॥ ৩৯॥

রের শব্দ সকল উপাসনা করিয়া থাকি। (এই কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন)॥ ৩৮॥

মধুমঙ্গল। (শ্লাঘার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) যাঁহার আটোপ দ্বারা উজ্জ্বল গতি, যিনি কুঞ্জ গৃহে অনুরক্ত, যিনি স্বেচ্ছাচারী, এবং যাঁহার লীলা কমলে হস্ত সুশোভিত, হে সুন্দরি! তোমরা ধন্য, যে হেতু মৃদুল হাস্য দ্বারা সেই চঞ্চল বল্লব কুঞ্জর রাজকে স্তুতি কারক করিয়াছ॥৩৯

কৃষ্ণ। হে প্রিয়ে! হে চন্দ্রবদনি! তুমি মনোহর সহচরী

মদমৃদুল মরালী রম্যলীলা গতি শ্রীঃ।
শশিমুখি গতনিদ্রং কুর্ব্বতীমামিদানীং
শরদিব ভবতীয়ং লোক লক্ষ্মীং তনোতি॥
তদর্ব্বাচীনেন হারিণা বন্য শৃঙ্গারেণ ভবতী মলং কর্ব্বাণঃ
শারদীং শ্রিয়মবন্ধ্যয়ামি॥ ৪০॥

মধুমঙ্গলঃ। সংস্কৃতেন।
বলানুজ কলাপিনামবকলয্য কালজ্ঞতাং

সহচরীণাং ঝিণ্টী পুষ্পাণাং সখীনাঞ্চ। মদমৃদুল মরাল্যা গতিরিব রম্যা লীলা গতি শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ লোকলক্ষ্মীং লোচন সম্পত্তিং লোকানাং শোভাঞ্চ॥ ৪০॥

কলাপিনাং ময়ূরাণাং কালজ্ঞতাং যস্মিন্ কালে যদুচিতং তত্র বিজ্ঞতাং

দিগের যূথ কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া মদমত্ত হংসীর ন্যায় লীলা গতি বিস্তার করত শরৎ ঋতুর ন্যায় লোক সকলের শোভা সম্পাদন করিতেছ॥

অতএব আধুনিক মনোহর বন্যবেশ দ্বারা তোমাকে অলঙ্কৃত করিয়া শরৎ কালীন শোভা সকলের সফলতা করিব॥ ৪০॥

মধুমঙ্গল। (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ। ময়ূরগণের কালজ্ঞতা অর্থাৎ যে কালে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে তাহাদের বিজ্ঞতা অবলোকন করিয়া আমার মন বলবৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, যে হেতু আজ শরদাগমে তোমার ক্রীড়া

মনঃ কিল বলীয়সীং মম বিভর্ত্তি বিস্মেরতাং।
যদদ্য শরদাগমে তব বিলোক্য লীলোৎকতাং
কিরন্তি রুচি মণ্ডলী জুষমমী শিখণ্ডাবলীং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সাধু লক্ষিতং তন্মৌলি কল্পনায় চন্দ্রকানাহরা মিতি বটুনা সহ তথা করোতি ॥

রাধিকা। সহি ললিদে জত্থ দিন্নভারা অহং ণিচ্চিন্তন্মি সা তুমং জই সোম্মাসি তদো জাব কহ্নো দূরে গদো তাব কঙ্কেল্লি কুড়ঙ্গং পবেসিস্‌সং ইতি তথা স্থিতা ॥

বিস্মেরতাং বিস্ময়ং কিরন্তি ক্ষিপন্তি ॥ ৪১ ॥

মৌলিকল্পনায় মুকুট নির্ম্মাণায়।

রাধি। সখি ললিতে যত্র দত্তভারাহং নিশ্চিন্তাস্মি সা ত্বং যদি সৌম্যাসি। ততো যাবৎ কৃষ্ণো দূরে গত স্তাবৎ কঙ্কেলি কুঞ্জং অশোক কুঞ্জং প্রবেক্ষ্যামি

বিষয়ে উৎসুকতা দেখিয়া ঐ সকল ময়ূর পরম শোভা সম্পন্ন স্বীয় পুচ্ছ শ্রেণী নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ। সখে! ভাল দেখিয়াছ, তবে চল কিরীট প্রস্তুত জন্য ঐ ময়ূর চন্দ্রক গুলি আহরণ করি। (এই বলিয়া বটুর সহিত ময়ূরচন্দ্রক গুলি চয়ন করিতে লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! আমি যাহার প্রতি ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি, সেই তুমি যদি সরলা হও, তবে কৃষ্ণ যে পর্য্যন্ত দূরে গিয়াছেন, সেই কালের মধ্যে চল আমারা গিয়া অশোক কুঞ্জে প্রবেশ করি।

(এই বলিয়া অশোক কুঞ্জে লুকায়িত হইয়া রহিলেন ॥

কৃষ্ণঃ। সখে নির্ম্মিতং প্রচলাক শলাকাভিঃ কিরীটং খঞ্জরীট নেত্রায়াঃ সীমন্ত সীমনি বিন্যাস সৌভাগ্যমালম্বতামিতি পরিক্রম্য ললিতে ক্ব সা তে প্রিয়সখী।

ললিতা। অত্তণো ঘরং গদ্দা ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। নিষ্ঠুরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তূর্ণমসৌ ধূর্ত্ততা গর্ব্বমপহরামীতি সমন্তাৎ পশ্যন্ সহর্ষং।

বয়স্য পশ্য সহসেয়মবাপ্তা গৌরাঙ্গী প্রিয়া ইত্যুপসর্পতি ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স চক্কবাদেণ তিণাবট্টেণ ভামিদস্স

কিরীটং কর্ত্তৃপদং।

ললি। আত্মনো গৃহং গতা ॥ ৪২ ॥

মধু। ভো বয়স্য চক্রবাতেন তৃণাবর্ত্তেন ভ্রামিতস্য তে অদ্যাপি নূনং ভ্রমো ন

কৃষ্ণ। সখে! ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা কিরীট ত প্রস্তুত করিলাম, এখন তুমি সেই খঞ্জনাক্ষী শ্রীরাধার সীমান্ত সীমায় ইহা বিন্যস্ত করিয়া শোভা সম্পাদন কর। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ললিতে! তোমার সেই প্রিয়সখী কোথায়? ॥

ললিতা। নিজ গৃহে গমন করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণ। নিষ্ঠুরে! থাক থাক, শীঘ্র তোমার ধূর্ত্ততা গর্ব্ব অপহরণ করিতেছি। (এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হর্ষের সহিত) ॥

বয়স্য! দেখ দেখ, সেই এই গৌরাঙ্গী প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়াছি। (এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগিলেন)।

মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) অহে বয়স্য! চক্রবাত

দে অজ্জবি ণুনং ত্তমো ণ গদো পেক্খ এসা পীদ পরাঅ পুঞ্জ পিঞ্জরিদা থল ণলিণী ॥

কৃষ্ণঃ। নিরূপ্য সখে সত্যং ব্রবীষি ইত্যগ্রতো ভো পশ্য কঙ্কুমাঙ্গী নিষ্টঙ্কিতমিদানীমেব লব্ধা ইতি দিধীষুঃ প্রধাবতি।

মধুমঙ্গলঃ। সহস্ত তালমুচ্চৈর্বিহস্য ভো পিঅবঅস্স এত্থ তুজ্ঝ অবরাহো ণত্থি কিন্তু পেম্মলহরীএ জ্জেবব জাএ সববা বুন্দাড়ই রাহিআ ণিম্মিদা ॥ ৪৩ ॥

পশ্চ:। পশ্য এষা পীত পরাগপুঞ্জ পিঞ্জরিতা স্থলনলিনী॥
প্রিয়বয়স্য অতএব অপরাধো নাস্তি কিন্তু প্রেম লহর্য্যা এব। যথা সর্ব্ব বৃন্দাটবী রাধিকা নির্ম্মিতা ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপ তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক তুমি যে ভ্রামিত হইয়াছিলা, এখন পর্য্যন্তও তোমার সে ভ্রম গেল না, এ পীতবর্ণ পরাগপুঞ্জে পিঞ্জরিত স্থল নলিনী॥

কৃষ্ণ। (দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে! সত্য বলিয়াছ, (এই বলিয়া অগ্রে গমন পূর্ব্বক) অহে! দেখ, এবার আমি নিশ্চয় শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। (এই বলিয়া ধারণেচ্ছায় ধাবমান হইলেন)॥

মধুমঙ্গল। (হস্তচালন পূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করিয়া) অহে প্রিয়বয়স্য! ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, কিন্তু এ প্রেমলহরীরই অপরাধ, যাহাতে সমুদায় বৃন্দাবনই রাধা স্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ। সবৈলক্ষ্যং বিলোক্য কথমুৎফুল্লেয়ং সহচরী পার্শ্ব
তো বিলোক্য ললিতাঙ্গি ললিতে ইতো বাম্য পর্ব্বতা
দবরোহন্তী কান্তারমিতস্ত দদস্ব মে হস্তাবলম্বং।

ললিতা। স্মিত্বা। সুন্দর বিসাহং পুচ্ছেহি। এসা ক্খু ণং
জাণাদি। ইতি সংজ্ঞাং নাটয়তি।

কৃষ্ণঃ। সহর্ষমপবার্য্য সখে পশ্য বিশাখায়াঃ পরোক্ষং কিঞ্চিৎ
তিরোবলন্তী ললিতা ভ্রূ সংজ্ঞয়া কদম্ব কুঞ্জং সূচয়তি।
তত্র নাস্তি মনাগপি সন্দিগ্ধতেতি পরিক্রম্য সদর্পস্মিতং॥

সহচরী ঝিণ্টী কান্তারঃ ইতস্ত গমিতস্ত কান্তয়া রমিতস্তচ।
ললি। সুন্দর বিশাখাং পৃচ্ছ। এষা খলু তং জানাতি।

কৃষ্ণ। (বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিয়া) একি! সহ-
চরী অর্থাৎ ঝিণ্টী যে প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। (এই
বলিয়া পার্শ্বে অবলোকন পূর্ব্বক) মনোহরাঙ্গি ললিতে!
তুমি বাম্য পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কান্তার গত
আমাকে হস্তাবলম্বন দাও॥

ললিতা। (ঈষৎহাস্য করিয়া) সুন্দর! বিশাখাকে জিজ্ঞাসা
কর, ইনিই তাহা জানেন। (এই বলিয়া সংজ্ঞা অর্থাৎ
হস্তাদি দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন)॥

কৃষ্ণ। (সহর্ষে হস্তাবরণ দিয়া) সখে! দেখ, বিশাখার
অসাক্ষাতে ললিতা বক্রগামিনী হইয়া ভ্রূ সঙ্কেত দ্বারা
কদম্ব কুঞ্জ সূচিয়া দিতেছেন, তাহাতে আর অণুমাত্রও
সন্দেহ নাই (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দর্পের সহিত ঈষৎহাস্য

প্রিয়ে বিলোকিতাসি নিষ্ক্রম্যতামিত্যুদ্‌গ্রীবিকাং কৃত্বা সহাসং ॥

ললিতে সাধু সাধু জাতং তব ধূর্ত্ততা লতিকায়াঃ সাফল্য মিদং ॥

মধুমঙ্গলঃ। বয়স্‌স এসা মএ জ্জেবব লদ্ধা তুহ রাহা।

কৃষ্ণঃ। সকৌতুকং বয়স্য ললিতেব কচ্চিদবিশ্রম্ভণীয় ভণিতি র্নাসি।

মধুমঙ্গলঃ। গাঅত্তীএ সবাম্মি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সবিশ্রম্ভং। ক্বসা ক্বসা দর্শয় শীঘ্রং।

মধুমঙ্গলঃ। তুহ্ম হত্থ গদং জ্জেবব ণং করেমি তদেহি মে পারি

মধু। বয়স্য এষা ময়া এব লব্ধা তব রাধিকা। গায়ত্র্যা শপামি ॥ ৪৪ ॥ তব হস্ত গতামেব এনাং করোমি তদ্দেহি মে পারিতোষিকং। গৃহত্যা

করিয়া) প্রিয়ে ! দেখিয়াছি, এখন বাহিরে আইস। (এই বলিয়া গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক হাস্যের সহিত) ললিতে! ভাল ভাল, তোমার ধূর্ত্ততারূপ লতার সফলতা জন্মিয়াছে ॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য ! এই আমি তোমার রাধাকে পাইয়াছি॥

কৃষ্ণ। (সকৌতুকে) বয়স্য ! ললিতার ন্যায় অবিশ্বস্ত বাদী ত, হও নাই ॥

মধুমঙ্গল। গায়ত্রীর শপথ করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ। (বিশ্বাসের সহিত) সখে ! তিনি কোথায়, তিনি কোথায়, শীঘ্র আমাকে দর্শন করাও ॥

মধুমঙ্গল। শ্রীরাধাকে তোমার হস্তগত করিতেছি, অতএব

তোসিঅং ॥

কৃষ্ণঃ। সশ্লাঘং। মালতীমালয়া মণ্ডয়তি।

মধুমঙ্গলঃ। ঘেপ্পিজ্জউ এসা ইতি রাধেতি বর্ণদ্বয়ী ভাজং পত্র লেখামর্পয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা সত্য মনেনাপি ভবদর্পিতেন তর্পিতোঽস্মি ॥৪৫

যতঃ। ক্রমাৎ কক্ষামক্ষ্ণোঃ পরিসরভুবং বা শ্রবণয়ো

র্নাগধ্যারূঢং প্রণয়ি জন নামাক্ষর পদং।

কমপ্যন্ত স্তোষং বিতরদবিলম্বাদনুপদং

নিসর্গাদ্বিশেষাং হৃদয় পদবীমুৎসুকয়তি ॥

মেষা ॥ ৪৫ ॥

মম পুনঃ কিং বক্তব্যং। বিশেষাঃ জনানাং প্রণয়িজনানাং নামাক্ষরপদং কর্ত্তৃ ক্রমাদ্দৃশ্যমানং শ্রূয়মানঞ্চা ইত্যর্থঃ। অন্তস্তোষং বিতরদ্দদৎ সৎ। এব

আমাকে কিছু পারিতোষিক দাও ॥

কৃষ্ণ। (প্রশংসার সহিত) মালতী মালা দ্বারা ভূষিত করিলেন ॥

মধুমঙ্গল। ইহাঁকে গ্রহণ কর। (এই বলিয়া রাধা এই দুই অক্ষর বিশিষ্ট পত্র সমর্পণ করিলেন) ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সত্য, তোমার অর্পিত এই বস্তু দ্বারা আমি পরিতৃপ্ত হইলাম ॥ ৪৫ ॥

যে হেতু, প্রণয়ি জনের নামাক্ষর ক্রমশঃ নয়ন ও শ্রবণ দ্বয়ের প্রান্তে সমারূঢ় হইলে শীঘ্র কাহার না সন্তোষ বর্দ্ধন করে? অধিক কি বলিব প্রণয়ি জনের নামাক্ষর স্বভাবতঃ

ইতি পরাবৃত্য দক্ষিণতো বিকসন্তমশোকমবলোক্য সবিস্ময়ং ॥

শঙ্কে সঙ্কুলিতান্তরাদ্য নিবিড় ক্রীড়ানুবন্ধেচ্ছয়া
কুঞ্জে বঞ্জুল শাখিনঃ শশিমুখী লীলা বরীবর্ত্তি সা।
নোচেদেষ তদঙ্ঘ্রি সঙ্গম বিনা ভাবাদকালে কথং
পুষ্পামোদ নিমন্ত্রিতালি পটলী স্তোত্রস্য পাত্রী ভবেৎ ॥

ইতি পরিক্রমান্মুদ্ গ্রীবিকয়া রাধাং দৃষ্ট্বা সানন্দং।

প্রিয়ে কথ্যতামিদানীং কা বার্ত্তা।

বঞ্জুলশাখী। বঞ্জুলোঽশোক ইত্যমরঃ। পদ্মিন্যাশ্চরণ স্পর্শেনাশোকঃ পুষ্পাতীতি কবি সম্প্রদায়ঃ। পুষ্পৈঃ প্রেষিতেনামোদেন মাধ্বিকপানায় মদ্‌গৃহমলং কুরুতে ইতি নিমন্ত্রিতানামলিপটলীনাং ভ্রমর সমূহানাং ত্বাদৃশঃ পরমোদারো ভুবি কো বর্ত্তত ইতি স্তোত্ররূপ গুঞ্জিতস্য পাত্রীমন্যথা ন ভবেৎ। পাত্রী ভবেদিতি অদ্ভুতভাবে চ্বিঃ।

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে অশোক তরুকে ফুল্ল অবলোকন করত বিস্ময়ের সহিত) বোধ করি আজ শশিমুখী শ্রীরাধা নিবিড় ক্রীড়া করণেচ্ছায় ব্যাকুল হৃদয়ে অশোক কুঞ্জে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা না হইলে তদীয় চরণ স্পর্শ ব্যতিরেকে এই অশোক তরু কেন পুষ্পামোদ দ্বারা নিমন্ত্রিত ভ্রমর সমূহের স্তোত্রের পাত্র হইবে ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ও গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে অবলোকন করত আনন্দের সহিত) প্রিয়ে! এখন কথা কি বল? ॥

রাধিকা। সপ্রণয়ের্ষং। তুঅত্তো ভয়েণ জ্জেব্ব পলাইদো ম্হি এথবি মং বিড়ম্বেতুং লদ্ধোসি॥

কৃষ্ণঃ। সাত্মশ্লাঘং। দৃষ্টা মে গভীর পাটবারভটী যতো স্তিরোধান বিদ্যাপহারেণ নির্জ্জিতা যুয়ং॥ ৪৬॥

ললিতা। সংস্কৃতেন। হন্ত ভো বাঙ্মাত্র জিতকাসিন্।
অস্মিন্নেক সরোজ সম্ভব কৃতস্তোত্রোসি বৃন্দাবনে
রাধা ভূরি হিরণ্যগর্ভ রচিত প্রত্যঙ্গ কান্তি স্তবা।

রাধি। ত্বত্তো ভয়েনৈব পলায়িতাস্মি অত্রাপি বিড়ম্বিতুং লব্ধোসি॥ ৪৬॥
জিতকাসিন্ জিতমিত্যাত্ম শ্লাঘিন্ অস্মিন্ বৃন্দাবনে একেন সরোজ সম্ভবেন ব্রহ্মণাকৃত স্তোত্রাসীতি তবাহঙ্কারঃ। রাধা ভূরি হিরণ্যগর্ভৈ র্বহুভি র্ব্রহ্মভি র্ভূরি হিরণ্যানাং বহুতর স্বুবর্ণানাং গর্ভৈঃ ছিদ্রৈসতি চাকচি

শ্রীরাধা। (প্রণয় ঈর্ষার সহিত) তোমার ভয়েই পলায়িত হইয়া রহিয়াছি, তুমি এখানেও আবার আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছ॥

কৃষ্ণ। (আত্মশ্লাঘার সহিত) প্রিয়ে। আমার গভীর পটুতার বল দেখিলা ত, যদ্দ্বারা লুক্কায়িত বিদ্যা অপহরণ হওয়ায় তোমরা পরাজিত হইয়াছ॥ ৪৬॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) অহে! তুমি বাক্য মাত্রেই আপনাকে শ্লাঘা করিতেছ, এই বৃন্দাবনে এক ব্রহ্মা মাত্রই তোমার স্তব করিয়াছেন, তাহাতেই তোমার এত অহঙ্কার, কিন্তু বহু বহু হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) শ্রীরাধার

হস্তোদস্ত মহীধর স্ত্বমসকৃন্নেত্রান্ত ভঙ্গীচ্ছটা

কৃষ্টোচ্চৈ ধরণীধরা মম সখী তন্বীর মাহঙ্কথাঃ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। ললিতে নিলীনে ময়ি বিলোকিতে নাতথ্য

মদ্য বিকথনং ভবতীনাং বিদাং করবাণি।

সর্ব্বা। এব্বং হোতুঃ ॥

কৃষ্ণঃ। তিরোভবন্ স্বগতং। ইয়মুত্তরতশ্চঞ্চরীক সঞ্চয় রোচি

রুল্লাসি শ্যামল পলাশ গুচ্ছা দূরত স্তাপিঞ্ছো বিঞ্ছোলী

ক্যায়মান মধ্যগতসারাংশৈশ্চরিতঃ প্রত্যঙ্গ কান্তীনাং স্তবোযস্যাঃ। হস্তোৎক্ষিপ্ত মহীধর ত্বামিতি তবাহঙ্কারঃ। ইয়ন্তু নেত্রান্ত ছটয়ৈবাকৃষ্ট উচ্চৈর্ধরণীধরঃ কৃষ্ণো যয়া অসকৃৎ অনেকবারং ভবাংস্তু একবার মিতি ভাবঃ। এবং ভবতু।

প্রত্যঙ্গ কান্তিকে স্তব করিতেছেন, তুমি হস্তে একবার মাত্র মহীধর (পর্ব্বত) ধারণ করিয়া অহঙ্কৃত হইয়াছ, কিন্তু এই আমার সখী শ্রীরাধা নেত্রান্ত ছটা দ্বারা তুমি যে ধরণীধর তোমাকে কতবার আকর্ষণ করিতেছেন অতএব হে বীর! আর অহঙ্কার করিও না॥

কৃষ্ণঃ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ললিতে! আমি দর্শন পথ হইতে লুক্কায়িত হইতেছি, আর তোমাদের নিকট মিথ্যা দর্প প্রকাশ করিব না॥

সখীগণ। এই প্রকার হউক॥

কৃষ্ণ। (লুক্কায়িত হইয়া মনে মনে) এই যে উত্তর দিকে ভ্রমর নিকরের কান্তি সদৃশ শ্যামবর্ণ পত্র গুচ্ছ শালি তমাল বৃক্ষ সকল তুল্য বর্ণ প্রযুক্ত আমার সহিত সখ্য

তদেষা সবর্ণতয়া সখীভাবমাপন্না মামত্র সঙ্গোপয়িষ্য তীতি সবয়স্যো নিক্রান্তঃ।

ললিতা। হলা রাহে কহ্নস্স অদংসণেণ মা উক্কণ্ঠণং দিট্ঠং ভেব্বব জাণেহি তা বিজুত্তাও অম্হে সব্বদো পসপ্পম্হ॥

রাধি। জধা ভণাদি পিঅসহী। ইতি তিস্র স্তথা কুর্ব্বন্তি॥

রাধিকা। উত্তরাং বনলেখামাসাদ্য সবিমর্শং॥ ৪৭॥

চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ। তাপিঞ্ছ বিঞ্ছোলী তমাল সমূহঃ।

ললি। সখি রাধে কৃষ্ণস্য দর্শনেন মা উত্তাম্যস্ব এনং দৃষ্টমেব জানীহি তদ্বি-যুক্তা বয়ং সর্ব্বতঃ প্রসর্পামঃ।

রাধি। যথা ভণতি প্রিয়সখী॥ ৪৭॥

ভাব লাভ করিয়াছে ইহারা আমাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিবে। (এই বলিয়া সখার সহিত প্রস্থান)॥

ললিতা। সখি রাধে! কৃষ্ণের অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইও না, ইহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছি জানিবে, অতএব আমরা তোমার নিকট হইতে গিয়া বনের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করি॥

শ্রীরাধা। প্রিয়সখি! যাহা বলিলা তাহাই কর। (এই বলিয়া তিন জনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন)॥

শ্রীরাধা। উত্তর দিকের বন শ্রেণীতে গয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥

ণূণং কহ্ণো এত্থ পত্তো হুবিস্সদি জং মং পেক্‌খন্তো দক্‌খিণং পইট্‌ঠো। ইতি পরিক্রম্য সংস্কৃতেন ॥ ৪৮ ॥

স হরিরিতি ভবতিভিঃ স্বান্তহারী হরিণ্যো
হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি।
যদনুমুকুলিত বংশী কাকলীভি র্মুখেভ্যঃ
মুখতৃণ কবলা বঃ সামিলীঢাঃ স্খলন্তি ॥ ৪৯ ॥

পুরোভ্যুপেত্য সমন্তাৎ পশ্যন্তী সংস্কৃতেন।

নূনং কৃষ্ণোঽত্র প্রাপ্তো ভবিষ্যতি যস্মাৎ পশ্যন্ দক্ষিণং প্রবিষ্টঃ। ৪৮ ॥

হে হরিণ্যঃ স হরিঃ ইহ অস্যাং হরিতি দিশি কিং অপাঙ্গাতিথ্য সঙ্গী ব্যধায়ি। কাকলিভির্হেতুভিঃ মুখ তৃণ কবলা তৃণগ্রাসাঃ সামিলীঢা অর্দ্ধ গিলিতা এব স্খলন্তি ॥ ৪৯ ॥

নিশ্চয় এস্থানে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইব, যে হেতু তিনি আমাকে দেখিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করিলেন। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৪৮ ॥

অহে হরিণী সকল! তোমরা কি এই দিকে মনোহারি হরিকে স্বীয় নেত্র প্রান্তের আতিথ্য সঙ্গি করিয়াছ অর্থাৎ তাঁহাকে কি স্ব চক্ষে দেখিয়াছ, যে হেতু অনুকুল বংশীরব দ্বারা তোমাদের মুখ হইতে তৃণ গ্রাস সকল অর্দ্ধ চর্ব্বিত হইয়া স্খলিত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

(অগ্রে গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে সংস্কৃত ভাষায়) যখন বৃক্ষ সকল হইতে মকরন্দ গলিত

যদ্গলিত মরন্দং বর্ত্ততে শাখিবৃন্দং
মিলতিচ যদলব্ধ প্রেমঘূর্ণা খগালী।
তদিহ নহি শিখণ্ডোত্তংসিনী সা প্রবিষ্টা
নিখিল ভুবন চেতো হারিণী কাপি বিদ্যা ॥
ইতি সব্যতঃ পরিক্রম্য সংস্কৃতেন ॥
বিঘূর্ণান্তাঃ পৌষ্পং ন মধু লিহতেঽমী মধুলিহঃ
শুকোঽয়ং নাদত্তে কলিত জড়িমা দাড়িমফলং।
বিঘূর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং
পথানেন স্বামী তদিভবরগামী ধ্রুবমগাৎ ॥

পৌষ্পং মধু ন লিহতে নাস্বাদয়ন্তি। ঘূর্ণা জাড্য বৈবর্ণ্যানি ক্রমেণোক্তানি।

হইতেছে না, পক্ষিগণ প্রেমভরে ঘূর্ণিত না হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে, তখন নিখিল ভুবনমনোহারিণী শিখণ্ড চূড়শালিনী কোন এক বিদ্যা এদিকে প্রবেশ করে নাই ॥
(এই বলিয়া বাম দিকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥
যখন এই সকল মধুকর ঘূর্ণিতান্তঃকরণ হইয়া পুষ্প মধু পান করিতেছে না, এই শুক জড়িমা দশা লাভ করিয়া দাড়িম ফল ভোজন করিতেছে না এবং হরিণী ঘূর্ণিতা হইয়া হরিৎ বর্ণ পত্রাগ্র ভক্ষণ করিতেছে না, তখন জানিলাম মত্ত গজেন্দ্রগামী স্বামী এই পথ দিয়া নিশ্চয় গমন করিয়াছেন ॥

পুরো গত্বা। এসা বামদো কালী তমালালী দীসই ইতি সাচি কন্ধরং নিভাল্য সংস্কৃতেন ॥ ৫০ ॥
নৈসর্গিকান্যপি নিরর্গল চাপলানি
হিত্বাদ্য সঙ্কুল তনুঃ পুলকাঙ্কুরেণ।
দৃষ্টিং চিরেণ পরিরব্ধ তমাল শাখা

এষা কালী কৃষ্ণবর্ণা তমালাবলী দৃশ্যতে ॥ ৫০ ॥
শাখামৃগততিঃ পরিবদ্ধ তমাল শাখা সতী অধোদৃষ্টিং কিং কস্মাৎ হেতোঃ তনোতি ॥ ৫১ ॥

(অগ্রে গমন করিয়া) এই যে বাম দিকে তামাল বৃক্ষ সকল দেখিতেছি ॥

যথা রাগ ॥

সকল কুসুম দল আগে। মধুকর বসিয়াছে যোগে ॥ মধুরস গলিয়া পড়য়ে। মধুকর তাহা নাহি ছোয়ে ॥ জানি এই পথে গেল হরি। গজেন্দ্র গমন মনোহারি ॥ ॥ ধ্রু ॥ ফুটিল করক ফল পাকি। না ছোয়ে জড়িমা শুক পাখি ॥ নবীন নবীন তৃণগণে। না পরশে হরিণী বিমনে ॥ এত কহি আগে গেলা চলি। দেখে কাল তমাল সকলি ॥

(এই বলিয়া বামস্কন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৫০ ॥

এ কি! আজ শাখামৃগ (বানর) সকল স্বাভাবিক নিরর্গল চপলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলকাঙ্কুরে সঙ্কুলিতাঙ্গ হইয়া তমাল শাখা আলিঙ্গন করত. কেন আজ অধো

শাখামৃগীততিরিয়ং কিমধস্তনোত্তি ॥ ৫১ ॥

তা এসা মঞ্জুলা তাবিঞ্ছ ণিউঞ্জ সালিআ পেক্খিদব্বা ॥

প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ স্বগতং। সত্যমস্যাশ্চিত্তচত্বর সঙ্গত্বরী প্রেমা বলিরেব মদুদ্দেশ দূতী যদবিলম্বিতং বিজ্ঞাত ভুয়িষ্ঠোস্মি সংবৃত্তঃ ততঃ স্থাণুরিব নিশ্চল স্তিষ্ঠামীতি তথা স্থিতঃ ॥৫২

রাধিকা। মূর্দ্ধানমাধ্য কৃষ্ণং পশ্যন্তী সব্যাজং। এথ কহ্নো ণত্থি।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং দিষ্ট্যা ন দৃষ্টোঽস্মি।

তদেষা মঞ্জুলা তাপিঞ্ছ নিকুঞ্জ শালিকা প্রেক্ষিতব্যা। চিত্ত চত্বর সঙ্গমশীলা বিজ্ঞাতং ভুয়িষ্ঠং বহুতর চাতুর্য্যং যস্য সঃ ॥ ৫২ ॥

রাধি। অত্র কৃষ্ণো নাস্তি।

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

তবে এই মনোহারিণী তমাল কুঞ্জশালিকা দেখিতে হইবে।

কৃষ্ণ। (প্রবেশ করিয়া মনে মনে) সত্য শ্রীরাধার চিত্ত চত্বরের সঙ্গমশীলা প্রেমাবলীই আমার উদ্দেশের দূতী, যদ্দ্বারা অবিলম্বে বহুতর পরিজ্ঞাত হইলাম, তবে এখন আমি স্থাণু অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করি, এই বলিয়া তদ্রূপ ভাবে রহিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধা। (মস্তক অবনত পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ছলের সহিত) এখানে কৃষ্ণ নাই ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) ভাগ্য ক্রমে শ্রীরাধা ত আমাকে

রাধিকা। সস্মিতং। এস নীলমণি কীলো জ্জেবব রেহদি।

কৃষ্ণঃ। নূনং ঘনান্ধকারতো নাহং প্রত্যভিজ্ঞাতঃ।

রাধিকা। অম্মহে উজ্জলদা ইন্দণীল কীলস্‌স।

কৃষ্ণঃ। সহর্ষমপবার্য্য।

রে ধ্বান্ত মণ্ডল সখে শরণাগতোহস্মি

বিস্তারয়স্ব তরসা নিজ বৈভবানি।

অভ্যাসমভ্যুপগতাপি মুহুর্যথাসৌ

নাবৈতি মাং নবকুরঙ্গ তরঙ্গনেত্রা॥ ৫৩॥

এষ নীলমণি কীল এব রাজতে। অহো উজ্জ্বলতা ইন্দ্রনীল কীলস্য।
অভ্যাসং নিকটং না বৈতি ন জানাতি॥৫৩॥

দেখিতে পাইলেন না॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) এই ত নীলমণি যষ্টি বিরাজ করিতেছেন॥

কৃষ্ণ। নিশ্চয় ঘনান্ধকার জন্য আমাকে জানিতে পারেন নাই॥

শ্রীরাধা। অহো ইন্দ্রনীলমণি যষ্টির কি উজ্জ্বলতা।

কৃষ্ণ। (সহর্ষে হস্তাবরণ দিয়া) রে অন্ধকার মণ্ডল সখে! আমি তোমার শরণ লইলাম, তুমি শীঘ্র নিজ বৈভব (গাঢ়ান্ধকার) বিস্তার কর, যাহাতে নব হরিণলোচনা রাধা বারম্বার নিকটে আসিয়াও আমাকে জানিতে না পারেন॥ ৫৩॥

রাধিকা। স্মিত্বা। অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ইমস্স নীলোপ্পলস্স অন্তরালে পড়িবিম্বিদা চন্দাঅলী লক্খীঅদি॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা স্বগতং। কথং সংবিদানা খলু নর্ম্মাত নোতীত্যুত্থায়। প্রকাশং॥ ৫৪॥

প্রিয়ে সত্যমাথ। যদয়ং ত্বদাস্য চন্দ্রো মে হৃদ্বৃত্তি তরঙ্গেষু বিম্বিতশ্চন্দ্রাবলী বভূব॥

রাধিকা। অম্মহে কহং তুমং জ্জেব্ব তদো নেদং অচ্চরিঅং।

রাধি। আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং অস্য নীলোপলস্য অন্তরালে মধ্যে প্রতিবিম্বিতা চন্দ্রাবলী লক্ষ্যতে। সংবিদানা জানতী। সমোগম্যৃচ্ছীত্যাদিনা আত্মনে পদং॥ ৫৪॥

রাধি। অহো কথং ত্বমেব ততো নেদমাশ্চর্য্যং। চন্দ্রাবলী ত্বয়ি প্রতিবিম্বিতা তিষ্ঠত্যেব ইত্যর্থঃ।

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য, এই ইন্দ্রনীলমণি মধ্যে চন্দ্রশ্রেণী প্রতিবিম্বিত দেখিতেছি॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে) ইনি কি প্রকারে জানিয়া পরিহাস বিস্তার করিতেছেন। (এই বলিয়া উত্থান পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া)॥ ৫৪॥

প্রিয়ে! সত্য বলিয়াছ, তোমার এই মুখচন্দ্র আমার চিত্তবৃত্তি তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইয়া চন্দ্রশ্রেণী হইয়াছে॥

শ্রীরাধা। অহে! তুমিই না কি! তবে ইহা আশ্চর্য্য নয়

কৃষ্ণঃ। বিলাশিনি কিমনেন বিশ্লেষ সম্পাদ্যেন কেলিনর্ম্মণা তদেহি দানগন্ধিনা কুসুমবৃন্দেন পূর্ণ মূর্দ্ধনি সপ্তপর্ণ কুঞ্জে বিশ্রাম্য সৌখ্যমনুভবায় ইতি তথা স্থিতৌ ॥ ৫৫ ॥

ললিতা। বিসাহে পেকৃখ কহ্নেণ সঙ্গদা পিঅসহী জং তস্স পদেহিং সম্মিলিদাইং এদাএ পদাইং দিসন্তি ॥

বিশাখা। পদাঙ্কানমুসৃত্য সংস্কৃতেন।

বিশেষঃ সংপাদ্য উৎপাদ্যো যস্ত তেন কুলাল কর্তৃকো ঘটো ইতি বৎ সংপাদ্য-পদস্ত বিশেষত্বং। দান গন্ধিনা দানস্ত হস্তিমদস্ত গন্ধ ইব গন্ধো যস্ত ইতিচ সমাসাস্তঃ ॥ ৫৫ ॥

ললি। বিশাখে পশ্য কৃষ্ণেন সঙ্গতা প্রিয়সখী যৎ তস্য পাদৈঃ সংমিলিতানি এতস্যা পদানি দৃশ্যন্তে।

অর্থাৎ চন্দ্রাবলী তোমাতেই প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছেন ॥

কৃষ্ণ। বিলাসিনি! এ বিচ্ছেদ জনক ক্রীড়া, পরিহাসের প্রয়োজন কি? তবে আইস, হস্তি মদগন্ধ তুল্য গন্ধশালি কুসুম সমূহে মস্তক সুশোভিত এমত সপ্তপর্ণ কুঞ্জে গিয়া ক্ষণকাল সুখানুভব করি। (এই বলিয়া দুই জনে তথায় গমন করিলেন) ॥ ৫৫ ॥

ললিতা। বিশাখে! দেখ প্রিয়সখী কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন, যে হেতু কৃষ্ণপদ চিহ্নের সহিত প্রিয়সখীর পদ চিহ্ন সকল সম্মিলিত দেখাইতেছে ॥

বিশাখা। (পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে প্রিয়

প্রিয়সখি পরিরম্ভানাভিমুখ্যানুবন্ধা
দসদৃশ বিনিবেশান্নর্ম্মলৌল্যোর্জ্জিতানি।
ইয়মবিষমমন্দ ন্যাসতো জল্পগোষ্ঠীং
পদততিরিহ রাধা কৃষ্ণয়োরাতনোতি ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে নাতি দূরে কোমলোয়ং কাঞ্চীধ্বনিরুদঞ্চতি ততস্তূষ্ণীং শৃণুবঃ ॥ ৫৬ ॥

পদততিঃ পদচিহ্ন সমূহঃ পরিরম্ভানাতনোতি বিস্তার্য্য কথয়তীত্যর্থঃ। কস্মাদাভিমুখ্যানুবন্ধাৎ কৃষ্ণস্য পদততির্যত্র পূর্ব্বমুখী তত্র রাধিকা পদততিঃ পশ্চিমাভিমুখীত্যর্থঃ নর্ম্ম লৌল্যোর্জ্জিতানি বাম্যাদিভিরিত্যর্থঃ। অত্রায়ং ক্রমো বিহারম্ভ। প্রথমমসদৃশ নিবেশঃ ততো মুখামুখি নিবেশঃ ততঃ সমান মুখনিবেশঃ দর্শন ক্রমস্তু বিপর্য্যয়েন ॥ ৫৬ ॥

সখি! এই পদচিহ্ন সকল শ্রীরাধা কৃষ্ণের আলিঙ্গনাদি বিস্তার করিতেছে, তাহার প্রকার এই যে, পরস্পর অভিমুখ হেতু অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল পূর্ব্ব মুখ, সেইখানে শ্রীরাধার পদচিহ্ন সকল পশ্চিমাভিমুখ, এতদ্দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গন, এই স্থানে অসদৃশ চরণের বিন্যাস হেতু পরিহাস চপলতা দ্বারা পরাজয় তথা এই স্থানে অবিষম মন্দ মন্দ পদ বিন্যাস হেতু পরস্পর কথোপকথন প্রকাশ করিতেছে ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! অতি নিকটে কিঙ্কিনীর ধ্বনি হইতেছে, অতএব আমরা নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করি ॥ ৫৬ ॥

বিশাখা। হলা বিত্থিণ্ণ বল্লিমণ্ডল কুণ্ডলিদে বি বণসণ্ডে পিঅ সহীএ কধং কণ্হো তুরিঅং লদ্ধো॥

ললিতা। গুরুঅং রমই জহিং জো ণ তস্স সো হোই দুল্লহো ভুঅণে। মউলওন্মি রসালে কলকণ্ঠী তক্খণং মিলই॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে প্রত্যাসন্নে তব সখ্যৌ তদহভে পরিহসিষ্যন্নন্ত রিতো ভবামীতি তথা স্থিতঃ।

ললিতা। পরিক্রম্য পুরো রাধামালোক্য সহর্ষং। হলা কুদো

বিস্তীর্ণ বল্লিমণ্ডল কুণ্ডলিতেপি বনষণ্ডে প্রিয়সখ্যা কথং কৃষ্ণঃ ত্বরিতং লব্ধঃ॥

ললি। গুরু রমতে যত্র যো ন তস্য স ভবতি দুর্ল্লভো ভুবনে। মুকুলায়মান এব রসালে কলকণ্ঠী তৎ ক্ষণং মিলতি।

বিশাখা। হে সখি! এই বনখণ্ড বিস্তীর্ণ লতাজালে আবৃত, ইহাতে কি প্রকারে প্রিয়সখী শীঘ্র কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন॥

ললিতা। সখি! যে স্থানে যে ব্যক্তি অতিশয় রূপে রমণ করে, তাঁহার সম্বন্ধে ভুবন মধ্যে সে স্থান অতিশয় দুর্ল্লভ হয় না, দেখ আম্র মুকুলিত হইলেই কোকিল তথায় গিয়া উপস্থিত হয়॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার সখীদ্বয় সমীপবর্ত্তি হইয়াছে অতএব তাহাদের সহিত পরিহাস করণ জন্য আমি অন্তর্হিত হই। (এই বলিয়া গোপনভাবে অবস্থিত হইলেন॥

ললিতা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে অগ্রে অবলোকন

সো ণাঅরো ॥

রাধিকা। সস্মিতং কা ক্খু তং জাণাদি ॥ ৫৭ ॥

ললিতা। সনর্ম্মস্মিতং সংস্কৃতেন।

কচা মুক্তা মুক্তা বলিরপি যযৌ নির্গুণদশাং

বিশুদ্ধং তে দন্ত ছদ যুগমভূদ্দান্ত হৃদয়ে।

ললি। সখি কুতঃ স নাগরঃ।

রাধি। কা খলু তং জানাতি ॥ ৫৭ ॥

মুক্তাঃ প্রাপ্তাপবর্গাঃ খলিতাশ্চ নির্গুণদশাং ছিন্ন সূত্রতাং সত্বাদিগুণ ত্রয়াতীতত্বঞ্চ। দন্তচ্ছদ যুগং ওষ্ঠাধরৌ বিশুদ্ধং তাম্বুল রাগ রহিতং পক্ষে মুক্তমিত্যর্থঃ। দেহান্ত হৃদয়ে দান্তং গাঢ়ালিঙ্গনেন প্রাপ্ত সংসর্গং পক্ষে দমগুণযুক্তং জীবন্মুক্তমিত্যর্থঃ তথা ভূতং হৃদয়ং যস্যাঃ। অবদ্ধাঃ সংসার বন্ধ রহিতাঃ বন্ধনগ্রন্থি স্খলিতাচ তত্তস্মাদনুমীয়তে হরিণা ত্বং মুক্তাসি হরে র্যোগেনৈব কেশস্খলন হার ত্রোটনাদীনি নির্ব্বাণ মোক্ষশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ। ইদং কিং গোকুল ভুবাং গোকুল বাসিনীনাং বো যুষ্মাকং সতীনাং পতিব্রতানাং উচিতং নৈবোচিতমিত্যর্থঃ। বস্তু তস্তু ইদং কিং উচিতং ইত্যোপ্যধিকং

করিয়া হর্ষের সহিত) সখি! সে নাগর কোথায় ? ॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কে তাঁহাকে জানে ॥৫৭॥

ললিতা। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে দান্তহৃদয়ে! তোমার কেশ সকল মুক্ত দেখিতেছি, মুক্তাবলি নির্গুণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, দন্তচ্ছদ অধরোষ্ঠ বিশুদ্ধ অর্থাৎ তাহাতে আর তাম্বুলরাগ দেখিতে ছিনা, কটিতটে কাঞ্চীরও বন্ধন নাই, অতএব হে সখি!

অবন্ধাসীৎ কাঞ্চী তদিহ সখি যুক্তাসি হরিণা
সতীনাং বঃ কৃত্যং কিমুচিতমিদং গোকুলভুবাং ॥

কৃষ্ণঃ। পুরোপসৃত্য ললিতে নাহমপরাধ্যামি সখ্যৈব তে সংগোপিতোঽস্মি ॥

ললিতা। কিত্তি পিঅসহীএ সঙ্গোবণিজ্জো তুমং।

কৃষ্ণঃ। সুন্দরি নিজ কন্দর্প কলা প্রাগল্ভ্যস্যাপলাপায় ইত্যঙ্গুল্যা দর্শয়ন্ পশ্য পশ্য ॥

কৃষ্ণস্য মুকুট হার ত্রোটন বক্ষঃ সম্মর্দ্দনাদিকং রতি বৈপরিত্যেনোচিত মিত্যর্থঃ পক্ষে গোকুলভুবাং গোকুল ভূমীনাং সতীনাং সর্ব্বতীর্থেভ্যোপি শ্রেষ্ঠানাং ইদং কৃত্যং মোক্ষৈক দাত্রীত্বং কিমুচিতং নোচিতমেব প্রেমভক্তি ক্ষেত্রত্বাৎ।

ললি। কিমিতি প্রিয়সখ্যা সংগোপনীয়স্ত্বং।

এই সকল কারণে বোধ হইতেছে তুমি কৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়াছ, যাহা হউক, গোকুলবাসি তোমাদিগের মত সতী স্ত্রী সকলের কি এ প্রকার কার্য্য উপযুক্ত হয়!

কৃষ্ণ। (অগ্রে গমন করিয়া) ললিতে! আমার কোন অপরাধ নাই তোমার সখীই আমাকে সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥

ললিতা। কেন প্রিয়সখী তোমাকে গোপন করিবেন ॥

কৃষ্ণ। সুন্দরি। স্বীয় কন্দর্প বিলাস সকল গোপন করিবার নিমিত্ত (এই বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন) দেখ দেখ। তোমার প্রিয়সখী কঠোরাগ্র নখ দ্বারা

কঠোরাগ্রৈর্ভূয়ো ব্রণমজনয়দ্বক্ষসি নখৈ
র্বলাদাক্রামন্তী ব্যকিরদপি মাং পিঞ্ছরচনাং।
বিকৃষ্য চ্ছিন্নাঙ্গীমকৃত বনমালাং চ রুচিরা
মিদানীং জানীতে ন কিমপি পুরস্তে প্রিয়সখী॥

রাধা। সাপত্রপং। হুং অপ্পণা কদুঅ পরং দুসেদুং পত্তি
দোসি॥

নেপথ্যে॥

জড়িলা ফুড়মঞ্জরীহিং ইত্যর্দ্ধোক্তে রাধি সত্রাসং।
ললিদে অচ্চাহিদং অচ্চাহিদং ভয়ঙ্করী বুড্‌ঢিআ বুড্‌ঢিআ

আত্মানা ত্বয়া কৃত্বা পরং দূষয়িতুং প্রবর্ত্তিতোঽসি। ললিতে অত্যাহিতং অত্যা
হিতং ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা তত্ত্বরিতং পলায়ামঃ। জটিলা স্ফুট

আমার বক্ষঃ বারম্বার ক্ষত বিক্ষত করিয়া ব্রণ উৎপাদন করিয়াছেন, বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ময়ুরপিঞ্ছ চূড়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং মনোহারিণী বনমালা আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! এখন তোমার অগ্রে প্রিয়সখী কিছুই জানি না প্রকাশ করিতেছেন॥

শ্রীরাধা। হুঁ! নিজে করিয়া পরকে দূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ॥

বেশ গৃহে॥

স্ফুট মঞ্জরী সকলের দ্বারা জটিলা। (এই অর্দ্ধোক্তিতে)॥

শ্রীরাধা। (ত্রাসের সহিত) ললিতে! মহা বিপদ্, মহা

তা তুরিদং পলাএম্হ ইতি সখীভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা।

পুনর্নেপথ্যে।

বিহূদিমন্তা পরাঅ পুঞ্জেণ।

হরভক্তা বিঅ সরএ স্ফুরন্তি স তুচ্ছ দপ্পঅরা॥

কৃষ্ণঃ। স বৈলক্ষ্যং। হন্ত হন্ত সপ্তপর্ণং বর্ণয়তা জটিলেতি কটূদ্গারেণ বটুনা কদর্থিতোঽস্মি। তদগ্রে সুহৃন্মণ্ডলমেব সরামীতি নিষ্ক্রান্তঃ॥ ৫৮॥

॥ * ॥ ইতি শরদ্বিহারো নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

মঞ্জরিভি র্বিভূতি মন্তঃ পরাগ পুঞ্জেন। হরভক্তা ইব শরদি স্ফুরন্তি সপ্তচ্ছদ প্রবরা॥ ৫৮॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

বিপদ্ ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা, ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা, অতএব আমরা পলায়ন করি। (এই বলিয়া সখী দ্বয়ের সহিত পলায়ন করিলেন)॥ পুনরায় বেশগৃহে॥

পরাগপুঞ্জে শোভায়মান হরভক্তের ন্যায় শরৎ কালে সপ্তচ্ছদ কুসুম সমূহে বিরাজমানা হইতেছে॥

কৃষ্ণ। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া) হা কষ্ট, হা কষ্ট, জটিলা সপ্তপর্ণ বর্ণক প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিল, তবে কেন জটিলার কটূক্তি বলিয়া বটু কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলাম, যাহা হউক অগ্রবর্ত্তি সুহৃন্মণ্ডলের নিকটেই গমন করি। (এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন)॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধমাধব নাটকে শরদ্বিহার নাম ষষ্ঠ অঙ্ক ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা।

বৃন্দা। সমন্তাদবলোক্য ॥

কদম্বালী জৃম্ভা পরিমলভরোদ্গারি পবনা

স্ফুটদ্‌যূথী যূথীকৃত মধুপগান প্রণয়িণী।

নটৎ কেকী স্তোমা মৃদুল যবশ শ্যামলিত ভূ

স্তপান্তেঽদ্য স্বান্তং মম রসয়তি দ্বাদশবনী ॥

ষণ্ণামৃতূণাং মধ্যে ত্রয়াণাং বসন্ত শরদ্বর্ষাণামেবাধিকাং কামোদ্দীপকত্বাৎ। তত্রাপি পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ প্রথমং বসন্তস্ত ততঃ শরদঃ সংক্ষেপেণ লীলোদ্দেশঃ কৃতঃ ইদানীং শ্রাবণ পূর্ণিমাদি লীলা মাবিষ্কুর্ব্বন্ বর্ষাং বর্ণয়তি। কদম্বালীতি জৃম্ভা প্রফুল্লতা তপান্তে নিদাঘান্তে।

ছয় ঋতুর মধ্যে কামোদ্দীপক প্রযুক্ত বসন্ত, শরৎ ও বর্ষার আধিক্য, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট হেতু প্রথমে বসন্ত, তৎ পরে শরৎ ঋতুর সংক্ষেপে লীলোদ্দেশ বর্ণন করিয়া এক্ষণে শ্রাবণ পূর্ণিমাদি লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বর্ষা বর্ণন করিতেছেন ॥

(অনন্তর বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আহা! পবন প্রবাহিত হইয়া জৃম্ভাচ্ছলে প্রস্ফুটিত কদম্ব শ্রেণীর পরিমল উদ্গার করিতেছে, প্রস্ফুটিত যূথী সকল দলবদ্ধ ভ্রমরগণের প্রণয়পাত্রী হইয়াছে, ময়ূরী যূথ নৃত্য করিতেছে, এবং কোমল নবীন তৃণে ভূমি সকল শ্যামবর্ণ দেখাইতেছে, এই রূপ গ্রীষ্মান্তে অদ্য দ্বাদশ বন আমার অন্তঃকরণে সুখ প্রদান করিতে লাগিল ॥

নেপথ্যে ॥

দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য কথমসৌ পৌর্ণমাসী নিজপর্ণকুটীরোপান্ত বাটিকায়ামভিমন্যুনা সহ সংকথয়ন্তী বর্ত্ততে তদহং ক্ষণমত্রৈব তিষ্ঠেয়ং।

প্রবিশ্য তথা ভূতা পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসী। বৎসাভিমন্যো কিমর্থং তয়া প্রাতরেবাহমুপসাদিতাস্মি।

অভিমন্যুঃ। ভয়বদি তুজ্ঝ আণং গেহিদুং ॥

পৌর্ণমাসী। কস্মিন্নর্থে।

অভিমন্যুঃ। বারিসহাণইএ মহুরাপত্থানে।

অভি। ভগবতি তবাজ্ঞাং গৃহীতুং। বার্ষভাণব্যা মথুরা প্রস্থানে।

(বেশগৃহে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

এ কি! পৌর্ণমাসী যে স্বীয় পর্ণকুটীরের সমীপবর্ত্তি উদ্যানে অভিমন্যুর সহিত কি আলাপ করিতেছেন, তবে আমি এইখানেই ক্ষণকাল গোপন ভাবে থাকি ॥

(ঐ প্রকার হইয়া পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। বৎস অভিমন্যো! প্রাতঃকালে আমার নিকটে আসিলে কেন? ॥

অভিমন্যু। ভগবতি! আপনার আজ্ঞা গ্রহণার্থ।

পৌর্ণমাসী। কোন্ বিষয়ে?।

অভিমন্যু। বৃষভানুনন্দিনীর মথুরা প্রস্থান বিষয়ে।

পৌর্ণমাসী। সব্যথং কস্তত্র হেতুঃ।

অভিমন্যুঃ। দোণ্ণং রাহামাহবাণং চাবলং জ্জেবব।

পৌর্ণমাসী। বীর কেন তবেদং বর্ণিতং।

অভিমন্যুঃ। পিঅবয়স্‌সেণ গোঅড্‌ঢণেন ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসাভিমন্যো চতুরম্মন্যোঽপি ন ত্বমার্য্য বুদ্ধিরসি যেন ভোজেন্দ্রবল্লভস্য গোবর্দ্ধনমল্লস্য কৌটিল্য চক্রেণ বিভ্রম্যসে ॥

অভিমন্যুঃ। অদি পসিদ্ধা এসা পউত্তী কেণ বা ণ কহিজ্জই ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্র নূনং কর্ণেজপানামুপজাপেন লুপ্ত বিবেকো

দ্বয়ো রাধামাধবয়ো শ্চাপলমেব। প্রিয়বয়স্তেন গোবর্দ্ধনেন ॥ ১ ॥ ভোজেন্দ্রঃ কংসঃ। অতি প্রসিদ্ধা এষা প্রবৃত্তিঃ কেন বা ন কথ্যতে। কর্ণে

পৌর্ণমাসী। (ব্যথার সহিত) কি জন্য ?।

অভিমন্যু। রাধা ও মাধব এতদুভয়ের চপলতাই ইহার প্রতি কারণ ॥

পৌর্ণমাসী। হে বীর! তোমাকে এ কথা কে বলিল ?।

অভিমন্যু। প্রিয়বস্য গোবর্দ্ধন ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎস অভিমন্যো! তুমি আপনাকে চতুর বলিয়া মান, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ভাল নয়, যে হেতু কংসপ্রিয় গোবর্দ্ধনমল্লের কৌটিল্য চক্রে ভ্রমণ করিতেছ ॥

অভিমন্যু। এ অপবাদ ত প্রসিদ্ধই আছে, এ কথা কে না বলিয়া থাকে ?

পৌর্ণমাসী। পুত্র! নিশ্চয় খলেরা তোমার কর্ণে এই কথা

হৃসি তদাকর্ণয় ॥ ২ ॥

অভিমন্যুঃ। আণবেহি ॥

পৌর্ণমাসী। বৎস যেন লাবণ্য গন্ধলব লুব্ধেন কংসশার্দ্দূলেন স্বয়মেব রাধামৃগী মৃগ্যতে তস্য দারুণস্য হস্তোপরি নায্যঃ কথং অস্যাঃ প্রক্ষেপঃ।

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি তথ কা চিন্তা। সো ক্‌খু কুসলী হোদু সুহিত্তমো গোঅড্‌ঢণো জেণ বিজ্জমাহুরীএ মহুরিন্দো বসীকীও।

পৌর্ণমাসী। সখেদং ক্ষণমনুধ্যায় হংহো ধন্যানাং মূর্দ্ধণ্য

জপানাং খলানাং উপজাপো ভেদঃ। ভেদোপজাপাবিত্যমরঃ ॥ ২ ॥

আজ্ঞাপয়। তত্র কাচিন্তা স খলু কুশলী ভবতু সুহৃত্তমো মম গোবর্দ্ধনঃ যেন বিদ্যামাধুরীভি র্মাথুরেন্দ্রো বশীকৃতঃ।

বলিয়া ত্বদীয় ধৈর্য্য লোপ করিয়াছে। অতএব আমার কথা শুন ॥ ২ ॥

অভিমন্যু। ভগবতি! আজ্ঞা করুন।

পৌর্ণমাসী। বাছা! যে লাবণ্যগন্ধে লুব্ধ হইয়া কংস ব্যাঘ্র স্বয়ং রাধা মৃগী অন্বেষণ করিতেছে, সেই দারুণের হস্তে শ্রীরাধার নিক্ষেপ কি প্রকারে উপযুক্ত হয় ॥

অভিমন্যু। ভগবতি! তাহাতে চিন্তা কি, আমার পরম সুহৃদ্ গোবর্দ্ধন কুশলে থাকুক, সে বিদ্যা মাধুর্য্যে কংস রাজকে বশীভূত করিয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী। (খেদের সহিত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) অহে

গোবিন্দমাতুর্মাতুলেয়োঽসি কথমল্পায়ুষাং গোকুলদ্বেষিণাং মণ্ডলপাতিতামালম্বসে তদদ্য কয়াপি মর্য্যাদয়া ত্বাং পর্য্যাপয়িতুমিচ্ছামি।

অভিমন্যুঃ। আণবেদি তথ্থ হোদী॥ ৩॥

পৌর্ণমাসী। বৎস সা কাচিন্মৎসর কল্পিতাপি কিং বদন্তী যদি ত্বয়া নাতথ্যতয়া প্রতীয়তে। ততঃ স্বয়মেব চক্ষুষোর পরোক্ষী কৃত্য যথেষ্টং চেষ্টনীয়ং।

অভিমন্যুঃ। সপ্রশ্রয়ং। ভঅবদি সিরে গহিদং দে নিদেস কুসুমং॥

অভি। আজ্ঞাপয়তু তত্র ভবতী॥ ৩॥
ভগবতি শিরসি গৃহীতং তব নিদেশ কুসুমং।

ধন্য সকলের শিরোমণি। তুমি গোবিন্দ মাতা যশোদার মাতুল পুত্র, কেন অল্পায়ু গোকুল বিদ্বেষিদিগের পক্ষ-পাতিতা অবলম্বন করিতেছ, অতএব আজ আমি তোমাকে কোন মর্য্যাদা দ্বারা নিষেধ করিতে ইচ্ছা করি॥

অভিমন্যু। পূজ্যতমে! আজ্ঞা করুন॥ ৩॥

পৌর্ণমাসী। বাছা! সেই কোন জন শ্রুতি মৎসর ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত, তুমি যদি তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা কর, তথাপি তুমি স্বয়ং একবার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করিও॥

অভিমন্যু। (মিনতির সহিত) ভগবতি! আমি আপনার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিলাম॥

পৌর্ণমাসী। সানন্দং। সোমানন গোমানত্র ভূয়াঃ।

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি অম্বা মং পুণো পুণো ভণাদি পুত্ত চন্দাঅলী চণ্ডি অচ্চণেণ গোঅড্ঢণো জহত্থ ণামা সম্বুত্তো তা বহুড়িআ তত্থ দিক্‌খা কিজ্জউত্তি॥

পৌর্ণমাসী। মঙ্গলমতে সর্ব্বমঙ্গলারাধনে দীক্ষিতামবিলম্বমেব বার্ষভানবীং বিদ্ধি॥

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি অনুকম্পিদোম্মি। ইতি নিস্ক্রান্তঃ।

ভগবতি অম্বা মাং পুনঃ পুনঃ ভণতি। পুত্র চন্দ্রাবলী চণ্ড্যর্চ্চনেন গোবর্দ্ধনো যথার্থ নামা সবৃত্তঃ। যথার্থ নামা গবাং বর্দ্ধনং বৃদ্ধি বর্ত্ততে যস্য ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্বধূ তত্র দীক্ষা ক্রিয়তামিতি। সর্ব্বমঙ্গলায়াঃ মঙ্গলচণ্ডিকায়াঃ সর্ব্বমঙ্গলস্য কৃষ্ণস্যচ আরাধনে। ভগবতি অনুকম্পিতোঽস্মি॥ ৪॥

পৌর্ণমাসী। (আনন্দের সহিত) চন্দ্রানন! তুমি বহু গো বিশিষ্ট হও॥

অভিমন্যু। ভগবতি! আমার মাতা জটিলা আমাকে বারম্বার বলিয়াছেন, চন্দ্রাবলী যে চণ্ডিকার অর্চ্চনা করে, তাহাতেই তদীয় স্বামির নাম গোবর্দ্ধন মল্ল যথার্থ হইয়াছে, একারণ বধূ শ্রীরাধাকে তদ্বিষয়ে দীক্ষা প্রদান করুন॥

পৌর্ণমাসী। হে শুভমতে! মঙ্গলচণ্ডিকার আরাধন বিষয়ে বৃষভানু-নন্দিনী শীঘ্র দীক্ষিতা হইবেন জানিও॥

অভিমন্যু। ভগবতি অনুগৃহীত হইলাম। (এই বলিয়া প্রস্থান)॥

বৃন্দা। পরিক্রম্য। বন্দে ভগবতীং।

পৌর্ণমাসী। বিলোক্য শুভাশির্ভিরভিনন্দ্য চ বৎসে কামং কৃতার্থাসি তদাবেদয় রাধামাধবয়ো নিকুঞ্জ কেলি মাধুরীং॥ ৪॥

বৃন্দা। সর্ব্বস্বং প্রথম রসস্য যঃ প্রথীয়ান্
কংসারে রুদয়তি রাধয়া বিলাসঃ।
বক্তুং কো বিরমতি তং জনঃ সমন্তা
দানন্দ স্তিবয়তি চেদ্গিরাং ন বৃত্তিং॥

পৌর্ণমাসী। সানন্দং। পুত্রি বৃন্দে।

যঃ প্রথীয়ান্ বিলাসঃ প্রথম রসস্য শৃঙ্গার রসস্য সর্ব্বস্বং তদ্বক্তুং তিরয়তি নিবর্ত্তয়তি।

বৃন্দা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ভগবতি! আপনাকে প্রণাম করি॥

পৌর্ণমাসী। (অবলোকন করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দনা করত) বৎসে! তুমি সম্পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছ, অতএব রাধামাধবের নিকুঞ্জকেলিমাধুর্য্য আমার নিকট বর্ণন কর॥ ৪॥

বৃন্দা। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের যে বিস্তৃত সর্ব্বস্ব বিলাস উদয় হইয়াছে, যদি আনন্দ, বাক্য সকলের বৃত্তি রোধ না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহা বলিতে ক্ষান্ত হয়!॥

পৌর্ণমাসী। (আনন্দের সহিত) হে মধুরাক্ষি পুত্রি বৃন্দে!

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকাচ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥
তদদ্য গোষ্ঠমধ্যে তবোপসত্তির্মাং বিস্মাপয়তে॥

বৃন্দা। ভগবতি ত্বরতে কোপি মাং গরীয়ানর্থঃ।
তদত্র ললিতামপেক্ষ্যমাণাস্মি॥

পৌর্ণমাসী। কীদৃশোহয়ং॥

বৃন্দা। পূর্ব্বেদ্যুরাদিষ্টাস্মি গোবিন্দেন॥ ৫॥

যথা। আহর গৌরীতীর্থে মধুশ্রিয়ং তত্র রন্তুমিচ্ছামি।

ইয়ং বিধিসৃষ্টির্বিশ্বমেব সমস্তমিত্যর্থঃ বৃথা ব্যর্থা বিশেষতস্তু কন্দর্পঃ তেনাধুনা কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতি ভাবঃ॥ ৫॥
মধুশ্রিয়ং বসন্তশোভাং তেন কল্পিতস্য বসন্তস্য বর্ত্তমানা যা বর্ষা পুষ্পাদি

কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা যদি মথুরা মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে বিধাতার এই বিশ্বসৃষ্টি ও বিশেষতঃ এস্থলে কন্দর্পের ব্যর্থতা হইত, যাহা হউক এস্থলে তোমার আগমন আমাকে বিস্মিত করিতেছে॥

বৃন্দা। ভগবতি! কোন গুরুতর অর্থ আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, এজন্য এখানে ললিতার প্রতীক্ষা করিতেছি॥

পৌর্ণমাসী। সে কি প্রকার?।

বৃন্দা। পূর্ব্ব দিন গোবিন্দ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন॥ ৫॥

যথা—গৌরীতীর্থে বসন্ত শোভা আহরণ কর, তথায় পদ্মহস্তা ও পদ্মকর্ণ বিভূষণা প্রিয়ার সহিত রমণ করিতে

পদ্মাবলম্বি করয়া প্রিয়য়া পদ্মাবতংসিকয়া ॥

পৌর্ণমাসী। যুক্তমাদিষ্টং যদদ্য সৌভাগ্য পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥

তথাহি। প্রসূনৈ রদ্ভুতৈঃ কান্তা কান্তেন শ্রাবণীদিনে।
প্রসাধিতা প্রসিদ্ধেন সৌভাগ্যেন বিবর্দ্ধতে ॥ ৭ ॥

পৌর্ণমাসী। ততস্ততঃ।

বৃন্দা। ততশ্চ তদ্বৃত্তে শারিকা মুখতঃ সখীসংসদি সঞ্চারিতে পদ্যার্থত স্তর্কিত রাধার্থ সিদ্ধিরপি পদ্মা ললিতাং কটাক্ষয়ন্তী হঠাদবাদীৎ।

পরিকর সমৃদ্ধিভি র্মহান্ বিহারো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

প্রসাধিতা অলঙ্কৃতা সতী ॥ ৭ ॥

যথার্থত ইতি আহর গৌরীতীর্থে ইত্যস্মিন্ পদ্যে পদ্মাবলম্বিকরয়া প্রিয়য়া ইত্যস্য পদ্মাং স্বসখীং অবলম্বতে করো যস্যা স্তয়া প্রিয়য়া চন্দ্রাবল্যা ইতি

ইচ্ছা করিয়াছি।

পৌর্ণমাসী। উপযুক্ত আদেশ করিয়াছেন যেহেতু আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥

শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে যে কান্তা কান্তের সহিত অদ্ভুত কুসুম দ্বারা অলঙ্কৃতা হয়, তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পৌর্ণমাসী। তাহার পর, তাহার পর ?

বৃন্দা। তাহার পর শারীর মুখ হইতে গৌরীতীর্থ এই শ্লোকার্থ সখীসভায় উপস্থিত হইলে, পদ্মা শ্রীরাধার অভীষ্ট সিদ্ধি বিবেচনা করিয়া হঠাৎ ললিতার প্রতি

উৎফুল্ল মূৰ্ত্তেঃ সমমুল্লসন্ত্যাশ্চন্দ্রাবল্যে শ্চন্দ্রকমণ্ডলেন।
ম্লাস্যন্তি সৌভাগ্য ভর প্রভাভির্গর্ব্বান্ধ গোপীবদনাম্বুজানি
॥ ৮॥

পৌর্ণমাসী। বিহস্য। ততস্ততঃ।

ততশ্চ স্মেরয়া দৃষ্টিমুদ্রয়ৈব ত্বামধীরামবধারয়ন্তী ললিতা ময়া সহ রাধামুপসাদ্য কল্যে প্রস্থানায় তামতি সম্ভ্রমং লম্ভয়ামাস ॥ ৯॥

পশ্য বৃত্তেপ্যদ্য যামে সেয়ং না জগাম।

প্রবিশ্য ললিতা। সহি বুন্দে জুত্তং গব্বাইদং পউমাএ।

কল্পিতান্যর্থস্য করিষ্যমাণত্বাৎ চন্দ্রাবল্যাঃ চন্দ্রকমণ্ডলেন কৃষ্ণেন সমং উল্লসন্ত্যাঃ ॥ ৮॥

অবধারয়ন্তী অবজানতী কল্যে প্রাতঃ অতিসংভ্রমং অতিত্বরাং॥ ৯॥

বৃন্দে যুক্তং গর্ব্বায়িতং পদ্ময়া ইদানীং জ্ঞাতং। তত্র প্রস্থানে কুতো

কটাক্ষপাত পূর্ব্বক বলিয়াছিল আজ জ্যোৎস্না মণ্ডলে উল্লসিত উৎফুল্ল মূর্ত্তি চন্দ্রাবলীর সুশোভন প্রভা দ্বারা গর্ব্বান্ধ গোপিকাগণের মুখপদ্ম মলিন করিব ॥ ৮॥

পৌর্ণমাসী। (হাস্য করিয়া) তাহার পর, তাহার পর॥

বৃন্দা। তাহার পর ঈষৎ হাস্য দৃষ্টি মুদ্রা দ্বারা পদ্মাকে অধৈর্য্য অবধারণ করিয়া ললিতা আমার সহিত শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হওত প্রাতঃকালে গমন জন্য তাঁহাকে সম্ভ্রমান্বিত করিল ॥ ৯॥

দেখুন আজ এক প্রহর হইল তথাপি ললিতা আসিলনা।

ললিতা। (প্রবেশ করিয়া) সখি বৃন্দে! এক্ষণে জানিতে

দাণিং জাণিদং তত্থ পত্থাণে কুদো অম্মাণং জোগ্গদা।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি কথমেবং।

ললিতা। ভঅবদি তুম্ম পুরদো অম্মাণং তিণা দোহগ্গ সল্লেণ কিং উদ্ঘাড়িদেণ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে শুশ্রূষু রস্মি বর্ণ্যতাং॥

ললিতা। সাস্রং। অজ্জে গোরপট্ট সুত্তেণ গণ্ঠিদা একা

হস্মাকং যোগ্যতা। ভগবতি তব পুরতোহস্মাকং তেন দৌর্ভাগ্য শৈল্যেন কিং উদ্ঘাটিতেন। সল্লং শেলমিতি প্রসিদ্ধমস্ত্রং। আর্য্যে গৌরপট্টসূত্রেণ গ্রথিতা একা দিব্যমালা প্রিয়সখ্যা কৃষ্ণায় দত্তা ইতি দ্বাদশ্যাং পবিত্রা ধারণোৎসবে ইতি জ্ঞেয়ং। সা অস্মাভিঃ পদ্মা ধম্মিল্লে তৎকালমেব তস্মিন্ দিনে এব দৃষ্টা। ইদমত্র তত্ত্বং দ্বাদশ্যামেব পদ্মাধম্মিল্লে মালা দৃষ্টা কিন্তু রাধিকা দত্ত কৃষ্ণমালা ইয়ং ইতি বিশেষ জ্ঞানং নাসীৎ পৌর্ণমাস্যাঃ প্রাতস্তু তাসাং গর্ব্বহেতু জ্ঞানার্থং যথাদৃষ্ট তন্মাল্য শিল্প কৌশলং পৃষ্টয়া রাধয়া প্রোক্তং ময়ৈব দত্তা সা কৃষ্ণায়েতি

পারিলাম, পদ্মার গর্ব্ব উপযুক্ত বটে, সেখানে আমাদের যাইবার শক্তি কোথায়?॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! এ প্রকার কেন?॥

ললিতা। ভগবতি! আপনার অগ্রে আমাদের সে দৌর্ভাগ্য শৈল্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন নাই॥

পৌর্ণমাসী। বাছা! শুনিতে অভিলাষ করি বর্ণন কর॥

ললিতা। (অশ্রুমোচন করিতে করিতে) আর্য্যে! প্রিয়-সখী রাধা গৌরবর্ণ পট্টসূত্রে এক গাছি মালা নির্ম্মাণ করিয়া যে দিন শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন সেই

দিব্ব মালা পিঅসহীএ কহ্নস্‌স দিণ্ণা অম্মেহিং পউমিআ ধম্মিল্লে তক্কালং জ্জেব্ব দিট্‌ঠা ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। স্থানে গ্লানিরিয়ং বাঢ়মসাম্প্রতমেতদ্গোবিন্দস্য ॥

বৃন্দা। শান্তমমঙ্গলং।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে কথ্যতাং কিং নামেদং ॥

বৃন্দা। বর্ণিতং মে মনুষ্য বাক্যয়া তয়া কক্খটিকয়া কদম্ব শাখায়াং মালামালম্ব্য কালিন্দী মবগাঢে বনমালিনি সংপ্রবৃত্তেচ কেতকী পরাগ চক্রচণ্ডে মরুন্মণ্ডলে পদ্মা

শ্রুতা ললিতা খেদযুক্তাভূদিতি। অতএবেদানীং আনীদমিত্যুক্তং তেন পূর্ব্বেদ্যু স্তত্র গমনাধ্যবসায় আসীৎ ॥ ১০ ॥

স্থানে যুক্তা গ্লানি রিত্যর্থঃ। যুক্তা দ্বে সাম্প্রতং স্থানে ইত্যমরঃ। বাঢ়মসাম্প্রতং অতিশয়েন অযোগ্যমেতৎ অত্যনুচিতং কৃষ্ণেনেত্যর্থঃ। শান্ত মমঙ্গলং শান্ত্যমঙ্গলমিত্যর্থঃ।

দিনই আমরা ঐ মালা গাছটী পদ্মার কেশবন্ধনে দেখিয়াছি ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। হাঁ এটী তোমাদের দুঃখের কারণ বটে, যাহা হউক, গোবিন্দের এ কার্য্য অতিশয় অসঙ্গত ॥

বৃন্দা। অমঙ্গল শান্তি হউক।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! বল দেখি এ আবার কি? ॥

বৃন্দা। বানরী আমার নিকট মনুষ্যের কথায় বলিয়াছিল, বনমালী কদম্বশাখায় মালাগাছটী রাখিয়া যমুনায় অবগাহন করিতে নামিলে, সেই সময় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় কেতকী পুষ্পের পরাগ সকল উড্ডীন হইয়াছিল,

কিলেমাং জহার। মারুতস্তু মুধা কলঙ্কং জগামেতি ॥

ললিতা। ধূর্ত্তে মুঞ্চ ণং বঞ্চণং।

বৃন্দা। পুষ্পমঞ্জরীভ্যঃ শপে ॥

ললিতা। বিশ্রভ্য হলা সচ্চং সচ্চং জং অম্হ পুরদো অপ্পণো সোহগ্‌গং বিক্‌খাবেন্তী পউমিয়া মালং বিবরেদি কহ্ন মিত্তাণং অগ্‌গদো উণ ণং সম্বরেদি ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে স্ফুটমত্র পূর্ণিমায়াং যুষ্মাকমনুদ্য

ললি। মুঞ্চৈনং বঞ্চনং সখি সত্যং সত্যং যদস্মৎ পুরতঃ আত্মনঃ সৌভাগ্যং বিখ্যাপয়ন্তী পদ্মা মালাং বিবৃণোতি। কৃষ্ণ মিত্রাণামগ্রতঃ পুনঃ এণাং সংবৃণোতি ইতি তদানীং কৃষ্ণ সঙ্গ স্থিতত্বেন তৈর্ম্মারুতেনৈব বাহিতা মালেতি জ্ঞাতত্বাৎ ॥ ১১ ॥

পদ্মা তখনি মালাগাছটী হরণ করিয়া লয়, কিন্তু পবনকেই মিথ্যা কলঙ্ক লাভ করিতে হইল ॥

ললিতা। ধূর্ত্তে! এ বঞ্চনা পরিত্যাগ কর ॥

বৃন্দা। আমি পুষ্পমঞ্জরীর শপথ করিতেছি, এ কথা মিথ্যা নয়।

ললিতা। (বিশ্বাস করিয়া) সখি! সত্য বটে, সত্য বটে, যেহেতু পদ্মা আমাদের অগ্রে আপনার সৌভাগ্য ব্যক্ত করত মালা দেখাইয়াছিল কিন্তু কৃষ্ণবন্ধুগণের সমীপে ঐ মালা গোপন করে, প্রকাশ করে নাই ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এই সৌভাগ্য পূর্ণিমায় তোমাদের অভ্যুদয় নিমিত্ত

মায় পদ্ময়া তাং ছদ্ম চাতুরীং প্রসার্য্য গৌরীতীর্থং চন্দ্রা
বলী লম্ভিতা।

বৃন্দা। যুক্তমাহ ভগবতী তদদ্য গৌরীতীর্থে রাধিকোপনীতিঃ
কল্যাণী ন মে প্রতিভাতি ॥ ১১ ॥

প্রবিশ্য বিশাখা। বুন্দে কল্লাণী পতিভাদি ত্তি ভণাহি।

বৃন্দা। কথমেবং।

বিশাখা। গোউলেসরী মুহাদো অজ্জ সোঅগ্‌গ পুণ্ণিমং
আকণ্ণিঅ করলাএ চন্দাঅলী অপ্পভত্তুণো মল্লস্‌স পাসে
পথাবীঅদি ॥

বিশা। কল্যাণী প্রতিভাতীতি ভণ গোকুলেশ্বরী মুখতোঽদ্য সৌভাগ্য
পূর্ণিমাং শ্রুত্বা করালয়া চন্দ্রাবলী আত্ম ভর্ত্তুর্মল্লস্য পার্শ্বে প্রস্থাপ্যতে।

পদ্মা এই মিথ্যা চাতুরী উদ্ভাবন করিয়া গৌরীতীর্থে
চন্দ্রাবলীকে লইয়া যাইবে ॥

বৃন্দা। ভগবতী উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তবে আজ
গৌরীতীর্থে শ্রীরাধার উপস্থিতি শুভকরী নহে বোধ
হইতেছে ॥ ১১ ॥

বিশাখা। (প্রবেশ করিয়া) বৃন্দে! শুভকরী বোধ হই-
তেছে এই কথা বল ॥

বৃন্দা। কি প্রকারে ॥

বিশাখা। গোকুলেশ্বরীর মুখে আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমা এই
কথা শ্রবণ করিয়া করালা চন্দ্রাবলীকে স্বীয় ভর্ত্তা গোবর্দ্ধন
মল্লের নিকট প্রেরণ করিয়াছে ॥

ললিতা। সহর্ষং। বিসাহে অহিট্‌ঠদেও সরোজণাহো দে পসীদতু তা তুবরীঅদু॥ ১২॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে কামপ্যদ্যতনীমভিমন্যো দারুণাং দুর্ম্মন্ত্রিত মুদ্রাং রাধায়ামাবেদ্য ময়াপ্যস্যাঃ শঙ্কা পঙ্কাবলী সংক্ষালনায় গৌরীতীর্থে ভবিতব্যং।

বৃন্দা। ভগবতি পূর্ব্বেণ গৌরীতীর্থং লবঙ্গ কুড়ঙ্গস্য প্রাঙ্গণে বিশাখয়া রাধয়া সার্দ্ধং সাধয়তু তত্র ভবতী তাবদ্যাবাং মাধব মাসাদয়াবঃ।

পৌর্ণমাসী। বিশাখয়া সহ নিষ্ক্রান্তাঃ॥

ললি। বিশাখে ইষ্টদেবঃ সরোজনাথস্তে প্রসীদতু তৎ ত্বর্য্যতাং॥ ১২॥ আবেদ্য জ্ঞাত্বা পূর্ব্বেণ গৌরীতীর্থমিতি গৌরীতীর্থস্য সমীপবর্ত্তি পূর্ব্ব দেশে এণবন্ত তরস্যামদূরেঽপঞ্চম্যা ইতি এণপ্‌। কুরঙ্গস্য কুঞ্জস্য।

ললিতা। (হর্ষের সহিত) বিশাখে। তোমার প্রতি অভীষ্ট দেব সূর্য্য প্রসন্ন হউন, তবে আর বিলম্ব করিও না ত্বরান্বিত হও॥ ১২॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে! সম্প্রতি অভিমন্যুর কোন দারুণ দুর্ম্মন্ত্রণা শ্রীরাধাকে জানাইয়া আমি তাঁহার শঙ্কাপঙ্ক প্রক্ষালন জন্য গৌরীতীর্থে গমন করিব॥

বৃন্দা। ভগবতি! আপনি পূর্ব্বে বিশাখার সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া গৌরীতীর্থের সমীপবর্ত্তি লবঙ্গ কুঞ্জে গমন করুন; আমি ললিতার সহিত মাধবকে তথায় লইয়া যাইব॥

পৌর্ণমাসী। বিশাখার সহিত গমন করিলেন॥

ললিতা। বৃন্দয়া সহ পরিক্রম্য হলা পেক্খীঅদু ডাহিণে এসা দূরদো সেব্বাএ সমং জপ্পন্তী পউমা।

বৃন্দা। সখি নাসঙ্গতং ব্যাহরেদ্বিশাখা। ইত্যগ্রতো গত্বা সবিমর্শং ॥ ১৩ ॥

সখি পরমোৎসুক্য সংভৃতেন ভূরিণা সংভ্রমেণ সংভেদিতে সত্যৌ রাধিকা বিজয়মনির্দ্ধার্য্য তূর্ণমাবাং বিদূরমাগতে তদত্র মানস গঙ্গাপারে পৌর্ণমাসীং ক্ষণং প্রতিপালয়াব ইতি নিষ্ক্রান্তে ॥

ততঃ প্রবিশতঃ পদ্মা শৈব্যে ॥

ললি। সখি পশ্যতু দক্ষিণে এষা দূরতঃ শৈব্যয়া সমং জল্পন্তী পদ্মা ॥ ১৩ ॥

সংভেদিতে সঙ্গমিতে আবাং।

ললিতা। (বৃন্দার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) দক্ষিণ দিকে অদূরে শৈব্যার সহিত কথা কহিতে কহিতে পদ্মা আসিতেছে ॥

বৃন্দা। সখি! বিশাখা অসঙ্গত বাক্য বলে না। (এই বলিয়া অগ্রে গমন পূর্ব্বক পরামর্শের সহিত) ॥ ১৩ ॥

সখি! আমরা পরম ঔৎসুক্য সম্ভূত গুরুতর সম্ভ্রমে মিলিত হইয়া শ্রীরাধার গমন অবধারণ না করিয়াই দূরে শীঘ্র আসিয়াছি অতএব এই মানসগঙ্গা পারে গিয়া পৌর্ণমাসীর নিমিত্ত ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিব। (এই বলিয়া দুই জনে গমন করিলেন) ॥

(অনন্তর পদ্মা ও শৈব্যার প্রবেশ)

পদ্মা । সহি সব্বে মা কৃখু দুম্মণাহো হি ।

শৈব্যা । পউমে পরমাহিট্‌ঠস্‌স অলাহেণ সলাহবং চিত্তং সমাধাতুং ণ কৃখমম্হি ।

নেপথ্যে ॥

পউমে চন্দাঅলীআ ণিজ্জউ গোঅড্‌ঢণস্‌স পাসম্হি ঝত্তি ণিবট্‌ঠই বচ্ছা জহ কুসুমেহিং সুণেবথা ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা । পউমে সুদং জং অজ্জিআ করালা তং জেব্ব জপ্প গরলং পুণো উগ্‌গিরদি ।

পদ্মা । সখি শৈব্যে মা খলু দুর্ম্মণা ভব ।

শৈব্যা । পদ্মে পরমাভীষ্টস্যালাভেন সলাঘবং চিত্তং সমাধাতুং ন ক্ষমাস্মি ।

পদ্মে চন্দ্রাবলী নীয়তাং গোবর্দ্ধনস্য পার্শ্বে ঝটিতি নিবর্ত্ততে বৎসা যথা কুসুমৈঃ সুনেপথ্যা নিবর্ত্ততে নিষ্পন্না স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা । শ্রুতং যৎ আর্য্যা করালা তমেব জল্প গরলং পুনরুদ্‌গিরতি ।

পদ্মা । সখি শৈব্যে ! দুর্ম্মণা হইও না ।

শৈব্যা । সখি পদ্মে ! পরম অভীষ্টের অলাভ হেতু লঘু চিত্ত সমাধান করিতে সক্ষম হইতেছি না ॥

(বেশ গৃহে)

পদ্মে ! শীঘ্র চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধনের পার্শ্বে লইয়া যাও, বৎসার যথাযোগ্য কুসুম দ্বারা অলঙ্করণ সমাধা হইয়াছে ॥১৪॥

শৈব্যা । পদ্মে ! শুনিলা ত, আর্য্যা করালা সেই বাক্যময় বিষ পুনরায় উদ্গীরণ করিতেছেন ॥

পদ্মা। হলা অমিঅং ক্খু এদং জং পিবিঅ উবলদ্ধ বলম্হি জাদা॥

শৈব্যা। সবৈলক্ষ্যং। হলা কধম্বিঅ।

পদ্মা। মুদ্ধিএ গোঅড্ঢণস্স গিরিণো পাসে জ্জেব্ব তং গৌরীতীত্থং ॥ ১৫ ॥

শৈব্যা। সহর্ষং। হলা সঅলত্থ পণ্ডিদাসি তা উথেহিং চন্দাঅলীঅং তত্থ ণেম্হ॥

পদ্মা। পঢমং জ্জেব্ব চন্দাঅলী মএ চালিদা তা তুবরেহি ণং অণুসরম্হ। ইত্যুভে পরিক্রামতঃ।

পদ্মা। সখি অমৃতং খল্বিদং যৎ পীত্বা উপলব্ধবানস্মি জাতা।

শৈব্যা। সখি কথমিব। পদ্মা। মুগ্ধে গোবর্দ্ধনগিরেঃ পার্শ্বে এব গৌরী তীর্থং ॥ ১৫ ॥

শৈব্যা। সকলার্থ পণ্ডিতাসি তদুত্থেহি উত্তিষ্ঠ চন্দ্রাবলীং তত্র নয়াবঃ।

পদ্মা। প্রথমমেব ময়া চন্দ্রাবলী চালিতা। তত্ত্বরস্ব এনামনুসরাবঃ।

পদ্মা। সখি! এ গরল নয়, নিশ্চয় অমৃত, ইহা পান করিয়া আমি অতিশয় বলিষ্ঠা হইলাম॥

শৈব্যা। (বিস্ময়ের সহিত) সখি। কি প্রকার ?।

পদ্মা। মুগ্ধে! গোবর্দ্ধন গিরির পার্শ্বেই সেই গৌরীতীর্থ॥১৫

শৈব্যা। (হর্ষের সহিত) সখি! তুমি সকল বিষয়েই পণ্ডিত তবে উঠ চন্দ্রাবলীকে তথায় লইয়া যাই॥

পদ্মা। আমি আগেই চন্দ্রাবলীকে প্রেরণ করিয়াছি, শীঘ্র চল উহাঁর অনুগমন করি (এই বলিয়া উভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন)।

শৈব্যা । পউমে গোরী কিদে জো কখু সম্পাদিদো সো কহিং
উবহারো ।

পদ্মা । মহু মঙ্গল হত্থে সমপ্পিদোত্থি ॥

শৈব্যা । পউমে বিবক্খ উলস্স উক্করিসং তক্কিঅ উত্তম্মামি ।

পদ্মা । মা কখু উত্তম্ম জং তাএ মালাএ দংসিদাএ নিরজ্ঝব
সাও কিদো মএ বিবক্খ পক্খো ॥

শৈব্যা । সহর্ষং পদ্মামালিঙ্গতি ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । সোহাগ্গ পুণ্ণিমাহে গোরীতীথম্মি ফুল্লিদে মুহুণা ।

শৈব্যা । পদ্মে গৌরীকৃতে যঃ খলু সম্পাদিতঃ স খলু উপহারঃ ।

পদ্মা । মধুমঙ্গল হস্তে সমর্পিতোঽস্তি ।

শৈব্যা । বিপক্ষ কুলস্য উৎকর্ষং তর্কয়িত্বা উত্তাম্যামি ।

পদ্মা । মা খলু উত্তাম্যস্ব । যত্তয়া মালয়া দর্শিতয়া নিরধ্যবসায়ঃ কৃতো ময়া
বিপক্ষ পক্ষঃ ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । সৌভাগ্য পূর্ণিমাহে গৌরীতীর্থে ফুল্লিতে মধুনা । অদ্য রমমাণাং

শৈব্যা । পদ্মে ! গৌরীর নিমিত্ত যে সকল উপহার সম্পা-
দন করা হইয়াছে, সে সমুদায় এখন কোথায় ? ॥

পদ্মা । মধুমঙ্গলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি ॥

শৈব্যা । পদ্মে ! আমি বিপক্ষ কুলের উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া
উৎকণ্ঠিত হইতেছি ॥

পদ্মা । উৎকণ্ঠিত হইও না, যেহেতু সেই মালা দেখাইয়া
বিপক্ষ পক্ষকে নিরুৎসব করিয়াছি ॥

শৈব্যা । (সহর্ষে) পদ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমার দিন বসন্তকালে গৌরীতীর্থে

অজ্জ রমন্তীং হরিণা সুহেণ চন্দাঅলীং পেক্‌খ ॥

নেপথ্যে ॥

সোহাগ্‌গ পুণ্ণিমাহে ইত্যাদি পঠ্যতে ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা। সাদ্ভুতং বিলোক্য। হলা ইমাএ মুহং বঙ্কী কদুঅ বীহচ্ছস্‌সরেণ পঢন্তীএ কক্‌খড়িআএ অম্মে উবহাসি জ্জম্ম ॥ ১৮ ॥

পদ্মা। সস্মিতং। দুট্‌ঠে মক্কডি তুণ্ডং দে ডহিস্‌সং ॥

নেপথ্যে ॥

হরিণা সুখেন চন্দ্রাবলীং পশ্য ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা। সখি এতয়া মুখং বক্রীকৃত্য বিভৎস স্বরেণ পঠন্ত্যা কক্‌খটিকয়া বয় মুপহস্যামহে ॥ ১৮ ॥

পদ্মা। দুষ্টে মর্কটি তুণ্ডং তে ধক্ষ্যামি।

কুসুম সকল বিকসিত হইয়াছে অতএব আজ হরির সহিত সুখে ক্রীড়মানা চন্দ্রাবলীকে দেখিতে পাইব ॥

(বেশ গৃহে)

সৌভাগ্যপূর্ণিমার দিবসে এই পাঠ হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা। (আশ্চর্য্যের সহিত অবলোকন করিয়া) সখি! এই বানরী মুখ বিকৃত করিয়া ঘৃণিত স্বরে আমাদিগকে উপহাস করিল ॥ ১৮ ॥

পদ্মা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) দুষ্টে! তোর বানরমুখ পোড়াইয়া দিচ্ছি ॥

(বেশ গৃহে)

পউমিএ চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ সুণ্ণং তুজ্‌ঝ ঘরং গদুঅ ণবণীআইং গিলিস্‌সং ॥

শৈব্যা। হলা সচ্চং গিলিস্‌সদি জং এসা তং জ্জেব্ব পঢন্তী ধাইদা ॥

পদ্মা। মা চিন্তেহি ঘরে অজ্জিআ করালা চিট্‌ঠদি ইতি পরিক্রম্য সংস্কৃতেন ॥ ১৯ ॥

পশ্য পশ্য। সাচীকৃতাঙ্গমিহ সব্য করেণ যষ্টিং
বিষ্টভ্য বৃত্তসরলামুপকক্ষ কূপং।
তিষ্ঠন্নধো বিটপিনঃ পশুবৃন্দচারী

পদ্মে তিষ্ঠ তিষ্ঠ শূন্যং তব গৃহং গত্বা নবনীতানি গিলিষ্যামি।

শৈব্যা। সখি সত্যং গিলিষ্যতি যং এষা তদেব পঠন্তী ধাবিতা।

পদ্মা। মা চিন্তয় গৃহে আর্য্যা করালা তিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥

বৃত্তসরলাং যষ্টিং উপকক্ষ কূপং কক্ষ কূপস্য সমীপে বিষ্টভ্য আলম্ব্য সাচীকৃতাঙ্গং যথাস্যাত্তথা তিষ্ঠন্।

পদ্মে! থাক থাক, এখনি তোমার শূন্য গৃহে গিয়া নবনীত সকল গ্রাস করিব ॥

শৈব্যা। সখি! সত্যই গিলিবে, যে হেতু ঐ কথা বলিতে বলিতে বানরী দৌড়িয়া যাইতেছে ॥

পদ্মা। চিন্তা করিও না গৃহে আর্য্যা করালা অবস্থিতি করিতেছেন। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ১৯ ॥

দেখ দেখ, বামহস্তে যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক কক্ষের সমীপে অবলম্বন রূপে স্থাপন করিয়া গোচারণকারী সুবল-বৃক্ষ মূলে

রীরীতি গীতিমধুনা সুবল স্তনোতি ॥

শৈব্যা পরিক্রম্য ॥

হলা পূব্বেণ সঙ্করিসণ কুণ্ডং চন্দাঅলী দীসই ॥ ২০ ॥

পদ্মা। সহর্ষং সংস্কৃতেন।

অয়ং পুরঃ স্মের মুখারবিন্দঃ প্রয়াণ লীলাকৃত কুম্ভিনিন্দঃ।
কলেবরদ্যোতি হৃতাক্ষিতন্দ্রশ্চন্দ্রাবলীং বিন্দতি কৃষ্ণচন্দ্রঃ॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণশ্চন্দ্রাবলী চ ॥

কৃষ্ণঃ। বর্ত্মাবিরুদ্ধ্য প্রিয়ে দিষ্ট্যাদ্য সৌন্দর্য্যমকরন্দ ভৃঙ্গারা
য়িতাসি মমাক্ষিভৃঙ্গয়োঃ ॥

শৈব্যা। সখি পূর্ব্বেণ সঙ্কর্ষণ কুণ্ডং চন্দ্রাবলী দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥

কুম্ভী গজঃ। ভৃঙ্গার পাণপাত্র ঝর্ঝরী।

অবস্থিতি করত রী রী রবে গান করিতেছে ॥

শৈব্যা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) সখি! অগ্রে সঙ্কর্ষণ কুণ্ডে
চন্দ্রাবলীকে দেখিতেছি ॥ ২০ ॥

পদ্মা। (সহর্ষে সংস্কৃত ভাষায়) যিনি হাস্য বদন, গমন
দ্বারা গজেন্দ্রকে নিন্দা করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি
দ্বারা চক্ষুর তন্দ্রা সকল বিনষ্ট হইতেছে, সেই এই
কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রাবলীকে লাভ করিলেন ॥

(অনন্তর কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (পথ অবরোধ করিয়া) প্রিয়ে! বড় সৌভাগ্যের
বিষয়, আজ তুমি আমার নেত্র ভৃঙ্গ দ্বয়ের সৌন্দর্য্য
মকরন্দের পানপাত্র বিশেষ হইয়াছ ॥

চন্দ্রা। মুঞ্চ মুঞ্চ মগ্‌গং জং গোরীতীত্থং গতুঅ কচ্চাঅণিঅং অচ্চিসস্‌সং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং।

লব্ধং মামবলোক্য তন্বি পুরতো রোমালিরভ্যুদ্গতা
নেত্রে পাদ্য বিধিং ক্ষরজ্জল ভরে প্রীত্যার্পয়াঞ্চক্রতুঃ।
বক্ষশ্চ স্খলদুত্তরীয় মদিশদ্দিব্যাসনং সংভ্রমাদ্
বামায়াস্তব দক্ষিণঃ পরিকরো দিষ্ট্যাদ্য বৃত্তো ময়ি ॥

সখ্যৌ। উপসৃত্য। সহি সন্তি ভূরিণো মগ্‌গা তা একস্মিং

চন্দ্রা। মুঞ্চ মার্গং গৌরীতীর্থং গত্বা কাত্যায়নীং অর্চ্চয়িষ্যামি।

সখি সন্তি ভূরিণি মার্গাঃ তদেকস্মিন্ রুদ্ধে নিরুদ্ধা ন ভবামঃ ॥

চন্দ্রাবলী। পথ ছাড় পথ ছাড়, আমি গৌরীতীর্থে গমন করিয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিব ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) হে কৃশাঙ্গি! অগ্রে আমাকে অবলোকন করিয়া তোমার লোমাবলি সকল অভ্যুত্থান করিতেছে, তোমার নেত্র দ্বয় আনন্দসহকারে ক্ষরিত জলধারায় আমাকে পাদ্য দিতেছে এবং তোমার বক্ষঃস্থল সম্ভ্রম বশতঃ স্খলিত উত্তরীয় দ্বারা আমাকে দিব্যাসন প্রদান করিতেছে, অতএব হে প্রিয়ে! তুমি বামা হইলেও তোমার পরিকর সকল আমার প্রতি দক্ষিণ ভাব বিধান করিতেছে ॥

সখী দ্বয় অর্থাৎ পদ্মা ও শৈব্যা। (উপস্থিত হইয়া) সখি! অনেক পথ আছে, এক পথ রুদ্ধ হইলে আমরা রুদ্ধ হইব

নিরুদ্ধে নিরুদ্ধা ণ হোম্ম॥

চন্দ্রা। সাচি গ্রীবমবলোক্য। হলা দিট্‌ঠিআ তুম্মেহিং সহি দম্মি সম্বুত্তা॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। কথমদ্য রাধামভিসিসারয়িষো ম'মান্তিকে চন্দ্রাবলিরুপস্থিতা॥

পদ্মা। জনান্তিকং। চন্দমুহ পউমাবলম্বি করাএ ত্তি তুজ্‌ঝ মণোরধং সুণিঅ চ্ছলেণ মএ চন্দাঅলী লম্ভিদা॥ ২২॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। আং জ্ঞাতং পদ্মমণ্ডলমভিলষ্যতা ময়ৈব দত্তান্তরাসি কিন্তে দূষণং। প্রকাশং। সখি প্রসিদ্ধৈব

সখি দিষ্ট্যা যুষ্মাভিঃ সহিতাস্মি সংবৃত্তা। অভিসিসারয়িষো শ্রুত্বা ছলেন ময়া চন্দ্রাবলী লম্ভিতা॥ ২২॥

কেন?॥

চন্দ্রাবলী। (বাম দিকে গ্রীবা করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক) সখি। বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তোমাদের সহিত মিলিত হইলাম॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) আমি আজ শ্রীরাধার অভিসার করাইতে অভিলাষী ছিলাম, চন্দ্রাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল কেন?॥

পদ্মা। (হস্তাবরণ দিয়া) চন্দ্রবদন! "পদ্মাবলম্বি করয়া" এই বাক্যে তোমার মনোরথ শুনিতে পাইয়া, ছলে আমি চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিয়াছি॥ ২২॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) আমি পদ্ম অভিলাষ করিয়াই তোমাকে অবকাশ দিয়াছি. তোমার দোষ কি! (এই বলিয়া প্রকাশ

পদ্মায়া পদ্মনাভ পক্ষপাতিতা ॥

পদ্মা। অদো তুরিঅং গোরীতীথ্থং লম্ভেহি চন্দাঅলিঅং ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। চন্দাবলেরাগতিরেব রাধোদ্যম প্রতিবন্ধিনী বৃত্তা তদেনামেব নির্ব্যলীকভাবাৎ তাবৎ মোদয়ন্ স্বং মনো বিনোদয়ামি। প্রকাশং।

ধৃত পদ্মোৎসব সন্ততি রলব্ধ দোষোদয়া সদা স্ফুরতী।
সখি কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণা চন্দ্রাবলিরদ্ভুতা ত্বমসি।
ইত্যগ্রে পরিক্রম্য কুরঙ্গাক্ষি পশ্য কাননস্য কমনীয়তাং।

পদ্মা অতস্ত্বরিতং গৌরীতীর্থং লম্ভয় চন্দ্রাবলীং। ধৃতা পদ্মায়াঃ পদ্মানাঞ্চ উৎসব সন্ততির্যয়া ন লব্ধো দোষাণাং দোষায়াং রাত্রৌচ উদয়ো যস্যাঃ। কৃষ্ণস্য মম পক্ষেচ পূর্ণা।

পূর্ব্বক) সখি! পদ্মার ত কৃষ্ণের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রসিদ্ধই আছে ॥

পদ্মা। অতএব শীঘ্র গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীকে লইয়া চল ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) চন্দ্রাবলীর আগমনই শ্রীরাধার উদ্যমের প্রতিবন্ধ হইল, অতএব অকপট ভাব চন্দ্রাবলীকে হর্ষিত করিয়া স্বীয় মনোরথকে আনন্দিত করিব। (এই বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) হে সখি! তুমি পদ্মার উৎসব সকল ধারণ পূর্ব্বক দোষ রাশি শূন্য হইয়া আমি যে কৃষ্ণ আমার পক্ষে সর্ব্বদা পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছ অতএব তুমি অদ্ভুত চন্দ্রাবলী। (এই বলিয়া অগ্রে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) হে কুরঙ্গনয়নে! কাননের কমনীয়তা অবলোকন কর।

পদ্মা। হলা এসো পুরদো সুরঙ্গনামা কহ্নস্‌স কুরঙ্গো জস্‌স ঘরিণী সা কিদত্থি রঙ্গিণী ণাম কুরঙ্গী।

কৃষ্ণঃ। সচকিতং নেপথ্যে কর্ণং দত্বা স্বগতং। নূনমাগতা রাধা যদয়ং রঙ্গিণী কণ্ঠধ্বনির্দ্রোদঞ্চতি।

পদ্মা। কধং এসো সুরঙ্গো দক্‌খিণাহি মুহং ধাইদো।

কৃষ্ণঃ। পুনরাত্মগতং নিষ্টঙ্কিতমেব রঙ্গিণী কণ্ঠ শব্দেনায়মা কৃষ্টঃ সুরঙ্গো গৌরীতীর্থং জগাম তদস্যামেব সঙ্কর্ষণ তীর্থ বনলেখায়াং বিলম্বমানঃ ক্ষণমুদর্কং তর্কয়ামি ॥ ২৩ ॥

পদ্মা। এষঃ পুরতঃ সুরঙ্গ নামা কৃষ্ণস্য কুরঙ্গঃ। যস্য গৃহিণী ঘরিণী সা কৃতাস্তি রঙ্গিণী নামা কুরঙ্গী।

পদ্মা। কথং এষ দক্ষিণাভিমুখং ধাবিতঃ। উদর্কং উত্তরকালং ॥ ২৩ ॥

পদ্মা। সখি! অগ্রে দেখ কৃষ্ণের সুরঙ্গ নামা কুরঙ্গ রঙ্গিণী নাম্নী কুরঙ্গীকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিয়াছে ॥

কৃষ্ণ। (সচকিতে বেশ গৃহের প্রতি কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে) নিশ্চয় শ্রীরাধা আগমন করিয়াছেন যে হেতু রঙ্গি-ণীর কণ্ঠ ধ্বনি শুনিতেছি ॥

পদ্মা। এই সুরঙ্গ নামা কুরঙ্গ দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে কেন? ॥

কৃষ্ণ। (পুনরায় মনে মনে) নিশ্চয় রঙ্গিণীর কণ্ঠ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সুরঙ্গ গৌরীতীর্থে গমন করিয়াছে, তবে এই সঙ্কর্ষণ তীর্থের বন ভূমিতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া উত্তর ফল বিবেচনা করি ॥ ২৩ ॥

পদ্মা। ণঅ পউমিণী সহস্‌সং অহমহ ণ রসতু রঙ্গ বিত্থারি।
পেক্‌খ গোউলং বিঅ পুরো সরোঅরং রেহই প্‌ফারং ॥২৪

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে পশ্য পশ্য।
মিত্রে বিচিত্রমনুরাগভরং বহন্তী
সংবর্দ্ধিতালি নিকরা স্বরসোদয়েন।
সৎ কর্ণিকোজ্জ্বল রুচির্ভুবনে সমন্তা
ল্লক্ষ্মীং তনোতি ভবতীব সরোজিনীয়ং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা। নব পদ্মিনী সহস্রং অঘমথন রসোত্তরঙ্গ বিস্তারি। পশ্য গোকুলমিব পুরঃ সরোবরং রাজতে স্ফারং। পদ্মিন্যঃ কমলানি স্ত্রিয়শ্চ রসো জলং শৃঙ্গারাদি রসাশ্চ ॥ ২৪ ॥

মিত্রে সূর্য্যে ময়িচ স্বস্য রসস্য মকরন্দস্য শৃঙ্গার রসস্য উদয়ো যেন সম্বর্দ্ধিতোঽলিনিকরো ভ্রমর সমূহঃ। অলিনিকরঃ সখি সমূহশ্চ যয়া। সৎ কর্ণিকাভিঃ পক্ষে সুন্দর কর্ণালঙ্কারৈঃ উজ্জ্বলা রুচি র্যস্যাঃ ভুবনে জনে লোকেচ লক্ষ্মীং শোভাং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা। দেখ, অঘমথনের রস তরঙ্গ বিস্তারকারি নব পদ্মিনী সহস্রযুক্ত গোকুলের ন্যায় অগ্রে বিশাল সরোবর শোভা পাইতেছে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ, এই সরোজিনী মিত্রে (সূর্য্যে) বিচিত্রানুরাগ বহন পূর্ব্বক স্বীয় মকরন্দের উদয় বশত অলিগণকে সম্বর্দ্ধিত করত উৎকৃষ্ট কর্ণিকায় উজ্জ্বল রুচি শালিনী হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার ন্যায় জল মধ্যে শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ২৫ ॥

শৈব্যা। ণং মণোহরং পউমিণীং কীস কলাণিহী মলাণং করেদি ॥

পদ্মা। চন্দ্রামুপদিশ্য সাকূতং ॥ ২৬ ॥

সূরাণুরত্ত হিঅআ ইঅং পউমিণী পসারিদামোআ।

ইধ ণ তুমং কৃখণরাও তারাহীস কৃখিবেহি করং ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ। পদ্মে নাত্র তারাপতিরপরাধ্যতি। যদিয়ং পদ্মিনী

শৈব্যা। এনাং মনোহরাং পদ্মিনীং কস্মাৎ কলানিধির্ম্লানং করোতি। অপদেশেন কলানিধিঃ কৃষ্ণঃ। ম্লানমিতি রাধিকাপক্ষে নিহিত সৌভাগ্যাতিশয়েন ॥ ২৬ ॥

সূরানুরক্ত হৃদয়া ইয়ং পদ্মিনী প্রসারিতামোদা। ইহ ন ত্বং ক্ষণরাগ স্তারাধীশ ক্ষিপ করং। সূরে সূর্য্যে গোবর্দ্ধন মল্লাভিধ শূরেচ দন্ত্য সকার তালব্য শাকারাভ্যাং প্রাকৃতে ভেদাভাবাৎ শ্লেষঃ। আমোদঃ সুগন্ধ আনন্দশ্চ। হে তারাধীশ চন্দ্র পক্ষে তারাধীশ রাধাধীশ ইহ পদ্মিন্যাং চন্দ্রাবল্যাং চ করং কিরণং হস্তঞ্চ ন ক্ষিপ ত্বং ক্ষণমাত্র রাগঃ রক্তিমা অনুরাগশ্চ যস্য স তথা ॥ ২৭ ॥

তারাপতিশ্চন্দ্রঃ কৃষ্ণশ্চ। পদ্ময়া লক্ষ্ম্যা সখ্যাচ মুচ্যমানা ত্যজ্যমানা

শৈব্যা। এই মনোহারিণী পদ্মিনীকে কি জন্য কলানিধি (চন্দ্র) মলিন করিতেছেন ॥

পদ্মা। (চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া অভিলাষের সহিত) ॥২৬॥

হে তারাধীশ (চন্দ্র) এই পদ্মিনী সূর্য্যের প্রতি অনুরক্ত হৃদয় হইয়া আমোদ বিস্তার করিতেছে, অতএব ক্ষণ-রাগ তুমি ইহাতে কর নিক্ষেপ করিও না ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। পদ্মে! এ বিষয়ে তারাপতির অপরাধ নাই, যে

চঞ্চলয়া পদ্ময়া সায়ং মুচ্যমানা ম্লায়তি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রা। সস্মিতং। পুরোঽবলোক্য সংস্কৃতেন।

সমদমধুপলৌল্যোৎসেকমালোক্য শঙ্কে
বিহসতি লতিকালী পুষ্পশোভা ভরেণ।
বিসৃজতি মকরন্দ ছদ্মনা বাষ্পবিন্দূ
নিয়মতি মৃদুরেকা স্নেহতঃ স্বর্ণযূথী ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা প্রিয়ে পশ্য পশ্য।

অয়মুচ্চ শিরাঃ কদম্বরাজঃ স্ফুটদিন্দিন্দিরবৃন্দবন্দিগীতঃ।

ম্লাত্রৌ পদ্মবনে লক্ষ্মী ন তিষ্ঠতীতি প্রসিদ্ধং। পক্ষে সায়ং পদ্ময়া চন্দ্রাবলী ন অভিসার্য্যতে কুত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

লতিকালী অন্য গোপী স্থানীয়া। স্বর্ণযূথী চন্দ্রাবলী স্থানীয়া। স্নেহতো বাষ্পবিন্দূনিতি স্বস্য প্রেমাধিক্যং সূচয়তি ॥ ২৯ ॥

ইন্দিন্দির বৃন্দানি ভ্রমর সমূহা স্ত এব বন্দিনঃ স্তাবকা স্তৈর্গীতঃ। অপ-

---

হেতু এই পদ্মিনী সায়ংকালে চঞ্চল শোভা বিমোচন পূর্ব্বক মলিন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত অগ্রে অবলোকন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আমি বোধ করি মদমত্ত মধুকরের চাঞ্চল্যাতিশয় অবলোকন করিয়া এই লতা শ্রেণী পুষ্প ভরে হাসিতেছে, কিন্তু অতি মৃদুলা এই এক স্বর্ণযূথীর স্নেহ বশতঃ মকরন্দ চ্ছলে বাষ্প বিন্দু সকল বিমোচন করিতেছে ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়ে! দেখ দেখ, এই অত্যুচ্চ

স্থুরভীকুল পুচ্ছ চামরালী মরুদা বীজিত বিগ্রহশ্চকাস্তি ॥

চন্দ্রাবলী। অম্মহে ললিদ বুন্দাবণ লচ্ছী ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতা বৃন্দা চ।

ললিতা। পুরো দৃষ্ট্বা সব্যথং হলা কক্খড়ং পুরদো সঙ্কডং এদং।

বৃন্দা। হন্ত দুর্ল্লঙ্ঘ্য শাসনা কিল করালা তৎ কথমদ্য পদ্ময়া হস্ত্র চন্দ্রাবলী উপনীতা।

ললিতা। হলা সঅল বিজ্জা বিঅড্ঢাসি তা কড্ডে হি ইদো

দেশেন সর্ব্বাসমাশ্রয়োপ্যয়মহং ভবন্নিকট এব চকাস্মীতি সূচিতং।

চন্দ্রা। অহো ললিতা বৃন্দাবন লক্ষ্মী ॥ ৩০ ॥

ললি। সখি কক্খটং কঠিনং পুরত এতৎ। সখি সকল বিদ্যা বিদগ্ধাসি

শিরঃ কদম্ব বৃক্ষরাজ স্পষ্ট রূপে ভ্রমর রূপ বল্লীগণে গীয়মান ও গাভীবৃন্দের পুচ্ছ রূপ চামর সমূহের বায়ুতে বিজিত দেহ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥

চন্দ্রাবলী। আহা বৃন্দাবনের কি ললিতা (মনোহারিণী) শোভা ॥ ৩০ ॥

(অনন্তর ললিতা ও বৃন্দার প্রবেশ)

ললিতা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া ব্যথার সহিত) সখি! অগ্রে কঠিন সঙ্কট উপস্থিত।

বৃন্দা। হায়! করালার শাসন অতিশয় দুর্ল্লঙ্ঘ্য, তবে কি প্রকারে পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী এখানে আসিলেন ॥

ললিতা। সখি! তুমি সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, অতএব এখান

কহ্নং ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা। স্বস্য প্রেমমণীনাং গৌরবভাজামিয়ং বরা পাত্রী।
হরিণা পরিহরণীয়া কথং নু চন্দ্রাবলী ভবিতা ॥ ৩২ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।
যস্যোপলভ্য গন্ধং গৌরবকুলমাশু চৌরবদ্ভবতি।
উদ্ভটমনুরাগ ভটং তং রঞ্জিতনাগরং নৌমি ॥

বৃন্দা। সখি যুক্তং ব্রবীষি। কিন্তু দাক্ষিণ্যমুদ্রেয়ং চন্দ্রাবল্যাং
কৃষ্ণস্য ততঃ খল্বমুং দূরাকর্ষং কথয়ামি ॥ ৩৩ ॥

তৎ কর্ষ ইতঃ কৃষ্ণং ॥ ৩১ ॥

গৌরবভাজামিতি অস্যা ঘৃতস্নেহস্যা আদর ময়ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

যস্য অনুরাগ ভটস্য মধুস্নেহময়স্য ইত্যর্থঃ। ভটা যোধাশ্চ যোদ্ধার ইত্যমরঃ ॥ ৩৩ ॥

হইতে কৃষ্ণকে আকর্ষণ কর ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের গৌরবাস্পদ প্রেম মণির শ্রেষ্ঠপাত্রী
তবে কৃষ্ণ ইহাঁকে কি রূপে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩২ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীরাধার যে মধু স্নেহময় অনুরাগ যোদ্ধার গন্ধমাত্রে গুরুজন প্রণীত মার্গ সকল শীঘ্র চোরের ন্যায় পলায়ন করে এবং যে অনুরাগ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে প্রণাম করি ॥

বৃন্দা। সখি! উপযুক্ত বলিয়াছ কিন্তু চন্দ্রাবলীতেই শ্রীকৃষ্ণের আশক্তি অধিক, এ কারণ কৃষ্ণকে দূরাকর্ষ বলিতেছি ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। বুন্দে সচ্চং ভণাসি তা ইমস্মিং অচ্চাহিদে কিং সরণং।

বৃন্দা। প্রথমং গোষ্ঠীমাবিশ্য তত্ত্বমবধারয়াব ইত্যুভে পরিক্রামতঃ॥

শৈব্যা। বিলোক্য জনান্তিকং। হলা পউমে হন্ত ণুণং গোরীতীথে রাহি সঙ্গদা পেক্‌খ তদ্দিশাদো ললিদা মিলদি॥

পদ্মা। কা দে হাণী জং ইমিণা ডুপ্পরিহরা পিঅসহী।

ললি। বুন্দে সত্যং ভণসি। তদাস্মিন্নত্যাহিতে কিং শরণং। অত্যাহিতং মহাভীতিরিত্যমরঃ।

শৈব্যা। পদ্মে হন্ত নূনং গৌরীতীর্থে রাধাসঙ্গতা পশ্য তদ্দিশীতো ললিতা মিলতি।

পদ্মা। নোহস্মাকং কা হানিঃ। যদ্দুষ্পরিহরা প্রিয়সখী।

ললিতা। বৃন্দে! সত্য বলিতেছি, তবে এখন এ মহাভয় হইতে রক্ষার উপায় কি?॥

বৃন্দা। আইস প্রথমে আমরা গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব নিশ্চয় করি গা। (এই বলিয়া ললিতা ও বৃন্দার প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গমন)॥

শৈব্যা। (অবলোকন পূর্ব্বক হস্তাবরণ দিয়া) সখি পদ্মে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে গৌরীতীর্থে শ্রীরাধা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, ঐ দেখ ললিতাও ঐ দিকে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে॥

পদ্মা। তাহাতে তোমার হানি কি, কৃষ্ণ কখন প্রিয়সখীকে

ললিতা। উপসৃত্য। হলা চন্দাঅলি বল্লহা সিণেহাণহিণ্ণ স্স কুরঙ্গী সঙ্গ ভুঅঙ্গস্স কুরঙ্গস্স ঘরে ণ ক্খু অম্হেহিং রঙ্গিণী বাসণিজ্জা জং ইমিণা মাসব্ভন্তরেবি সা কালসার কুমারী ণ সুমরীঅদি তা এত্থ তুমং সক্খিণীং কাদুং আঅদম্হি ॥

চন্দ্রা। স্ময়তে।

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। হন্ত মদর্থমাগতা ললিতা চন্দ্রাবলীং বিলোক্য ছলমালম্ব্যতে। প্রকাশং। ললিতে হৃদয়েঙ্গিতমবিজ্ঞায়

ললি। সখি চন্দ্রাবলি বল্লভা স্নেহানভিজ্ঞস্য কুরঙ্গীশ ভুজঙ্গস্য গৃহে ন খলু অস্মাভিঃ রঙ্গিণী বাসনীয়া। যদনেন মাসাভ্যন্তরেপি সা কালসার কুমারী ন স্মর্য্যতে। তদত্র ত্বাং সাক্ষিণীং কর্ত্তুমাগতাস্মি। স্ময়ত ইতি কৃষ্ণসার মপদিশ্য কৃষ্ণং প্রতি ইতো নিষ্ক্রামাতামিত্যনয়া ব্যজ্যতে তদসম্ভব মিতি

পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না॥

ললিতা। (নিকটে গিয়া) হে চন্দ্রাবলি! প্রিয়তমার স্নেহ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কুরঙ্গীসঙ্গ কামুক, কুরঙ্গের গৃহে আমরা রঙ্গিণী কুরঙ্গীকে বাস করিতে দিব না, যে হেতু সে এক মাসেও কৃষ্ণসার কুমারীকে স্মরণ করে না, অতএব তোমাকে সাক্ষী করিবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম॥

চন্দ্রাবলী। হাস্য করিতে লাগিলেন॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) অহো! ললিতা আমার জন্যই আসিয়াছে কিন্তু চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া ছল অবলম্বন করিল। (প্রকাশ করিয়া) ললিতে অন্তঃকরণের ভাব না জানিতে

মুধা সুরঙ্গমুপালভসে। তদেষ সন্দেশ স্ত্বয়া তস্যামাবেদ্য তাং ॥ ৩৪ ॥

হরিণাভিলষ্যমাণা সারঙ্গরমণি সদা ত্বমত্রাসি।
করবাণি হন্ত দিব্যং হৃদয়ঙ্গমলোচনে বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা। জনান্তিকং। কহ্ন অপ্পণো পিঅং জণং লদ্ধোসি তা জুত্তং অজ্জোগ্গাণং অহ্মাণং বিসজ্জণং।

কৃষ্ণঃ। করবাণি হন্ত দিব্যং দিব্যাঙ্গি মদোন্নতাসু গোপীষু।

স্পষ্টঃ ॥ ৩৪ ॥

হরিণেন হরিণা কৃষ্ণেন চ অভিলষ্যমাণা সদা ত্বমসি ॥

হে সারঙ্গ রমণি মৃগকান্তে সারঙ্গায়তীতি সারঙ্গঃ কৃষ্ণ স্তস্য কান্তে ইতি ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা। কৃষ্ণ আত্মনঃ প্রিয়জনং লব্ধোঽসি তদযুক্তমযোগ্যানামস্মাকং বিসর্জনং। রাধাগন্ধিষু বামাসু প্রাতিকূলাসু গোপীষু অনুরাগিতাং ন দধে তব

পারিয়া বৃথা সুরঙ্গকে তিরস্কার করিতেছ, অতএব তুমি এখন তাহাকে এই কথা বলিও ॥ ৩৪ ॥

হে সারঙ্গরমণি! হরিণ সর্ব্বদা তোমাকেই অভিলাষ করিয়া থাকে, অতএব হে শোভনলোচনে! এই হরিণকে তোমাতে বশীভূত হৃদয় বলিয়া জানিও ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা। (হস্তাবরণ দিয়া) কৃষ্ণ! তুমি আপনার প্রিয়জনকে লাভ করিয়াছ, অতএব অযোগ্য পাত্র আমাদিগকে বিসর্জন করা উচিত ॥

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য! হে সখি দিব্যাঙ্গি! আমি তোমার

অনুরাগিতাং সখি দধে রাধাগন্ধিষু ন বামাসু ॥ ৩৬ ॥

পদ্মা। সদর্প স্মিতং। সহি ললিদে অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং তুমং কখু অণুরাহা ভণিজ্জসি তা কীস অজ্জ রাহাএ উঅদঅং বিণা উদিদাসি ॥ ৩৭ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

প্রীত্যর্থং দিব্যং শপথং করবাণি। হরিণাভিলষ্যমাণা ইত্যাদিনা রাগস্ত তস্যা অনুরঞ্জনার্থং বাহ্যাত্রেণৈব ব্যঞ্জিত ইতি ভাবঃ। ইত্যোষোঽর্থঃ পদ্মাং জ্ঞাপয়তুমভিপ্রেতঃ। বস্তু তস্ত রাগগন্ধিষু গোপীষু অনুরাগিতাং দধে কিমুত রাধায়ামিতি ভাবঃ। মদোন্নতাসু পরমাকর্ষক মধুস্নেহবতী ত্বেন মম পরম সুখদো মদ উৎপদ্যত এবেতি ভাবঃ। ন বামাসু প্রতি কূলাসু রাগিতাং ন দধে ইতি দিব্যং করবাণীতি ॥ ৩৬ ॥

পদ্মা। সখি ললিতে আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং ত্বং খলু অনুরাধা ভণ্যসে। তৎ কস্মাদদ্য রাধায়া উদয়ং বিনা উদিতাসি। জ্যোতি শাস্ত্রে বিশাখা নক্ষত্রস্যোদয়ানন্তরমেব অনুরাধায়া উদয় সম্ভবাৎ ॥ ৩৭।

প্রীতি নিমিত্ত শপথ করিতেছি, মদোন্নতা রাধাগন্ধি প্রতিকূলবর্ত্তিনী গোপী সকলের প্রতি আমি কখনই অনু- রাগ ধারণ করি না ॥ ৩৬ ॥

পদ্মা। (দর্প পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি ললিতে! এ বড় আশ্চর্য্য! লোকে তোমাকে অনুরাধা বলিয়া থাকে, তবে কেন আজ রাধার উদয় না হইতে তুমি উদিত হইলা ॥ ৩৭ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) দেখ ভ্রমরী সকল কর্ণাঘাতে

রোলম্বী নিকুরম্বং চুম্বতি গণ্ডং পিপাসয়া যস্য।

সরতি তৃষার্ত্তঃ সরসীং স করীন্দ্র স্তং পুনর্নহি সা ॥ ৩৮ ॥

পদ্মা। একং ধীমদি সেব্বে পহিলিঅং মে সহি জাণীহি।

রোলম্বী নিকুরম্বং ভ্রমরী সমূহঃ যস্য করীন্দ্রস্য গণ্ডং কর্ণাঘাতৈ র্মুহুর্মুহু রনাদৃতং সদপি পিপাসয়া তৃষ্ণয়া চুম্বতি। তৃষ্ণার্ত্তঃ সন্ করীন্দ্র এব সরসীং যাতি। সা সরসীতু তং ন যাতি। কৃষ্ণেন অনাদৃতমপি যথা ভবত্যঃ রতি যাচিকাঃ কৃষ্ণমভিসরন্তি নচ তস্য সুখলেশং কুর্ব্বন্তি প্রত্যুত উদ্বেগমেব তন্বন্তি তথা রাধাদ্যা ন ভবন্তি। রাধাং পুনরয়মেবাভিসরতি পরমসুখ সম্পাদনায়েতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

একাং ধীমতি শৈব্যে প্রহেলিকাং মে সখি জানীহি। চিত্রফলকে লিখিতা

মুহুর্মুহুঃ অনাদৃতা হইয়াও তৃষ্ণাকুল চিত্তে যে করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে, কিন্তু সেই করীন্দ্র আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সরসীর প্রতি ধাবমান হয়, সরসী কখন করীন্দ্রের নিকট আগমন করে না ॥

তাৎপর্য্য। তোমরা যেমন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও বারম্বার রতি প্রার্থনায় কৃষ্ণের নিকট অভিসার কর, কিন্তু তাঁহার সুখ লেশ সম্পাদন করিতে পার না, প্রত্যুত তাঁহার উদ্বেগই বিস্তার করিয়া থাক, শ্রীরাধা প্রভৃতি তদ্রূপ নহেন, পরম সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণই শ্রীরাধার নিকট অভিসার করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

পদ্মা। সখি বুদ্ধিমতি শৈব্যে। আমার একটী প্রহেলিকা আছে, তাহার অর্থ বল দেখি। চিত্রফলকে লিখিত

চিত্তফল অম্মি লিহিদা কা রেহই মাহবস্‌স সদা ॥

শৈব্যা। সহি চন্দাঅলী ॥

বৃন্দা। সস্মিতং। সাধু বিজ্ঞাতং। চন্দ্রমণ্ডলাবলি মণ্ডলেন চিত্রং খলু রমাপতেঃ ফলকং শতচন্দ্রমাচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং। অবদাতশীলেয়ং চন্দ্রাবলী সলজ্জমপসব্যে কথং প্রযাতি ॥ ৪০ ॥

ললিতা। মহ ব্বাহরেহি বুন্দে পহেলিঅং দিব্ব প্পহেলি

কা রাজতে মাধবস্য সদা। শৈব্যা। সখি চন্দ্রাবলী ॥

বৃন্দা। সস্মিতমিতি ভবত্যোরেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং শ্লোকমিবমুদাসীন বিষয়ং করবাণীতি ব্যঞ্জনায় মাপতেঃ লক্ষ্মীপতেঃ ফলকং চর্ম্ম আচক্ষ্যতে পৌরাণিকৈঃ তেন চিত্তফল অম্মি ইত্যত্র চিত্তফলকে ইতি। মাধবস্য ইত্যত্র মা লক্ষ্মী তস্যা ধবস্য পত্যুরিতি চন্দ্রাবলীত্যত্র চন্দ্রমণ্ডল পঙ্‌ক্তি রিতি ব্যাখ্যা ॥ ৩৯ ॥

অবদাতশীলা শুদ্ধশীলা অবদাতঃ শিতে শুদ্ধে ইত্যমরঃ ॥ ৪০ ॥

এতাভ্যাং প্রহেলিকয়া বর্ণিতঃ স্বপক্ষোৎকর্ষ আবাভ্যামপি কথং তথা

হইয়া সর্ব্বদা মাধবের হস্তে কে বিরাজ করিতেছে।

শৈব্যা। সখি! চন্দ্রাবলী।

বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) ভাল বুঝিতে পারিয়াছ, যে চন্দ্রমণ্ডল শ্রেণী দ্বারা লক্ষ্মীপতির চিত্রফলক নির্ম্মিত, তাহাকে শতচন্দ্র (ঢাল) বলে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) বিশুদ্ধশীলা চন্দ্রাবলী কেন সলজ্জে দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

ললিতা। বৃন্দে! তুমি প্রহেলিকা বিজ্ঞানে অতিশয় পটু,

বিণ্ণাণে। পিঅসহি কিমহিকৃখাএ লক্‌খিজ্জই মাহবো ভুঅণে ॥ ৪১ ॥

বৃন্দা। সহি রাধাভিখ্যয়া।

কৃষ্ণঃ। যুক্তমিদং যদ্বৈশাখ পর্য্যায়ৌ মাধব রাধৌ ॥

ন বর্ণ্যতে এতাভ্যামন্যথা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ ইত্যাহ মহ ব্বাহরেতি মম ব্যাহর বৃন্দে প্রহেলিকাং দিব্য প্রহেলি বিজ্ঞানে প্রিয়সখি কিমভিখ্যয়া লক্ষ্যতে মাধবো ভুবনে। দীব্য প্রহেলিকানাং বিজ্ঞানং যস্যা হে তথা ভূতে। কস্যা অভিখ্যয়েতি রাধানাম্না অভিখ্যা নাম শোভয়োরিত্যমরঃ। তথাহি বেদে রাধয়া মাধবো দেব মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজতে ইতি। লোকেচ রাধামাধব ইতি প্রসিদ্ধ্যা লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। উক্তশ্চ রাধামাধব ইতি ষষ্ঠি সমাসেন পরমোৎকর্ষো ব্যঞ্জিতো ভবতি তদিদানীমপি যথা বিন্দুমাধবে বেণীমাধবাদয় স্তথা রাধামাধব ইতি প্রসিদ্ধা দেবপ্রতিমা কাচিদাসীৎ। তদপদেশেন কৃষ্ণমুদ্দিশ্যেয় মুক্তি রিতি ॥ ৪১ ॥

বৈশাখ পর্য্যায়াবিতি বৈশাখো মাধবো রাধ ইত্যভিধানাৎ। মাধব শব্দস্য প্রসিদ্ধত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। তেন কিমভিখ্যয়া ইত্যস্য কয়া ভিখ্যয়া কেন নাম্না ইত্যর্থঃ। তথা রাধাভিখ্যয়েত্যস্য রাধস্যাভিখ্যয়া ইতি ব্যাখ্যা। কৃষ্ণেন যদন্যথা ব্যাখ্যাতং তত্তাসাং ব্যাখ্যানাং শক্তি জ্ঞাপনা য়ৈব ॥

বল দেখি ভুবন মধ্যে কাহার নামে মাধব শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

বৃন্দা। সখি! রাধা নামে।

কৃষ্ণ। উচিত বটে, যে হেতু বৈশাখ মাসের নাম মাধব ও রাধ ॥

পদ্মা। সেব্বে অলং পহেলিআ পসঙ্গেণ সুহাবেহি কমলি
ক্খণ রসেহিং অপ্পণং ॥ ৪২ ॥

শৈব্যা। কমলাকরং বিলোক্য।

ভমরস্স তাব পমদং পদোস মুদিদা কুমুদ্দদী কুণই।
জাব ইঅং পউমালী বিন্দই ণহু দিট্ঠিমেদস্স ॥

পদ্মা। হলা সচ্চং ভণাসি ॥ ৪৩ ॥
তথাহি ॥

শৈব্যেঽলং প্রহেলিকা প্রসঙ্গেন সুখাপয় কমলেক্ষণ রসৈরাত্মানং কমলানাং ঈক্ষণং দর্শনং কমলেক্ষণঃ কৃষ্ণশ্চ ॥ ৪২ ॥

ভ্রমরস্য তাবৎ প্রমদং প্রদোষ মুদিতা কুমুদ্বতী কুরুতে।

যাবদিয়ং পদ্মালী বিন্দতি নহি দৃষ্টিমেতস্য ভ্রমরস্য পক্ষে কামুকত্বাৎ কৃষ্ণস্য। প্রদোষে রজন্যাদৌ মুদিতা বিকাশিতা। প্রকৃষ্ট দোষেপি মুদিতা কুমদ্বতী কুমুদং কুৎসিতা মন্দবতীত্বেন রাধাচ। পদ্মালী পদ্ম সমূহঃ পদ্মা আলী সখী যস্যাঃ সা চন্দ্রাবলীচ ॥ ৪৩ ॥

পদ্মা। শৈব্যে! আর প্রহেলিকা প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই, এখন কমলেক্ষণ অর্থাৎ কমল দর্শন রসে আত্মাকে সুখী কর। পক্ষে কৃষ্ণদর্শনে আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর ॥ ৪২ ॥

শৈব্যা। (কমলাকর অর্থাৎ কমলের আকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) যে পর্য্যন্ত ভ্রমরের পদ্মশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত না হয় তাবৎ বিকসিতা কুমুদিনী প্রদোষ কালে ভ্রমরের আমোদ বিস্তার করিয়া থাকে ॥

পদ্মা। সখি! সত্য বলিতেছ ॥ ৪৩ ॥

বিজ্জোদন্তী রাহা পেক্‌খিজ্জই তাব তারআলীহিং।
গঅণে তমাল সামে ণ জাব চন্দাঅলী প্‌ফুরই ॥ ৪৪ ॥

ললিতা। বিহস্য সংস্কৃতেন।

সহচরি বৃষভানুজায়া প্রাদুর্ভাবে বরত্বিষোপগতে।
চন্দ্রাবলী শতান্যপি ভবন্তি নির্দ্ধূত কান্তীনি ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা। কিং বাচাটতয়া সন্নিকৃষ্টস্য সুরভেঃ সৌরভ্য

বিদ্যোতমানা রাধা প্রেক্ষ্যতে তাবত্তারকাবলীভিঃ। গগণে তমাল শ্যামলে যাবচ্চন্দ্রাবলী স্ফুরতি। তারাবলীভিঃ সহ রাধা বিশাখা নক্ষত্রং। তমাল শ্যামে গগণে তাবৎ বিদ্যোতমানা প্রেক্ষ্যতে। পক্ষে তারকাবলীভি র্বিশাখা প্রভৃতিভিঃ সখিভির্গগণে তমালশ্যামে ইতি ব্যপদেশেন কৃষ্ণে ॥ ৪৪ ॥

ললি। বিহস্যেতি দ্বয়োঃ পদ্যয়ো রর্থমেক শ্লোকেন বর্ণয়িষ্যে ইতি ভাবঃ। বৃষস্থ ভানুজনিতয়া শ্রেষ্ঠত্বিষা পক্ষে বৃষভানুজয়া রাধয়া কীদৃশ্যা বরত্বিষা প্রাদুর্ভাবে প্রাকট্য উপগতে প্রাপ্তে সতি। সুরভে র্বসন্তস্য ॥ ৪৫ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ এই, যে পর্য্যন্ত চন্দ্রাবলী প্রকাশ না পান, তাবৎ তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ গগণে তারাবলীর সহিত রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ললিতা। (হাস্য করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে সহচরি! বৃষভানুজা অর্থাৎ বৃষ রাশিস্থ ভানুজনিত উৎকৃষ্ট কান্তির প্রাদুর্ভাব হইলে শত শত চন্দ্রাবলীও মলিন প্রভা হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর বাচালতার প্রয়োজন

মনুভূয়তাং।

বৃন্দা। সস্মিতং। কিং বাচাট তয়া সন্নিকৃষ্টস্য সুরভেঃ সৌরভ্যমনুভূয়তাং॥

বৃন্দা। সস্মিতং।

উল্লসতি ফুল্লগাত্রী কা বল্লী নাত্র মাধবেঽভ্যুদিতে।
তন্নামতঃ প্রসিদ্ধাং তথাপি তাং মাধবীং নৌমী॥ ৪৬॥

পদ্মা। সবৈমনস্যং পরিক্রম্যোচ্চৈঃ। হলা চন্দাঅলি ধুত্ত গোষ্ঠী রঙ্গে সঙ্গমিঅ বিগ্‌ঘেস জণণী পূঅণে কীস সিঢিলাসি॥

কৃষ্ণঃ। সোপালম্ভং।

মাধবে বসন্তে কৃষ্ণেচ মাধবীং তন্নাম লতাং রাধাঞ্চ॥ ৪৬॥

সখি চন্দ্রাবলি ধূর্ত্ত গোষ্ঠীরঙ্গে সঙ্গমিত্বা বিঘ্নেশ জননী পূজনে কস্মাৎ শিথিলাসি।

নাই, এখন উপস্থিত বসন্তের সৌরভ অনুভব কর॥

বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) মাধব অর্থাৎ বসন্ত উপস্থিত হইলে কোন্ লতা প্রফুল্লগাত্রী হইয়া উল্লাস যুক্ত না হয়, তথাপি মাধবের অর্থাৎ বসন্তের নামে প্রসিদ্ধ মাধবীলতাকে প্রণাম করি॥ ৪৬॥

পদ্মা। (অতিশয় লজ্জার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক উচ্চ স্বরে) সখি চন্দ্রাবলি! ধূর্ত্ত গোষ্ঠী সঙ্গে মিলিত হইয়া গণেশ জননী পূজনে কেন শিথিলা হইতেছ?॥

কৃষ্ণ। (তিরস্কারের সহিত) পদ্মে! যেমন তমালাভিমুখে

চন্দ্রাবলীং মামনুরুধ্যমানাং রুণদ্ধি পদ্মে ভবতী বলেন।

মল্লীং তমালাভিমুখং মিলন্তীং হিংস্রেববল্লী পুরতঃ করালা ॥

প্রবিশ্য করালা। চিট্‌ঠ ধ রে চিট্‌ঠধ দিট্‌ঠিআ মগ্‌গে চ্চেঅ লদ্ধাত্থ।

সর্ব্বা। পরাবৃত্য সংভ্রমং নাটয়ন্তি ॥ ৪৭ ॥

শৈব্যা। অপবার্য্য হদ্ধী হদ্ধী কথং এত্থ অম্হে বিণ্ণাদা বুড্‌ঢিআএ ॥

মাং অনুরুধ্যমানাং মামনুরুন্ধন্তীং। দৈবাদিকস্তু রুধে রূপং হিংস্রা হীঁস ইতি খ্যাতা।

করালা। তিষ্ঠথ রে তিষ্ঠথ দিষ্ট্যা মার্গে এব লব্ধাস্থ ॥ ৪৭ ॥

শৈব্যা। পদ্মে হা ধিক্ কথমত্র বয়ং বিজ্ঞাতা বৃদ্ধয়া ॥

মল্লীলতা মিলিত হইতে আসিলে অগ্রবর্ত্তি করালা অর্থাৎ কঠোরা হিংস্রলতা অবরোধ করে, তাহার ন্যায় তুমি আমাতে অনুরক্তা চন্দ্রাবলীকে বল পূর্ব্বক রোধ করিতেছ ॥

(করালার প্রবেশ)

করালা। থাক্ রে থাক, বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আজ তোদিকে পথেই পাইয়াছি ॥

সকলে। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) সম্ভ্রম প্রকাশ করিলেন ॥৪৭

শৈব্যা। (হস্তাবরণ দিয়া) পদ্মে ! হা ধিক্, হা ধিক্, কি প্রকারে বৃদ্ধা আমাদের এখানে থাকা জানিতে পারিল ॥

করালা। অম্মো সচ্চং চ্চেঅ জপ্পিদং তাএ ণবণীঅ লম্পডাএ মক্কড়ীএ॥

পদ্মা। সখেদং শৈব্যামুখমীক্ষ্যতে॥

ললিতা। স্বগতং। বুড্ঢ মক্কডি ককখডিএ সক্করা মকখিদং মকখণং দে দাইসসং॥

কৃষ্ণঃ। অপবার্য্য। প্রিয়ে তিরোধানায় স্থানমপি ন তে পশ্যামি। যতঃ।

সব্যে গিরিঃ স্ফুরতি দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গো।
গাঃ পালয়ত্যহহ দক্ষিণতস্তথার্য্যঃ।
ভূঃ পৃষ্ঠতো বিরহিতা বৃতিভিঃ পুরস্তাৎ

করালা। অম্মো দেশ ভাষা ক্রোধ ব্যঞ্জিকা। সত্যমেব জল্পিতং তয়া নবনীত লম্পটয়া মর্কট্যা।

ললি। বৃদ্ধমর্কট ককখটিকে শর্করা ম্রক্ষিতং নবনীতং তে দাস্যামি॥

করালা। ওমা! সেই নবনীতচোর মর্কটী সত্যইত বলিয়াছে॥

পদ্মা। (খেদের সহিত) শৈব্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥

ললিতা। (মনে মনে) হে বৃদ্ধ মর্কট ককৃখটিকে! তোমাকে শর্করাম্রক্ষিত নবনীত প্রদান করিব॥

কৃষ্ণ। (হস্তাবরণ দিয়া) প্রিয়ে! তোমার লুকায়িত হইবার স্থান ত দেখিতেছি না, যে হেতু বামদিকে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বত, দক্ষিণে আর্য্য বলদেব গোচারণ করিতেছেন, পশ্চাৎবর্ত্তি ভূমিতে কোন আবরণ নাই,

ক্রূরা বিবেশ জরতী কতমাত্র যুক্তিঃ॥

চন্দ্রাবলী। স্বগতং। হন্ত হন্ত অকণ্ড কক্কসাএ ভব্বিদব্বতা চণ্ডালীএ চণ্ডিমা॥ ৪৮॥

করালা। সংরম্ভমভিনীয় পেচ্ছধ রে পেচ্ছধ ইমস্স কুস্থুভতেল্ল কজ্জল জাল কালস্স কালভুঅঙ্গ ভঅঙ্কর লোঅণঞ্চলস্স ভুঅঙ্গত্তণং জং বারহ মগ্গং গমিদো ইমিণা সঅলাণং

চন্দ্রা। হন্ত হন্ত অকাণ্ড কর্কশ্যা ভবিতব্যতা চণ্ডাল্যাঃ চণ্ডিমা॥ ৪৮॥ পশ্যত ভোঃ পশ্যত অস্য কৌসুম্ভ তৈল কজ্জল জাল করালস্য কালভুজঙ্গ ভয়ঙ্কর লোচনাঞ্চলস্য ভুজঙ্গত্বং। যদ্দ্বাদশ মার্গং গমিত অনেন সকলানাং গোকুলাঙ্গনানাং মঙ্গলঃ কুলধর্ম্মঃ। দ্বাদশ মার্গ গতি ইতি স্ত্রীজাতি ভাষেয়ং। বারহবাটে ডারিও ইতি অপভ্রংশে খ্যাতা। অরে শ্যামল কণ্ঠেষা জায়েতি জানাসি শৃণু রে নিঃশঙ্কং শৃণু যঃ খলু ভোজেন্দ্রস্য দ্বিতীয় আত্মা তস্য মহা মল্লস্য। সত্যং সত্যং ত্বং বনমধ্যে আত্মানং দ্বিতীয়ঃ রাজানং জানাসি। স এব রাজকুলগামী গোষ্ঠনাথ আত্মনো ললাটং তাড়িষ্যতি। অয়ং ভাবঃ

এবং অগ্রে ক্রূর স্বভাবা বৃদ্ধা প্রবেশ করিতেছে, অতএব এস্থলে যুক্তি কি ?॥

চন্দ্রাবলী। (মনে মনে) হায়! সম্পূর্ণ কর্ক্কশ স্বভাবা চণ্ডালীর কি ভবিতব্যতা চণ্ডিমা॥ ৪৮॥

করালা। (ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক) দেখ রে লোক সকল! দেখ, এই কৌসুম্ভ তৈল জলিত কজ্জল সমূহের ন্যায় ভয়ঙ্কর লোচন কৃষ্ণের কামুকত্ব, যাহার দ্বারা গোকুলাঙ্গনা সকলের মঙ্গল কুল ধর্ম্ম বার পথে দৌড়িতেছে। (এই

গোউল কুলঙ্গণাণং মঙ্গলো কুলধম্মো ইতি সশিরঃ কম্পং দৃশৌ বিস্ফার্য্য অরে সামালআ কস্‌স এসা জাআত্তি জাণসি। সুণাহিরে ণীসঙ্ক সুণাহি। জো ক্‌খু ভো ইন্দস্‌স দুদিও অপ্‌পা তস্‌স মহামল্লস্‌স।

কৃষ্ণঃ। করালিকে ততঃ কিং।

করালিকা। সক্রোধং সচ্চং সচ্চং বণমজ্‌ঝে অপ্‌পণং দুদিঅং রাঅণং জাণসি। সোচ্চেঅ রাঅউলগামী গোষ্ঠণাহো

রাজসভায়াং তব দুর্ব্বৃত্তে জ্ঞাপিতে সতি রাজদণ্ড ভয়াৎ কাপি বনমধ্যে লীনং ত্বমপ্রাপ্য রাজপদাতিকেন তব পিত্রৈব নন্দো রাজসন্নিধিং নীয়মান স্তত্র

বলিয়া শিরঃ কম্পন পূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া) অরে শ্যামল! এ কার্‌ ভার্য্যা জানিস্‌, শুন্‌ রে নিঃশঙ্কে শুন্‌, যিনি কংসরাজের অদ্বিতীয় আত্মা, সেই মহাবীর গোবর্দ্ধন মল্লের॥

কৃষ্ণ। করালিকে! তাহা হইতে কি হইবে॥

করালিকা। (ক্রোধের সহিত) সত্য সত্যই তুই বন মধ্যে আপনাকে অদ্বিতীয় রাজা করিয়া মানিতেছিস্‌। যাহা হউক, সেই রাজকুলগামী গোষ্ঠনাথ, আজ আপনার ললাটে করাঘাত করিবেন, অর্থাৎ অদ্য রাজ সভায় তোর দুর্ব্বৃত্তের কথা প্রকাশ হইলে, রাজদণ্ড ভয়ে তুই কোন বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিবি, তোকে প্রাপ্ত না হইয়া রাজ পদাতিক তোর পিতা নন্দকে রাজসভাতে লইয়া যাইবে, তথায় তোর পিতা লজ্জিত হইয়া, হায়! আমার

অপ্পণো ললাড়ং তাড়িস্সদি ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ। করালে ত্বভ্যং শপে চন্দ্রাবলীং বিলোক্য সাধ্বসং গতোহহমুদ্বেগমাসাদয়ামি ॥

করালা। চন্দ্রাবলীং বিলোক্য সামর্ষং। হা ণিউঞ্জুজ্জাঅরণি আকোমার সিক্খিদ কহ্নাহিসার কোসলে সংরম্ভুম্মদ্ধ গোবিআ সহস্স জুট্ঠাহর বিম্বাতিণ্ণা মেত্ত বিদ্ধংসিদ কুলব্বদে চিট্ঠ চিট্ঠ কিং দাণিং ভাএসি ॥ ৫০ ॥

এতাদৃশো দুর্ব্বৃত্তঃ পুত্রো মে জাত ইতি লজ্জয়া দুঃখেনচ মুগ্ধো ভবিষ্যতীতি ॥ ৪৯ ॥

সাধ্বসং ভয়ং পক্ষে সাধু অসঙ্গতঃ অপ্রাপ্তঃ সঙ্গঃ সন্ উদ্বেগং দুঃখং। করালা। হা নিকুঞ্জোজ্জাগরিণি আকৌমার শিক্ষিত কৃষ্ণাভিসার কৌশলে সংরম্ভোন্নদ্ধ গোপিকা সহস্রোচ্ছিষ্টাধরবিম্ব তৃষ্ণামাত্র বিধ্বংসিত কুলব্রতে কিমিদানীং বিভেসি ॥ ৫০ ॥

এমন পুত্র কেন জন্মিয়াছিল, এই বলিয়া তিনি কপালে করাঘাত করিবেন ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ। করালে! তোমার দিব্য, আমি চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া ভীত হওত দুঃখ ভোগ করিতেছি ॥

করালা। (চন্দ্রাবলীকে অবলোকন করিয়া ক্রোধের সহিত) হা নিকুঞ্জোজ্জাগরিণি! হা আকৌমার শিক্ষিত কৃষ্ণাভিসার কৌশলে! ক্রোধ পূরিত গোপিকা সহস্র যে কৃষ্ণের অধর বিম্বকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, তাহারই তৃষ্ণা মাত্রে তুই আপনার কুলব্রত বিনষ্ট করিলি। থাক্ থাক্, এখন ভয় করিতেছিস্ কেন? ॥ ৫০ ॥

ললিতা। অজ্জে কো কৃখু দোসো জীঅণণাহাণুগদাএ পচ্চিমা দিসাএ কোবা দোষাপহরিণো সুরসস। কিন্তু এদাণং অরূঢ় রাআণং দোণং রোঅং উপপাদিঅ সঙ্গম কারিণীএ সঞ্ঝাকুট্টিণীএ চ্চেঅ পদোসাণু বন্ধিদা ॥ ৫১ ॥

করালা। জাদে সচ্চং কহেসি। ইতি প্রৌঢ় সাটোপং

ললি। আর্য্যে কঃ খলু দোষো জীবননাথানুগতায়াঃ পশ্চিমদিশঃ জীবননাথঃ জলাধিপো বরুণঃ ব্যপদেশেন চন্দ্রাবল্যা বিশেষণং জীবননাথঃ স্বপতির্ম্মলঃ বস্তুত স্তত্রাপি সরস্বতী ভাষিতে জীবননাথঃ কৃষ্ণঃ। কোবা দোষাপহারিণং সূর্য্যস্য দোষ ইত্যনুসঙ্গঃ। দোষা রাত্রি স্তন্নাশকস্য পক্ষে দোষাণামপ হারিণঃ কিম্বা দোষায়াং রাত্রৌ অপহারিণঃ স্ত্রীচৌরস্য সুরস্য কৃষ্ণস্য। দোষাভাবে হেতু গর্ভ বিশেষণমেতৎ শ্লেষেণ সূর্য্যপক্ষে কৃষ্ণপক্ষেপি। কিন্তু এতয়ো রারূঢ়া রাগয়ো র্দ্বয়ো রাগমুৎপাদ্য সঙ্গমকারিণ্যা সন্ধ্যা কুট্টিন্যা এব প্রদোষানুবন্ধিতা রাগং রক্তিমানং প্রদোষো রজনী মুখং তদনুবন্ধিতা। পক্ষে রাগং আসক্তিং পশ্চিমদিক্ সূর্য্য স্থানীয়য়ো রসম্ভাবিত সঙ্গময়োরপি চন্দ্রাবলী কৃষ্ণয়োঃ সঙ্গকারয়িত্র্যাঃ সন্ধ্যা স্থানীয় পদ্মায়া এব প্রকৃষ্ট দোষানুবন্ধিত্ব মিত্যর্থঃ। তেন পদ্মা দৃঢ়ং তর্জ্জ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

জাতে হে পুত্রি সত্যং কথয়সি। হঞ্জে হে চেটিকে পর গৃহ বিঘট্টিকে

ললিতা। আর্য্যে। জীবন নাথানুগামিনী অর্থাৎ বরুণাভি-গামিনী পশ্চিমদিক্ এবং দোষাপহারি সূর্য্যের দোষ কি? কিন্তু পরস্পর অনুরক্ত পশ্চিম দিক্ ও সূর্য্যের অনুরাগ উৎপাদন পূর্ব্বক সঙ্গমকারিণী সন্ধ্যা কুট্টনীরই দোষ অর্থাৎ এ বিষয়ে চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের কোন দোষ নাই, কেবল পদ্মারই দোষ ॥ ৫১ ॥

করালা। পুত্রি! সত্য বলিতেছ। (এই বলিয়া অতিশয়

নাটয়ন্তী। হঞ্জে পউমিএ পরঘর বিঘট্টিণি কুট্টিণী কম্ম লম্পডে ধট্ঠী মণ্ডল চক্কবট্টিণি মহ হত্থাদো কহং মুক্কিস্‌সসি ইতি যষ্টিমুদযচ্ছতে॥

পদ্মা। পরাবৃত্য। অজ্জে ণ জাণে কীস খিজ্জসি। জং অম্হেহিং তুজ্ঝ সাসণং চ্চেঅ কিজ্জন্তং অত্থি॥

বৃন্দা। স্বগতং। নূনং ধূর্ত্তয়া শব্দচ্ছলমালম্বিতং পদ্ময়া। প্রকাশং। আর্য্যে শৈলমল্লয়ো র্নামাদ্বৈতেন ভ্রান্তেয়ং

কুট্টিনী কর্ম্ম পরপুরুষ হৃত্যং তত্র লম্পটে ধৃষ্টামণ্ডল চক্রবর্ত্তিণি মম হস্তাৎ কথং মোচয়িষ্যসি॥

আর্য্যে ন জানে কস্মাৎ খিদ্যস্তসে যদস্মাভি স্তব শাসনং এব ক্রিয়মাণ মস্তি। নীয়তাং গোবর্দ্ধনস্ত পাশে ইতি ত্বয়া পূর্ব্ব মাদিষ্টত্বাৎ ইতি ভাবঃ। ললিতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তব নিষ্কৃতিং কর্ত্তুং এবা জটিলাং গচ্ছন্ত্যস্মি।

অহঙ্কার প্রকাশ পূর্ব্বক) হালো চেটিকে পদ্মে ! পরগৃহ নাশিনি ! কুট্টিনী কর্ম্মলম্পটে, ধৃষ্টামণ্ডল চক্রবর্ত্তিনি ! আমার হাত হইতে কি রূপে মুক্ত হইবি। (এই বলিয়া যষ্টি উত্তোলন করিল)॥

পদ্মা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) আর্য্যে ! জানিতে পারিলাম না, আপনি কেন এরূপ খেদান্বিত হইতেছেন, আমরা ত আপনার আদেশ মতই কার্য্য করিতেছি॥

বৃন্দা। (মনে মনে) পদ্মা ধূর্ত্ততা প্রযুক্ত নিশ্চয় শব্দের ছল অবলম্বন করিয়াছে। (প্রকাশ পূর্ব্বক) আর্য্যে। গোবর্দ্ধন এই শব্দটী পর্ব্বত ও মল্লের নামের দ্বৈততা প্রযুক্ত এই

মুগ্ধবালা। তদদ্য ক্ষম্যতাং ॥

করালা। যষ্টিং বিমুঞ্চতি ॥

পদ্মা। স্বগতং। ললিতে চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ তুহ ণিক্কিদং কাদুং এসা জডিলং গচ্ছন্তী ম্হি। ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥

করালা। চন্দ্রাবলীমালোক্য। এহি ভো কুডুঙ্গ কুডুম্বিণি এহি ইতি চন্দ্রাবলীমাদায় শৈব্যয়া সহ নিষ্ক্রান্তা ॥

কৃষ্ণঃ। সোচ্ছ্বাসং। বৃন্দে নূনং সাধিতার্থাসি ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। মাধব রূপিণী মাধবলক্ষ্মী গৌরীতীর্থে খেলতি।

করালা। কুঞ্জকুটুম্বিনী ॥ ৫২ ॥

হে মাধব রূপিণী রূপবতী বসন্ত শোভা মাধবস্য তব লক্ষ্মীঃ শোভা রূপা

বালা ভ্রান্ত হইয়াছে, অতএব আজ ক্ষমা করুন ॥

করালা। যষ্টি পরিত্যাগ করিল।

পদ্মা। (মনে মনে) ললিতে! থাক থাক, তোমার নিষ্কৃতি জন্য এই আমি জটিলার নিকট চলিলাম। (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

করালা। (চন্দ্রাবলীকে অবলোকন করিয়া) আয়, কুঞ্জকুট-ম্বিনি! আয়। (এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে গ্রহণ পূর্ব্বক শৈব্যার সহিত চলিয়া গেল) ॥

কৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) বৃন্দে! নিশ্চয় অর্থ সাধন করিয়াছ ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। মাধব! তোমার সম্পত্তি স্বরূপা রূপবতী মাধবী

তয়া চোপঢৌকিতং স্ব সর্ব্বস্বমিদং দরোন্মুদ্রিতং গন্ধফলী দ্বন্দ্বং ॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দমাদায়। বৃন্দে যাবদ্গবাং চারণে বয়স্যা নবধাপ্য তত্রানুসরামি তাবদ্ভবতীভ্যামগ্রতঃ প্রস্থীয়তামিতি নিষ্ক্রান্তঃ ॥

বৃন্দা। পরিক্রম্য ললিতে পুরঃ সম্ভালয় কদম্ব সাম্রাজ্যং ইত্যুপেত্য হন্ত হন্ত।

শঙ্কে পঙ্কজ সম্ভবোপি ভবতঃ সৌভাগ্য ভঙ্গীভরং
বক্তুং ন ক্ষমতে কদম্ব নৃপতে বৃন্দাটবী দ্যোতিনঃ।

সম্পত্তি রূপা বা রাধা ইতিচ। গন্ধফলী দ্বন্দ্বং চম্পকযুগং ॥

যস্য তব পুষ্পৈঃ কীদৃশৈঃ কৌস্তুভমবহেলয়দ্ভিঃ কীদৃশং রমাসহোদরতয়া অপিকারাৎ স্বরূপেণচ উদ্ভাসুরং দেদীপ্যমানং দুর্ল্লীলেতি তাদৃশং কৌস্তুভং

গৌরীতীর্থে খেলা করিতেছেন, তিনি আপনার সর্ব্বস্ব রূপ ঈষৎ বিকসিত চম্পক দুইটী উপঢৌকন দিয়াছেন ॥

কৃষ্ণ। (সানন্দে গ্রহণ করিয়া) বৃন্দে। আমি যে পর্য্যন্ত বয়স্যদিগকে গোচারণে নিযুক্ত করিতে সেখানে গমন করি, তাবৎ তোমরা অগ্রগামিনী হও। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান) ॥

বৃন্দা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ললিতে! অগ্রে কদম্বের সাম্রাজ্য অবলোকন কর। (এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! অহে কদম্বরাজ!

পুষ্পৈর্যস্ত রমাসহোদর তয়াপ্যুত্তাস্বরং কৌস্তুভং
তুর্লীলৈরবহেলয়ন্তি রভিতঃ শৌরেরুরশ্ছাদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। পুরোবিলোক্য বুন্দে ইঅং বিসাহা তুদিআ ভঅবদী
মাঅন্দ কুড়ঙ্গে পচ্ছন্নং চিট্‌ঠদি ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দা। লবঙ্গ লতান্তিকে রাধাং বিলোক্য ললিতে পশ্য পশ্য।
কিমিতঃ সুষমা বপুষ্মতী কিমভিব্যক্তিরলং গুণশ্রিয়ঃ।

হেলয়িতুং ভীতির্নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

বৃন্দে ইয়ং বিশাখা দ্বিতীয় ভগবতী মাকন্দ কুঞ্জে আম্র কুঞ্জে প্রচ্ছন্না তিষ্ঠতি ॥ ৫৪ ॥

বোধ করি তোমার সৌভাগ্য ভঙ্গীর আতিশয্য ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ হয়েন না, যে হেতু বৃন্দাবন প্রকাশকারী যে তুমি তোমার ছুল্লীল পুষ্প সকল, লক্ষ্মীর সহোদর প্রযুক্ত অতিশয় তেজোময় কৌস্তুভ যাহা হরি বক্ষে বিরাজ করিতেছে, অবহেলাপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা ত্বদীয় পুষ্পের মালা ধারণ করায় কৌস্তুভ আর স্বীয় তেজ প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) বৃন্দে! এই দেখ বিশাখার সহিত ভগবতী পৌর্ণমাসী আম্রকুঞ্জে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দা। (লবঙ্গ লতার সমীপে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) ললিতে! দেখ দেখ। এ কি গুণলক্ষ্মীর পরম শোভা

অথবা প্রণয়াভিসম্পদঃ কিমিয়ং মূর্ত্তিরুদতি রাধিকা ॥

পুনর্নির্বর্ণ্য।

কর্ণালঙ্কৃত কমলা কুন্তল বেণী শিখরোচ্চলৎ কমলা।
করকমলাশ্রিত কমলা বিড়ম্বয়ত্যলমসৌ কমলাং ॥ ৫৫ ॥

নেপথ্যে ॥

কর্ণান্দোলিত মুগ্ধগন্ধকলিকাদ্বন্দ্বঃ কদম্ব স্রজা
সম্বীতো মুরলী করস্থিত কর শ্চূড়াঞ্চলে চন্দ্রকী।
দূরাদেষ মনঃশিলা তিলকিনা ভালেন বিভ্রদ্দ্যুতিং

কমলাং লক্ষ্মীং ॥ ৫৫ ॥

নন্দগৃহিণী বাৎসল্য ইত্যনেন ব্রজেশ্বর্য্যা লালনৈব কৃষ্ণস্য পরম সৌন্দর্য্যং ইদং জাতং। অহো তস্যা ভাগ্যপরিপাক ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, অথবা প্রণয় সম্পদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই কি শ্রীরাধা উদিত হইয়াছেন ! ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া)

আহা ! যাহাঁর কর্ণে কমল অলঙ্কৃত, কেশ বেণীর অগ্রভাগে কমল আন্দোলিত এবং করকমলে কমল, সেই শ্রীরাধা কমলাকে অতিশয় রূপে বিড়ম্বিত করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

(বেশ গৃহে)

যাহাঁর কর্ণদ্বয়ে সুন্দর চম্পক দুইটী আন্দোলিত হইতেছে যাঁহার করে মুরলী, চূড়াঞ্চলে চন্দ্রক, যিনি কদম্ব মালায় পরিবেষ্টিত এবং ললাটে উজ্জ্বল মনঃশিলার তিলক ধারণ করিয়াছেন, সেই নন্দগৃহিণীর বাৎসল্য লক্ষ্মী রস মূর্ত্তিমান্

মূর্ত্তঃ খেলতি হন্ত নন্দগৃহিণী বাৎসল্য লক্ষ্মীরসঃ ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। ণুণং ভঅবদীএ দূরে দিট্ঠো মাহবো জং বণ্ণী এদি।

বৃন্দা। ললিতে সত্যমদূরবর্ত্তী মুরবৈরী। তথাহি।

সখি কুণ্ডলীকৃত শিখণ্ড মণ্ডলো
নটতীহ তাণ্ডবিকহুতিরণ্ডজঃ।
ন কদাপি কৃষ্ণমুদিরেক্ষণং বিনা
মদিরেক্ষণে ক্ষণমপি শ্বসিত্যসৌ ॥

ললিতা। সহি দক্খিণেন পুণ্ণাঅ সণ্ডং পেক্খ ণং।

ললিতা। নূনং ভগবত্যা দূরে দৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ সদ্বর্ণ্যতে। তাণ্ডবিক ইতি নাম্না হূতি রাহ্বানং যস্য। অণ্ডজঃ পক্ষী ময়ূরঃ। কৃষ্ণ এব মুদিরো মেঘ স্তস্য ঈক্ষণং হে মদিরেক্ষণে মদিরঃ খঞ্জনঃ। ক্ষণমপি ন শ্বসতি ন প্রাণিতি।
ললি। সখি দক্ষিণেন পুন্নাগখণ্ডং পুন্নাগ সমূহং পশ্যৈনং। ন বৃত্তমিদানী মপি

হইয়া খেলা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। ভগবতী যে রূপ বর্ণন করিতেছেন ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইনি দূরে মাধবকে দেখিয়াছেন ॥

বৃন্দা। ললিতে। সত্যই অদূরবর্ত্তী মধুসূদন। কারণ, হে খঞ্জনলোচনে। তাণ্ডবিক নামা ময়ূর আপনার পুচ্ছ মণ্ডল গোলাকৃতি করিয়া নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণমেঘ দর্শন ব্যতীত এ কখন জীবন ধারণ করিতে পারে না ॥

ললিতা। সখি। দক্ষিণ দিকে পুন্নাগ বৃক্ষ অবলোকন কর ॥

বৃন্দা। বিলোক্য সহর্ষং।

চক্রং বশীকৃতবতঃ কিল নৈচিকীনাং
বংশী নিনাদমধুনা মধুসূদনস্য।
আভীরশেখর গতিং প্রতিপাদয়ন্তী
শোভা বভূব পরমা পরমস্য যষ্টিঃ ॥

ললিতা। ণ বুত্তং দাণীং পি দোণ্ণং অণ্ণোণ্ণ দংসণং কেঅলং রঙ্গিণিঅং পেক্‌খিঅ লঅঙ্গ কুড়ঙ্গং লহেদি কহ্নো ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা। পশ্য পশ্য।

বিস্থমরান্ পরিতো হরিমূর্ত্তিতঃ
পরিমলানুপলভ্য কলাবতী।

দ্বয়োরন্যোন্য দর্শনং কেবলং রঙ্গিণীং প্রেক্ষ্য লবঙ্গকুঞ্জং লভতে কৃষ্ণঃ॥ ৫৭ ॥

পণ্ডুক মণ্ডপে মাধবীলতা মণ্ডপে ॥ ৫৮ ॥

বৃন্দা। (দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে) যাহাঁর বংশীর মধুর ধ্বনি দ্বারা গাভী সকল বশীভূত হয়, সেই সর্ব্বোত্তম মধুসূদনের পরম শোভাশালিনী যষ্টি তদীয় গোপরাজ তুল্য গতি প্রতিপাদন করিতেছে ॥

ললিতা। এখনও ত ইহাঁদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কেবল রঙ্গিণীকে দেখিয়াই কৃষ্ণ লবঙ্গ কুঞ্জে গমন করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা। সখি! দেখ দেখ। হরিমূর্ত্তি হইতে চতুর্দ্দিক ব্যাপী যে সৌরভ উদ্গত হইতেছে কলাবতী রাধা তাহা লাভ

ইয়মিতঃ সখি পুণ্ড্রক মণ্ডপে
স্মিতমুখী তম্বুবল্লিমপাবৃণোৎ ॥ ৫৮ ॥
পুনর্নিরূপ্য সকৌতুকং।
ব্যক্তিং গতাভিরভিতো ভুবি পাংশুলায়াং
সদ্যঃ পদাঙ্ক ততিভিঃ কথিতাধ্বনোঽয়ং।
পশ্চাদুপেত্য নয়নে কিল রাধিকায়াঃ
কম্পেন পাণি যুগলেন হরির্দধার ॥ ৫৯ ॥

রাধিকায়াঃ পশ্চাদুপেত্য হরিঃ পাণি যুগলেন নয়নে দধার। কথম্ভূতায়া রাধায়াঃ পদাঙ্কততিভিঃ কথিতাধ্বানঃ। পদচিহ্ন সমূহৈঃ কথিতোঽধ্বা বর্ত্ম যস্যাঃ কীদৃশীভিঃ পদাঙ্ক ততিভিঃ পাংশুলায়াং ভুবি অভিতঃ ব্যক্তিং গতাভিঃ ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বক হাস্য মুখে লবঙ্গ কুঞ্জ হইতে মাধবী কুঞ্জে গিয়া তম্বুলতাকে আবরণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫৮ ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া কৌতুকের সহিত)

সখি! আশ্চর্য্য দেখ বন ভূমি ধুলিযুক্ত হওয়াতে শ্রীরাধা যে গমন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পদচিহ্ন সকল পতিত হইয়াছিল, যদিচ কৃষ্ণ শ্রীরাধার গমন দেখিতে পান নাই তথাপি তদীয় পদচিহ্ন সকল পথ বলিয়া দিল, কৃষ্ণ সেই পথে গিয়া পশ্চাৎ হইতে শ্রীরাধার দুই চক্ষু ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হস্ত দ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

ললিতা। হন্ত হন্ত এসা পুলইদঙ্গী বামা লীলা কমলেণ তাড়েদি কমলেক্খণং ॥

ভ্রূভেদঃ স্মিত সংবৃতো নহি নহীত্যুক্তির্মদেনাকুলা
বিশ্রান্তোদ্ধতি পাণিরোধ রচনং শুষ্কং তথা ক্রন্দনং।

এষা পুলকিতাঙ্গী বামা শ্রীরাধা তাড়েদি তাড়য়তি কমলেক্ষণং। সংগোপনস্য উপক্রমো যঃ স্পষ্টস্তেনৈব প্রকৃত ভাবো ব্যক্তোঽভূৎ। ভ্রূভেদঃ ভ্রুবো বক্রিমা অসম্মতি ব্যঞ্জকঃ কীদৃশঃ স্মিতসংবৃতঃ স্মিতমেব তত্র পরম সম্মতি ব্যঞ্জকং নহি নহি ইত্যুক্তি র্নিষেধকরণং মদেনাকুলাঃ ইতি তত্র সাত্বিক বিকারঃ স্বরভেদ এব পরম বিধি ব্যঞ্জকঃ পাণি রোধরচনং অনভীষ্টমেতদিতি ব্যঞ্জকং কীদৃশং বিশ্রান্তোদ্ধতি বিশ্রান্তা উদ্ধতি রৌদ্ধত্যং যত্র তৎকরস্পর্শেন

ললিতা। হায়! এই পুলকিতাঙ্গী শ্রীরাধা বাম্যভাব অবলম্বন করিয়া লীলাকমল দ্বারা কমললোচনকে তাড়না করিতেছেন ॥

বৃন্দা। দেখ দেখ, সখি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বীয় হৃদয়স্থ ভাব বারম্বার গোপন করিতে যতই উপক্রম করিতেছেন তাহাতে গোপন না হইয়া বরং ঐ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল অর্থাৎ শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসম্মতি সূচক ভ্রূর বক্রিমা করিতেছেন তাহা ঈষৎ হাস্যে সম্মিলিত হওয়াতে পরম সম্মতি প্রকাশ করিতেছে, না না এই নিষেধোক্তি মদেতে আকুল প্রযুক্ত স্বরভঙ্গ সম্মতি প্রকাশ করিতেছে, হস্তরোধ রচনা অনভিপ্রায় প্রকাশকারিণী হইলেও করস্পর্শে জাতহর্ষ ঐ হস্তদ্বয়ের ঔদ্ধত্য শক্তির

স্ফুটো যঃ সখি রাধয়া মুহুরয়ং সংগোপনোপক্রমো

ভাবস্তেন হৃদি স্থিতো মুরভিদি ব্যক্তঃ সমস্তাদভূৎ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

জাতহর্ষয়ো ইত্যয়ো রৌদ্ধত্য শঙ্কাভাবাৎ তেন ঔদ্ধত্য বিশ্রান্তিরেব পরমাভীষ্ট ব্যঞ্জিকা ক্রন্দনং দুঃখব্যঞ্জকং শুষ্কত্বমেব শুষ্ক ভাব ব্যঞ্জকং ইতি ॥ ৩০ ॥

অভাব নিমিত্ত পরম অভীষ্ট প্রকাশ করিতেছে, ক্রন্দন দুঃখ সূচক হইলেও শুষ্কত্ব প্রযুক্ত দুঃখাভাব প্রকাশ করিতেছে॥

যথারাগ ॥

ভাঙর ভঙ্গিমা করি, হিয়া ভাব করে চুরি, বিথারয়ে বাহিরে সরোষ। মুখে উপজিল হাস, সে ভাব হইল নাশ, দেখি হরি পাইল সন্তোষ॥ সখি হে দেখ রাধা মাধব বিলাস। রাইর হৃদয় লাজ, জিনিয়া চতুররাজ, হিয়া ভাব করে পরকাশ ॥ ধ্রু ॥ রাই মুখ সুমাধুরী, দরশনে শ্রীমুরারি, আরতি বাঢ়িল অতিশয়। মুখ বাস করি দূরে, চুম্বন করয়ে বলে, নহি নহি কহে ধনী তায়॥ করে কর বারে ধনি, কঙ্কণের রণ রণী, শবদ করয়ে অদভুত। আল্যাইল ধনী কর, অতিশয় সুখভর, দেখি বাঢ়ে মদন আকূত॥ মিছাই কান্দয়ে রাই, মাধবে রোধয়ে তাই ধনী মুখে দিঞা নিজ পাণি। যত ভাব সঙ্গোপয়ে, কৃষ্ণ তত বিলপয়ে, এ যদুনন্দন ভালে মানি ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীরাধা কেলি কর্ম্মে প্রগল্ভতা

প্রাতিকুল্যমিব যদ্বিবৃণোতি
রাধিকা রদনথার্পণোদ্ধুরা।
কেলি কর্ম্মণি গতা প্রগল্ভতাং
তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্যযৌ॥ ৬০॥

প্রকাশ করত দন্ত ও নখাঘাতে উদ্ধত হইয়া প্রতিকূলতার ন্যায় যাহা কিছু বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতেই হরি অতিশয় তুষ্টি লাভ করিলেন॥

যথারাগ॥

দেখ সখি নয়ান আনন্দ। রাই সঙ্গে বিলসে গোবিন্দ॥ধ্রু॥ দশন নখর অরপণে। প্রতিকূল যনু পরবিণে॥ ধনী কেলি হয়েন বিথার। হরিসুখ প্রাপণ অপার॥ রতি রণ রসে দোহুঁ মাতি। বরিখে কুসুম শর অতি॥ পহিলে নয়ন শরে গোরী। হরি হিয়া হরিণী আগোরী॥ হেরইতে বিরোখন কান। ধনী হিয়া বিন্ধে দিঠি বাণ॥ সাহস কুসুম শরে রাই। হরিক হৃদয়ে হানে তাই॥ হেরইতে বিদগধ রাজ। বান্ধল ধনী হিয়ে মাঝ॥ ও ধনী নিজ ভ্রূপাশে। বান্ধল হরি দুই পাশে॥ রাইর অধর রস কান। পিবইতে ভেল অগেআন॥ ও ধনী রোখল তাহা হেরি। দশনে অধর রস লেলি॥ কানুক পরিসর হৃদয়ে। নখর প্রখর দেই নিদয়ে॥ পুনঃ দোহে দুবাহু পসারি। দোহ তনু সুবন্ধন কারি॥ বিপুল পুলক দোহ গায়। দুঁহুক হৃদয় দোঁহ যায়॥ এ যদু নন্দন দাস বোলে। বিজুরি কি জলধর কোলে॥ ৬০॥

বৃন্দা। বিহস্য।

নৈরঞ্জন্যমুপেয়তুঃ পরিগলোদ্যোদাশ্রুণী লোচনে
স্বেদোদ্ধূত বিলেপনং কিল কুচদ্বন্দ্বং জহৌ রাগিতাং।
যোগোৎসুক্যমগাদ্দূরঃ স্ফুরদিতি প্রেক্ষ্যোদয়ং সঙ্গিনাং
রাধে নীবিরিয়ং তব শ্লথ গুণা শঙ্কে মুমুক্ষাং দধে॥

নৈরঞ্জন্যং ত্রক্ষত্বং কজ্জলরাগ শূন্যত্ব লোচনে পরিগলদ্যোদাশ্রুণী সতী নৈর-ঞ্জন্যং উপেয়তু রিত্যন্বয়ঃ। এবং সর্ব্ব রাগিতাং বিষয়াশক্তিং কুঙ্কুমাদিরাগ যোগে পক্ষে সঙ্গমে ঔৎসুক্যং মুমুক্ষাং অপবর্গেচ্ছাং গ্রন্থী চ্যুতীচ্ছাঞ্চ

বৃন্দা। (হাস্য করিয়া) রাধে! নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিগলিত হওয়ায় তোমার লোচন দ্বয় অঞ্জন শূন্য হইয়াছে, ঘর্ম্ম জলে বিলেপন ধৌত হওয়ায় কুচ দ্বয় রক্তিমা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং তোমার বক্ষঃস্থল যোগ অর্থাৎ সঙ্গ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অতএব হে সখি! বোধ হয় সঙ্গী মুক্তা সকলের গুণ হইতে বিচ্যুতি রূপ উদয় অর্থাৎ যোগ সিদ্ধি দেখিয়া স্খলিতগুণা নীবিও মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছে॥

যথারাগ॥

অধিক আনন্দ জলে, নয়ন অঞ্জন গলে, নিরঞ্জন পাইল দুই আখি। শ্রম জল সব গায়, কচ বিলেপন তায়, মুকতি পাইল তাহা দেখি। সখি হে দেখ রাই সব তনু শোভা। রতি রণ রসে অতি, মর্দ্দন হইল সতী, তথাপিহ হরি মন লোভা॥ ধ্রু॥ আল্যাইল নিবীবন্ধ, শিথিল

ললিতা। কধং এদং বিঅড্‌ঢ মিহুণং মাহবী কুড়ঙ্গন্তরিদং সংবুত্তং ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা। রাধামাধবয়োর্মেধ্যাং কেলিমাধ্বীকমাধুরীং।
ধয়ন্নয়ন ভৃঙ্গেণ কস্তৃপ্তিমধি গচ্ছতি ॥ ৬২ ॥

ললিতা। হলা এদে গলন্তমরবিন্দং বি মাহুবী পুপ্‌ফ সন্দোহং মুক্কিঅ কীস ভিঙ্গা পুব্বাহিমুহং ধাঅন্তি ॥

কথমেতৎ বিদগ্ধমিথুনং মাধবীকুঞ্জান্তরিতং সংবৃতং॥ ৬১ ॥

মেধ্যাং কামদোষ রাহিত্যেন। প্রেমৈব গোপ রামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যুক্ত রীত্যা পরম পবিত্রাং আস্বাদয়ন্‌ ॥ ৬২ ॥

সখি এতে গলন্মকরন্দমপি মাধবীপুষ্প সন্দোহং ত্যক্ত্বা কস্মাদ্ভৃঙ্গাঃ পূর্ব্বাভিমুখং ধাবন্তি।

কিঙ্কিণী বন্ধ, খসিল কঞ্চুলীবন্ধ আর। খসল কবর বেণী, হিলোলয়ে পিঠে জানি, অধিক মুকতি ভেল তার॥ মণি মুকুতার হার, যোগসিদ্ধি সবাকার, দেখিয়া মুকত ভেল গুণে। এ যতুনন্দন ভণে রতি যুদ্ধ সেনাগণে ভঙ্গ দিল কিবা কাম রণে॥

ললিতা। কেন এই বিদগ্ধ মিথুন মাধবী কুঞ্জের অন্তর্গত হইলেন ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা। রাধামাধবের বিশুদ্ধ কেলি মাধুরী আস্বাদন করিয়া কাহার নয়নভৃঙ্গ পরিতৃপ্ত না হয় ॥ ৬২ ॥

ললিতা। এই গলিত মকরন্দশালি মাধবী পুষ্প সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমর নিকর কেন পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইতেছে ? ॥

বৃন্দা। সখি বিমুচ্য মাধবীমণ্ডপং নাগর মণ্ডলোত্তংসৌ প্রস্থিতৌ তয়ো রামোদমুপসর্পন্তঃ ষট্‌পদা ধাবন্তি তদেহি লতা মন্দিরমালোকেন নন্দয়াব শ্চক্ষুষী ইতি পরিক্রম্য ললিতে পশ্য পশ্য।

মনোহারী হারস্খলিত মণিভিস্তারতরলৈঃ
পরিম্লায়ন্মাল্যো মিলিত পুরটালঙ্কৃতি কণঃ।
অয়ং কুঞ্জস্তল্পী কৃত কুসুমপুঞ্জ প্রণয়বান্
সমন্তাদুত্তুঙ্গং পিশুনয়তি রঙ্গং মুরভিদঃ ॥ ৬৩ ॥

ললিতা। নিপুণং নিরূপ্য সংস্কৃতেন।

কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গম মিলদ্ঘুসৃণাঙ্গ রাগা

হারাৎ স্খলিত যে মণয় স্তৈর্মনোহারী তারো মুক্তা এব তরলঃ হার মধ্যগো যেষু তৈঃ। পিশুনয়তি সূচয়তি ॥ ৬৩ ॥

ঘুসৃণং কঙ্কুমং।

বৃন্দা। নাগর সমূহের ভূষণ স্বরূপ রাধামাধব মাধবী মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিমল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমরগণ ধাবিত হইতেছে, অতএব আইস. লতামন্দিরাবলোকনে নয়ন দ্বয়কে আনন্দিত করিগা। (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ললিতে! দেখ দেখ। কুসুমপুঞ্জতল্পশালি এই কুঞ্জ স্খলিত হারের মণি ও মুক্তা সকলে মনোহর, স্বর্ণালঙ্কারের কণাচ্যুতি নিমিত্ত ম্লান পুষ্প হইয়া মুরারির অত্যুচ্চ বিলাস সূচনা করিতেছে ॥ ৬৩

ললিতা। (উত্তম রূপে দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আহা! কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গমে অঙ্গরাগ কুসুমে মিলিত, শ্রীরাধার

রাধাপদস্খলদলক্তক রক্ত পার্শ্বা।
সিন্দূর বিন্দুচিত ঘর্ম্মজলোক্ষিতেয়ং
দূনা ধিনোতি নয়নে মম পুষ্পশয্যা॥

বৃন্দা। সবিস্ময়ং।

চিক্রীড় যা রজসি রঞ্জিত সূত্র নদ্ধ

যা রজসি চিক্রীড় ক্রীড়িতবতী রঞ্জিতেন সূত্রেণ বদ্ধাঃ গোকর্ণমাত্রাঃ

পাদপদ্ম স্খলিত অলক্তক রাগে রক্ত পার্শ্ব এবং সিন্দূর বিন্দু যুক্ত ঘর্ম্ম জলে আর্দ্র প্রযুক্ত ক্লিষ্ট হইয়া এই শয্যা আমার লোচন দ্বয়ের সুখ বিধান করিতেছে॥

যথারাগ॥

কুসুম সেজ দেখ সজনি। মনোহর ভৈগেল সাজনী॥ধ্রু॥
ছিড়িয়া পড়িল মণিহার। চৌদিকে ভৈগেল বিথার॥
তাহাতে রহল ফুলমালা। রতি রণে মৈলান ভৈগেলা॥
রাই কানু অঙ্গে পরে সোনা। তনু ঘরষণে পড়ে কণা॥
ললিতা কহয়ে দেখ আর। শয্যা কহে রস ব্যবহার॥
কঙ্কুম লেপন হরি গায়। রাই অঙ্গ আগেত মিশায়॥
শ্রম জলে তনু ধোয়াইয়া। পড়ে শয্যা মাঝে দেখ ইহা॥
ঘর্ম্ম জলে সিন্দূরের কণা। শয্যার উপরে সখি দেখ না॥
রাধিকার চরণ জাবক। শয্যা পাশে সব চিহ্ন দেখ॥
যদি শয্যা বহু দুঃখ পাইল। তথাপি নয়ন সুখ দিল॥
এ যদুনন্দন চিতে জাগ। বিপরীত কেলি অনুরাগ॥

বৃন্দা। (বিস্ময়ের সহিত) হায়! যিনি রঞ্জিত সূত্রে বিতস্তি

গোকর্ণ মাত্র চিকুরা নব বিদ্ধকর্ণী।
সেয়ং কুতঃ প্রবর বিভ্রম কৌশলানি
রাধাধ্যগীষ্ট বত যৈ রজিতং জিগায় ॥ ৬৪ ॥

ললিতা। পূর্ব্বতঃ প্রেক্ষ্য বৃন্দে পেক্খ ণাদিদূরে স রাহা মাহবো ॥

বৃন্দা। শৃণুবঃ কিমাহ সংস্কৃতেন রাধা ॥

নেপথ্যে ॥

গোকর্ণ পরিমিতা শ্চিকুরা যস্যাঃ অঙ্গুষ্ঠানামিকা বিস্তারেণ গোকর্ণস্তনতি তথা হ্যুক্তমমরেণ প্রাদেশ তাল গোকর্ণা স্তর্জন্যাদি যুক্তে ততে ইতি। নব বিদ্ধৌ কর্ণৌ যস্যাঃ কুতোঽধ্যগীষ্ট কস্মাদগুরোঃ সকাশাদধীতবতী বত বিস্ময়ে ইদানীমেব বালিকা আসীৎ ইদানীং প্রবর তরুণী অভূদিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

ললি। বৃন্দে পশ্য নাতিদূরে স রাধামাধবঃ।

পরিমিত কেশ বন্ধ করিয়া ধূলায় খেলা করেন, যাঁহার সম্প্রতি কর্ণবেধ হইয়াছে, সেই শ্রীরাধা কাহার নিকটে উৎকৃষ্ট বিভ্রম কৌশল সকল অধ্যয়ন করিলেন, যদ্দারা অজিত কৃষ্ণেরও আজ পরাজয় হইল ॥ ৬৪ ॥

ললিতা। (পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিয়া) বৃন্দে! দেখ রাধামাধব অধিক দূরে নাই নিকটেই আছেন ॥

বৃন্দা। শ্রীরাধা সংস্কৃত ভাষায় কি বলিতেছেন আইস, দুই জনে শুনিগা ॥

(বেশ গৃহে)

কুরু কুবলয়ং কর্ণোৎসঙ্গে লবঙ্গমভঙ্গুরং
বিকির চিকুরস্যান্তে মল্লীস্রজং ক্ষিপ বক্ষসি।
অনঘ জঘনে কাদম্বীং মে প্রলম্বয় মেখলাং
কলয়তু ন যাগালীবৃন্দং হরে নিরলঙ্কৃতিং ॥ ৬৫ ॥

কাদম্বীং কদম্বপুষ্পরচিতাং ॥ ৬৫ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন হে অনঘ! হে হরে! আমার কর্ণক্রোড়ে কুবলয় প্রদান কর, চিকুরের প্রান্তে অভঙ্গ লবঙ্গ, বক্ষঃ স্থলে মল্লী মালা এবং নিতম্ব দেশে কদম্ব পুষ্পের মেখলা অর্পণ কর, সখীগণ যেন আমাকে অনলঙ্কৃত না দেখে ॥

যথারাগ ॥

শুন অয়ে হরি বেশ মোর। সব বিঘটন, একলা রহন, চপল চরিত তোর ॥ ধ্রু ॥ এ মোর শ্রবণে করহ রসনে, নব কুবলয় জোর। দলিত অঞ্জন, নয়ন রঞ্জন, করহ যতনে মোর ॥ বিগলিত কেশ, করহ সুবেশ, চিরণী লইয়া করে। সিন্দুরের রেহ, তার মাঝে দেহ, ঐছন না হয় টেড়ে ॥ লবঙ্গ সুন্দর, অতি ভয়ঙ্কর, ভঙ্গু রচয় মোর কেশে। শুনহ সুন্দর, সুরঙ্গ সিন্দুর, রচহ ললাট দেশে ॥ মৃগমদ চিত্র, ভৈগেল লুপত, কপোলে রচহ মোর। তার বিন্দু দিঞা, চিকুর রচিঞা, রচহ এ কুচ জোর ॥ মল্লীমালা উরে রচয় সুন্দরে, জঘনে কিঙ্কিনী দাম। অরুণ বসন, আছিল যেমন, রচহ তেমন ঠাম ॥ আলিপন কর, হার হিয়ে ধর, বলয়া রচহ করে। চরণে

বৃন্দা। স্মিতং কৃত্বা।

বহন্তী মঞ্জিষ্ঠারুণিত তনু সূত্রোজ্জ্বল রুচী
নথাঙ্কান্ খেলোর্ম্মি স্খলিত শিথিপক্ষাবলিরিয়ং।
স্ফুরন্মুক্তা তুল্যৈরলঘু ঘন ঘর্ম্মাম্বুভিরলং
সমৃদ্ধা মে মেধাং মধুমথন মূর্ত্তি র্মদয়তি॥
ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ প্রসাধিতাঙ্গী রাধাচ॥

মঞ্জিষ্ঠয়া অরুণিতেভ্যো তনুসূত্রেভ্যঃ সূক্ষ্মসূত্রেভ্যোঽপি উজ্জ্বল রুচিঃ কান্তির্যেষাং তান্ নথাঙ্কান্। ভ্রমরকৈ র্ললাট লম্বিতালকৈঃ। তে ললাটে ভ্রমরকা ইত্যমরঃ॥ ৬৬॥

মঞ্জীর, রচহ জাবক, এ দুই চরণতলে॥ প্রতি তনু মোর, সব বেশ কর, শুনহ নাগর রাজ। এ যদুনন্দন, দরশয়ে হেন, নাহি হয়ে বহু ব্যাজ॥ ৬৫॥

উক্ত গীতে স্বাধীন ভর্ত্তিকা নায়িকা॥

বৃন্দা! (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আহা! যাহাতে মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় অরুণবর্ণ সূক্ষ্ম সূত্রাকার নথ চিহ্ন সকল স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতেছে, ক্রীড়া নিবন্ধন যাহা হইতে ময়ূর পুচ্ছ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং যাহা উজ্জ্বল মুক্তা তুল্য ঘন ঘর্ম্মাম্বু সকলে অতিশয় সমৃদ্ধি যুক্ত হইয়াছে সেই মধুমথনের মধুর মূর্ত্তি আমার মেধাকে মূর্চ্ছিত করিতে লাগিল॥

যথারাগ॥

মরকত বর, জিনিয়া মুকুর, সহজ লাবণী বাঁশী। শশিকুল

কৃষ্ণঃ। নীতং তে পুনরুক্ততাং ভ্রমরকৈঃ কস্তূরিকাপত্রকং
নেত্রাভ্যাং বিফলীকৃতং কুবলয় দ্বন্দ্বঞ্চ কর্ণার্পিতং।
হারশ্চ স্মিত কান্ত কান্তিভিরলং পিষ্টানুপেষীকৃতঃ
কিং রাধে তব মণ্ডনেন নিতরামঙ্গৈরসি দ্যোতিতা॥

ঘটা, জিনি মুখ ছটা, তাহে সুধাময় হাঁসি॥ দেখহ সজনি সই। মাতাইল হরি, দেখাঞা মাধুরী, বুদ্ধি মুরছই মই॥ ধ্রু॥ নখ চিহ্ন যেন, মঞ্জিষ্ঠা বরণ, পরিসর বুকে রেখা। লীলার আবেশে, চূড়ার সুবেশে, খসল ময়ূর পাখা॥ ঘন শ্রমজল, সব কলেবর, ঐছন মুকুতা পাঁতি। এ যতুনন্দন, দাস তহি ভণ, না জানি এরস মাতি॥

(অনন্তর কৃষ্ণ ও অলঙ্কৃতাঙ্গী শ্রীরাধার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার ললাট লম্বিত চূর্ণ কুন্তল দ্বারা কস্তূরিকার তিলক পুনরুক্ততা প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ পণ্ডিত গণ পুস্তকের কোন স্থান অশুদ্ধ থাকিলে যেমন বর্ত্তুলাকার রেখা দ্বারা তাহা বেষ্টন করেন, তদ্রূপ ব্যর্থতা লাভ করিল, কর্ণার্পিত কুবলয় দ্বয় নেত্র যুগল দ্বারা বিফল হইল এবং হাস্য মণি দ্বারা গলদেশের হার পিষ্টপেষণের ন্যায় নিরর্থক হইল, অতএব হে রাধে! তোমার অলঙ্কার পরিধানের প্রয়োজন কি? অঙ্গ সকলের দ্বারাই আশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছ॥

যথারাগ॥

শুন ধনি সুবদনি রাই। কহ অব কি করু কানাই॥ ধ্রু॥

উভে। উপসৃত্য। সুন্দর ইদং পরম মঞ্জুলং বাসন্তী
কুসুমমণ্ডলং ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণঃ। স্তবক দ্বন্দ্বমাদায় সহর্ষং।
ধ্যেয়েন মুক্তবৃন্দস্য কাম্যমানা মুহুর্ময়া।

হে সুশ্রোণি অতিমুক্তানাং শ্রেণ্যা কর্ত্র্যা ত্বং আশু সেবিতুং যুক্তা ত্বং। কীদৃশী মুহুর্ময়া কাম্যমানা। ময়া কীদৃশেন মুক্তবন্ধস্য ধ্যেয়েন কর্ত্তরি ষষ্ঠী।

নয়ন মদন মুরুছায়। কাজর কেবল দিলু তায় ॥ বিগলিত সুকেশ বানাই। লবঙ্গ রচিলু সেই ঠাঞি ॥ দেখ হে কুবলয় শ্রবণে। যাহা দিঠি উৎপল সুষমে ॥ বিফলে রচিনু হিয়া হার। যাহা তুমি সুহাস সঞ্চার ॥ কপোলে রচিনু তুয়া চিত্র। চিবুকে বিন্দুনিরমিত্র ॥ পয়োধর লেখইতে তোর। সঘনে কাপয়ে তনু মোর ॥ ইথে তুহু না করিবি রোষ। মধুকর চাপলহি দোষ ॥ বিফল তোঁহারি তনু বেশ। সহজ তনুতে তনু বেশ ॥ হেম-মণি মুকুর সহিতে। কঠিন লাগয়ে মোর চিতে ॥ এ যতুনন্দন দাস ভণে। কহইতে হরি কহে আনে ॥

বৃন্দা ললিতা। (নিকটে গমন পূর্ব্বক) সুন্দর! এই পরম মনোহর মাধবীপুষ্পের গুচ্ছ অবলোকন কর ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণ। (স্তবকদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক হর্ষের সহিত) হে সুশ্রোণি! মুক্ত পুরুষ সকল আমার সেবা করিয়া থাকে, সেই আমি তোমাকে বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি তুমি শ্রেণী পূর্ব্বক এই মাধবীপুষ্পের গুচ্ছ দুইটী সেবন করিতে যোগ্য

যুক্তা ত্বমতিমুক্তানাং শ্রেণ্যা সুশ্রোণি সেবিতুং ॥
ইতি রাধামবতংসয়তি ॥ ৬৭ ॥
নেপথ্যে ॥
অনুপরমতি যামে কামমহ্নস্তৃতীয়ে
জলদ সময় লক্ষ্মী যৌবনোজ্জৃম্ভণেঽদ্য।
নব যবস কদম্বৈস্তর্পিতানাং কদম্বং
কলয়তি সুরভীণাং গোকুলায়াভিমুখ্যং ॥ ৬৮ ॥

ললিতা। রাহে অণুজাণেহি। রত্তিমণ্ডণত্থং দুল্লহং বসন্ত

অতিমুক্তানাং অতিশয়েন মুক্তানাং মাধবীপুষ্পাণাঞ্চ অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্বাসন্তী মাধবীলতেত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

অদ্য সুরভীনাং কদম্বং সমূহঃ অহ্নস্তৃতীয়ে যামে প্রহরে অনুপরমতি অসমাপ্তে সতি গোকুলায় গোকুলং প্রবেষ্টুং আভিমুখ্যং কলয়তি করোতী ত্যন্বয়ঃ। অদ্য কিম্ভূতে জলদ সময় লক্ষ্ম্যা বর্ষাকাল শোভায়া যৌবনস্য বিস্তারস্য উজ্জৃম্ভণং প্রকাশো যত্র তথা ভূতে ॥ ৬৮ ॥

ললি। রাধে অনুজ্ঞাং দেহি রাত্রিমণ্ডনার্থং রাত্রৌ ভূষণার্থং দুর্লভ বসন্ত

হও। (এই বলিয়া শ্রীরাধার কর্ণ দ্বয়ে সমর্পণ করিলেন) ॥ ৬৭ ॥

(বেশ গৃহে)

আজ দিবার তৃতীয় প্রহর গত না হইতে হইতেই বর্ষা ঋতুর প্রগাঢ় শোভা বিস্তার হেতু নব তৃণ সমূহে সুরভীগণ পরিতৃপ্ত হইয়া গোকুলের অভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৬৮ ॥

ললিতা। রাধে! আজ্ঞা কর রাত্রি কালের ভূষণ জন্য

কুসুমং গেহ্নিস্সং। ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা জনান্তিকং। বৃন্দে কিঞ্চিদ্বিনোদং বিধাতুং কামোঽস্মি। তদত্র প্রিয়ায়াঃ প্রত্যয়িতেয়ং পুরো দ্রুমাধিরূঢ়া কক্খটী তয়া মম পক্ষগ্রাহিণী ক্রিয়তাং ॥

বৃন্দা। ভবতু যতিস্যে ॥

কৃষ্ণঃ। রাধামবেক্ষ্য। প্রিয়ে চন্দ্রা ইত্যর্দ্ধোক্তে কৃত্রিমং সংভ্রমং নাটয়তি ॥ ৬৯ ॥

রাধিকা। সখেদং হদ্ধী হদ্ধী কধং এব্বং সুণন্তং বি ণ মে

কুসুমং গ্রহিষ্যামি। প্রত্যায়িতা প্রতীতিকারিণী মৎ পক্ষ গ্রাহিণী মৎ কার্য্য সহায়া। কৃত্রিমং সংভ্রমেণ হে প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ইতি গোত্রস্খলনং জ্ঞাপয়তি ॥ ৬৯ ॥

রাধি। হা ধিক্ হা ধিক্ কথমেবং শৃণ্বদপি ন মে স্ফুটিতং কর্ণযুগলং।

দুর্ল্লভ বসন্ত কুসুম সকল চয়ন করিগা ॥ (এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক হস্তাবরণ দিয়া) বৃন্দে। আমি কিঞ্চিৎ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এ কারণ তুমি অগ্রবর্ত্তি বৃক্ষারূঢ়া প্রিয়তমার পক্ষ গ্রাহিণী কক্খটীকে আমার পক্ষপাতিনী কর ॥

বৃন্দা। হউক, যত্ন করিব ॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে চন্দ্রা, (এই অর্দ্ধোক্তিতে কৃত্রিম সংভ্রমপ্রকাশ করিলেন) ॥৬৯॥

শ্রীরাধা। (খেদের সহিত) হা ধিক্ হা ধিক্। এ কথা

পপ্ফুড়িদং কণ্ণজুঅলং।

বৃন্দা। স্বগতং। পিঞ্ছিকা ভ্রমণেন কক্খটীমুম্মাদ্য হরের ভীষ্টং ব্যাহারয়িষ্যে ইতি অলক্ষিতং তথা কৃত্বা প্রকাশং। সখি রঙ্গে মা ভজ বৈমুখ্যং।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে চন্দ্রাননে কিমকাণ্ডে বিমনস্কাসি॥

নেপথ্যে॥

সামিণি ইমিণা তুজ্ঝ মুদ্ধত্তণেণ ললিদা ণ জীবিস্সদি॥

রাধিকা। ঊর্দ্ধমবলোক্য স্বগতং। নিঃসন্দেহ ম্হি কিদা কক্খডিআএ। প্রকাশং। পঅণ্ডং ক্খু কুলিস বিপ্ফু

স্বামিনি অনেন তব মুগ্ধত্বেন ললিতা ন জীববিষ্যতি।

রাধি। নিঃসন্দেহাস্মি কৃতা কক্খটিকয়া। প্রচণ্ডং খলু কুলিশ বিস্ফুর্জিতং

শুনিয়া আমার কর্ণ যুগল স্ফুটিত হইল না কেন?॥

বৃন্দা। (মনে মনে) ফলাদি দ্রব্য রক্ষণ পাত্র ভ্রমণ দ্বারা কক্খটীকে লুব্ধ করিয়া কৃষ্ণের অভীষ্টবাক্য বলাইব। (এই বলিয়া অলক্ষিতে তদ্রূপ কার্য্য করত প্রকাশ পূর্ব্বক) সখি! কৌতুক কার্য্যে বিমুখ হইও না॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাননে! অকারণে বিমনস্ক হইলা কেন?॥

(বেশ গৃহে)

হে স্বামিনি! তোমার এই মুগ্ধত্ব দেখিয়া ললিতা জীবন ধারণ করিতে পারিবে না॥

শ্রীরাধা। (উদ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনে মনে) কক্খটিকা আমাকে নিঃসন্দেহ করিল। (এই বলিয়া প্রকাশ

জ্জিদং কথং ডিণ্ডিমাডম্বরেণ সম্বরণিজ্জং হোহু ইতি পরাঙ্মুখী ভবতি ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণঃ। অপবার্য্য ।

সমরোদ্ধুর কামকার্ম্মুকশ্রীবিজয়ি
ভ্রূযুগমাকুলাক্ষি পদ্মং।
বিধুরীকৃতমপ্যতি ক্রুধাগ্রে
মম রাধাবদনং মনো ধিনোতি ॥

ইতি রাধাপটাঞ্চলমুচ্চাল্য। সুন্দরি মধুরেণ সমাপ্যতাং মধুবিহারকৌতুকং।

চন্দ্রা ইতি অর্দ্ধ সম্বোধন ধ্বনিঃ ডিণ্ডিমাডম্বরেণ চন্দ্রাননে ইতি পরিস্কৃত সম্বোধন ধ্বনিনা সম্বরণীয়ং সংগোপনীয়ং কথং ভবতু ॥ ৭০ ॥

কীদৃশং রাধাবদনং সমরোদ্ধুরস্য যুদ্ধ প্রচণ্ডস্য কামস্য কার্ম্মুকশ্রিয়ঃ ধমুঃ শোভায়াঃ অপি বিজয়িনো ভ্রুবোর্যুগং যত্র।

পূর্ব্বক) বজ্রাঘাতের প্রচণ্ড শব্দ কি ডিণ্ডিম বাদ্যে সম্বরণ করা যায়? অর্থাৎ চন্দ্রা এই অর্দ্ধ সম্বোধন ধ্বনি কি হে চন্দ্রাননে! এই স্পষ্ট সম্বোধন দ্বারা গোপন হয়। (এই বলিয়া বিমুখী হইলেন) ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) যাহাঁর ভ্রূ যুগল সমরোদ্ধত কন্দর্পের ধনু শোভাকে জয় করিতেছে এবং যাহাঁর নয়ন যুগল পদ্ম শ্রীকে আকুল করতেছে, ক্রোধ সন্তপ্ত সেই রাধা-বদন আমার মনে অতিশয় আনন্দপ্রদান করিতে লাগিল। (এই বলিয়া শ্রীরাধার পটাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক) সুন্দরি! বসন্তবিহার কৌতুক মধুরতা দ্বারা সমাপন কর ॥

পুনর্নেপথ্যে। হদ্ধী হদ্ধী ভো পউমাসিক্‌খে ছুট্‌ঠসারসি তুমং পি মাং কড়ক্‌খেসি তা কীস পরাণং ধারেমি ॥ ৭১ ॥

রাধিকা। নিশ্বস্য সরোষমপসর্পন্তী। বৃন্দে পরং কিত্তিঅং বিড়ম্বিদম্মি। তা ঝত্তি বারেহি ণং কবড পরিবাডি ণাডঅ সুত্তধারং ভুঅণমারারম্ভি মুরলী সিক্‌খা ণীসঙ্কং করালিআ

হা ধিক্ হা ধিক্ ভো পদ্মাশিষ্যে দুষ্ট সারসি ত্বমপি মাং কটাক্ষয়সি তৎ কস্মাৎপ্রাণং ধারয়ামি ইতি কক্‌খটিকা বচনেন চন্দ্রাবলী পরিবারাণাং নিভৃত স্থিতিং জ্ঞাপয়তি ॥ ৭১ ॥

রাধি। বৃন্দে পরং কেবলং কিয়ন্তং বিড়ম্বিতাস্মি তজ্‌ঝটিতি বারয় এনং কপট পরিপাটি নাটক সূত্রধারং। ভুবনমারারম্ভি মুরলী শিক্ষা নিঃশঙ্কং ভুবনানাং মারণারম্ভবত্যৈা কন্দর্পারম্ভ কারিণ্যৈা বা মুরল্যৈা যা শিক্ষা মারয় চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ জন্তুনিতি তয়া নিঃশঙ্কং ভুবনানাং পাপাদি ভয় রহিতং। মুরলীনাদেন কর্ণদংসিতাশ্চেদ্বয়ং ভবেম কথমস্য বশে স্যাম ইতিভাবঃ অথচ করালিকানপ্তৃী ক্রীড়াকুরঙ্গঃ বশবর্ত্তি নর্ত্তক বানরো লোকে ক্রীড়াকুরঙ্গং

(পুনরায় বেশ গৃহে কক্‌খটিকার উক্তি)

হা ধিক্ হা ধিক্, ভো পদ্মাশিষ্যে দুষ্ট সারসি! তুমিও আমাকে কটাক্ষ করিতেছ, তবে আমি কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাধা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধের সহিত গমন করিয়া) বৃন্দে! কত বিড়ম্বনা ভোগ করিব, এই কপট পরিপাটী নাটক সূত্রধার যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনে কন্দর্প উদ্দীপক মুরলী শিক্ষায় নিঃশঙ্ক এবং করালিকা নপ্তৃীর

ণত্তিণী কীড়াকুরঙ্গং ॥

কৃষ্ণঃ । সানন্দ স্মিতং । সখি বৃন্দে প্রসাধয় রাধাং ।

বৃন্দা । সখি রাধে বিদগ্ধবধূনাং মূর্দ্ধন্যাসি তদকাণ্ডে কঠোর মান কাণ্ডেন নাপসারয় বল্লভ কৃষ্ণসারং ॥

রাধিকা । বাঢমবজ্ঞামভিনীয় এথ অবথাতুং ণ জুত্তম্হি ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥

কৃষ্ণঃ । বৃন্দে বলীয়সি রোষানলে সাম মাধ্বীকমুদ্দীপনায়ৈব তদলমত্রানুযাত্রয়া ।

বশবর্ত্তি নর্ত্তক বানরো লোকে ক্রীড়াকুরঙ্গ উচ্যতে । রাধি অত্রাবস্থাতুং ন যুক্তাস্মি ॥

ক্রীড়ামৃগ, অতএব ইহাকে নিবারণ কর ॥

কৃষ্ণ । (আনন্দ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি বৃন্দে ! শ্রীরাধাকে প্রসন্ন কর ॥

বৃন্দা । সখি রাধে ! তুমি রসিক বধূগণের শিরোমণি, তবে অকারণ কেন কঠোর মান কাণ্ড দ্বারা বল্লভ রূপি কৃষ্ণ সারকে দূরীভূত করিতেছ ॥

শ্রীরাধা । (আপনার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক) আমার এখানে থাকা উপযুক্ত নয় । (এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । বৃন্দে ! বলবান্ ক্রোধাগ্নিতে সাম বাক্য রূপা মধু প্রক্ষেপ করিলে উদ্দীপনের নিমিত্ত হইবে, অতএব তোমার অনুগমন করা উচিত নহে ॥

বৃন্দা। কিমত্রযুক্তং।

কৃষ্ণঃ। বৃন্দে বরবর্ণিনীবেশেন রাধাং সাধয়িতুমিচ্ছামি তদত্র ভবত্যা সমাধানমধ্যবসীয়তাং।

বৃন্দা। সাঙ্গীকারং স্মিতং করোতি।

কৃষ্ণঃ। সখি গৌরাঙ্গ রাগসঙ্গতং বরাঙ্গনা বেশসাধনং কথমত্রাভিলপ্স্যে।

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স অথি গোরীঘরে তহা দিব্ব বেস সামগ্গী জা পউমাএ মহ হত্থে সমপ্পিদা ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণঃ। সহর্ষং। বৃন্দে গৌরীগৃহ গম্ভীরিকায়াং ভবিষ্যামি

মধু। হে প্রিয় বয়স্য অস্তি গৌরীগৃহে তথাপি দিব্যবেশ সামগ্রী পদ্ময়া মম হস্তে সমর্পিতং ॥ ৭২ ॥

বৃন্দা। তবে এবিষয়ে যুক্তি কি ?।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! উত্তম স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করাইতে ইচ্ছা করি। এ কারণ তুমি বেশ যোগ্য দ্রব্য সকল আনয়ন কর ॥

বৃন্দা। (অঙ্গীকারের সহিত) ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥

কৃষ্ণ। সখি! গৌরাঙ্গ রাগ সম্পাদক বরাঙ্গনা বেশ যোগ্য দ্রব্য সকল এখানে কিরূপে প্রাপ্ত হইব ॥

মধুমঙ্গল। (প্রবেশ করিয়া) প্রিয় বয়স্য! বরবর্ণিনী বেশ যোগ্য সামগ্রী গৌরী গৃহে রহিয়াছে, ঐ সমুদায় দ্রব্য পদ্মা আমার হস্তে প্রদান করিয়াছিল ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত) বৃন্দে। গৌরী গৃহের গম্ভীরিকায়

তদাত্মভগিনী ভাবেন সংভাবনীয়োঽহং ইতি সবয়স্যো নিষ্ক্রান্তঃ ।

বৃন্দা । পরিক্রম্য দূরে দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী চম্পক লবঙ্গ বকুলান্য বচিন্বত্যোর্বয়স্যয়োরত্রাস্ফুটমিদমেব সলজ্জং রাধাবৃত্তং নিবেদয়তি ।

প্রবিশ্য তথাবিধা রাধা । সহি তদো অহং অণুণেদুং পউত্তং ণং অবহীরিঅ এত্থ পত্তম্হি ॥

ললিতা । রাহে ণ কৃখু তুমম্মি কহ্নস্স গোত্ত কৃখলিদং সিবি

সখি ততোঽহং অনুনেতুং প্রবৃত্তং এনং কৃষ্ণং অবজ্ঞাতং কৃত্বা অত্র প্রাপ্তাস্মি ।

ললি । রাধে ন খলু ত্বয়ি কৃষ্ণস্য গোত্র স্খলিতং স্বপ্নেপি সংভাব্যতে । তস্মাৎ

থাকিব । অতএব তুমি আমাকে স্বীয় ভগিনী ভাবে সম্ভাবনা করিও । (এই বলিয়া বয়স্যের সহিত গমন করিলেন) ॥

বৃন্দা । (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তথায় শ্রীরাধা চম্পক লবঙ্গ বকুল কুসুম চয়ন কারিণী ললিতা বিশাখা সখী দ্বয়ের নিকট সলজ্জে স্পষ্টরূপে এই বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা । (ঐ অবস্থায় প্রবেশ করিয়া) সখি ! তাহার পর কৃষ্ণ আমাকে অনুনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে আসিয়াছি ॥

ললিতা । রাধে ! তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের গোত্র স্খলন (অন্য

ণেবি সম্ভাবীঅদি তা পইদি মত্তাণং পসূণং পলাবে কিদ বীসম্ভা তুমং বঞ্চিদাসি ॥ ৭৩ ॥

বিশাখা। হদ্ধী হদ্ধী ললিদে পেক্‌খ অজ্জ সোহগ্‌গ পুণ্ণিমাহে আরদ্ধ সংঘরিসা বলিণো পডিবক্‌খা তা বিড়ম্বিদহ্মা দবেবণ ॥

ললিতা। বিসাহে সচ্চং কধেসি। এত্থ মহূসবে জই অহ্মাণং মুহমালিণ্ণং সবত্তীও পেক্‌খিস্‌সন্তি তদো সোল্লুণ্ঠং কডক্

প্রকৃতি মত্তানাং পশূনাং প্রলাপে কৃত বিশ্রম্ভা ত্বং বঞ্চিতাসি ॥ ৭৩ ॥

বিশা। হা ধিক্ হা ধিক্ ললিতে পশ্য অদ্য সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিবসে আরব্ধ সংঘর্ষাৎ বলিনো বিপক্ষ পক্ষাঃ তস্মাদ্বিড়ম্বিতাঃ স্ম দৈবেন ॥

ললি। বিশাখে সত্যং কথয়সি। অত্র মহোৎসবে যদি অস্মাকং মুখমালিন্যং সপত্ন্যঃ দ্রক্ষ্যন্তি। ততঃ সৌলুণ্ঠং কটাক্ষং কুর্ব্বন্ত্যো হসিষ্যন্তি ॥ ৭৪ ॥

নামোল্লেখে আহ্বান) স্বপ্নেও সম্ভব নয়, অতএব তুমি স্বভাব মত্ত পশুগণের প্রলাপে বিশ্বাস করিয়া বঞ্চিত হইলা ॥ ৭৩ ॥

বিশাখা। হা ধিক্ হা ধিক্ ললিতে! দেখ আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমার দিবসে বিপক্ষ কুলে কৃষ্ণসৌভাগ্য হওয়াতে তাহারা বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল অতএব আমরা দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলাম ॥

ললিতা। বিশাখে! সত্য বলিতেছ, এই সৌভাগ্য পূর্ণিমার মহোৎসবে যদি বিপক্ষগণ আমাদের মুখ মালিন্য দেখে তাহা হইলে তাহারা আমাদের প্রতি পরিহাসের

থন্তীও হসিস্সন্তি ॥ ৭৪ ॥

রাধিকা। স্বগতং। সাহু সহীও মন্তেদি তা কিং এত্থ শরণং ॥

বৃন্দা। উপসৃত্য ললিতে রামানুজস্য নিদেশেন রামমুপনেতুং প্রস্থিতাস্মি ॥

ললিতা। কিত্তি।

বৃন্দা। বসন্তশ্রী দর্শনায়।

বিশাখা। সহি বুন্দে কৃখণং বিলম্বিঅ কুণ সন্ধিং।

বৃন্দা। সত্যং জানীহি ময়া দুষ্করোদ্য সন্ধিঃ।

বিশাখা। কহম্বিঅ।

সাধু সখ্যো মন্ত্রয়ন্তি তস্মাৎ কিমত্র শরণং ॥

ললি। কিমর্থং। বিশা। সখি বৃন্দে ক্ষণং বিলম্ব্য কুরু সন্ধিং।

বিশা। কথমিব।

সহিত কটাক্ষপাত করিয়া হাস্য করিবে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) সখীগণ ত ভাল কথা বলিল, তবে এখন উপায় কি ? ॥

বৃন্দা। (আগমন করিয়া) ললিতে! রামানুজের নিদেশে রামকে আনয়ন করিতে যাইতেছি ॥

ললিতা। কি জন্য ?।

বৃন্দা। বসন্ত শোভা দর্শনার্থ ॥

বিশাখা। ক্ষণ কাল বিলম্ব করিয়া সন্ধি কর ॥

বৃন্দা। সত্য জানিও আমার দ্বারা এ সন্ধি দুষ্কর ॥

বিশাখা। কি জন্য ?।

বৃন্দা। পৃচ্ছতামাত্ম সখী যয়াদ্য দুরুক্তিভিরপরঞ্জিতঃ কুঞ্জেক্ষণঃ ॥

রাধিকা। নিশ্বস্য হলা বুন্দে তুমং চেঅ গদী।

বৃন্দা। সব্যাজ রোষং।

অসূয়া চণ্ডালী হৃদি পদমিতা চণ্ডি বিবিশু
র্ন বাচস্তে পথ্যাঃ শ্রুতিসরণি সীমাঞ্চলমপি।
ইদানীমৌদাস্যং বশগমদিরাক্ষীততিরগা
ন্মুকুন্দো নির্দ্বন্দ্বী ভব সখি মুধা নিঃশ্বসিষি কিং ॥ ৭৫ ॥

সখি বৃন্দে ত্বমেব গতি। হৃদিপদং স্থানং ইতা প্রাপ্তা অতএব পথ্যা বাচো ন বিবিশুঃ ॥ ৭৫ ॥

বৃন্দা। আপনার সখীকে জিজ্ঞসা কর, ইনি আজ দুরুক্তি দ্বারা পদ্মলোচনকে তিরস্কার করিয়াছেন ॥

শ্রীরাধা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি বৃন্দে! তুমিই আমার গতি ॥

বৃন্দা। (ছল পূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া) হে কোপনে! তোমার হৃদয়ে অসূয়া চণ্ডালী প্রবেশ করিয়াছে, হিত বাক্য সকল কর্ণপদবীর সীমাঞ্চলেও প্রবেশ করাও নাই, এক্ষণে মুকুন্দ খঞ্জনাক্ষীদিগের বশতাপন্ন হইয়া তোমার প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব হে সখি! মিথ্যা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে কি হইবে, নির্বিরোধে অবস্থিতি কর ॥ ৭৫ ॥

ললিতা। হলা কহিং সো ক্খু মোহণো।

বৃন্দা। গৌরী সদ্মনি।

ললিতা। কিং করেদি।

বৃন্দা। নিকুঞ্জবিদ্যয়া সার্দ্ধং গোষ্ঠীং তনোতি।

তিস্রঃ। সহি কা ক্খু ণিউঞ্জবিজ্জা।

বৃন্দা। স্ফুটং বিহস্য অহো মৌগ্ধ্যং কিশোরীণাং যদমূরতি প্রসিদ্ধামপি নিকুঞ্জবিদ্যাং ন বিদন্তি।

তিস্রঃ। সলজ্জং সহি কধেহি সচ্চং ণ জাণহ্মি।

বৃন্দা। হন্ত ভো কা নাম সা গোকুলে বল্লববালিকাস্তি

ললি। সখি কুহি সঃ খলু মোহনঃ। কিং করোতি। সখি কা খলু নিকুঞ্জ বিদ্যা। সখি কথয় সত্যং ন জানীমঃ। স্বসারং ভগিনীং বস্তু তস্তু স্বস্ত

ললিতা। সখি! সেই মোহন এখন কোথায়?।

বৃন্দা। গৌরীগৃহে॥

ললিতা। কি করিতেছেন?।

বৃন্দা। নিকুঞ্জবিদ্যার সহিত আলাপ করিতেছেন।

তিস্র। অর্থাৎ ললিতা বিশাখা ও শ্রীরাধা। সখি! নিকুঞ্জ বিদ্যা কে?।

বৃন্দা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) অহো! কিশোরিকাদিগের কি মুগ্ধতা, যে হেতু অতি প্রসিদ্ধ নিকুঞ্জবিদ্যাকেও জানে না।

তিন জন। (লজ্জার সহিত) সখি! বল, সত্য আমরা তাঁহাকে জানি না॥

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্য! এই গোকুলে এমন বিশুদ্ধ গোপ-

যা খলু স্বসারং মে ভাণ্ডীবদেবতাং ন জানাতি ॥ ৭৬ ॥

ললিতা। বুন্দে দেহি তুমং মন্তং জেণ এদং বেসম্মং সুহো দক্কং ভবে ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দা। সখি গোকুলানন্দ নিগূঢ় বিশ্রম্ভ মণিমঞ্জুষিকেয়ং নিকুঞ্জবিদ্যা। তদিমাং ভজেম ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি ॥ ৭৮ ॥

রাধিকা। বুন্দে এদং চ্চেঅ গৌরীমণ্ডবং তা এত্থ পবিসিঅ সণ্ণাএ কড্‌ঢেহি ণিউঞ্জবিজ্জং।

মম সারং কৃষ্ণং ॥ ৭৬ ॥

বৃন্দে দেহি ত্বং মন্ত্রং। যেন এতদ্বৈষম্যং সুখোদর্কং ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দে এতদেব গৌরীমণ্ডপং তদত্র প্রবিশ্য সংজ্ঞয়া কপটাহ্বানেন কর্ষয় নিকুঞ্জবিদ্যাং ॥ ৭৮ ॥

বালিকা কে আছে যে আমার ভগিনী ভাণ্ডীর দেবতাকে জানে না? ॥ ৭৬ ॥

ললিতা। বৃন্দে! তুমি মন্ত্রণা দাও, যাহাতে আমাদের এই বৈষম্য উত্তরকালে সুখপ্রদ হয় ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দা। সখি! এই নিকুঞ্জবিদ্যা গোকুলানন্দের নিগূঢ় বিশ্বস্তমণির মঞ্জুষিকা অর্থাৎ পেটারিকা, অতএব ইহাঁকে আমরা আশ্রয় করিগা। (এই বলিয়া সকলে গমন করিলেন) ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধা। বৃন্দে! এই ত গৌরীমণ্ডপ, তবে এখানে প্রবেশ করিয়া কপট আহ্বান দ্বারা উহাঁকে বাহির করিয়া আন ॥

বৃন্দা। কৃতোদ্গ্রীবমালোক্য স্বগতং হন্ত গৌরীমিব কিশোরীং হরিং পশ্যামি। প্রকাশং। সখ্যঃ কেবলমেকাত্র ভাণ্ডীর দেবতৈব শিখণ্ডেন কুণ্ডলং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে॥

তিস্রঃ। অসচ্চ সংসিণি চিট্ঠ চিট্ঠ জং এসো তাণ্ডবীও সিহণ্ডী পঙ্গণে চিট্ঠদি॥

বৃন্দা। হন্ত ভো দাক্ষিণ্য শূন্যাঃ স্বয়মাগত্য সমক্ষমীক্ষ্যতাং কিমত্রানুমানেন॥

ললিতা। হলা ফুড়ং তন্দাউলদা চন্দইণো জাদা। জং

অসত্য শংসিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ যদেষ তাণ্ডবিক শিখণ্ডী প্রাঙ্গনে তিষ্ঠতি। সখি স্ফুটং তন্দ্রাকুলতা চন্দ্রকিনো জাতা। যৎ নিষ্ক্রামন্ চন্দ্রকমৌলি অনেন

বৃন্দা। (গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া মনে মনে) কি আশ্চর্য্য! গৌরীর ন্যায় হরিকে কিশোরী দেখিতেছি। (প্রকাশ করিয়া) অহে সখী সকল! এখানে কেবল একা ভাণ্ডীর দেবতাই ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা মণ্ডল রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন॥

তিন জন। মিথ্যাবাদিনি! থাক থাক, যে হেতু এই তাণ্ডবিক শিখণ্ডী প্রাঙ্গণে রহিয়াছে॥

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্য! অহে! তোমাদের দাক্ষিণ্য মাত্র নাই, অনুমানে প্রয়োজন কি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাতে অবলোকন কর॥

ললিতা। সখি! স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এখান হইতে যখন কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিয়াছেন, তখন এই ময়ূর তন্দ্রাকুল

ণিক্কমন্তো চন্দঅমণ্ডলী ইমিণা ণ লক্খিদো ॥ ৭৯ ॥

রাধিকা। হলা ঘরং পবিসিঅ ণিকুঞ্জবিজ্জং পুচ্ছহ্ম ইতি সর্ব্বাঃ প্রবেশং নাটয়ন্তি।

প্রবিশ্য জটিলা। ভণি ম্হি পেম্মেণ পউমাএ অজ্জে জডিলিএ দিট্ঠিআ বড্ঢসি গোঅড্ঢণো বিঅ তুহ পুত্তো বি গোকোডিঈসরো হুবিস্সদি জং দিট্ঠং মএ অজ্জ গোরীতীথে রাহিএ গোরী আরাহীঅদি ত্তি তা গদুঅ বহুডিঅং আসিসাহিং বড্ঢাইস্সং ইতি পরিক্রম্য

লক্ষ্যন্তে ॥ ৭৯ ॥

সখি গৃহং প্রবিশ্য নিকুঞ্জবিদ্যাং পৃচ্ছামঃ। ভণিতাস্মি প্রেম্ণা পদ্ময়া আর্য্যে জটিলিকে দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে গোবর্দ্ধন ইব তব পুত্রোঽপি গোকোটীশ্বরো ভবি-

লোচনে ছিল, এ নিমিত্ত এ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রাঙ্গণে রহিয়াছে ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধা। সখি! আমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া নিকুঞ্জ বিদ্যাকে জিজ্ঞাসা করি। (এই বলিয়া সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন) ॥

জটিলা। (প্রবেশ করিয়া) প্রেম বশতঃ পদ্মা আমাকে বলিয়াছে, আর্য্যে জটিলে! ভাগ্য বলে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ, গোবর্দ্ধনের ন্যায় তোমার পুত্র গোকোটির ঈশ্বর হইবে, যে হেতু আমি আজ দেখিয়াছি, গৌরী তীর্থে শ্রীরাধা গৌরী আরাধনা করিতেছেন, তবে চল আশীর্ব্বাদ দ্বারা বধূকে বর্দ্ধিত করিব। (এই বলিয়া গমন

রঙ্গিণীঅঙ্গনে দৃষ্ট্বা সানন্দং সাহু পউমে সাহু অসচ্চ
ভাসিণী ণাসি ॥ ৮০ ॥
পুনর্নিভাল্য সখেদং হদ্ধী হদ্ধী কহং গোরীসিংহস্স
সিরে তাণ্ডবিও চিট্ঠই তা পরাবট্টিঅ পুত্তং আণিস্সং
ইতি ধাবন্তী নিষ্ক্রান্তা ॥

রাধা। জনান্তিকং। সহীও পেক্খ লোঅত্তরং কিম্পি
গোরীএ সোন্দরিঅং ॥ ৮১ ॥

ষ্যতি। বদ্ধৃষ্টং ময়া গৌরীতীর্থে রাধিকয়া গৌরী আরাধ্যতে ইতি। তস্মাদ্গত্বা বধূকং আশিভির্বর্দ্ধয়িষ্যামি। সাধু পদ্মে সাধু অসত্যভাষিণী নাসি ॥ ৮০ ॥
হা ধিক্ হা ধিক্ কথং গৌরী সিংহস্য শিরসি তাণ্ডবিক স্তিষ্ঠতি। তস্মাৎ পরাবৃত্য পুত্রং আনয়িষ্যামি কৃষ্ণসঙ্গতাং বধূং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। সখ্যঃ পশ্যত লোকোত্তরং কিমপি গৌর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যং ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে রঙ্গিণীকে দেখিয়া আনন্দের সহিত)
সাধু পদ্মে! সাধু, তুমি মিথ্যা কথা বল নাই ॥ ৮০ ॥
(পুনরায় দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক খেদের সহিত) হা ধিক্
হা ধিক্, গৌরী সিংহের শিরে তাণ্ডবিক ময়ূর অবস্থিতি
করিতেছে, তবে ফিরিয়া গিয়া পুত্রকে আনয়ন করি,
কৃষ্ণসঙ্গতা বধূকে দেখাইব। (এই বলিয়া দৌড়িয়া
চলিল) ॥

শ্রীরাধা। (হস্তাবরণ দিয়া) অহে সখি সকল! অবলোকন
কর, গৌরী গৃহের কি চমৎকার লোকাতীত শোভা ॥৮১॥

সখ্যৌ। সচ্চং সচ্চং ঠাণে কহ্‌স্‌স পেম্ম বিসম্ভ সম্ভাবিদা এসা ॥

রাধিকা। ণং অদিট্‌ঠ পুব্বং সম্ভাসিতুং সসম্ভমম্মি ইত্যপত্রপাং নাটয়তি ॥

নেপথ্যে ॥

যামি বৃন্দে নূনং রাধয়া নাহং পরিচীয়ে।

ময়াতু সহস্রধেয়মনুভূয়মানাস্তি ॥

বৃন্দা। স্বগতং। চিত্রং চিত্রং সাক্ষাদঙ্গনা কণ্ঠধ্বনি রে বায়ং ॥ ৮২ ॥

রাধিকা। বুন্দে ণ জাণে কীস প্পসহং ণিউঞ্জবিজ্জাএ সিণিজ্

সখি সত্যং সত্যং স্থানে কৃষ্ণস্য প্রেমবিশ্রম্ভ সম্ভাবিতা এষা স্থানে যুক্তমেত দিত্যর্থঃ। এনাং অদৃষ্ট পূর্ব্বাং সম্ভাষিতুং সসম্ভ্রমাস্মি ॥ ৮২ ॥

বৃন্দে ন জানে কস্মাৎ প্রসভং হঠাৎকারেণ নিকুঞ্জবিদ্যায়াঁ স্নিহ্যতে মম

ললিতা বিশাখা। সখি! সত্য সত্য, কৃষ্ণপ্রেমের এই প্রকার শোভা উপযুক্ত বটে ॥

শ্রীরাধা। এই অদৃষ্ট পূর্ব্বাকে সম্ভাষা করিতে সম্ভ্রমাকুল হইয়াছি। (এই বলিয়া নির্লজ্জতা প্রকাশ করিলেন) ॥

(বেশগৃহে)

বৃন্দে। আমি যাইতেছি শ্রীরাধা বলিতেছেন আমার সঙ্গে পরিচয় নাই, কিন্তু আমি উহাঁকে সহস্রবার দেখিয়াছি ॥

বৃন্দা। (মনে মনে) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! এ যে সাক্ষাৎ স্ত্রীজাতির কণ্ঠধ্বনি ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধা। বৃন্দে! হঠাৎ কেন নিকুঞ্জবিদ্যার প্রতি আমার

ঝদি মে হিঅঅং।

বৃন্দা। সখি তত্বং জানে ন চিত্রমিদং যদসাবপি চিরং ত্বয্যনুরজ্যতি ॥ ৮৩ ॥

রাধিকা। সানন্দমনুস্থত্য হলা ণিউঞ্জবিজ্জে কহিং সো তুহ ণিউঞ্জণাঅরো ॥

নেপথ্যে। সখি কস্তং জনো জানাতি ॥

ললিতা। সহি ণিউঞ্জবিজ্জে মুঞ্চ পরিহাস চ্ছলং। অপ্পবগ্গো দে অহ্মারিসো জণো ॥ ৮৪ ॥

হৃদয়ং ॥ ৮৩ ॥

সখি নিকুঞ্জবিদ্যে কস্মিন্ স তব নিকুঞ্জনাগরঃ।

ললি। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে পরিহাসস্য ছলং ত্যজ। আত্মবর্গস্তে অস্মাদৃশো-জনঃ ॥ ৮৪ ॥

হৃদয় স্নেহ যুক্ত হইতেছে ॥

বৃন্দা। সখি! ইহা আশ্চর্য্য নয় আমি যথার্থ জানি নিকুঞ্জ বিদ্যাও তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ॥ ৮৩ ॥

শ্রীরাধা। (সানন্দে নিকটে গিয়া) সখি নিকুঞ্জবিদ্যে! তোমার নিকুঞ্জনাগর কোথায়? ॥

(বেশগৃহে)

সখি! কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জানে ॥

ললিতা। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে! পরিহাস ছল পরিত্যাগ কর, আমাদের মত ব্যক্তি তোমার আত্মপরিবার ॥ ৮৪ ॥

(বেশগৃহে) *

নেপথ্যে। বাঢ়ং তত্ত্বমবিজ্ঞায় তপ্যমানঃ কৃশানুনা।
কথং শারদপদ্মাক্ষি পারদঃ পরিলভ্যতে ॥

বৃন্দা। জনান্তিকং।
স্মেরা কপোলপালী সংসতি দূত্যং নিকুঞ্জবিদ্যায়াঃ।
রাধে মৃদুলয় তদিমাং স্নেহেনাভ্যজ্য ভব্যেন ॥

রাধিকা। হলা নিউঞ্জবিজ্জে কীস বুন্দেব্ব ণাণু বন্ধসি সিণেহ
বন্ধং ॥ ৮৫ ॥
নেপথ্যে ॥
বিধিঃ পদ্মে পাদৌ নবকদলিকে সকৃথি যুগলং

সখি নিকুঞ্জবিদ্যে কস্মাদ্বৃন্দেব নানুবধ্নাসি স্নেহবন্ধং ॥ ৮৫ ॥
বিধির্বিধাতা পদ্মে দ্বে আপাদ্য সকৃথি যুগলং এবং সর্ব্বত্র মৃদূণাং পদ্মাদীনাং

হে শারদ বারিজ নয়নে! তুমি নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া মানাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছ, কিরূপে পারদ লাভ করিতে পারিবা অর্থাৎ স্নিগ্ধা হও, উত্তপ্তে পারদ লাভ হয় না ॥

বৃন্দা। (হস্তাবরণ দিয়া) রাধে! ঈষৎ হাস্যান্বিত কপোল শ্রেণী নিকুঞ্জবিদ্যার দূত্য কার্য্য বলিতেছ, অতএব মঙ্গল রূপ স্নেহ সহকারে প্রার্থনা করিয়া ইহার কোমলতা সম্পাদন কর ॥

শ্রীরাধা। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে! বৃন্দার তুল্য আমার প্রতি স্নেহ করিতেছনা কেন? ॥ ৮৫ ॥

(বেশগৃহে)

রাধে! বিধাতা* তোমার পদ্ম দ্বারা পদদ্বয়, নবকদলী

মৃণালে দোর্দ্বন্দ্বং তব শশিনমাপাদ্য বদনং।
মৃদূনামর্থানাং ন কঠিনমবষ্টম্ভকমৃতে
স্থিতিঃ স্যাদিত্যস্ত র্ব্যধিত হৃদয়ং নূনমশনং ॥ ৮৬ ॥

রাধিকা। বুন্দে পেক্খ সানুরাও হাসং পরিহসিজ্জাসি ণিউঞ্জ বিজ্জাএ তা গদুঅ মিলিস্সং। ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥

বৃন্দা। সহাসং। গোকুলরামাপ্রেয়সি নিকুঞ্জবিদ্যে কঠোর

কাঠিন্যং কঠোরমবষ্টম্ভকং বিনা স্থিতি র্ন স্যাদিতি হেতোঃ অশনিং অন্তর্হৃদয়ং ব্যধিত অকরোৎ ॥ ৮৬ ॥

সখি বৃন্দে পশ্য সানুরাগহাসং পরিহসিতাস্মি নিকুঞ্জবিদ্যয়া তস্মাদ্গত্বা মিলিষ্যে। হে গোকুলরামাণাং প্রেয়সি পক্ষে গোকুলরামা প্রেয়স্যো যস্য কৃষ্ণস্য। বহু প্রেয়সী রাজা ইতি ঈয়সো বহু ব্রীহাবিতি প্রতিষেধো বক্তব্য ইতি হ্রস্বনিষেধাৎ স্ত্রী প্রত্যয়স্যাধিকৃতত্বাৎ যূস্ত্র্যাখ্যৌ নদীত্যত স্ত্রী প্রত্যয়স্যৈব

দ্বারা উরুযুগল, মৃণাল দ্বারা বাহুদ্বন্দ্ব এবং চন্দ্রদ্বারা বদন নির্ম্মাণ করিয়া দেখিলেন মৃদু পদার্থ কঠিন বস্তু অবলম্বন ব্যতিরেকে কখন স্থির থাকিতে পারে না, অতএব হে সখি! বোধ হয় এই কারণেই তোমার হৃদয়কে বজ্র দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরাধা। বৃন্দে! সানুরাগ হাস্য দেখিলাত, আমি নিকুঞ্জবিদ্যা কর্ত্তৃক পরিহসিত হইলাম, অতএব গিয়া উহাঁর সঙ্গে মিলিত হই। (এই বলিয়া গমন করিলেন) ॥

বৃন্দা। (হাস্যের সহিত) হে গোকুলরামাপ্রিয়তমে! নিকুঞ্জ বিদ্যে! তুমি অতিশয় কঠিন বদ্ধি. যে হেতু নম্র স্বভাবা

ধী ত্বমসি। যৎ প্রবণামপি পুরতঃ পরিরভ্য সখীং নরঞ্জ
য়সি ॥ ৮৭ ॥

বিশাখা। ইঅং রাহী ণিউঞ্জবিজ্জং পরিরন্ধুং ভুঅবল্লিঅং
উল্লাসেন্তী পেম্ম বিসদ্ধং জপ্পদি ॥

নেপথ্যে। হলা ভাণ্ডীরদেঅদে পেক্খ গোউল পবেস বেলা
পচ্চাসীঅদি তা কারিজ্জউ তুণ্ণং অম্হেসু লীলারঙ্গ সঙ্গ
মিদো কহ্নস্স প্পসাও ॥ ৮৮ ॥

ললিতা। বুন্দে এসা তুচ্ছ বহিণী রাহিঅং পরিরম্ভিঅ চুম্বেদি ॥

নদী সংজ্ঞাকরণাৎ অস্বাদ্যর্থ নদ্যো হ্রস্বঃ প্রবণাং নম্রাং ॥ ৮৭ ॥

ইয়ং রাধাং নিকুঞ্জবিদ্যা: পরিরন্ধুং ভুজবল্লীকং উল্লাসয়ন্তী সতী প্রেম
বিশ্রদ্ধং জল্পতি। সখি ভাণ্ডীরদেবতে পশ্য গোকুল প্রবেশ বেলা প্রত্যাসী-
দতি প্রত্যাসন্না তস্মাৎ কার্য্যতাং তূর্ণং অস্মাসু লীলারঙ্গ সঙ্গমিতঃ কৃষ্ণস্য
প্রসাদঃ ॥ ৮৮ ॥

বৃন্দে এষা তব ভগিনী রাধিকাং পরিরভ্য চুম্বতি ॥

সখী অগ্রে তোমাকে আলিঙ্গন করিতে গমন করিয়াছেন,
তুমি আলিঙ্গন দ্বারা ইহাঁকে সুখী করিতেছ না! ॥৮৭॥

বিশাখা। এই রাধা নিকুঞ্জবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিবার
নিমিত্ত ভুজলতা উত্তোলন পূর্ব্বক প্রেম বিশ্বাস সহকারে
কহিলেন, সখি ভাণ্ডীরদেবতে! দেখ গোকুল প্রবেশ
বেলা নিকটবর্ত্তী হইল, অস্মদাদিতে লীলারঙ্গের সঙ্গ
শীঘ্র সম্পন্ন কর, যাহাতে কৃষ্ণের প্রসন্নতা হয় ॥ ৮৮ ॥

ললিতা। বৃন্দে! এই তোমার ভগিনী নিকুঞ্জবিদ্যা শ্রীরাধাকে

বিশাখা । সশঙ্কং । বুন্দে দিট্‌ঠা ণিলজ্জিআএ ণিউঞ্জ বিজ্জাএ পুরুষধম্মলুদ্ধদা জং এসা রাহা বক্খোরুহে ণহর ঙ্কুরং অপ্পেদি ॥

বৃন্দা । সস্মিতং । সখি মাভ্যাসূয়াং কৃথাঃ প্রেমোৎকর্ষ বিলাসোঽয়ং ॥

প্রবিশ্য সোৎকম্পা রাধিকা সভ্রূভঙ্গং । বুন্দে জুত্তং জুত্তং অম্হেসু তুম্হা জিম্হত্তণং ॥

বৃন্দা । বিহস্য । সখি ন বেদ্মি কিং তবাকূতং ॥

বৃন্দে দৃষ্টা নির্লজ্জায়াঃ নিকুঞ্জবিদ্যায়াঃ পুরুষধর্ম্মলব্ধতা । যদেষা রাধা বক্ষোরুহে নখাঙ্কুরমর্পয়তি । বৃন্দে যুক্তং যুক্তং অস্মাসু তব জিহ্মত্বং কুটিলত্বং ॥

আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন ॥

বিশাখা । (শঙ্কার সহিত) বৃন্দে ! নির্লজ্জা নিকুঞ্জবিদ্যার পুরুষ ধর্ম্মলব্ধতা দেখিলাম, যে হেতু ইনি শ্রীরাধার বক্ষোরুহে নখাঘাত করিতেছেন ॥

বৃন্দা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি । অসূয়া করিও না প্রেমোৎকর্ষের বিলাসই এই রূপ ॥

শ্রীরাধা । (উৎকম্পের সহিত প্রবেশ করিয়া সভ্রূভঙ্গে) বৃন্দে ! আমাদের প্রতি তোমার কুটিলতা যুক্ত বটে, যুক্ত বটে ॥

বৃন্দা । (হাস্য করিয়া) সখি ! তোমার অভিপ্রায় কি তা ত জানি না ॥

সখ্যৌ। সস্মিতং। বুন্দে বিণ্ণাদা দে মোহিণী ভূদা ণিউঞ্জ বিজ্জা ॥ ৮৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি সপুত্রা জটিলা। বৎসাহিমণ্ণো পেক্খ পঙ্গণে রঙ্গিণী তহ তণ্ডবিও বি সিহণ্ডী চিট্ঠদি ॥

অভিমন্যুঃ। অম্ব সচ্চং কধেসি। জং দিট্ঠং মএ গো গোব মণ্ডলেণ সদ্ধং এক্কো জ্জেব্ব রামো গোউলং পইট্ঠো ॥

জটিলা। বৎস এষা বিসারিণী কা বি সোরত্ত ধারা জ্জেব্ব তং

বৃন্দে বিজ্ঞাতা তব মোহিনীভূতা নিকুঞ্জবিদ্যা ॥ ৮৯ ॥

বৎসাভিমন্যো পশ্য প্রাঙ্গণে রঙ্গিণী তথা তাণ্ডবিকোঽপি শিখণ্ডী তিষ্ঠতি।

অভি। অম্ব সত্যং কথয়সি। যস্মাদ্দৃষ্টং ময়া গোগোপ মণ্ডলেন সার্দ্ধং এক এব রামো গোকুলং প্রবিষ্টঃ।

বৎস এষা বিসারিণী কাপি সৌরভাধারা এব তৎসাহসিক মিথুনং অত্র

ললিতা বিশাখা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) বৃন্দে! তোমার মোহিনী স্বরূপ নিকুঞ্জবিদ্যা জানা গেল ॥ ৮৯ ॥

(অনন্তর পুত্রের সহিত জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। বৎস! দেখ রঙ্গিণী তথা তাণ্ডবিক ময়ূর প্রাঙ্গণে অবস্থিতি করিতেছে।

অভিমন্যু। মা সত্য বলিতেছ, যে হেতু আমি দেখিয়াছি গো ও গোপমণ্ডলের সহিত একা রাম গোকুলে প্রবেশ করিয়াছে ॥

জটিলা। বৎস! এই বিসারিণী কোন সৌরভ্যধারাই সাহ-

সাহাসিঅ মিহুণং এথ কহেই ॥ ৯০ ॥

অভিমন্যুঃ । অম্ব ভঅবদীএ ণিদেসো বি মএ পড়িবালিদো অজ্জ সম্বুত্তো । তা দাণীং রাহিঅং মহুরাপুরে ণইস্সং ॥

জটিলা । পুত্ত দিট্‌ঠিআ এক্ক দুআরং ঘরং তা দুআরভিত্তীএ লগ্‌গা ভবিঅ সুণহ্ম পত্থাবং ইতি তথা স্থিতৌ ॥

প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ সস্মিতং । রাধে মাস্মকার্ষীরতিদুর্ল্লভেঽস্মিন্নর্থে প্রার্থনাং ॥ ৯১ ॥

কথয়তি ॥ ৯০ ॥

অম্ব ভগবত্যা নিদেশোপি ময়া প্রতিপালিত অদ্য সম্বৃত্তঃ । তস্মাদিদানীং রাধিকাং মথুরাপুরে নেষ্যামি । পুত্র দিষ্ট্যা এক দ্বারং ঘরং গৃহং তস্মাদ্দ্বার ভিত্তৌ লগ্নো ভূত্বা শৃণুবঃ প্রস্তাবং । মাস্মকার্ষীরিতি প্রত্যুত্তরং পূর্ব্বং কৃষ্ণস্য প্রসাদঃ কার্য্যতামিত্যর্থস্তু ॥ ৯১ ॥

সিক যুগলের এইস্থানে অবস্থিতি প্রকাশ করিতেছে ॥৯০

অভিমন্যু । মা ! আজ আমি ভগবতী পৌর্ণমাসীর আজ্ঞা প্রতিপালন করি,এখান হইতে শ্রীরাধাকে মধুপুরী লইয়া যাইব ॥

জটিলা । পুত্র ! বড় সৌভাগ্যের বিষয় ঘরের একটী ভিন্ন দ্বার নাই, তবে আমরা ভিত্তিতে সংলগ্ন হইয়া ইহাদের প্রস্তাব গুলা শুনি । (এই বলিয়া তদ্রূপ ভাবে দুই জনে অবস্থিত হইল) ॥

কৃষ্ণ । (প্রবেশ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাধে ! এই দুর্ল্লভ বিষয়ে প্রার্থনা করিও না ॥ ৯১ ॥

রাধিকা। স নর্ম্মস্মিতং। অই দেই পসীদ পসীদ ॥

অভিমন্যুঃ। গৃহং প্রবিশ্য। হুঁ সাহসিণি পচ্চক্‌খং হত্থাহত্থি গহিদাসি ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং হন্ত স্বরাদভিমন্যুমভিজ্ঞায় কাতবেয়ং প্রিয়া যষ্টিবদ্ভূমৌ নিপপাত ॥

জটিলা। সবিস্ময়মঙ্গুল্যা দর্শয়ন্তী। পুত্ত লোওত্তরেণ লাবন্ন ঝরেণ কা এসা গোরীঘরং উজ্জালেই ॥

অভিমন্যুঃ। বিমৃশ্য। অম্ব দেই পসীদ পসীদ ত্তি ভণিঅ

অয়ি দেবি প্রসীদ প্রসীদ। সাহসিনী প্রত্যক্ষং হস্তাহস্তি গৃহীতাসি। পুত্র লোকোত্তরেণ লাবণ্য ভরেণ প্রবাহেন কা এষা গৌরীগৃহং উল্লাসয়তি। অম্ব দেবি প্রসীদ প্রসীদ ইতি ভণিত্বা রাধয়া দণ্ডবৎ প্রণামঃ কৃতোস্তি তস্মা

শ্রীরাধা। (পরিহাস পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত) দেবি! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন ॥

অভিমন্যু। অরে সাহসিনি! আজ প্রত্যক্ষ তোকে হাতে হাতে ধর্‌লাম ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) হায়! প্রিয়তমা কণ্ঠস্বরে অভিমন্যুকে জানিতে পারিয়া কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক যষ্টির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥

জটিলা। (বিস্ময়ের সহিত অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া) পুত্র! লোকাতীত লাবণ্য প্রবাহে গৌরী গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে এ কে? ॥

অভিমন্যু। (বিবেচনা করিয়া) মা! "দেবি! প্রসীদ, দেবি!

রাহিএ দণ্ড পণামো কিদোত্থি। তা এসা দিব্বরূবা মহেস মহিসী ফুড়ং পাদুব্ভুদা॥

কৃষ্ণঃ। সহর্ষমাত্মগতং। গৌরীনেপথ্যং মম সুষ্ঠু পথ্যং বভূব॥

সখ্যৌ। সানন্দং। গোবুত্তম তুম্মাণং অম্মোড়িদেণ অম্হেহিং আরাহিজ্জন্তী গোরী পডিমাদো ণিক্কমিদা॥

অভিমন্যুঃ। বিসাহে কিং দাণিং দেই পাদে সুদুল্লহং রাহিএ

দেষা দিব্য রূপা মহেশমহিষী স্ফুটং প্রাদুর্ভূতা। গৌরী রাধা মম নেপথ্যং প্রসাধনমেব সুষ্ঠং যথা স্যাত্তথা পথ্যং উপকারী বভূব কিমপি সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ॥

গোপোত্তম যুষ্মাকং আম্রেড়িতেন অস্মাভিঃ আরাধ্যমানা গৌরী প্রতিমাতঃ নিষ্ক্রমিতা।

বিশাখে কিমিদানীং দেবীপদে সুদুর্ল্লভং রাধয়া অভ্যর্থিতং।

প্রসীদ" এই কথা বলিয়া শ্রীরাধাই দণ্ডবৎ প্রণাম করি-তেছে, অতএব স্পষ্ট দেখিতেছি দিব্যরূপধারিণী মহেশ মহিষী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন॥

কৃষ্ণ। (সহর্ষে মনে মনে) গৌরীবেশধারণ আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার জনক হইল॥

ললিতা বিশাখা। (আনন্দের সহিত) অহে গোপোত্তম অভিমন্যু! তুমি বারম্বার বলায় আমরা গৌরী পূজা করিতে আসিয়াছিলাম, দেখ গৌরী আমাদের পূজায় প্রসন্ন হইয়া প্রতিমা হইতে বহির্গত হইলেন॥

অভিমন্যু। বিশাখে! এখন শ্রীরাধা দেবীর পদে কি সুদু-

অর্ত্তুথিদং ॥

কৃষ্ণঃ। বীরাভিমন্যো দারুণং কিমপি সঙ্কটং তবোপস্থিতং তন্নিবৃত্তিমিয়ং যাচতে।

অভিমন্যুঃ। সশঙ্কং। ভঅবদি কেরিসং তং।

কৃষ্ণঃ। বৃন্দে তদভিব্যক্তয়ে সঙ্কুচন্তি মে বচনানি তত ত্বয়া কথ্যতাং ॥

বৃন্দা। মানিন্নভিমন্যো পরশ্ব স্ত্বং ভোজেশ্বরেণ ভৈরবায় সায়মুপহারী কর্ত্তব্যোঽসি ॥

জটিলা। সবৈক্লব্যং দেই পসীদ পসীদ জীঅপুত্তিঅং মং করেদি ॥

রাধিকা। সহর্ষমুত্থায়। দেই পসীদ পসীদ।

ভগবতি কীদৃশং তৎ জীবপুত্রকাং মাং কুরু।

লর্ব্ভ বর প্রার্থনা করিল ॥

কৃষ্ণ। হে বীর অভিমন্যো! তোমার কোন দারুণ শঙ্কট উপস্থিত, শ্রীরাধা তাহারই নিবারণ প্রার্থনা করিতেছে ॥

অভিমন্যু। (সশঙ্কে) ভগবতি! সে শঙ্কট কি প্রকার? ॥

কৃষ্ণ। বৃন্দে! সে কথা বলিতে আমার বাক্য কুণ্ঠিত হইতেছে অতএব তুমি প্রকাশ করিয়া বল ॥

বৃন্দা। হে মান্যাস্পদ অভিমন্যো! কংসরাজ পরশ্ব সন্ধ্যাকালে ভৈরবের নিকট তোমাকে বলি দিবে ॥

জটিলা। (ব্যাকুলতার সহিত) দেবি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আমাকে জীবপুত্রা কর ॥

শ্রীরাধা। (সহর্ষে গাত্রোত্থান করিয়া) দেবি! প্রসন্না হউন,

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা রাধে! বর্ণিতমেব তে যদদ্য দুর্নিবারং ইদং।

রাধিকা। সকাকুভরং প্রণম্য। হন্ত বল্লবী উল দেঅদে কিম্পি অসক্কং দে ণত্থি তা তুএ ণাহেণ অবিপ্পজ্ঞং পসাদী কদুঅ অণুগেহ্ণীঅদু এসো জণো ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা। বশীকৃতাস্মাস্মি বশীন্দ্র দুষ্করৈ স্তবাদ্য রাধে নব ভক্তিদামভিঃ।

বল্লবী কুলদেবতে বল্লবীনাং কুলদেবতে বল্লবী সমূহানাং দেবতে ইতিচ। কিমপি অশক্যং তে নাস্তি। তস্মাত্বয়া নাথেন অবিপ্রযোগং প্রসাদীকৃত্য অনুগৃহ্যতাং এষ জনঃ নাথেনাভিমন্যুনা ইতি জটিলাং জ্ঞাপয়িতুমভিপ্রেতার্থঃ। বস্তুত স্তু ত্বয়া নাথেনেতি সামানাধিকরণ্যং ॥ ৯২ ॥

বশীন্দ্রদুষ্করৈঃ জিতেন্দ্রিয়াণাং দুষ্করৈঃ নব ভক্তি দামভিঃ তেন ত্বং সতী চূড়ামণিরসি ইতি জ্ঞাপয়তি। তৎ তস্মাৎ কৃত গোকুল স্থিতিঃ সতীত্বানেন

প্রসন্না হউন ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাধে! তুমি আজ যাহা প্রার্থনা করিতেছ এ ত নিবারণ হইবে না ॥

শ্রীরাধা। (অতিশয় মিনতি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া) হে গোপীকুলদেবতে! আপনার কোন বিষয়ে অসামর্থ্য নাই, অতএব আপনি নাথ শূন্য না করিয়া এই জনকে অনুগ্রহ করুন ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাধে! আমাকে মুনীন্দ্রগণও বশতাপন্ন করিতে পারেন না, কিন্তু তোমার নবভক্তি রজ্জুতে আজ আমি বশীভূত হইয়াছি, অতএব তুমি যদি

তদিষ্ট সিদ্ধিং কৃতগোকুলস্থিতিঃ
সদা মদারাধনত স্তমাপ্স্যসি ॥

অভিমন্যুঃ। সোচ্ছ্বাসং। অই ভত্তজণবৎসলে কদাবি মহু রাহিমুহী মএ ণ রাহিআ কাদব্বা। তা ইহ বসন্তী তুমং এসা আরাহেদু ॥ ৯৩ ॥

জটিলা। রাধামালিঙ্গ্য। অই দোউল ণন্দিণি রক্খিদম্হি ॥

বৃন্দা। অভিমন্যুমবেক্ষ্যাত্তে।

মথুরা প্রস্থানং বারয়তি। সদা রাধনত ইত্যনেন সদা বনাগমনে জটিলয়া আজ্ঞাং কারয়তি।

অভি। অয়ি ভক্তজনবৎসলে কদাপি মথুরাভিমুখী ময়া ন রাধিকা কর্ত্তব্যা তদিহ বসন্তীং ত্বামেষা আরাধ্যতু ॥ ৯৩ ॥

জটিলা। অয়ি কুলদ্বয়নন্দিনি রক্ষিতাস্মি।

গোকুলে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা আমার আরাধনায় রত থাক, তাহা হইলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ॥

অভিমন্যু। (আনন্দের সহিত) অয়ি ভক্তজন বৎসলে! আমি কখন শ্রীরাধাকে মথুরাভিমুখী করিব না, আপনি এই স্থানে অবস্থিত থাকুন, আপনাকে শ্রীরাধা আরাধনা করিবে। ৯৩ ॥

জটিলা। (শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) অয়ি কুল দ্বয় রক্ষিণি! রক্ষা করিলা ॥

বৃন্দা। (অভিমন্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) পতিব্রতা

বিধ্বংসয়তি হি পুংসাং সাধ্বী পরিবাদিতায়ুংসি ॥
পরদেবতাত্র গৌরীভাব গ্রাহিণ্যসৌ বদতু ॥

কৃষ্ণঃ। ধন্যাভিমন্যো কল্যাণ সাধিকা তে রাধিকা।
তদস্যাং নাবিশ্রব্ধেন ভবিতব্যং ভবতা।

অভিমন্যুঃ। দেই রাহীবেসং কডুঅ সুবলেন অম্বা মে পরিহসিজ্জই তং পেক্‌খিঅ মচ্ছরী অণহিণ্ণো লোও মিচ্ছাহিসন্তিং উত্থাবেদি ॥

ললিতা। অহিমণ্ণো দিট্‌ঠিআ সঅং জ্জেব্ব বীসত্থোসি।

সাধ্বী পরিবাদিতা কর্ত্রী আয়ুংষি বিধ্বংসয়তি পরদেবত্তেত্যনেন তদ্বাক্যে চেদ্বিশ্বাসং ন করিষ্যসি তর্হি মরিষ্যতীতি দ্যোতিতং।

অভি। দেবি রাধাবেশং কৃত্বা সুবলেন অম্বা মম পরিহস্যতে তং প্রেক্ষ্য মৎসরী অনভিজ্ঞো লোকো মিথ্যাভিসক্তিং কলঙ্কং উৎপাদয়তি।

ললি। অভিমন্যো দিষ্ট্যা স্বয়মেব বিশ্বস্তোসি।

পরিবাদিতা হইলে অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দিলে, ঐ অপবাদ পুরুষের পরমায়ু বিনষ্ট করে, পর-দেবতা ভক্তিগ্রাহিণী গৌরী এই কথা বলিতেছেন ॥

কৃষ্ণ। অহে অভিমন্যো! তুমি ধন্য, তোমার এই রাধিকা কল্যাণসাধিকা, অতএব ইহাঁর প্রতি অবিশ্বাস করিও না ॥

অভিমন্যু। দেবি! সুবল রাধাবেশ ধারণ করিয়া আমার মাতাকে পরিহাস করে, তাহাই দেখিয়া অনভিজ্ঞ মৎসরী লোকে মিথ্যা কলঙ্ক উত্থাপন করিয়াছে ॥

ললিতা। অভিমন্যো! ভাগ্যে তুমি এখানে আসিয়াছিলে

অভিমন্যুঃ। অম্ব এহি মম ঘর সব্বস্সাইং মহুরাপুরে ণেদুং ণিজুত্তং জণং ণিবারেম্ম ইত্যম্বয়া সহ হরিং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তঃ।

সখ্যৌ। রাধামাশ্লিষ্য সাস্রং। হা পিঅসহি কধং পামরেহিং তুমং মহুরা পুরে ণেদুং ণিচ্চিদা আসি ॥ ৯৪ ॥

প্রবিশ্য পৌর্ণমাসী। সানন্দস্মিতং।

অঙ্গরাগেণ গৌরাঙ্গী হিরণ্যদ্যুতি হারিণা।

মামগ্রে রঞ্জয়ত্যেষা নিকুঞ্জকুলদেবতা ॥

অভি। অম্ব হে মাতঃ এহি মম গৃহ সর্ব্বস্বানি মথুরা পত্তনে নেতুং নিযুক্তং জনং নিবারয়াবঃ ॥

সখ্যৌ। হা প্রিয়সখি ন পরৈঃ ত্বং মথুরাপুরে নেতুং নিশ্চিতাসি ॥ ৯৪ ॥

বলিয়া স্বয়ং দেখিয়া বিশ্বাস করিলা ॥

অভিমন্যু। মা! আইস, আমার গৃহদ্রব্য সকল মথুরা রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাকে নিবারণ করিগা ॥

(এই বলিয়া মাতার সহিত প্রস্থান করিল) ॥

ললিতা বিশাখা। শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে) হা প্রিয়সখি! এই পামর তোমাকে মথুরা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৯৪ ॥

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। (আনন্দ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে) স্বর্ণ দ্যুতিহারি অঙ্গরাগ দ্বারা গৌরাঙ্গী এই নিকুঞ্জ কুলদেবতা

কৃষ্ণঃ। প্রণম্য। ভগবতি বন্দে॥

পৌর্ণমাসী। আশীঃ শতং। হন্ত যশোদামাত র্দিষ্ট্যা ভবত
সম্বর্দ্ধিতাস্মি। যদহং রাধিকাবিচ্ছেদ বেদনানামনভি
কৃতাঃ॥ ৯৫॥

কৃষ্ণঃ। উত্তীর্ণা পরম ভয়াদ্বভূব রাধা নির্ব্বাধাজনি
ভবতী গতাধি সূচিঃ। নিঃশঙ্কং প্রমদমিতা
স্তথাদ্য সখ্যঃ কর্ত্তব্যং ভবতি কিং প্রিয়ং তবাস্তি॥

পৌর্ণমাসী। সানন্দাস্রং। গোকুলবন্ধো বাঢ়মবন্ধ্য জন্মা
কৃতা। তথাপি কিঞ্চিদভ্যর্থয়ে।

যশোদা মাতা যস্য হন্ত হর্ষে সাধীয়ান্ সাধুতরঃ অতিশয়তরো বা॥ ৯৫

অগ্রে আমাকে সুখ প্রদান করিতেছেন॥

কৃষ্ণ। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ভগবতি! বন্দনা করি॥

পৌর্ণমাসী। (শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া) অহো যশে
মাতঃ! ভাগ্যবলে আজ আমি তোমাকর্ত্তৃক
প্রাপ্ত হইলাম, যে হেতু রাধিকাবিচ্ছেদ বেদনা বি
করাইলা॥ ৯৫॥

কৃষ্ণ। ভগবতি! শ্রীরাধা পরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইে
আপনারও মনো বেদনা দূর হইল এবং সখীগণও
নিঃশঙ্কে আমোদ প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনার
প্রিয় সাধন করিব আজ্ঞা করুন॥

পৌর্ণমাসী। (সজল নেত্রে) হে গোকুলবন্দো! আ
জন্ম সার্থক করিলা, তথাপি কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করি।
বৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরে গুণবৃন্দমাধুর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক শ্রীরা

প্রথয়ন্ গুণবৃন্দ মাধুরীমধিবৃন্দাবন কুঞ্জকন্দরং।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলি বিভ্রমং॥

কৃষ্ণ। অন্তঃ কন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদ্ঘাটয়ন্ সেবতে
যস্তে গোকুল কেলি নির্ম্মল সুধাসিন্ধূত্থ বিন্দূনপি।
রাধামাধবিকা মধোর্ম্মধুরিম স্বারাজ্যমন্যার্জ্জয়ন্
সাধীয়ান্ ভবদীয় পাদকমলে প্রেমোর্ম্মিরুন্মীলতু॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা ভগবতি তথাস্তু। তদেহি গোদোহাবসরে মামপেক্ষ্য চিন্তয়িষ্যন্তৌ পিতরাববিলম্বং গোকুলং প্রবিশ্যন্ নন্দয়াব ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে গৌরীতীর্থ বিহারো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

সহিত সর্ব্বদা মঙ্গলজনক কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর॥

অপর যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে আদর প্রকাশ পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় উদ্ঘাটন করিয়া তোমার গোকুলকেলি রূপ নির্ম্মল সুধাসিন্ধুর বিন্দুও সেবা করে তাহা হইলে তাহার রাধাময়ী মাধবী মধুর মধুরিমা রূপ স্বারাজ্য অর্জনকারী দৃঢ়তর প্রেমতরঙ্গ তোমার পদকমলে উদিত হউক॥

। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তাহাই হইবে। তবে আসুন, এক্ষণে গোদোহন কাল উপস্থিত, পিতা মাতা আমাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তাকুল হইবেন, শীঘ্র গোকুলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করি। (এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ

রাধা বিলাস বীতাঙ্কং চতুঃষষ্টি কলাধরং।
বিদগ্ধমাধবং নাম শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ ॥
নন্দ সিন্ধুর বানেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতং ॥
শান্তশ্রিয়ঃ পরম ভাগবতাঃ সমন্তা
দ্বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপি তয়া মৃদূনি
জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি ॥ * ॥
॥ * ॥ সমাপ্তমিদং বিদগ্ধমাধব নাম নাটকং ॥ * ॥

॥*॥ ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিনা বিরচিতা শ্রীবিদগ্ধমাধব বিবৃতিঃ সম্পূর্ণাঃ ॥*॥
নন্দা নব ৯ সিন্ধুরাষ্টৌ ৮ বানাপঞ্চ ৫ ইন্দুরেকঃ ১। এবমঙ্কস্ত বামাগতি রিত্যনুসারেণ দেয়াঃ অঙ্কাঃ। সম্বৎ ॥ ১৫৮৯ ॥

মাধব নাটকে গৌরীতীর্থ বিহার সপ্তমাঙ্ক ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

যাহা শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদ চিহ্নিত এবং যাহা চতুঃষষ্টি কলাধারি, সেই বিদগ্ধমাধবনাটকে বিচক্ষণগণ উত্তম রূপে অনুশীলন করুন ॥

১৫৮৯ সম্বৎ গত হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী গোকুল মধ্যে এই বিদগ্ধমাধব নাটক প্রস্তুত করেন! শান্তমূর্ত্তি পরম ভাগবতগণ সর্ব্বতোভাবে বৈগুণ্যপুঞ্জকেও সদ্গুণত্ব প্রাপ্ত করান, যেমন অল্প আলোক প্রকাশকারী নক্ষত্রগণ আকাশে অবস্থিত হইয়া রাত্রি সকলকেও ভূষিত করেন তদ্রূপ ইতি ॥

॥ * ॥ বিদগ্ধমাধব নাটক সম্পূর্ণ ॥ * ॥

সন ১২৮৮। ৫ই অগ্রহায়ণ।

বিজ্ঞাপন।

কেল্লা রামগড়ার অধীশ্বর শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ অধিরাজ সুরুল দেব বাহাদুর এই বিদগ্ধমাধব নাটক সাধারণের লোচনগোচর করিবার নিমিত্ত গত ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাকে উৎসাহিত করেন, আমিও তদাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পাঁচ মাস মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে অনুবাদ সহ মুদ্রাঙ্কন সমাপন করিলাম। ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত মহারাজ নিরাপদে রাজ্যসম্পদ সম্ভোগ করত ভাগবত ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা সাধারণ লোকদিগকে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন।

আশীর্ব্বাদক।
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্র।